



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
June 2016

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সাথে সাথে তখনই চলতে পারবে, যখন এই পুরোনো দুনিয়ার থেকে বেহদের বৈরাগ্য হবে" অর্থাৎ পুরোনো দুনিয়াকে ভুলতে হবে "

প্রশ্ন:- ভগবান সমর্থ হলেও ঔঁনার রচিত যজ্ঞে বিঘ্ন পড়ে কেন ?

উত্তর:- কারণ রাবণ হল ভগবানের থেকেও তীব্র । যখন তার(রাবণের) রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হবে, তো তখন সে অবশ্যই বিঘ্ন দেবে , তাই না । শুরু থেকে নিয়ে ড্রামা অনুসারে এই যজ্ঞে বিঘ্ন পড়েই আর পড়বেও । আমরা পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় ট্রান্সফার বা বদলি হচ্ছি , সেই কারণে পতিত মানুষরা বিঘ্ন সৃষ্টি করে ।

গীত --: ও দূরের পথের যাত্রী (ও দূর কে মুসাফির)

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা গানের লাইন শুনলো । যেমন বেদশাস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা ভক্তি মার্গের রাস্তা বলা হয়, সেইরকম গানও অল্প পথ বলে । এইসব তারা কিছুই বোঝে না । শাস্ত্র ইত্যাদি গল্প শোনা সেগুলি হয় কর্ণপ্রিয়ের মতন । এবার বাচ্চারা জানে যে দূরের পথের যাত্রী কাকে বলা হয় । আত্মা জানে যে আমরাও হলাম দূরের পথের যাত্রী , আমাদের ঘর হলো শান্তি ধামে । মানুষরা যখন এইসব কথা বোঝে না , তখন তারা কিছুই বুঝবে না । বাবাকে না জানার কারণে সৃষ্টি চক্রকেও বুঝতে পারছে না । আত্মা এইসব বোঝে যে শিববাবা বলেন আমি টেম্পোরারি (অস্থায়ী) আত্মা পরিণত হই । তুমি হলে স্থায়ী জীব আত্মা । আমি (শিববাবা) হলাম শুধু সঙ্গমযুগেই টেম্পোরারি জীব আত্মা, সেটাও তোমার মতন নয় । আমি (শিববাবা) এই জীবের মধ্যে নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্য প্রবেশ করি । না হলে তোমরা পরিচয় কিভাবে প্রাপ্ত করতে? বাবা বুঝিয়েছেন রুহানী বাবা একজনই হন , যাঁকে শিববাবা বা ভগবান বলা হয় । অন্যরা কেউ এসব বোঝে না বা জানে না । এইসবে পবিত্রতার বন্ধন আছে । বড়ো থেকে বড় বন্ধন হয় । নিজেকে আত্মা বোঝা আর যারা দূরের পথের যাত্রী, তারা ভক্তি মার্গেও পতিত পাবন ভগবান কেই স্মরণ করে । রুহানী বাবা সেটাই বোঝাচ্ছেন যে , আমি (শিববাবা) সকলকে নিয়ে ঘরে যাবো । কাউকেই ছেড়ে যাবো না , ফেরত তো সবাই কেই যেতে হবে । প্রলয় ও হওয়ার নেই । ভারতের খণ্ড তো থাকেই । ভারত খণ্ডের কখনও বিনাশ হয় না । সত্যযুগ আদিতে শুধু ভারত খণ্ডই থাকে । কল্পের সঙ্গমে যখন বাবা আসেন তখনই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় আর বাকী সব ধর্মের বিনাশ হয় । তুমিও আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনে সাহায্য করছো । তাহলে গানও শুনেছো বলছে বাবা আমাদেরও সাথে নিয়ে চলো । বাবা বলেন এরকম ভাবে সাথে সাথে যেতে পারবে না , যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোনো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য না হবে । যখন নতুন বাড়ি তৈরি হয় তো পুরোনোটা মন থেকে মুছে যায় । তুমিও জানো যে এই পুরোনো দুনিয়া শেষ হওয়ার আছে । এবার নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে । যতক্ষণ সতোপ্রধান তৈরী হবে না , ততক্ষণ পর্যন্ত দেবীদেবতা পরিনত হতে পারবে না । এইজন্য বাবা বারবার বোঝাচ্ছেন যে নিজেকে আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করো । সঙ্গতি করতে

দূরের পথের যাত্রী একজন এখানে এসেছেন যাঁকে দুনিয়ার লোকেরা জানে না । ওনাকে সকলে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে । এখন তোমরা বাচ্চারা নম্বর ভিত্তিক পুরুষার্থ অনুসারে জানো যে আমরা হলাম সবাই শিববাবার সন্তান । আসলেও তো বোঝে যে আমরা বাপদাদার নিকটে এসেছি তো এটা পরিবার হয়ে গেছে । এই হলো ঈশ্বরীয় পরিবার । কারোর অনেক বাচ্চা হয় তো অনেক দল (পলটন) হয় । শিববাবার বাচ্চারা যারা এতো বী কে ভাইবোন আছে, তাদেরও অনেক দল (পলটন) হয় । ব্রহ্মকুমার কুমারীরা সবাই জানে যে আমরা বেহদের বাচ্চারা বাবার থেকে বর্সা নিয়ে থাকি । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে পান্ডব আর কৌরবদের খেলা, সেই খেলাতে তারা রাজস্ব দাবি করেছিল । এবার সেই রাজস্ব না কৌরবদের হয় আর না পান্ডবদের । মুকুট ইত্যাদি কিছুই থাকে না , দেখানোও হয়েছে তাদের শহর থেকে বিতাড়িত করেছে । শাস্ত্র ইত্যাদি নাকি লুকিয়ে রেখে গেছে । এইসব হলো সব পৌরাণিক (দন্ত) গল্প । না পান্ডব রাজস্ব হয় আর না কৌরবদের, আর নাইবা তাদের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে । লড়াই রাজাদের লেগেছিল । এরা তো সকলে ভাই ভাই । লড়াই হয়েছে কৌরব আর যাদবদের মাঝে , তাহলে বাকী ভাইরা একে অপরকে কি ভাবে শেষ করবে । দেখানো হয়েছে পান্ডব, কৌরব লড়াই করেছে । বাকী পাঁচ পান্ডব বেঁচেছিল আর এক কুকুর ছিল । তারাও আবার সকলে পাহাড়ের ওপরে গলে মরেছে । খেলাই শেষ । রাজযোগের কোনো অর্থই বেরোলো না ।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা কল্পে কল্পে এসে এক ধর্মের স্থাপনা করেন । তারা ডাকেও হে পতিত পাবন বাবা আসুন, এসে পতিত থেকে পবিত্র বানান । সত্যযুগে সূর্যবংশী রাজধানীই হয় । ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা হচ্ছে । এবার যখন বাবা এসেছেন তো ওঁনার ডায়রেকশনে চলতে হবে । পদ্মফুলের মতন পবিত্র হতে হবে । কন্যাদের তো বলবো না যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্মফুলের মতন থাকো । তারা তো হয়ই পবিত্র । এইসব গৃহস্থীদের জন্য বলা হয়েছে । কুমার কুমারীদের তো বিবাহ করাই উচিত নয় , নয়তো তারাও গৃহস্থী হয়ে পড়বে । কিছু গন্ধর্ব বিবাহের নাম তো আছে । কন্যারা তো মার খায় আর অসহায় অবস্থায় তাদের গন্ধর্ব বিবাহ করানো হয় । বাস্তবে মারকেও সহ্য করা দরকার , কিন্তু অধরকুমারী হওয়া উচিত নয় । বাল ব্রহ্মচারীর নাম অনেক হয় । বিবাহ করলে তো হাফ পার্টনার হয়ে গেলে । কুমার দেব বলা হয় যে তোমরা তো পবিত্র থাকো । গৃহস্থীদের বলা হয় যে তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পদ্মফুলের মতন পবিত্র তৈরী হও । এইসবে পবিত্রতা দরকার । বিবাহ না করলে তো আর বন্ধন থাকে না । কন্যাদের তো পড়তে হবে আর জ্ঞানে মজবুত হতে হবে । ছোটো ছোটো কন্যারা যারা নাবালিকা (সাগীর) হয়, তাদের তো নিতে পারবো না । তারা নিজের ঘরে থেকে পড়াশোনা করতে পারে । মাতাপিতা জ্ঞানে আসলে তো নাবালিকা (সাগিরকে) নেওয়া যায় । এটা তো স্কুলের স্কুল , ঘরের ঘর আর সংসঙ্গের সংসঙ্গ । সং মানে হলো এক বাবা , ওঁনাকেই বলা হয় ও দূরের পথের যাত্রী । আত্মা ফর্সা পরিনত হয় । বাবা বলেন আমি যাত্রী (মুসাফির) সদাই ফর্সা হই , পবিত্রতায় থাকি । আমি এসে সব আত্মাদের পবিত্র, ফর্সা তৈরী করি আর তো কোনো এরকম মুসাফির হয় না । বাবা বোঝাচ্ছেন আমি এসেছি রাবণের রাজ্যে । এই শরীরটাও অপরের , তোমার আত্মা বলবে যে এটা আমার শরীর । কিন্তু বাবা বলেন যে এটা আমার শরীর নয় । এটা এঁনার (ব্রহ্মবাবার) শরীর । এই পতিত শরীর আমার নয় । আমি(শিববাবা) আসি এনার (ব্রহ্মবাবার) অনেক জন্মের অন্তের জন্মে । যারা নম্বরওয়ান পবিত্র ছিল , তারাই নম্বরলাস্ট অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বিকারী পরিনত হয় । প্রথম নম্বরে ষোলো কলা সম্পূর্ণ ছিল । এখন তো কোনো কলা নেই । এখন তো

সবাই হয় পতিত , তাই বাবা সেইকারনে দূরদেশের মুসাফির (যাত্রী) হয়েছেন । তোমরা আত্মারাও হলে মুসাফির বা যাত্রী । এখানে এসে পাট প্লে করে থাকো । এই সৃষ্টিচক্রকে কেউই জানে না বা বোঝে না । যদিও অনেকে অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে , তারপরও এইসব জ্ঞান কেউই দিতে পারে না। বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি এই তনে প্রবেশ করে আত্মাদের জ্ঞান দিয়ে থাকি । তারা তো হলো মনুষ্য , আর মানুষ মানুষদের শাস্ত্রের জ্ঞান দেয় তো তারা হয়ে গেলো ভক্ত । সঙ্গতি দাতা তো একজনই হন । যিনি হন জ্ঞানের সাগর , ওঁনাকে না জানার কারনে দেহ অভিমান এসেছে । তারা তো কেউ এটাই বোঝে না যে তারা আত্মা , আর নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করতে হবে । আত্মাই পড়াশোনা করে । এইসব কেউই বোঝে না , কারণ সকলেই এখন দেহ অভিমানে আছে । তাই দূরের পথের যাত্রী শিববাবাকে বলা হচ্ছে । তুমি জানো আমরা চুরাশী জন্মের চক্র ঘুরে নিয়েছি ।

বাবা বলেন যে পাঁচ হাজার বছর আগেও তোমাদের বৃন্নিয়েছিলাম, বাচ্চারা তোমরা নিজের জন্মের ব্যাপারে কিছুই জানো না । আমি জানি যে গীতায় আটায় নুন মেশানোর মতন কিছু আছে । সেই গীতার এপিসোড , সেই মহাভারতের লড়াই , সেই মনমনাভব মধ্যাজী ভবের জ্ঞান । মামেকম্ স্মরণ করো । লড়াইও বরাবর লেগেছে , পান্ডবদের বিজয়ও হয়েছে । বিজয়মালা বিষ্ণুর বলা হয়েছে । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে পান্ডবরা গলে মরেছে । তাহলে মালা কিভাবে তৈরী হলো । এবার তুমি বুঝেছো যে আমরা বিষ্ণুর মালা পরিনত হতে এখানে এসেছি , ওপরে আছেন পতিতপাবন বাবা । ওঁনার স্মৃতিচিহ্ন (ইয়াদগার) তো দরকার , তাই না । ভক্তিমার্গে স্মৃতিচিহ্ন গাওয়া হয় । কেউ আটের মালা , কেউ ১০৮ এর মালা , আবার কেউ ১৬১০৮ এর তৈরী হয়েছে । গাওয়া হয় তোমাদের উর্দ্ধগামী কলার পরিবর্তনে সকলের কল্যাণ নিহিত আছে (চড়তী কলা তেরে ভানে সর্ব কা ভলা) । এখন তুমি জানো যে আমাদের হয় উড়তি কলা । আমরা ফিরব নিজেদের ঘর সুখধামে আর তারপর আমরা কি ভাবে নীচে নেমেছি , চুরাশী ধর্ম কি ভাবে গ্রহণ করি , এইসব সারা জ্ঞান তোমার বুদ্ধিতে আছে , আর এই জ্ঞান ভোলা উচিত নয় । আমাদের সকল দুঃখ হরন করে অভিশাপ মিটিয়ে সুখের বর্সা দিতে বাবা এসেছেন । রাবণের অভিশাপে সকলকে দুঃখ ভোগ করতে হয় । তাই এবার বাবাকে আর বর্সাকে স্মরণ করতে হবে । তুমি জানো আমরা সূর্যবংশীরা ভারতে রাজস্ব করেছে । ভারতেই শিববাবা আসেন , ভারতই স্বর্গ ছিল , এইসব মুহূর্তে মুহূর্তে বুদ্ধিতে স্মরণ আসা দরকার । যারা চুরাশীর চক্র ঘোরেনি , তারা না ধারণা করবে আর না করাবে , তাদের দেখে বোঝা যাবে যে তারা চুরাশীতম জন্ম গ্রহণ করেনি । তারা দেরীতে এসেছে। তারা স্বর্গেও আসে না । প্রথম প্রথম যাওয়া ভালো , তাই না । নতুন বাড়ীতে প্রথমে নিজে থাকবে, তারপর ভাড়া় রাখবে । তখন তো সেটা দ্বিতীয় হাত হবে , তাই তো । সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া । ত্রিতাকে দ্বিতীয় হাত বলা হবে । তো এবার বুদ্ধিতে এসেছে যে আমরা স্বর্গে নতুন দুনিয়ায় যাবো । সেই কারনে পুরুষার্থ করতে হবে , প্রজা তৈরী করতে হবে । তুমি বুঝতে পারবে যে মালায় কাদের গাঁথা হবে । যদি কাউকে সোজা ভাবে বলা হয় যে তুমি আসবে না , তাহলে সে তো হার্টফেল করবে , এইজন্য বলা হয় যে পুরুষার্থ করো , নিজের যাচাই করো যে আমাদের বুদ্ধিমোগ বিচরন তো করছে না । তোমাদের শিববাবার সাথে কতটা স্নেহ আছে ! বলেও তারা যে আমরা বাপদাদার নিকটে যাই । শিববাবার থেকে দাদা দ্বারা বর্সা প্রাপ্ত করতে গিয়ে থাকি । এরকম বাবার কাছে তো অনেকবার যাওয়া হয় কিন্তু গৃহস্থ ব্যবহারও সামলাতে হবে । যদিও অনেক বন্ধন থাকে কিন্তু এতো সময়ও নেই । পুরো নিশ্চয়ও নেই । নইলে তো মাসে দুমাসে গিয়ে রিফ্রেশ বা তরতাজা হতে পারে । তাহলে তাদের ঘন ঘন আকর্ষণ (কশিশ) হবে । সূচে মরচে

জমে গেছে তো চুম্বক এতোটা টানে না । যাদের পুরো যোগ হয় , তাদের চট করে আকর্ষণ হবে । পালিয়ে বা ছুটে আসবে । যত মরচে উঠতে থাকবে , তত আকর্ষণ হতে থাকবে । আমরা চুম্বকের সাথে মিলিত হয়েছি । গানও আছে - চাইলে মারো , চাইলে কিছুও করো , তবুও আমরা তোমার দ্বার থেকে সরবো না । কিন্তু সেই অবস্থা পরে হবে । মরচে উঠে গেলেই সেই অবস্থা হবে । বাবা বলেন হে আল্লারা , গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও মনমনাভব থাকো । এমন নয় যে এখানে পালিয়ে বসতে হবে । সাগরের কাছে মেঘদের (বাদল) আসতে হবে রিফ্রেশ হতে । সার্ভেসেও যেতে হবে । বন্ধন যখন শেষ হবে তখনই সার্ভিসে যেতে পারবে । মাবাবাকে নিজেদের বাচ্চাকে সামলাতে হবে । বাবার স্মরণে থাকতে হবে আর পবিত্র হতে হবে ।

বাবা বুঝিয়েছেন যে অনেক প্রকারের বিঘ্ন জ্ঞান যজ্ঞে পড়ে । বলাও হয় , ঈশ্বর তো হন সমর্থ তাহলে এতো বিঘ্ন হয় কেন ? কারণ মানুষরা জানেই না যে রাবণ ভগবানের থেকেও তীব্র হয় । তার রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়ার কারণে অনেক প্রকারের বিঘ্ন হতে থাকে । ডামার প্ল্যান অনুসারে আরও বিঘ্ন পড়বে । শুরু থেকে নিয়েই পতিতদের বিঘ্ন পড়ে । শাস্ত্রে তো লেখা আছে যে কৃষ্ণের ১৬১০৮ (ষোলো হাজার এক শত আট) পটরাণি ছিল । সাঁপে ছোবল মেরেছে । রামের সীতা চুরি হয়েছে । এবার রাবণ স্বর্গে কোথা থেকে আসলো । মিথ্যে তো প্রচুর আছে । বলে তারা বিকার ছাড়া বাচ্চা কি ভাবে হবে । তারা জানেই না যে যারা বর্সা প্রাপ্ত করার অধিকারী হবে , তারা এসে বুঝবেও । তাহলে এই জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদেরই বিঘ্ন পড়ে । পতিতদের অসুর বলা হয় । তারা তো হচ্ছেই রাবণ সম্প্রদায় । আর তুমি এখন সঙ্গমে আছো । রাবণ রাজ্য থেকে কিনারা করে নিয়েছো । তারপও কিছু লেস আসে । বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে যে আমরা ফেরত যাচ্ছি । বসে তো এখানেই আছি । বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে । এখানে বসে তো আছো কিন্তু তাদের সাথে যেন তোমার বৈরাগ্য হয়েছে । এই ছিছি দুনিয়া কবরস্থান হবে । বিভিন্ন পয়েন্টস দ্বারা বোঝানো হয় । বাস্তবে তো একই পয়েন্টস আছে , সেটা হলো মনমনাভব । কত চিঠি আসে বাবা আমরা হলাম বাঁধেলী (বন্ধনে বাঁধা) । এক দ্রোপদী তো হবে না , হাজার হয়ে যাবে । এবার তুমি পতিত দুনিয়া থেকে পাবন দুনিয়ায় ট্রান্সফার হচ্ছে । যারা কল্প পূর্বে ফুল তৈরী হয়েছে হবে , তারাই বেরোবে । গার্ডন অফ আল্লাহর এখানে স্থাপনা হবে । কেউ কেউ তো এতো ভালো ফুল হয় , যে দেখলেই আরাম লাগে অর্থাৎ মনটা খুশীতে ভরে যায় । নামই হয় কিং অফ ক্ল্যাস অর্থাৎ ফুলের রাজা । পাঁচদিন রাখা থাকলেও তাজা থাকবে । গন্ধ ছড়াতে থাকবে । যেখানেও যারা বাবাকে স্মরণ করছে আর স্মরণ করাচ্ছে , তাদের সুগন্ধ ছড়াতে থাকবে । তারা সदैব খুশীতে থাকে । এইরকম মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের দেখে বাবাও হর্ষিত বা আনন্দিত হন । তাদের আগে বাবার জ্ঞান ডাম্প বা জ্ঞানের নৃত্য ভালোভাবে হয় । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের মাতাপিতা বাপদাদা স্মরণ করছেন আর জানাচ্ছেন স্নেহ সুমন আর সুপভাত । আল্লাদের পিতা (রুহানী) আল্লারুপী বাচ্চাদের জানান নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১. জ্ঞান আর যোগে মজবুত হতে হবে । বন্ধনে না এসে থাকলে, জেনে শুনে বন্ধনে ফাঁসবার দরকার নেই । বাল ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে হবে ।

২. এখন আমাদের হলো উত্তরণের কলা । বাবা আমাদের সব দুঃখ হরণ করতে , অভিষাপ মিটিয়ে বর্ষা দিতে এসেছেন । বাবা আর বর্ষাকে স্মরণ করে অপার খুশীতে থাকতে হবে । যাচাই করতে হবে যে আমাদের বুদ্ধিযোগ কোথাও বিচরন তো করছে না ।

বরদান:- একাগ্রতার অভ্যাস দ্বারা সকল আত্মাদের মনোকামনা পূর্ণ করতে বিশ্বকল্যাণকারী (ভব) হও !

সকল আত্মার মনের ইচ্ছা হলো চঞ্চল মনকে বা বিচরন করা বুদ্ধিকে একাগ্র করা । তাই তাদের এই ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য প্রথমে নিজে নিজের সঙ্কল্পকে একাগ্র করার অভ্যাস বাড়াও । নিরন্তর একরস স্থিতিতে বা এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নয় ----- এই স্থিতিতে স্থিত থাকো । ব্যর্থ সঙ্কল্পকে শুদ্ধ সঙ্কল্পকে পরিবর্তন করো , তখনই বিশ্ব কল্যাণকারী ভবের বরদান প্রাপ্ত হবে ।

স্লোগান ---: ব্রহ্মাবাবা সমান গুণ স্বরূপ , শক্তিস্বরূপ আর স্মরণ স্বরূপ যারা তৈরী হয় , তারাই হলো সত্যিকারের ব্রাহ্মণ ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করার জন্য সবসময় এই স্মৃতিতে থাকো যে , আমরা কার সন্তান , যদি বাবাকে ভুলে যাও তাহলে সুখও হারিয়ে যাবে ”

প্রশ্ন :- বাবা -মিলনের খুশি কোন্ বাচ্চাদের মধ্যে স্থায়ী হয় ?

উত্তর :- যে সকল বাচ্চারা একের সাথে নিজের সম্বন্ধ জুড়েছে , যারা এক -বাবাকেই স্মরণ করার প্রয়াস করছে , কোন দেহধারীর স্মৃতিই যাদের থাকে না । তাদের মধ্যেই খুশি স্থায়ী হয় । যদি দেহধারী স্মরণে আসে তবে অনেক কাঁদতে হবে । বিশ্বের মালিক হওয়ার অধিকারীরা কখনও অশ্রুপাত করে না ।

গীত :- ছেলেবেলার দিন (ঐশ্বরীয় সন্তান) ভুলে যেও না ...
(বচপন কে দিন ভুলা ন দেনা)

ওম্ শান্তি । বাবা বলেন , মিষ্টি বাচ্চারা ! তোমরা যে বেহদের বাবার বাচ্চা এ কথা ভুলও না । এটা যদি ভুলে যাও তবে নিজেই নিজের কান্নার কারণ হবে । বুদ্ধি তখন ভ্রষ্টাচারী দুনিয়ায় বাসা বাঁধবে । বাবার স্মরণ থাকলে অতীন্দ্রিয় সুখে ভাসবে । এত সব সুখ বাবাকে ভুললে হারিয়ে যাবে । প্রতি মূহুর্তে মনে রাখতে হবে আমরা বাবার বাচ্চা নয়তো নিজেকে কাঁদতে হবে । সবাই ভগবানের বাচ্চা , সবাই বলে হে বাবা , হে পরমপিতা পরমাত্মা রক্ষা করো । কিন্তু বাবা কবে রক্ষা করবে এটা কারোর জানা নেই । সাধু -সন্ত এরাও কেউ জানেনা বাবার থেকে কবে আমাদের মুক্তি -জীবনমুক্তি মিলবে কেননা তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে ভগবানের বাস সর্বত্র প্রতি কোনায় কোনায় । এখন তোমরা বাচ্চারা বেহদের বাবাকে জেনে গেছ । অতিশয় প্রিয় বাবা , বাবার থেকেও প্রিয় কোনও কিছু আর হয়ই না । এরকম বাবাকে না জানা সবচেয়ে বড় ভুল । শিবজয়ন্তী কেন উদযাপিত হয় , উনি কে ? এও কেউ জানেনা । বাবা বলছেন তোমরা কত অবুঝ হয়ে গেছ । মায়ার বশে থেকে তোমাদের কি হাল হয়েছে ! এখন তোমরা বাচ্চারা জেনেছ এই আমাদের জন্মভূমি । আমি পাঁচ হাজার বছর বাদে বাদে আসি । কিন্তু ভক্তিমার্গের ওরা বলে যে চল্লিশ বছর পর যখন এই কলিযুগের সমাপ্তি হবে তখনই ভগবান আসবেন । ত্রিমূর্তির চিত্রও দেখানো হয় । ত্রিমূর্তি মার্গ নামও রাখে কিন্তু তিন মূর্তি ব্রহ্মা , বিষ্ণু , শঙ্করকে কেউ জানেনা । ব্রহ্মা কিভাবে কী কাজ করে এবং বিষ্ণু আর শঙ্করই বা কী করে , কোথায় থাকে কেউ জানেনা । একেবারে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে । বাবা হলেন রচয়িতা , ওঁনার সৃষ্ট এই রচনা অনেক বড় । সৃষ্টির এই নাটক অসীম । এই নাটকে বেহদের মানুষেরা থাকে । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে যখন সত্যযুগ ছিল , ভারতে যখন এই লক্ষ্মী -নারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন আর অন্য কোনও রাজ্য ছিলনা । ভগবতী শ্রীলক্ষ্মী , আর ভগবান শ্রীনারায়ণকে বলা হয়ে থাকে । রাম -সীতাকেও ভগবান রাম , ভগবতী সীতা বলা হয় । এখন এই ভগবান নারায়ণ , ভগবতী লক্ষ্মী কোথা থেকে এসেছে ? এঁরাই রাজত্ব করেছে , কিন্তু এঁদের জীবন কাহিনী তো একজনও জানেনা । শুধু ভজনা করে যাচ্ছে হে ভগবান , তুমি দুঃখ হর্তা -সুখকর্তা । কিন্তু এসব কারও বুদ্ধিতে আসেনা যে ভগবান কীভাবে সুখকর্তা হতে পারে ! কি সুখ সবাইকে দিয়েছে আর কবেই বা সবার দুঃখ হরণ করেছে কিছুই জানেনা । তোমরা বাচ্চারা এখন রাজযোগ শিখছ - ভগবতী লক্ষ্মী আর ভগবান নারায়ণ হওয়ার জন্য । জেনেছ যে , ভগবতী সীতা আর ভগবান রামও হতে হবে । সত্যযুগে ৮ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে তারপর রাম -সীতার রাজ্যে আসতে হয় । ২১ জন্মের জন্য বেহদের রাজত্ব তোমরা এখানে স্থাপন করছ । তোমরা ভগবতী ভগবান স্বর্গের মালিক হতে চলেছ । স্বর্গ আকাশের কোথাও নেই , এও কারোর জানা নেই । একদম হীন বুদ্ধি । কেউ মারা গেলে বলে যে উনি স্বর্গে গেছেন । কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনা । আচ্ছা ক্রিস্টিয়ান , বৌদ্ধ সবাই হেভেন

এ যাবে ? ওরা পরে এসে নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করে । তাহলে তারা কিভাবে স্বর্গে আসতে পারে ? স্বর্গ কাকে বলে এটাও ওদের জানা নেই । সন্ন্যাসীরা বলে জ্যোতি থেকে উদ্ভূত (উত্পন্ন হওয়া) জ্যোতির সাথে মিলে একাকার হয়ে গেছে । কেউ আবার বলে নির্বাণধামে গেছে । নির্বাণধাম তো আত্মাদেরও বাসস্থান তাই -না ! এখানে জ্যোতির্বিদ্যুর জ্যোতিতে লীন হওয়ার কোনও কথাই নেই । জ্যোতিতে মিশে গেলে তো আত্মারই বিনাশ হয়ে যাবে । আর সৃষ্টিমঞ্চের নাটকও শেষ হয়ে যাবে । সৃষ্টির এই নাট্যপালা থেকে কোনও আত্মারই কোনও অবকাশ নেই । কেউই মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারেনা । গীতের অর্থও কেউ বুঝতে পারেনি । না জীবনমুক্তির অর্থ বুঝতে পারে , না আত্মা -পরমাত্মার অর্থ বুঝতে পারে । বাবা বলেন - তোমাদের চেহারা তো মানুষের , যা এই দেবী -দেবতাদেরও ছিল । সত্যযুগ আর ত্রেতায় দেবী -দেবতার ছিল । ২৫০০ বছর ধরে এঁরাই রাজত্ব করেছে । বাকি আর ২৫০০ বছরে সব ধর্মাবলম্বীরা চলে আসে । পাঁচ হাজার বছরের বদলে মানুষ বলে দেয় কল্প বৃক্ষের আয়ু এক লাখ বছর । কিন্তু তোমাদের কথা বোঝার জন্য আসবেও না । তারাই আসবে যারা কল্প পূর্বেও এসেছিল । প্রথমে বোঝাতে হবে , এক - হদের সন্ন্যাস অর্থাৎ সন্ন্যাসীরা জাগতিক ঘর -সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসীরা জঙ্গলে গিয়ে থাকে । শুরু -শুরুতে ওরা সতোপ্রধান ছিল । এখন আবার তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সেইজন্য তারা সন্ন্যাস জীবন ছেড়ে গৃহস্থ জীবন -যাপনে অভ্যস্ত হয়ে তমোপ্রধান প্রাপ্ত হয় । অবশ্য এইসকল সন্ন্যাসীরা পবিত্রতার আধারে ভারতকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । ভারতের পবিত্রতা রক্ষায় এদেরও অবদান রয়েছে । এই সন্ন্যাস ধর্ম না থাকলে ভারত একেবারে বিকারগ্রস্ত হয়ে পতিত হয়ে যেত । এটাও ড্রামা প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত । প্রথমদিকে সন্ন্যাসীদের পবিত্রতার শক্তি ছিল, যা ভারতকে রক্ষা করেছে । যখন দেবী -দেবতাদের রাজ্য ছিল তখন ভারত কত সম্পদশালী ছিল । সেইসব কোথায় গেছে ? সব ভূতলে চলে গেছে । লক্ষা আর দ্বারিকা সম্পর্কে বলা হয় - সমুদ্রের নীচে চলে গেছে এখন সেসব নেই । সোনার প্রাসাদ প্রভৃতি ছিল তাই -না ! যখন মন্দির ইত্যাদিতে হীরে -জহরত লাগাতে পারে , তখন ওখানে কী -না থাকবে ! তোমাদের বাচ্চাদের কত খুশি হওয়া উচিত । বাবা আবার এসেছেন । বলা হয় বাবাকে স্মরণ করো । স্মরণ একেরই করতে হবে , যাতে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । কিন্তু ওরা তা ভুলে যায় এবং দেহধারী স্মরণে এসে যায় । দেহধারীর স্মরণ করলে তো লাভ কিছুই নেই । বাবা বলেন - মামেকম্ ইয়াদ করো অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো । কোনও দেহধারীকে স্মরণ কোরোনা । মা মারা গেলেও হালুয়া খেতে পারো কিন্তু এক বাবার স্মরণেই উপার্জন হয় । আমরা শিববাবার বাচ্চা , ওঁনার থেকে বিশ্বের রাজত্ব নেওয়ার আছে এই সময়ে বাবাকে স্মরণ না করলে পরে আফসোস করতে হবে , কাঁদতে হবে । যারা বিশ্বের মালিক হবে তাদের কাঁদবারই বা কী প্রয়োজন । তোমরা বাবাকে ভুলে যাও আর তখনই মায়া এসে বশ করে ফেলে এইজন্য বাবা বারবার বোঝাতে থাকেন যে , বাবাকে আর রাজ্যাধিকার কে স্মরণ করো । অমরনাথ (শিববাবা) অমরপুরীতে বসে শুধু পার্বতীকে অমরকথা শোনাননি , নিশ্চয়ই আরও অনেকে শুনেছে । যে কোনও মানুষ মাত্রই বাবা বোঝান এখন পতিত হ'য়োনা , এটাই অন্তিম জন্ম , পবিত্র হও ওখানে স্বর্গে কোন বিকার হয়না । যদি ওখানে বিকার থাকত তবে স্বর্গ -নরকের কোনও তফাত থাকত না । দেবী -দেবতাদের মহিমা গাওয়া হয় - সর্বগুণসম্পন্ন , ১৬ কলা সম্পূর্ণ . . .। ভগবান এসে ভগবান - ভগবতীই তৈরি করেন , ভগবান ছাড়া কেউ পারেননা । কিন্তু ভগবান তো হন এক এবং একমাত্র । গাওয়া হয়ে থাকে ভগবান -ভগবতীর রাজধানী । রাজা -রানী যেমন উচ্চমানের হবে প্রজাও তেমন উচ্চমানের হবো কিন্তু ভগবান -ভগবতী বলা যাবেনা , এইজন্য বলা হয়ে থাকে আদি সনাতন দেবী -দেবতা ধর্মের রাজত্ব । এই বিষয়ে কে -না জানে । এনার (ব্রহ্মার) আত্মাকেও বাবা বোঝান । এক হচ্ছে বাবার আর এক হচ্ছে দাদার - দুই আত্মাই হলো তাই -না । এক আত্মা ৮৪ জন্ম নেয় , আরেক আত্মা পুনর্জন্ম রহিত । বাবা অর্থাৎ পরমাত্মা কখনও জন্ম -মৃত্যুর চক্রে আসেন না । একবারই এসে সমস্ত বিশ্বকে পবিত্র বানানোর জন্য আমাদের রাজযোগ শেখান । বাবা তোমাদের বোঝান - আমি প্রজাপিতা ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করি । এই ব্রহ্মা ৮৪ জন্মের চক্র পার করে এসেছে । এখন এর অনেক জন্মের এটাই শেষ জন্ম । আমি হলাম নিরাকার , তবে কিভাবে এসে আমি তোমাদের রাজযোগ শিখাতে পারি ? দৈব -প্রেরণা দ্বারা তো কিছু হবার নয় আর কৃষ্ণ ভগবানুবাচ এতো হয়ই না । সে কি করে আসতে পারে ! সেতো হচ্ছে সত্যযুগের রাজকুমার , ১৬ কলা

সম্পূর্ণ . . . তারপর ত্রেতায় দু'কলা কমে ১৪ কলা সম্পূর্ণ , তাহলে দ্বাপরে কি করে প্রথমে আসে কৃষ্ণ ! তাকে সত্যযুগের প্রথমেই আসতে হয় , সেই তো প্রথম রাজকুমার । বাবা বোঝান - সবার আগে বাবাকে স্মরণ করো । তা -না -হলে একেবারে মায়া বশীভূত করে ফেলবে । স্পর্শকাতর (লজ্জাবতী লতা) একরকম লতার ঝাড় হয় , হাত লাগালেই ঝিমিয়ে পড়ে ; তোমাদেরও সেরকমই দশা । বাবাকে স্মরণ না করলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । গানেও শুনেছ - ছেলেবেলার দিন ভুলে যেওনা । বাবাকে ভুলে গেলে কোথাও না কোথাও তোমাদের আঘাত (মায়ার বশে দুঃখ - অশান্তি - নানারকম যন্ত্রণার শিকার হওয়া) অবশ্যই লাগবে । বাবা বলেন - তোমরা আমার বাচ্চা হও তাই না ! এই শরীরের জন্ম তো অপবিগ্রতার দ্বারা , এর মাতা -পিতা লৌকিক । এখানের বাবা তো পারলৌকিক আবার এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে অলৌকিক বাবা বলা হয়ে থাকে ইনি হদের ছিলেন পরে পুরুষার্থ অর্জন করে বেহদের হয়েছেন । এই যে লৌকিক বস্তু নির্মলশাস্তা , এ লৌকিক , অলৌকিক আবার পারলৌকিকও বটে ! শিববাবার তো আর ভাই -বোন কেউ নেই , না লৌকিক সম্বন্ধে না অলৌকিকে না পারলৌকিক সম্বন্ধে । কত তফাত হয়ে যায় তাই না ! এক-বাবার হওয়া মাসীর বাড়ী বেড়াতে যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয় । এরকম মহান বাবার সাথে সম্বন্ধ জুড়তে হবে , একটু সময় লাগে এক -শিববাবারই ধ্যানে মগ্ন হতে অনেক অধ্যবসায় দরকার । কেউ তো পঞ্চাশ বছর ধরে সংগঠনে থেকেও সারাদিন শিববাবাকে মনেই করেনা , এরকম অনেক আছে । আর সবাইকে ভুলে এক-কে স্মরণ করতে অনেক অনেক সাধনা করতে হয় । সারাদিনে কেউ শতকরা এক ভাগ , কেউ দু'ভাগ , কেউ আবার আধ -ভাগ অনেক বাধা -বিঘ্ন পার করে স্মরণ করতে পারে । এই লক্ষ্য অনেক উঁচুতে , বহু কঠিন পথ পেরিয়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব হয় । তাই বাবা বুঝিয়ে দেন - নিজেদের শৈশব কখনও ভুলোনা অর্থাৎ তোমরা যে আমার সন্তান একথা কখনও ভুলোনা । বাবার থেকে তোমরা স্বর্গের রাজ্যাধিকার পাও । তোমরা বাচ্চারা জানো যে , আমাদের এই দেহ কার্য সাধনের যন্ত্র মাত্র , জীবনে থেকেও দেহ থেকে স্বতন্ত্র্য আমরা আত্মারা অবশেষে বাবার হয়েছি নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্যে । তাই-তো তোমাদের খুশিও স্থায়ী হওয়া উচিত । আহা! আমরা তো দ্বিমুণ্ডধারী হব - সর্বদা এরকম খুশিতে মগ্ন থাকতে হবে । মানুষ আদৌ কি জানে সত্যযুগে এই দেবী -দেবতাদের কেন ১৬ কলা সম্পূর্ণ আর ১৪ কলা সম্পূর্ণ বলা হয় ? তারা কিছুই জানেনা । ভক্তিমার্গের এই শাস্ত্র ইত্যাদি আবার তৈরি হবে । এই হঠযোগ , তীর্থযাত্রা প্রভৃতিও সবকিছুই আবার হবে । কিন্তু এসবে লাভ কি হবে ! স্বর্গে কি যেতে পারবে ? ঋদ্ধি-সিদ্ধি প্রাপ্ত এরকম অনেক আছে হাজার হাজার মানুষ এদের অনুসরণ করে । ঋদ্ধি-সিদ্ধির দ্বারা অনেক ভেলকিবাজি আয়ত্ত করা যায় কিন্তু এরা বুঝতে পারেনা এ সবই ঋণিকের ব্যাপার । অথচ এতে বহু পরিশ্রম করতে হয় । ঋদ্ধি-সিদ্ধি শেখার পুস্তকাদিও পাওয়া যায় । কত লাখ লাখ মানুষ এর পিছনে ধাবিত হচ্ছে (ছুটেছে) । তোমরা বাচ্চারা জানো যে , আমাদের বাবার থেকে স্বর্গের রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত হয় । এই চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু দেখছ তা সবই ঋণস্থায়ী । বাবা বোঝান - তোমরা অশরীরী এসেছিলে তারপর শরীরের দ্বারা নিজেদের ভূমিকা পালন করছ । ৮৪ লাখের হিসাব -কিতাব করতে গেলে বছর পার হয়ে যাবে । ৮৪ লাখ হতেই পারেনা । ৮৪ জন্মের হিসাব -কিতাব বলা তো একেবারে সহজ ব্যাপার । তোমরা ৮৪ জন্মের চক্রে ঘুরছা সূর্যবংশী থাকাকালীন চন্দ্রবংশী হতে পারেনা । সূর্যবংশীয় নির্দিষ্ট সময় পার হলে তবেই আবার চন্দ্রবংশীয় , তারপর বৈশ্য ..শূদ্র . . . এইভাবে চক্র ঘুরতে থাকে । এখন তোমরা জেনেছ আমরা ব্রাহ্মণ বংশী থেকে দেবতা বংশী হব , এইজন্য আমরা সেই পঠন- পাঠনের শিক্ষা নিচ্ছি । তারপরে সিঁড়ি থেকে নামতে নামতে বৈশ্য , শূদ্র বংশীতে পরিণত হব । এখন নিজের ৮৪ জন্মের স্মৃতি সামনে এসেছে । এই চুরাশি জন্মের চক্রও স্মরণ করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করলে চির স্বাস্থ্যবান আর চিরসম্পদশালী হতে পারবে এবং পাপও স্বালন হবে । সৃষ্টি চক্রকে জানলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে । তোমরা জানো যে এই পুরানো দুনিয়া কবরস্থানে পরিণত হতে চলেছে , কিছুই থাকবেনা । বিনাশ হবেই । পূর্ব কল্পের রাম রাজ্যও গত ,রাবণ রাজ্যও গত এখন নতুন দুনিয়ার সূচনা হবে , সত্যযুগ , সেখানে রামের পরিবার কত ছোট হবে আর এখন এখানে , পুরানো দুনিয়ায় রাবণের পরিবার কত বড় । বাচ্চারা জানে এখানে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । প্রত্যেক বিষয়ে অর্থাৎ জ্ঞান , যোগ , ধারণা এবং সেবা এই চার বিষয়ে আগে পুরুষার্থ করা জরুরী । বাবা

পুরুষার্থ করাচ্ছেন , এই বলে যে , " বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো " । যে বাবার থেকে স্বর্গের অগাধ ধন - সম্পদ পাওয়া যায় , তাঁকে স্মরণ করবেনা ? বাবাই স্মৃতি ফিরিয়ে দেন , বলেন - তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে । এখন আবার পুরুষার্থ করে স্বর্গের মালিক হও । আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি সিকিলধে/হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা ,বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার (পরমাত্মা) রুহানি বাচ্চাদের (আত্মা) নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কখনও কোনও কথার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ঠিক নয় । ঐশ্বরীয় কোলে যে সময় কাটাচ্ছ তাকে ভুলে কাতর হ'য়েোনা । এই আঁখিতে যা কিছু দেখা যায় , তাকে দেখেও না দেখার অভ্যাস করে যেতে হবে ।

২) এক -বাবার স্মরণেই উপার্জন , এইজন্য দেহধারীদের স্মরণ করে কান্নার পরিস্থিতি উত্পন্ন হওয়া ঠিক নয় । বাবা এবং রাজ্যাধিকার স্মরণ করে সমগ্র বিশ্বের মালিকানা নিতে হবে ।

বরদান :- প্রত্যেক কর্মরূপী বীজকে ফলদায়ক বানানোর কারিগর যোগ্য শিক্ষক ভব (হও) !

যোগ্য শিক্ষক তাকেই বলা যায় - যে স্বয়ং শিক্ষা স্বরূপ হবে , কারণ শিক্ষা দেওয়ার সবচেয়ে সহজ সাধন হল স্বরূপ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া । তারা নিজের প্রতিটা পদক্ষেপ দ্বারা (চলনে -বলনে , আচারে - আচরণে) শিক্ষা দিতে থাকে । তাদের বলা প্রত্যেক শব্দ কেবল বাক্য নয় যেন মহাবাক্য বলে প্রতিভাত হয়। তাদের প্রত্যেক কর্মরূপী বীজ ফলদায়ক হয়ে থাকে , কখনও নিষ্ফল হয় না । এইরকম যোগ্য শিক্ষকের সঙ্কল্প আত্মাদের নতুন সৃষ্টির অধিকারী বানিয়ে দেয় ।

স্লোগান :- মনমনাভব-র স্থিতিতে থাকতে পারলে অলৌকিক সুখ এবং মনরস (Sweetness of the mind) স্থিতির অনুভব করবে ।

"মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কাছে জ্ঞান রত্নের অঁথে সম্পদ আছে, তোমরা অন্যদের এই সম্পদ দান করো, তোমাদের দুয়ার থেকে কেউ যেন ফিরে না যায়।"

প্রশ্ন :- সর্ব সস্বন্ধের অতি-মিষ্টি (স্যাকারীন) বাবা তাঁর বাচ্চাদেরকে কোন্ এমন শ্রীমত দেন ?

উত্তর :- মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বুদ্ধিযোগ দুনিয়ার সর্ব সস্বন্ধ থেকে সরিয়ে নিয়ে এক বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। দুনিয়ার কোনো বস্তু-বৈভব, মিত্র-সস্বন্ধী ইত্যাদি যেন স্মরণে না আসে, কারণ এই সময়ে এই সকল সম্পর্কই তোমাদের দুঃখের কারণ হতে পারে। (নতুন) বিশ্বের মালিক যদি হতে চাও, তাহলে এই সময়েই তোমাদেরকে অবশ্যই গত ৬৩ জন্মের হিসাব-কিতাব পরিশোধ করার প্রচেষ্টা করতে হবে। সমস্ত কিছু ভুলে যদি অশরীরী হতে পারো তবেই সেই হিসাব-কিতাব পরিশোধ হতে পারে। আমিই তোমাদের সর্ব সস্বন্ধের স্যাকারীন অর্থাৎ অতি-মিষ্টতা প্রদান করি।

ওম্ শান্তি ! বাপদাদা বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করছেন, তোমরা এখানে কার স্মরণে বসেছো ? -- (শিববাবার)! উচ্চস্বরে তোমাদের তা বলা উচিত- আমরা শিববাবার স্মরণেই বসেছি। তোমরা বাচ্চারা অর্থাৎ আত্মাদের সমস্ত সম্পর্ক এক শিববাবার সঙ্গেই। আর তোমরা শিববাবার সন্তানে পরিণত হও এই ব্রহ্মাবাবার দ্বারা। কারণ শিববাবা এই ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমেই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হন। যে কারণে এনাকে আবার মধ্যস্থানের দালালও বলা হয়। তোমাদের কিন্তু এই দালালের (ব্রহ্মার) সঙ্গে তখন কোনো সম্পর্কই থাকে না। ইনি কেবলই এক মাধ্যম মাত্র। যা কিছু দেওয়া-নেওয়ার সমস্ত হিসাব, তা একমাত্র বাবার সঙ্গেই হতে হবে। ব্রহ্মার সঙ্গে নয়। ব্রহ্মার নিজেরও সমস্ত লেনদেন এই শিববাবার সঙ্গেই থাকে। ব্রহ্মাও শিববাবাকে এই কথা বলে বাবা আমার সবকিছুই তোমারই। তোমরা তো একদিকে নিশ্চিত হয়েছো যে, তোমরা আত্মা, অন্যদিকে আবার তোমাদের এও নিশ্চয়তা আছে যে, তোমরা এখন পরমপিতা-পরমাত্মার থেকে আশীর্বাদের বর্ষা বা সম্পত্তি গ্রহণ করছো। মন-বচন-কর্ম এবং তন-মন-ধন এই সমস্তকিছু দিয়ে তোমরা এখন বাবার সাহায্যকারী হয়েছো। তাই এই সমস্তকিছুই তোমরা শিববাবাকেই অর্পণ করেছো। তাই শিববাবা এখন তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন বাচ্চারা, তোমরা এইভাবে আমাকে স্মরণ করো। যাকে বাবার শ্রীমত বলা হয়। বাবা নিজেই তাই বলেন, "আমি এই ব্রহ্মার পুরোনো শরীরেই প্রবেশ করি। যেহেতু ইনি (ব্রহ্মা) এখন পতিত থেকে পবিত্রে পরিণত হয়েছেন। এই যে কথা তা কে তোমাদের বলছেন ? --শিববাবা নিজেই বলছেন। ব্রহ্মাও পতিত থেকে পবিত্র হয়েছেন। ব্রহ্মারও শিববাবার সঙ্গে হিসাব-কিতাব করার আছে। কিন্তু ব্রহ্মার সঙ্গে তোমাদের কারোর হিসাব-কিতাবের ব্যাপার নেই। তাই তোমরা যখন চিঠি লেখো, ... শিববাবা, কেয়ার অফ ব্রহ্মা। কিন্তু মায়ার শক্তি এত বেশী যে, তোমাদেরকে তা নিরন্তর স্মরণে থাকতেই দেয় না। তাই বাবার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ প্রায়ই ছিন্ন হয়ে যায়। যদি বাবাকে নিরন্তর স্মরণে রাখার পুরুষার্থ তোমরা করতে থাকো, তাহলে দুনিয়ার যাবতীয় কিছু তোমরা অমায়াসেই ভুলতে পারবে। ফলে নিজের শরীরকেও তোমরা ভুলতে পারবে। যদিও এই শরীরই থাকবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আত্মার আর এই শরীরের উপর কোনো মোহই থাকবে না। এই দুনিয়াদারীর মধ্যে থেকেই এই আবস্থার অভ্যাস তোমাদের করতে হবে। অন্তিম

সময়েও আমাদের এই শরীরকে যেন স্মরণে না আসে। তাই বাবা বলেন যে, নিজেকে অশরীরী মনে করে, এক বাবাকেই স্মরণ করো। আমি চির (সবসময়ই) অশরীরী এবং তোমরাও প্রকৃত অর্থে অশরীরীই ছিলে। কিন্তু, তারপর যখন তোমরা এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে এসেছো, তখন শরীরের সাহায্য নিয়েছো। এখন আবার তোমাদের নতুন করে অভিনয় করতে হবে অশরীরী ভাবে, এটাই যা পরিশ্রমের। তাই তো বলি, বিশ্বের মালিক হওয়া কি কম বড় কথা। মানুষেরাই কেবল এই বিশ্বের মালিক হতে পারে। দেবতারাও তো একদা মানুষ ছিলেন। কিন্তু তারা হলেন দৈব-গুণ সম্পন্ন মানুষ। লক্ষ্মী-নারায়ণ এই বিশ্বেরই মালিক ছিলেন। তাঁদের নিজেদের সন্তান-সন্ততিও ছিলো। সেই সন্তানরাই তাঁদেরকে মা-বাবা বলে মান্যতা দিত। কিন্তু এখন মানুষ অন্ধ শ্রদ্ধার কারণে এই লক্ষ্মী-নারায়ণকেই 'স্বমেব মাতা চ পিতা স্বমেব'- এই বলে ডাকতে থাকে। বাস্তবে কিন্তু -এই মহিমা তো শিববাবারই। অথচ, মানুষ দেবতার মহিমা করে, ... বলে, তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন। কিন্তু কেন তাঁদের পূজা করা হয়, তা কিন্তু সেভাবে কেউ জানে না। এখন নিশ্চয় তোমরা এই দেবতাদের - তুমিই মাতা-পিতা এই সব বলে আর ডাকবে না। কারণ তো তোমরা জানো যে, একমাত্র শিববাবাই হলেন নিরাকার পরমপিতা-পরমাত্মা। তিনিই হলেন সবারই বাবা। তাঁর থেকেই তোমাদের অতি সুখের প্রাপ্তি ঘটে। একমাত্র উনি ছাড়া, লৌকিক জগতের সর্ব সম্বন্ধ থেকে তোমরা কেবল দুঃখই পেতে থাকো। কিন্তু, এই বাবা তো সেকারিণ তুল্য অতি-মিষ্ট। যার থেকে সর্ব সম্বন্ধের সুখ পাওয়া যায়। তাই বাবা বলেন যে মামা, কাকা, চাচা এদের থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে একা আমাকেই (মামেকম) স্মরণ করো। তোমরা তো কীর্তন-গানও করো- দুঃখ হর্তা, সুখকর্তা বলে। যেহেতু, সবার সঙ্গতিদাতা এক শিববাবাই। উনিই তোমাদের সমস্তকিছু। লৌকিক বাবার থেকেও তো তোমরা কত ভাবে দুঃখ পাও। অথচ, যারা শিক্ষক, তারা কিন্তু তোমাদের সেরূপ দুঃখ দেন না। শিক্ষকের কাছে গিয়ে তোমরা যে পড়াশোনা করো তার ফলে, তোমাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। বিজ্ঞ লোকেরাও এখানে শেখাতে পারে। কিন্তু, এই সকলই হলো অল্পকালের শিক্ষা। ভক্তি-মার্গেতেও সকলে এক রাম বা পরমপিতা-পরমাত্মারই মহিমা করে থাকে। তাঁদেরকেই নানা ভাবে স্মরণ করে। বাস্তবে ভক্তিও সেই একজনকেই করা উচিত। যেহেতু এক এই বাবাই তোমাদের পূজ্য বানান। প্রথম দিকে তো তোমরা এই এক শিববাবারই পূজা করত। তাকেই সতোপ্রধান ভক্তি বলা হতো। তারপরে ক্রমান্বয়ে আত্মাও সতোপ্রধান থেকে সতো, রজ এবং তমো এইভাবে নিম্নগতিতে নামতে থাকে। তোমরা তখন ভাবতে লাগলে যে, তোমরা হলে দেবতাদের পূজারী। তাই তোমরা সর্বপ্রথমে শিবের পূজা করতে লাগলে। তারপর বার বার পুনর্জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের গুণের কলাও কমতে থাকে। ভক্তিও সতোপ্রধান থেকে সতো, রজ, তমোতে আসতে থাকে। এই সমস্ত নাটকই তোমাদের নিয়েই তো রচনা করা হয়েছে। যে তোমরাই পূজ্য ছিলে , আবার তোমরাই পূজারী হয়েছে। তোমাদের মধ্যে যারা ৮৪-নার জন্ম পুরো নিয়েছে তাদের নিয়েই এই কাহিনী রচনা করা হয়েছে। তাদেরই বাবা বলেন তোমরা কেমন করে ৮৪-বার জন্ম নিয়েছো। এই ৮৪ জন্মের হিসাব তো তাদেরই- যারা প্রথম দিকে পূজ্য দেবী দেবতা হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে। তারাই জন্মান্তরে আবার পূজারী হয়ে যায়। বাবা বলেন যে, আমি প্রতি কল্পে কল্পে এসে তোমাদের এই জ্ঞানের পড়া পড়াই, আর দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি, রাজযোগও আমিই শেখাই। যা গীতায় ভুল করে 'কৃষ্ণভগবানউবাচঃ'- লেখা হয়েছে। ভগবান তো মাত্র একজনই হয়। কিন্তু জাগতিক মানুষেরা বলে 'সর্বভূতে' এবং সবকিছুর মধ্যেই পরমাত্মা বিরাজিত। কিন্তু এমনটা তো কখনই হয় না। ভগবানের মহিমাই হলো অপরমপার (যার কোনও তল-অতল পাওয়া যায় না)। বলা হয় হে বাবা, তোমার গতি-মতি সবার থেকেই আলাদা। অর্থাৎ তুমি যে শ্রীমত দাও, তা-ও সবার থেকে আলাদা।

এই বাবাকেই যখন তোমরা বলো, হে গতি-সঙ্গতিদাতা, পরমপিতা-পরমাত্মা, তখন তোমাদের বুদ্ধি ওপরের দিকেই যায়। দুঃখের সময় তোমাদের -তাঁর কথাই মনে আসে। যদি রাম সীতার কথা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে তাহলে সারা রামায়ণও তোমাদের বুদ্ধিতে থাকবে। সেক্ষেত্রেও, তোমরা তো ওই একজন বাবাকেই ডাকতে থাকো। তাই এই এক বাবা ছাড়া অন্য কোনো সাকারী মানুষ বা দেবী দেবতার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ লাগিও না। শিববাবাই হলেন একমাত্র পতিত পাবন। মানুষ যখন কোনো সৎ-সঙ্গ বা কোনো প্রবচন শুনতে যায়, তখন সেখানে গিয়ে তারা "পতিত পাবন সীতা রাম" - এই গানই করে, যদিও কিন্তু এর অর্থ তারা জানে না যে, শিববাবাই হলেন এক ও একমাত্র পতিত পাবন। এই সবই হলো ভক্তি-মার্গের কীর্তন-গায়ন। এখন এই কলিযুগে সকলেই বিকার-রূপী রাবণের জেলে বন্দী। ভক্তি-মার্গে মানুষ বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত হয়। কারণ তারা সঠিক দিশা কিছুই জানে না। কিন্তু এখানে তো তোমরা সৃষ্টিচক্রের সমস্ত জ্ঞানই পেয়েছো, তাই বিভ্রান্তির কোনো জায়গাই নেই। বাবা বাচ্চাদেরকে আরও বোঝান যে বাচ্চাদের জ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র তাদের বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে ধারণ করা উচিত, এবং এই পড়াশোনাও তাদের রোজই করতে হবে। যদি কোনো কারণে সকালে সেন্টারে যাওয়া সম্ভব না হয় তবে দুপুরে সময় বার করে অবশ্যই সেন্টারে যাওয়া উচিত। আর কখনোই কোনো মানুষকে কোনোভাবেই বিরক্ত করা উচিত নয়। সারাদিন এই পড়ার অভ্যাসের মধ্যেই থাকতে হবে। যে কোন সময় সেন্টারে গিয়ে এই মুরলী শুনতে হবে। বাবার বাচ্চারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেবাকাজে লেগে থাকে। এই সেবা প্রতিষ্ঠান সারাদিন খোলা থাকে। যে কেউই আসুক না কেন তাদেরকে বাবার নির্দেশিত পথ বলে দিতে হবে। প্রথম প্রথম তোমরা এইভাবে বোঝাবে যে, ... নিজেদের মনেই বিচার করো, তোমাদের দুজন বাবা। একজন লৌকিক আর আর একজন পারলৌকিক। কিন্তু দুঃখের সময় তোমরা কেবল পারলৌকিক বাবাকেই স্মরণ করো,-- তাই না ? তাই এখন শিববাবা স্বয়ং তোমাদের বলছেন যে, আমাকেই (মামেকম্) স্মরণ করো। যেহেতু, মৃত্যু তো তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। আর বর্তমান এই দুনিয়ার লড়াই হলো, গীতায় বর্ণিত সেই মহাভারতের লড়াই। যদিও শতপতি, কোটিপতিরা বড় বড় বাড়ি তৈরী করে, এই দুনিয়ায় থাকার জন্য, কিন্তু কেমন করেই বা সেখানে থাকবে তারা, যেখানে এ সবই তো শেষ হয়ে যাবে। কারণ সামনেই যে সেই বিনাশ দাঁড়িয়ে আছে। অথচ, এইসব মানুষ ভাবে যে, কলিযুগের আয়ু লাখ লাখ বছর। আসলে, একেই বলা হয় ঘোর অজ্ঞানতার অন্ধকার। কারোর কাছে অনেক পয়সা থাকলে, সে আগ্রহ ভরে, বাবাকে জিজ্ঞেস করে নতুন বাড়ি তৈরী করার কথা। বাবা তাতে বলেন যে, পয়সা থাকলে বানাও, কিন্তু এই সব পয়সাও তো মাটিতেই মিশে যাবে। যেহেতু, এ সমস্ত কিছুই সাময়িক। এই সমস্ত পয়সাই এই ভাবেই শেষ হয়ে যাবে। তাই যদি মন চায় তো বানাও। অবশ্য কোনো কিছুই কিন্তু অবশিষ্ট থাকবে না। তাই সেই সব বাড়িতে গীতা পাঠশালার ব্যবস্থা রেখো। যাতে কেউ যদি তোমাদের দ্বারা আসে, তাকে এমনভাবে জ্ঞানদান করো, যার ফলে সেও এই বিশ্বের মালিক হতে পারে। তোমাদের কাছে যে অথৈ জ্ঞান-সম্পদ আছে তা আর অন্য কারোর কাছেই নেই। তোমাদের কাছে সত্যিকারের ধনী সাহকার সেই, যারা এই সম্পূর্ণ জ্ঞানরত্ন বুদ্ধিতে ধারণ করতে পেরেছে। কেউ যদি তোমাদের কাছে আসে, তাহলে তোমরা তোমাদের জ্ঞান দিয়ে, তাদের জ্ঞানের ঝুলি ভর্তি করে দেবে। কারণ তোমাদের কাছে এই সম্পদ অনেক পরিমাণে আছে। তাই শুধু এই বোর্ড তোমরা লাগিয়ে দাও, ... "তোমরা যদি আসো তো আমরা তোমাদের সদা সুখী স্বর্গের পথ বলে দিতে পারি।" কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে এই নেশা সব সময় থাকে না। বাচ্চারা সেন্টারে এলেই এই নেশা থাকে আবার বাইরে গেলেই তা তোমরা সব ভুলে যাও। এই ব্যাপারে তোমাদের শখ-আগ্রহ যথেষ্ট থাকা চাই। কেউ যদি তোমাদের কাছে আসে তাকেও এই পথ

বলে দিয়ে তোমরা বিষয় সাগর থেকে পার করিয়ে দিতে পারো। যেহেতু, তোমাদের কাছে অনেক জ্ঞান ধন আছে। যে কোনো দরিদ্রই আসুক বা লাথপতিই আসুক, তোমরা তাদেরও এই জ্ঞান-রত্ন দান করতে পারো। বাবা তোমাদের মধ্যে এই নেশা ভরে দেয়, কিন্তু পরক্ষণেই তা তোমাদের মাথা থেকে সোডার মতো উড়ে যায়। বাবা তোমাদের সকলকেই এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন দিয়ে সবারই ঝুলি ভর্তি করে দেন। কিন্তু সবাই তো আর একনশ্বর হয় না। ধারণের ক্ষমতা অনুসারে একনশ্বর-দুইনশ্বর ... এইভাবেই হয়। যাদের ভাগ্যে যা আছে। আগ্রহের সাথে যারা তা গ্রহন করবে, তারাই পুরোপুরি এই জ্ঞান ধারণ করতে পারবে। বাবা বলেন যে তোমরা নিরন্তর স্মরণে থাকার চেষ্টা করো। কিন্তু, তার অর্থ এমন নয় যে, তোমাদের সেন্টারে গিয়েই এক জায়গায় বসে থাকতে হবে। তোমরা চলতে ফিরতে যখনই সময় পাও- বাবাকে স্মরণ করো। হাতে কাজ করো, কিন্তু মন বা বুদ্ধির যোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত রাখো। বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের অনেক কল্যাণ হবে। ২১ জন্মের জন্য তোমরা ধনী-সাহকার বা সম্পত্তিবান হতে পারবে। বেহদের শিববাবা এখন তোমাদেরকে সেই বেহদের অফুরন্ত আশীর্বাদ -এর বর্ষাই দিচ্ছেন। এই ভারতই একদিন স্বর্গ রাজ্য ছিলো, কিন্তু এখন তা নরকে পরিণত হয়েছে। বাবা বলেন যে - এখন তোমরা আমকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান হতে পারবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে তোমাদেরও জ্ঞানার্জনের নেশা বাড়তে থাকবে। তখন বুঝবে, তোমাদের মতো ধনবান এই দুনিয়ায় আর কেউই নেই। আর বাবাকেই যদি স্মরণ না করো তবে সেই ধন তোমরা আর কোথা থেকেই বা পাবে। সত্যযুগে (স্বর্গে) তোমাদের বাচ্চাদের অপার সুখ এবং শান্তি মিলবে। শাস্ত্রে তো অনেক মুখরোচক কথাই লেখা আছে। এই কথাও আছে যে, রাম রাজ্যে রাম রাজা এবং প্রজারাও রাম তুল্যই ছিলো, তাই সেখানে ধর্মের অবস্থানও খুব সুন্দরভাবেই ছিলো। আবার এও বলা হয় যে, রামের সীতাকে রাবণ চুরি করেছিলো, আর বানর সেনারা তাঁকে উদ্ধারে সাহায্য করেছিলো। এ সকলই আদতে চর্চিত কাহিনী মাত্র। আগে তোমরাও এইসব পড়তে, কিন্তু তার মর্মার্থ কিছুই বুঝতে পারতে না। কিন্তু, এখন তোমরা সেই সব পরিষ্কার বুঝতে পারছো। কত আশ্চর্যজনক কথাও তোমরা শুনতে পাচ্ছো। বাবা বলেন যে আমাদেরও এই প্রকৃতির আধার নিতে হয়। ত্রিমূর্তি দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকরকে দেখানো হয়। কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না যে, বিষ্ণু কে ছিলো। বিষ্ণু কোথায় বা থাকে। মানুষেরা তো বিষ্ণুর মন্দিরকে নর-নারায়ণের মন্দির বলে দেয়। যদিও কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ তারা কেউই জানে না। প্রকৃত অর্থে যে নর থেকে নারায়ণের পদ পায়। বিষ্ণুরই দুটি রূপকে লক্ষ্মী-নারায়ণ দেখানো হয়। এঁরাই সত্যযুগে রাজত্ব করবে। এখন তোমরা মানুষ থেকে দৈব-গুণ অর্জনকারী দেবতায় পরিণত হচ্ছে। কেউ যদি তোমাদের কাছে আসে, তাহলে তাদেরকে বলো যে, তোমরাই সেই ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। তাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো সকলেরই বাবা হলো। যার এত অনেক অনেক প্রজা। এই কথা তো তোমরা শুনেছো যে, ভগবান -ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ রচনা করেছিলেন। শিববাবা তো সেই বাচ্চাদেরকে আশীর্বাদের বর্ষা বা সম্পত্তি দান করেছিলেন। তোমাদেরকেই বাবা এই বিশ্বের মালিক বানান। কিন্তু, তোমরা শিববাবার থেকেই সেই বর্ষা পাও। একজন তোমাদের লৌকিক বাবা আর একজন শিববাবা হলেন পারলৌকিক বাবা, আর অলৌকিক বাবা হলেন এই ব্রহ্মা বাবা। এক্ষেত্রে তাঁরও তো অবশ্যই প্রয়োজন আছে। যেহেতু, শিববাবা তাঁকেই আধার করেন। এই ব্রহ্মাবাবা তো আগে কিছুই জানতো না। ব্রহ্মাবাবার ক্ষেত্রে এটাই বলা হয়, এনার অনেক জন্মের শেষ জন্মেরও শেষ সময়ে- শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। তখন বাণপ্রস্থে যাওয়ার নিয়ম এই ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিলো। ৬০ বছর বয়সের পর মানুষ গুরুর আশ্রমে চলে যেত। শিববাবা, ব্রহ্মাবাবার মধ্যে প্রবেশ করে বলেন,

বাচ্চারা এখন তোমাদের নিজ ঘরে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। মুক্তি তো সবাই চায় –কিন্তু মুক্তি কি, তার প্রকৃত অর্থ কিন্তু কেউই জানে না। ব্রহ্মতে তো কেউই লীন বা বিলীন কেউ-ই হতে পারে না। সৃষ্টি চক্র তো বারে বারেই আবর্তিত হচ্ছে। এখানে এই জাগতিক দুনিয়ায় সবাইকেই অভিনয় করার জন্য আসতে হবে। বলা হয় যে এই পৃথিবীর ইতিহাস এবং ভৌগোলিক অবস্থান বারে বারেই (রিপিট) পুনরাবৃত্তি হয়। যা এই অনাদি নাটকের চিত্রপটে আছে। এই ৮৪ জন্মের অভিনয় তোমাদেরকেই করতে হয়। সেই সময়ে, এই জ্ঞানের আনন্দে নৃত্য কেবল তোমরাই করবে। অথচ মানুষেরা তো এদিকে ডমরুধারী শঙ্করের নৃত্যকেই দেখায়। কিন্তু সূক্ষ্মবতনে শংকর সেখানে কেমন করে ডমরু বাজাবে। তাই বাবা বোঝান যে –তোমরা এখন বানরতুল্য হয়ে গেছো। আর তোমরা বানর সেনার সামনে বাবা সেই জ্ঞানের ডুমরুই বাজাচ্ছেন। আর বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান দান করছেন। এখন তোমাদের চেহারা এবং চরিত্র দুয়েরই পরিবর্তন হচ্ছে। কাম-চিতায় বসে বসে তোমরা কালো হয়ে গিয়েছিলে। এখন বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান চিতায় বসিয়ে চেহারা এবং চরিত্র এই দুয়েরই পরিবর্তন করে, কালো (শ্যাম) থেকে সুন্দরে পরিবর্তন করছেন। বাবা তোমাদের সেই নেশা কতো বাড়িয়ে দেন, কিন্তু আবার এই নেশা কেন তোমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে যায়। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি(সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা তোমাদের যে অথৈ জ্ঞান-ধন দান করেছেন, তা ধারণ করে স্বয়ং ধনী-সাহকার বা সম্পত্তিবান হতে হবে, আর অন্যকেও এই জ্ঞান-ধনের দান করতে হবে। যে কেউ তোমাদের কাছে আসবে, তার ঝুলি জ্ঞানের দ্বারা অবশ্যই ভরে দিতে হবে।

২) বাবাকে স্মরণ করলে কল্যাণ হবেই। তাই যতটা পারা যায় চলতে ফিরতে বাবার স্মরণে থাকতে হবে এবং সর্ব সস্বন্ধের সুখ এক বাবার থেকেই নিতে হবে।

বরদান :- সময়রূপী শ্রেষ্ঠ সম্পত্তিকে সফল করে, সর্বদা সর্ব কার্যে সফলতামূর্ত হও (ভব)। যে বাচ্চারা সময়রূপী সম্পত্তিকে নিজের প্রতি এবং সর্বজনের কল্যাণের প্রতি অর্পণ করে তাদের সব সম্পত্তি বা ভাগ্য সেইসময়ই জমা হতে থাকে। সময়ের গুরুত্বকে বুঝে তাকে যারা সফল করতে পারে – তারা তখনই সংকল্প রূপী সম্পদ, শক্তিরূপী সম্পদ, জ্ঞানরূপী সম্পদ এবং শ্বাসরূপী অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্তকেই কাজে লাগিয়ে, নিজের ভাগ্যের সম্পদকে জমা করতে পারে। তাই নিজের আলস্যভাবকে ত্যাগ করে সময়ের সম্পদকে যদি সফল করতে পারো, তাহলে সবসময় সর্ব কার্যেই সফলতামূর্ত হতে পারবে।

স্নোগান :- একাগ্রতার দ্বারা সাগরের ভিতরে প্রবেশ করে অনুভবরূপী হীরে-মোতি প্রাপ্ত করে অনুভবীমূর্ত হতে হবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা – তোমরা পারলৌকিক বাবাকে যথার্থ ভাবে জানো তাই তোমাদেরই হল সত্যিকারের
প্রীত বুদ্ধি বা আস্তিক বলা হবে।”

প্রশ্ন : বাবার কোন্ কর্তব্যের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে তিনি হলেন ভক্তদের রক্ষক ?

উত্তর : সব ভক্তদের রাবণের জেল থেকে ছাড়ানো, ইনসলভেন্ট থেকে সলভেন্ট বানানো, এটা হলো
এক বাবারই কর্তব্য। যারা পুরনো ভক্ত তাদের ব্রাহ্মণ বানিয়ে দেবতা বানিয়ে দেওয়া – এটাই হলো
তাদের জন্যে রক্ষা। ভক্তদের রক্ষক এসেছেন – তাঁর সকল ভক্তদের মুক্তি-জীবনমুক্তি দিতে।

গীত : ভোলেনাথের থেকে নিরালা ... ভোলেনাথের থেকে অনন্য....

ওম শান্তি। এটা কার মহিমা বাচ্চারা শুনলো ? গায়ন আছে উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন ভগবান আর
ভগবানকেই বাবা বলা হয়। সেই হলো এই সারা রচনার রচয়িতা। যেমন লৌকিক বাবাও হলেন
রচয়িতা নিজের রচনার। প্রথমে কন্যাকে নিজের স্ত্রী বানায় তারপর ওর থেকে রচনার রচনা করে।
৫-৭ সন্তান উত্পত্তি করে। তাদের বলা হবে রচনা। বাবা হলো রচয়িতা। ওরা হলো হদের
রচয়িতা। এটাও বাচ্চারা জানে যে রচনারা রচয়িতাদের থেকে অধিকার(বর্ষা) প্রাপ্ত করে। মানুষের
তো দুটো বাবা হয়ই এক লৌকিক, দ্বিতীয় পারলৌকিক। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে স্ত্রী আর
ভক্তি হলো আলাদা-আলাদা, তারপর আছে বৈরাগ্য। এই সময়ে তোমরা বাচ্চারা সঙ্গমে বসে আছ
আর বাকি সকলে কলিযুগে বসে আছে। সকলে তো হলো সন্তানই কিন্তু তোমরা বেহদের বাবাকে
জেনেছ যে হলো সারা রচনার রচয়িতা। লৌকিক বাবা হওয়া সত্ত্বেও ওই পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ
করে। সত্যযুগে লৌকিক বাবা হওয়াতে পারলৌকিক বাবাকে কেও স্মরণ করে না কারণ সেটা হল
সুখ ধাম। ওই পারলৌকিক বাবাকে দুঃখে স্মরণ করে। এখানে পড়ানো হয়, মানুষকে বুদ্ধিমান
বানানো হয়। ভক্তিমর্গে মানুষ বাবাকেও জানে না। বলেও পরমপিতা পরমাত্মা, হে গড ফাদার, হে
দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। তারপর বলে দেয় সর্ব ব্যাপী। পাথরে, প্রতিটি কণায়, কুকুর, বেড়ালে সবার
মধ্যে আছে। পরমাত্মা বাবাকে গালি দিতে লেগে পরে। তোমরা বাবার হয়েছে তো তোমরা হয়ে
গেলে আস্তিক। তোমাদের বাবার সাথে প্রীত বুদ্ধি আছে। বাকি সবার বাবার সাথে বিপরীত বুদ্ধি
আছে। এখন তোমরা জানো মহাভারী লড়াই সামনে দাড়িয়ে আছে। পুরনো দুনিয়ার বিনাশ অর্থে
প্রত্যেক ৫ হাজার বর্ষ পরে কলিযুগী পতিত দুনিয়া পুরো হয়ে তারপর সত্যযুগী পাবন দুনিয়া স্থাপন
হয়, বাবার দ্বারা। যার সরণই করা হয় – পতিত-পাবন সীতারাম ... হে রাম সব সীতাদের পাবন
বানাও। তোমরা সকলে হলে সীতা, ভক্ত। সে হলো ভগবান, সকলে তাকে ডাকে। সে তোমাদেরকে
পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছে। তোমাদের কথাও ধাক্কা খাওয়ায় না। এমনটা বলে না তীর্থে যাও,
কুস্তুর মেলাতে যাও। না, এই নদীগুলো কোনটাই পতিত-পাবনী নয়। পতিত-পাবন হলো এক
স্ত্রীনের সাগর বাবা। সাগর বা নদীদের কেও সরণ করে না। ডাকে বাবাকে, হে পতিত-পাবন বাবা
আমাদের পাবন বানাও। বাকি জলের নদী তো সারা দুনিয়াতে রয়েছে, সেগুলো তো পতিত-পাবনী
নয়। পতিত-পাবন এক বাবাকেই বলা হয়। সে যখন আসবে তখন এসে পাবন বানাবে। ভারতের
মহিমা হলো অনেক ভারী। ভারত হলো সব ধর্মের তীর্থ স্থান। শিব জয়ন্তীরও এখানে গায়ন করা
হয়। সত্যযুগ তো হলো পাবন দুনিয়া, ওতে দেবী-দেবতারা থাকে। দেবতাদের মহিমার গান করা

হয়, সর্বগুন সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ ... চন্দ্রবংশী কে ১৪ কলা বলা হয়। তারপর সিঁড়ি নিচে নামতেই থাকে। বাবা এসে সেকেন্ডে সিঁড়ি চড়িয়ে শান্তিধাম-সুখধামে নিয়ে যায়। তারপর ৮৪ র চক্র লাগিয়ে সিরি নামতে থাকে। ৮৪ জন্ম কেও তো অবশ্যই নিয়েছে। মুখ্য হলো সর্বশাস্ত্রমই শিরোমণি গীতা, শ্রীমত ভগবৎ মানে ভগবানের গান। কিন্তু ভগবান কাকে বলা হয় – এটা পতিত মানুষ জানে না। পতিত-পাবন সকলের সত্ত্বগতিদাতা হলেন এক নিরাকার শিব কিন্তু তিনি কখন এসেছেন, এটা কেও জানে না। বাবা নিজের থেকে এসেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এখন দেখো এখানে বাচ্চারা আর বাচ্চিরা দুজনেই বাবা বলে। গায়ন আছে তুমি মাতা-পিতা ... তোমার এই রাজযোগ শেখার ফলে গভীর সুখের প্রাপ্তি হয়। রাবণও ভারতেই দেখানো হয়। কিন্তু কোনো অর্থই জানে না। শিব হলেন আমাদের বেহদের বাবা, এটা একজনও জানে না শুধু পূজা করতে থাকে। যখন সম্পূর্ণ ঝাড় তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন বাবা আসেন। নতুন দুনিয়াতে ভারত স্বর্গ ছিল। ভারতেই সত্যযুগ ছিল। ভারতেই এখন কলিযুগ আছে। বাবা বোঝায় প্রথম-প্রথম তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে। এখন তোমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করে নরকবাসী হয়েছ। এখন আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে মনুষ্য থেকে দেবতা, পতিত থেকে পাবন বানাই। ভক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত। জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মার দিন। তোমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা দিনে যাচ্ছ। এই পুরনো দুনিয়ার এখন আগুন লেগে যাবে, অবশ্যই এটা হলো মহাভারত লড়াই। অবশ্যই এই মহাভারত লড়াইয়ের পর ভারত স্বর্গ হয়ে যাবে। অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে এক ধর্মের স্থাপনা হয়। তোমরা বাচ্চারা বাবার সহযোগী হয়ে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছ। তোমরা স্বর্গের মালিক হওয়ার লায়ক হয়ে যাবে তখন বিনাশ শুরু হয়ে যাবে। এটা হলো শিববাবার জ্ঞান যজ্ঞ তারপর শিব বলো বা রুদ্র বলো। কৃষ্ণ জ্ঞান যজ্ঞ কখনো বলা হয় না। সত্যযুগ ত্রেতাতে কখনো যজ্ঞ হয় না। যজ্ঞের রচনা তখন হয় যখন উপদ্রব হয়। অনাজ হবে না বা লড়াই লেগে যায় তখন যজ্ঞের রচনা করা হয় শান্তির জন্যে। তোমরা বাচ্চারা জানো – বিনাশ হওয়া ছাড়া ভারতে স্বর্গ হতে পারে না। ভারত মাতা শিবশক্তি সেনার গায়ন আছে। বন্দনা পবিত্ররই করা হয়। তোমরা মাতাদেরকে বন্দে মাতরম বলা হয় কারণ তোমরা শ্রীমতে ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছ। এখন বাবা বলে মৃত্যু তো সকলের মাথার ওপরে আছে তাই এখন এই একটা জন্ম পবিত্র হও আর বাবাকে সরণ করো তাহলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এখন তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে তারপর দেবতা হবে, এটা কোনো নতুন কথা নয়। কল্প-কল্প প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পড় এই চক্র ফিরতেই থাকে। নরক থেকে স্বর্গ হয়। পতিত দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু কর্ম করে সেগুলো বিকর্মই হয়। বাবা বলে – ৫ হাজার বর্ষ আগেও তোমাদের কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বুঝিয়েছি। এখন আবার তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। আমি পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার হলাম তোমাদের বাবা। এই শরীর, যার আমি আধার নিয়েছি, এ কোনো ভগবান নয়। মনুষ্যকে দেবতাও বলা হবে না। তো মনুষ্যকে ভগবান কেমন করে বলা হবে। বাবা বোঝায়, তোমরা ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে সিঁড়ি নেমে এসেছ, ওপরে কেও যেতে পারে না। সকলে পতিত হওয়ারই রাস্তা বলে, নিজেরাও পতিত হতে থাকে। তখন বাবা বলে তাদেরও উদ্ধার করার জন্যে আমাকে আসতে হয়। এটা হলো রাবণ রাজ্য। তোমরা এখন রাবন রাজ্য থেকে বের হয়ে এসেছ। ধীরে-ধীরে সকলে জেনে যাবে। ব্রাহ্মন হওয়া ছাড়া শিববাবার থেকে বর্ষা প্রাপ্ত হতে পারে না। বাবা আছেই দুটো। এক নিরাকার বাবা, এক সকারী বাবা। বর্ষা প্রাপ্ত হয় এক সকারী বাবার থেকে সকারী বাচ্চাদের আর তারপর নিরাকারী বেহদের বাবার থেকে বর্ষা প্রাপ্ত হয় নিরাকারী আত্মাদের। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো – মিষ্টি-মিষ্টি শিববাবার থেকে আমরা ২১ জন্মের জন্যে সুখধামের বর্ষা নেওয়ার জন্যে এসেছি। বিশ্বের মালিক হই যোগবলের দ্বারা।

কোনো হাতিয়ার ইত্যাদি নেই। তো বাবার থেকে যোগ লাগিয়ে বিকর্ম বিনাশ করে বিষ্ণুপুরীর মালিক হই। এখন অমরলোকে যাওয়ার জন্যে অমরকথা সুনছি। ওখানে অকালে মৃত্যু কখনো হয় না। দুঃখের নাম-চিহ্ন নেই। তোমরা বাচ্চারা এসেছ বেহদের বাবার শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতা হতে। এটা কোনো সান্ত্রের জ্ঞান নয়। দেখানো হয় বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বের হয়। তার হাতে তারপর সস্ত্র দেওয়া হয়। বাবা বলে – ব্রহ্মার দ্বারা আমি তোমাদের সারা রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছি। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। গান করে জ্ঞান সূর্য প্রগট হয় ... অজ্ঞান অধকারের বিনাশ। সত্যযুগে অন্ধকার হয় না। ওটা সত্যখন্ড ছিল তো ভারত হীরের মতো ছিল, হিরে জহরতের মহল বানানো হতো। এখন মনুষ্যের তো পুরো খাবারের প্রাপ্তিও হয় না। ইনসলভেন্ট বিশ্বকে আবার সলভেন্ট কে বানাবে! এটা হলো বাবারই কাজ। বাবারই দয়া হয়। বলে তোমাদের রাজযোগ সেখাতে এসেছি। নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষী বানাই। ভক্তদের রক্ষক হলো বাবা। তোমাদের রাবনের জেল থেকে ছাড়িয়ে সুখধামে নিয়ে যাই সারা দুনিয়াতে যারা ব্রাহ্মন হবে তারা দেবতা হবে। ব্রহ্মার নামও প্রসিদ্ধ আছে – প্রজাপিত ব্রহ্মা। তোমরা ব্রাহ্মনেরা হলে সব থেকে উত্তম, তোমরা ভারতের সত্যিকারের রুহানি সেবা করছ। বাবার সরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। আর কোনো রাস্তা নেই – পতিত থেকে পাবন হওয়ার। ইয়াদের থেকেই খাদ ভস্য হবে। সোনার লোকেরা জানে সত্যিকারের সোনা, মিথ্যা সোনা কেমন করে তৈরী হয়। ওতে চান্দি-তাম্বা-লোহা দেওয়া হয়। তোমরাও আছে তমোপ্রধান ছিলে তারপর তোমাদের মধ্যে খাদ পরে, তমোপ্রধান হয়ে গেছ। এখন আবার সতপ্রধান হতে হবে তখন সত্যযুগে যেতে পারবে। বাবা বলে – কোনো দেহধারীকে সরণ করবে না। গৃহস্থ ব্যবহারে থাকা সত্ত্বেও এক বাবা ছাড়া আর কারো সরণ করবে না তাহলে তোমরা স্বর্গপুরীর মালিক হয়ে যাবে। স্বর্গ অথবা বিষ্ণুপুরি ছিল, এখন রাবনপুরী আছে। আবার বিষ্ণুপুরী হবে অবশ্যই। সাধু-সন্ত ইত্যাদি সকলের উদ্ধার করার জন্যে আসি, তাই জন্যেই বলা হয় যাদা যাদাহি ধর্মস্য ... এটা হলো ভারতেরই কথা। সকলের সত্ত্বগতি দাতা হলাম আমি এক শিব বাবা। শিব, রুদ্র সব হলো তারই নাম, অথহ নাম রেখে দিয়েছে। বাবা বলে – আমার আসল নাম তো হলো একটাই – শিব। আমি হলাম শিব, তোমরা হলে শালিগ্রাম বাচ্চারা। তমরা অধাকল্প দেহ-অভিমানী থেকেছ। এখন দেহী-অভিমানী হও। এক বাবাকে জানলে বাবার দ্বারা তোমরা সব কিছু জেনে যাও। মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়ে যাও। আচ্ছা –

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিখিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা বাসা আর গুড মর্নিং। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ দেবতা হতে হবে। সারা বিশ্বের সত্যিকারের রুহানি সেবা করতে হবে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনাতে বাবার পুরো সহযোগী হতে হবে।

২) আত্মাকে সত্যিকারের সোনা বানানোর জন্যে এক বাবা ছাড়া কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না। পারলৌকিক বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীত রাখতে হবে।

বরদান : শক্তির কিরণের দ্বারা দুর্বলতা (কমী কমজোরী) রূপী আবর্জনাকে ভস্ম কারী মাস্টার জ্ঞান সূর্য ভব !

যে সব বাচ্চারা হলো জ্ঞান সূর্যের সমান মাস্টার সূর্য তারা নিজেদের শক্তির কিরণের দ্বারা যে কোনো প্রকারের আবর্জনা অর্থাৎ দুর্বলতাকে(কমী বা কমজোরী) , সেকেন্ডে ভস্ম করে দিতে পারে । সূর্যের কাজ হল আবর্জনাকে এমন ভাবে ভস্ম করে দেওয়া যাতে তার নাম, রূপ, রং সদাকালের জন্যে সমাপ্ত হয়ে যায় । মাস্টার জ্ঞান সূর্যের প্রত্যেকটি শক্তি অনেক চমৎকার করতে পারে কিন্তু সময়ে ব্যবহার করা আসতে হবে । যে সময় যে শক্তির প্রয়োজন হবে ওই সময় ওই শক্তির দ্বারা কাজ নাও আর সকল দুর্বলতাকে (কমজোরীকে) ভস্ম করো তখন বলা হবে মাস্টার জ্ঞান সূর্য ।

স্লোগান : গুণের প্রতিমূর্তি হয়ে নিজের জীবন রূপী ফুলের বাগানে দিব্যতার গন্ধ ছড়িয়ে দাও ।

জ্ঞান সূর্য বাবার মাষ্টার জ্ঞান সূর্য বাচ্চাদেরকে সেবার জন্য অভিনন্দন

আজ জগতের আলো (জাহানকে নূর) নিজ নয়নের মণিদের (সিতারা) সাথে মিলিত হতে এসেছেন। আলোক রত্নদের (নূরে রত্ন) সাথে মিলিত হতে এসেছেন। সমগ্র বিশ্বের নজর যার প্রতি, তাঁর দৃষ্টি কীসের প্রতি ? সমগ্র বিশ্ব যাকে স্মরণ করে, তিনি কাকে স্মরণ করেন ? সারা বিশ্ব যাঁর মহিমা করে, তিনি স্বয়ং কার মহিমা করেন ? তাহলে বড় কে হল ? বাচ্চারা না বাবা ? তো বাপদাদা এইরকম আলোক রত্নদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। যে সকল বাচ্চারা বাবার প্রতি বা সেবার প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে, এমন বাচ্চাদের তার রিটার্নে বাপদাদাও উৎসর্গিত হয়ে যান।

বাবার সামনে আজ এমন অমূল্য রত্ন সামনে রয়েছে। যেখানেই থাকুক, শারীরিক ভাবে দূরে থাকলেও আজকের সভাতে কিন্তু তোমাদের সকলের সাথে বাবার সামনে সাকারে রয়েছে। আজ কাদের সামনে বাবা বসে আছেন তা জান ? আজ বাবার সামনে অতি প্রিয় হারানিধি (সিকিলধে) সদা বাবার হৃদ-সংহাসনে আসীন নব রত্ন সামনে রয়েছে। অষ্ট এবং ইষ্ট আত্মারা সামনে। তাঁরাও জানেন যে বাপদাদা তাঁদেরকে স্মরণ করছেন। দিব্য দূরদর্শনে তারাও দেখছেন। এমন রত্নদের বিশেষত্বকে বাবা সদা মালা রূপে জপ করেন। বাবা সদা এমন রত্নদেরকে দেখে কোন্ গীত গান ? সেই গীতটি কি শুনেছো ? কী সেই গীত ? বাপদাদার গীতটি খুবই সংক্ষীপ্ত, খুব বড় নয়, বাবার এই গীতটি হল- 'বাহ আমার বাচ্চারা বাহ!' তো এই গীতটি কি শুনতে পাও ? কত বার শুনতে পাও ? বাচ্চারা কি রেসপন্স দেয় ? বাবা তো হলেন এক, বাচ্চারা হল অনেক । তো বাবা সব বাচ্চাদের গীতই শুনতে পান । খুব মজা হয় সেই গীত শুনতে। কেউ এই রকম তো কেউ ওই রকম গায়। শোনাবো কেমন গীত গায় ? কেউ বলে- "বাহ বাবা বাহ", কেউ বলে "বাহ আমার বাবা বাহ"। আবার কেউ গায়- "হ্যা বাবা হ্যা"। আরও শোনাবো- কেউ বাধ্য হয়ে গায়, কিসের বাধ্যবাধকতা ? কেননা তারা জানে যে বাবাকে স্মরণ না করলে কিছুই পাওয়া যাবে না। সেই জন্য স্মরণ করতেই হবে। "বাহ বাবা বাহ"-র গীত গাইতেই হবে। এক হল মনের সেতারের ঝঙ্কার, আর এক হল অধরের, তো বাপদাদা গান তো শুনবেনই। কোন গানটি গাইছে ! বাবা আর বাচ্চাদের কাহিনী শোনাবো কি ! এক একজনের এক একটি কাহিনী রয়েছে। আর সকলের কাহিনী গুলিকে যদি জড়ো করা যায় তাহলে কত হয়ে যাবে ? প্রত্যেকের কাহিনীও আলাদা আলাদা। তো বাবাকে তো শুনতেই হবে তাই না ? তোমরা তো অনুযোগ করতে থাকো যে বাবা ওখানে কি করেন ? এখানেও আমি কাজ করি। যে কাজ সাকারে করতাম, সে সব কাজই। সাকারে সময় বেশী লাগত, এখন সময় কম লাগে।

আজ তো বিশেষ ভাবে বাচ্চাদের সেবার রিটার্ন দিতে এসেছি। বাচ্চারা যেমন স্নেহের সাথে সেবার বন্ধনে আবদ্ধ, তেমনি বাবাও বাচ্চাদের স্নেহে আবদ্ধ।

(জয়ন্তী বোনের প্রতি) আজ কোথায় মিলিত হচ্ছ ? বাপদাদা আজ বিশেষভাবে কোথায় এসেছেন ? মধুবনে তো আসেনই, কিন্তু এই সভাটি কোথায়, যেখানে মিলিত হচ্ছ ? লন্ডনে বিশেষভাবে কোথায় মিলিত হও ? বাপদাদা আজ গার্ডেনে মিলিত হচ্ছেন। এটা আল্লাহ-র উদ্যান নয়। কারণ গার্ডেনে মিলিত হওয়া মানেই বেহদে মিলিত হওয়া। বাপদাদার জন্য এই উদ্যান সবচেয়ে সুন্দর। তো কানন বা উদ্যান বৈকুণ্ঠের কানন। ওটার কাছে এই কানন কি ? আচ্ছা- "আস্তে হাজির" তো হয়ে গেছি

তাই না। মাস্টার হজুরের কাছে আঞ্জে হাজির হয়ে গেছি। সকলকে দেখেও ভালো লাগছে। সকলের সেবার উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কার্যে সফলতার জন্য অভিনন্দন। সেবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার রেস তো ভালোই হচ্ছে। রীস অর্থাৎ ঈর্ষা নয়, রেস করছো, সে কারণে মেজরিটি বিদেশসেবার জন্য নিমিত্ত রত্নরা ভালোই রিটার্ন দিয়েছো।

লন্ডন হল ফাউন্ডেশন, সেই কারণে দশ বছরের মধ্যেই সেবা করেছে, বাপদাদা তার রিটার্ন স্বরূপ কোন দীপকটি প্রজ্জ্বলন করবেন ? বাপদাদা চতুর্দিকের বিদেশী বাচ্চাদের মধ্যে যারা বিশেষ সেবা কার্যে দিন-রাত জুড়ে রয়েছে, সেই সব বিশেষ আত্মাদের বিশেষত্বের দীপককে প্রজ্জ্বলিত করবেন। গুণের ঘূত দিয়ে বিশেষত্বের দীপককে জাগাচ্ছেন। অভিনন্দন, সেবার জন্য অভিনন্দন ! হংকং-এর ভাইবোনেদেরকেও এই গীতটি শুনিও, তাদেরও তো ১০ বছর পূর্ণ হল। আজ উভয়কেই ১০ বছরের অভিনন্দন। বিশেষভাবে লন্ডন নিবাসী দায়িত্বশীল বাচ্চারা বিদেশে মাষ্টার জ্ঞান-সূর্যের স্বরূপে সেবাতে উৎসাহ উদ্দীপনার কিরণ খুব ভালভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে, সেইজন্য জ্ঞান সূর্য বাবা, মাষ্টার জ্ঞান সূর্য বাচ্চাদেরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন।

অস্ট্রেলিয়ার ভাই-বোনেরাও ত্যাগ এবং ভাগ্য, ত্যাগ দ্বারা ভাগ্যের খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাপদাদা অস্ট্রেলিয়ার সেবার্থে নিমিত্ত বাচ্চাদের একরস, অচল অডোল থাকার সার্টিফিকেটের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তেমনই নাইরোবিবাসীদেরও বিশেষত্বের কারণে বাপদাদা তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সেই বিশেষত্বটি কি ? হৃদয় দিয়ে বাবা এবং বাবার সেবা ভালোবাসার সাথেই করেছে। পরিস্থিতির দিকে তাকায় না, তাদের দৃষ্টি সেবার প্রতি। সেবা কার্যে আমরা হলাম সবাই এক । এই দৃষ্টান্তের বিশেষত্বটি ভালোই দেখিয়েছে। সেবার প্রতি ভালোবাসা অর্থাৎ বাবার প্রতি ভালোবাসা। কীভাবে নির্মূল করতে হবে, কীভাবে সমাযিত করতে নিতে হবে- এই দুটি বিষয়েই খুব ভালো দৃষ্টান্ত রেখেছো। সেইজন্য বাপদাদা এমন বিশেষত্ব ধারণকারী বাচ্চাদেরকে মহাবীর বাচ্চা বলা হয়

আমেরিকাও কম নয়। আমেরিকার ভাই-বোনেরাও অনেক অনেক আওয়াজ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম মাইককে ভালোই পাকড়াও করেছে। ফলে সেবার সহজ এবং শ্রেষ্ঠ উপকরণ লাভ হয়েছে। যে সব সেবাকেন্দ্রগুলি আমেরিকাতে রয়েছে, সকলেই ভি. আই. পি. দের সার্ভিসে খুব ভালো সফলতা লাভ করেছে। এখন বিদেশে ভি. আই. পি. দের সার্ভিস কঠিন নয়। এখন তো লন্ডনেও সুনাম ছড়িয়ে পরেছে।

তো এই বছর বিদেশ বরদান লাভ করেছে- বিশেষ ব্যক্তিদের সেবার। কত বছর কঠিন লাগল ? আর সহজে কীভাবে হয়ে গেল- বোঝা গেছে ? তো বিদেশের সব দিকের মধ্যে মুখ্য স্থানগুলির নাম নিয়েছি, কিন্তু চারিদিকে সেবার ঢেউ ভালোই উঠেছে। গুয়েনা,জার্মানী ইত্যাদি ইত্যাদি মরিশাস- সব স্থানেই। প্রত্যেক স্থানেরই আলাদা আলাদা বিশেষত্ব রয়েছে। এখন তারা বিশেষ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিশেষ আত্মাদেরকে প্রস্তুত করেছে। এমনভাবেই চারিদিকে উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে, সেইজন্য সকলের নামই নোট করে রাখো।(দিদিজি এবং লক্ষু বোন বিদেশ সেবা করে ফিরেছেন)

দিদির প্রতি :-- ব্যালেন্স এবং রেসিংসের অনুভব করেছে ? সফর ঠিক ঠাক ছিল ? (লক্ষু বোনের প্রতি) ইনিও বিদেশের সেবা করে এসেছেন। ইনিও তো তপস্যা করেছেন তাই না ? ইনিও লাকি যে শৈশব থেকেই শ্রেষ্ঠ সঙ্গে রয়েছেন। ইনিও বাবার সাথে সাথেই থেকেছেন, এমন ভাগ্য সকলের হয়

না। এখন বিদেশ থেকে ফিরে কি করবে ? কোথাও ভাষণ করেছে ? এখন প্র্যাকটিস করো। ক্লাস করানোরও প্র্যাকটিস করো। ডাইরেক্ট তো অনেক শুনেছো, নথের ডগায় গোপন করে রাখা কথাও শুনেছো। তার রিটার্ন তো দিতে হবে। আচ্ছা- সার্ভিসেবল বাচ্চারা যেখানেই যায়, সার্ভিসের দৃষ্টান্ত অবশ্যই রেখে আসে। দিয়ে এসেছো তো ? সার্ভিসেবল অর্থাৎ সেবা, সেবা এবং সেবা। যা কিছু দেখবে সেটা হবে সেবা, যা কিছু বলবে তা হবে সেবা, হাটাচলার মধ্যেও থাকবে সেবা এবং কাজের মধ্যেও থাকবে সেবা। তো ৫ চিত্র তো দেখিয়ে থাকো না- সেই 'মন্দ কিছু দেখবে না, মন্দ বলবে না.....' দেখিয়েছো। আর এখানে যারা সর্বদা হ্যাঁ বলে থাকো, সেই ৫ টি বিষয়েই তারা না তো, নাকি 'হ্যাঁ' ? একেই বলা হয় সার্ভিসেবল। তো সার্ভিসের চিত্র কি হল ? সেবা করতে খুব ভাল লেগেছে তাই না ? এটাই অনুভব করেছে। প্রতিটি স্থান বিশেষত্ব সম্পন্ন হতে হতে চতুর্দিকে সেবায় সম্পন্নতা এসে যাবে। সেইজন্য এই অনুভবও ভালো।

যারা যমুনার কিনারে থাকে, তারাও এসেছে। (দিল্লী গ্রুপ) এবং তার সাথে সাথে যমুনার কিনারে যারা নাটক করবে সেই কর্ণাটকবাসীরাও এসেছে। বোনাস হিসাবে বস্বেও এসে গেছে। ভালো, বেশ ভালো, যমুনার কিনারেও রয়েছে আর যমুনার মাঝে কাননটিও রয়েছে। তারই মাঝখানে বাপদাদা মিলিত হচ্ছেন। তবুও সেবার ফাউন্ডেশন হল দিল্লী। আর তাছাড়া সবাই তো সেবার জন্য পদার্পণ দিল্লীতেই করেছে। মেজরিটি মহারথীরা সেবার্থে দিল্লীতেই পা রেখেছে। আচ্ছা, অন্য কখনো শোনাবো দিল্লীকে কি করতে হবে। আজ তো কাননে বসে কথা হচ্ছে তাই না !

এমন ভাবেই খেলার মাঝে খেলাকে যারা দেখে, খেলা এবং মেলাকে অনুভবকারী, সদা বাবার গুণ গাইতে থাকা, পাশাপাশি বাপ সমান নিজেকে মাষ্টার গুণ মূর্ত্ত নির্মাণকারী, বিশ্বের প্রতি সদা কল্যাণকারী বিশ্ব কল্যাণকারী, এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণ স্নেহ-সুমন এবং নমস্কার।

দিদিজির প্রতি- উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়ে সেবার পার্টে অভিনয় করতে করতে নিজ বিশ্রাম স্থলে পৌঁছে গেছো ? এখন সফর ছিল শর্ট(সংক্ষীপ্ত) এবং সুইট। বাপদাদাও বাচ্চাদের সাহস এবং সেবার প্রতি উৎসাহ দেখে আক্লত। সাহস ঔষধির কাজ করে। কতজনকে ব্লেসিং দিয়েছো ? এখন তোমাদের বিশেষ আত্মাদের পার্ট হল ব্লেসিং দেওয়ার। ব্যালেন্সের বিশেষত্ব এবং ব্লেসিংয়েরও কামাল। ফলো ফাদার। সহজ সেবাও এটা, আর শক্তিশালীও। এমনতেই যে বস্তু যত শক্তিশালী, তার রূপও তত ছোট হয়। যেমন বীজ হল শক্তিশালী, তো কত ছোট সেটি। অটম শক্তিশালী এবং কত ছোট, তেমনি আত্মিক স্থিতি দ্বার ব্লেসিং দেওয়া এও হল খুবই সহজ এবং শক্তিশালী। সময়ও কম এবং পরিশ্রমও কম এবং রেজাল্ট বেশী। আর তাও অনেক সময়ের জন্যও। এখনই শুনলাম আর এখনই ভুলে গেলাম- না। অনুভব হয়ে যায় তাই না ! তো তোমাদের শক্তিশালী আত্মাদের এখন সেবা হল ব্লেসিং দেওয়া।

জয়ন্তী বোনের প্রতি- তোমার মধ্যে কত জন আত্মা সমায়িত হয়ে রয়েছে ? তুমি কত জন আত্মার মধ্যে সমায়িত হয়ে রয়েছে ? খুব ভালো, দ্রুততম বেগে সেবাকে এগিয়ে নিয়ে গেছো। লৌকিক, অলৌকিক, পারলৌকিক তিনটি দিক থেকেই অভিনন্দন তোমরা আত্মারা পেয়েছো। পার্টে ভালো ভূমিকাও পালন করছো। লোক প্রিয়ও যে। সেইজন্য এই পয়েন্টের স্মৃতির কারণে সফলতাও রয়েছে। সেবায় সফলতা কারণই হল- করণকরাবনহার বাবার স্মৃতি রয়েছে, তাই তো সেফও সফলও হয়েছে তাই না? বাবাকে তো ফলো করেছ, কিন্তু নিমিত্ত যে তোমার দাদী(জানকী দাদী)কেও ফলো করেছো,

তাঁর গুণ গুলিকেও ভালো ভাবে ফলো করেছে। খুব ভালো। জনককে বিশেষ স্মরণ জানিও। তাঁরও প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয়েছে- নিরোগী কায়া। ওনার শরীর(ওনার নাম) কল্পতরু(অবিস্মরণীয়) হয়ে গেছে না !

যদিও গুয়েনার ফাউন্ডেশনের আধারে আমেরিকার ভি. আই. পি. দের পাওয়া গেছে, আমেরিকারও ফাউন্ডেশন হল গুয়েনা। বিদেশে এক নম্বর ভি আই পি যুগলও গুয়েনারই। সেইজন্য খুবই লাভলি তারা। দুজনের সেবাতেও বিশেষত্ব রয়েছে। অন্যদের থেকেও তারা এগিয়ে। তারা হল বিরল পুষ্প। সেই কারণে নামও ভালো ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের কন্যারাও খুব ভালো হয়েছে। বাড়িও খুব ভালো বানিয়েছে। বিদ্বকে নির্বিঘ্ন বানিয়ে দিয়েছে। সেইজন্য পুরো পরিবারই হল লাভলি পরিবার। লাভলিও আবার লাভলীনও। আর যে সব ব্রাহ্মণরা এসেছে তাদের তাদের বাবার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে এবং সেবাও ভালো করেছে। বেশী পরিশ্রম করতে হয়নি, খুব ভালো। গুয়েনার বিশেষত্ব হল কম পরিশ্রম করে, কিন্তু ভালোবেসে করে, সেইজন্য সকলকে স্মরণ জানিও আর বিশেষত্বের সওগাত দিও।

পাটিদের সাথে - সঙ্গম যুগে সর্ব বৃহৎ কোন্ খাজানাটি লাভ হয় ? খুশীর। খুশীর খাজানা যাতে সদা সম্পন্ন থাকে, এমন যেন না হয় যে কখনো কম কখনো অনেক খুশী। খাজানা যখন অফুরন্ত অসীম, তাহলে কখনো কম কখনো বেশী-- তা যেন না হয়। সদা খাজানার প্রাপ্তিতে একরস থাকো। খুশীতে কেবল থাকলে হবে না, একরস এবং নিরন্তর থাকা। নম্বর তার ভিত্তিতেই হবে। কেবল নিরন্তর থাকে কিন্তু একরস নয়, তাহলেও দ্বিতীয় স্থান হয়ে যাবে। যদি কোনো ঝামেলাতে পড়ে যাও তবে খুশীর দোলনা টিলা হয়ে যাবে, জোরে জোরে নয় থেমে থেমে দুর্লবে। সেইজন্য সদা খুশীর দোলনায় দোলো।। সঙ্গম যুগ হল অনুভবের যুগ- এটাই হল এই যুগের বিশেষত্ব, এই বিশেষত্বের লাভ নাও। আচ্ছা।

বরদান :- তোমার পূজনীয়তাকে স্মৃতিতে রেখে প্রতিটি কর্মকে পূজনীয় বানানো পরম পূজ্য হও(ভব)!

বাস্তারা তোমাদের প্রতিটি শক্তির পূজা দেবী-দেবতার রূপ হয়ে থাকে। সূর্য দেবতা, বায়ু দেবতা, পৃথ্বী দেবতা.... তেমনই নির্ভয়তার পূজা কালী দেবী রূপে হয়, সম্মুখীন হওয়ার শক্তির পূজা দুর্গার রূপে হয়। সন্তুষ্ট থাকা এবং সন্তুষ্ট করার পূজা সন্তোষী মাতার রূপে হয়। বায়ুর সমান হাল্কা হওয়ার শক্তির পূজা পবন পুত্রের রূপে হয়। তো তোমার এই পূজাকে স্মৃতিতে রেখে প্রতিটি কর্মকে পূজনীয় বানাও তবেই পরমপূজ্য হবে।

স্লোগান : - জীবনে সন্তুষ্টতার এবং সফলতার পাল্লাকে সমান রাখাই হল সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এই ধরায় এসেছেন তোমাদের বাচ্চাদের সেবা করার নিমিত্তে ,
তোমরাও বাবার মতো হয়ে এই দুনিয়ার সকলের সেবা করো ।"

প্রশ্ন :- ব্রহ্মাবাবার কোন্ বিষয়ের উপর নিজের মনে সর্বক্ষণ বিচার চলতে থাকতো , যা দেখে শিববাবা বলতেন , অপেক্ষা করো এবং দেখতে থাকো , কোনো চিন্তা করো না ।

উত্তর :- বাবার মনে এই বিচার চলতো যে বর্তমান সময় এখন খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলছে , বাচ্চাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করার জন্য বাবার কাছে আসতেই হবে , এতো বাচ্চারা এখানে এসে কোথায় থাকবে । কতো নতুন বাড়ি তৈরী করতে হবে । শিববাবা বলছেন , অপেক্ষা করো আর দেখতে থাকো । আগের কল্পেও যেভাবে এসে বাচ্চারা একসঙ্গে ছিলো , এবারও ঠিক তেমনি থাকবে । তুমি চিন্তা করো না , তুমি নিজের এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনায় মগ্ন থাকো আর "মনমানাভব " অর্থাৎ বাবার স্মরণে থাকো । তোমাকে কর্মজীবিত হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে ।

গীত :- "তুমহে পাকে হামলে সারা জাহা পা লিয়া"..... তোমায় পেয়ে আমি নিখিল বিশ্ব পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি । বাবাও বলেন বাচ্চারা , ওম্ শান্তি । আর কি বলবেন । বাবা বাচ্চাদের বলেন বাচ্চারা , ওম্ শান্তি , "তত স্বম্ " , তুমিও আমারই মতন অর্থাৎ আমরা একই গুণের অধিকারী । হে বাচ্চারা , তোমরাও আমারই মতো শান্তস্বরূপ । তোমরাও হলে মাস্টার পতিত পাবন । এমন আর কেউই তোমাদের বলেন না । এই কথা দুনিয়ায় প্রচলিত যে যেমন বাবা তেমনই তার বাচ্চা । তোমরা বাচ্চারাও এখন তাই জানো , যেমন আমাদের বাবা , ঠিক তেমনই তাঁর মতো গুণসম্পন্ন আমরা বাচ্চারা । বাবা বলেন যে আমি হলাম জ্ঞানের সাগর । তোমরা বাচ্চারাও বুঝবে যে তোমরা হলে মাস্টার জ্ঞান সাগর অর্থাৎ নদীর মতো । সাগরের তো অনেক সন্তান সন্ততি থাকে । বড় বড় নদী থাকে , বড় বড় পুকুর বা সরোবরও থাকে । ওইগুলো হলো জড় বস্তু আর তোমরা হলে চৈতন্য আত্মা । সাগর বাবার থেকেই তোমরা এসেছো । অনেক বাচ্চারা আবার এই কথা ঠিকমতো বুঝতে পারে না কারণ তারা ঠিকমতো এই ঈশ্বরীয় পড়া করে না । বাবা একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন , চিনি কিসের থেকে তৈরী হয় ? গুড়ই বা কিসের থেকে তৈরী হয় ? তখন কেউ কেউ বলেছিল , লাল আখ থেকে গুড় আর সাদা আখ থেকে চিনি তৈরী হয় । তো এই কথা কাজে লেগে গেছে । এখন তোমাদের আমি কতো বড় কথা বুঝিয়ে বলছি । সাগরের জল থেকে কোনো নদীর জল তৈরী হতে পারে । মানুষ তো অনেক বেড়ে গেছে , তাই জলেরও অনেক প্রয়োজন । তাই কতো খালবিলও তৈরী করা হয় । সুতরাং তোমাদের বাচ্চাদের উঠতে বসতে , চলতে ফিরতে এই কথাই স্মরণে রাখতে হবে যে , তোমরা এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর দায়িত্ব নিয়েছো । গানের মাধ্যমেও তোমরা বাবাকে বলো , বাবা আমরা তোমার থেকে এই বিশ্বের বাদশাহীর বর্ষা গ্রহণ করছি । এই সম্পত্তি আমাদের থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না । ২১ জন্মের জন্য আমাদের এই রাজস্ব বজায় থাকবে । বেহদের বাবা এসে আমাদের এই বেহদের রাজ্য ভাগ্য দিয়ে থাকেন । তিনিই আমাদের এই রাজস্ব চালাবার অধিকারী বানান । আবার তিনিই আমাদের পবিত্র বানান । আমরা তো তাঁকেই ডাকি যে , হে পতিতপাবন এসো । কৃষ্ণকে কিন্তু কেউ এইকথা বলে না । নিরাকার ভগবান শিববাবাকেই সবাই

ডাকে । যখন পতিত পাবন বলে সবাই বাবাকে ডাকে তখন বুদ্ধি কিন্তু কৃষ্ণকে স্মরণ করে না , নিরাকার পরমাত্মা শিববাবাকেই স্মরণ করতে থাকে । বাবা এসে তোমাদের প্রত্যেকটি কথা বুঝিয়ে বলেন । এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সামনেই বসে আছো । এটা কিন্তু কোনো সাধু সন্তর প্রতিষ্ঠান নয় । তোমরা সকলেই জানো যে নিরাকার শিববাবা এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের এই শিক্ষা দেন । পরমপিতা পরমাত্মা , ব্রহ্মার শরীরকে আশ্রয় করে এই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন এই ধরনের গায়নও প্রচলিত আছে । নতুন স্থাপনার পরেই বিনাশের কার্য শুরু হয় । এর থেকে এই কথাই সিদ্ধ হয় যে বাবা এই পুরোনো দুনিয়াতে এসেই স্থাপনার কার্য সম্পাদন করেন । ব্রহ্মার দ্বারা বাবা স্থাপনার কার্য করেন আর শঙ্করের দ্বারা অনেক ধর্মের বিনাশ করান । সত্যযুগে একই ধর্ম ছিলো কিন্তু এখন তো ধর্ম অনেক ভাগে বিভক্ত । এক ধর্মের দেবী দেবতাদের চিহ্ন চক্র হিসাবে দেখানো হয় । এই লক্ষ্মী নারায়ণকে বিশ্বের মালিক বলা হয় । যিনি স্বর্গের মালিক তিনিই তো এই বিশ্বের মালিক হবেন , কারণ স্বর্গ তো এই পৃথিবীতেই । এই কথা এখন তোমরা বাচ্চারা বুদ্ধিতে ধারণ করতে পেরেছো । বাবা বলেন যে বাচ্চারা , " মনমানাভব "। অর্থাৎ মন আমাতে লাগাও । প্রতি মুহূর্তে বাবা বাচ্চাদের এই সাবধানী দেন । বাচ্চারা , তোমরা বাবাকে আর তাঁর বর্ষাকে স্মরণ করো । এই কথা তোমরা ভুলো না আর বাবার শ্রীমতের সূত্রেও ভুলো না । এটাই মুখ্য কথা । শিববাবা হলেন পতিত পাবন । তিনি তোমাদের পবিত্র হওয়ার সব যুক্তি বলে দেনা বাবা বলেন যে তোমরা একসময় সতোপ্রধান ছিলে । আর এখন তোমরা তমোপ্রধান পতিত হয়ে গেছো । তোমরাই পুরো ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছে । এখন আবার তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । সতোপ্রধান হলেই তোমরা পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার অধিকারী হবে । নিরাকারী দুনিয়া অর্থাৎ শান্তিধাম ও পবিত্র , আবার সাকারী দুনিয়া অর্থাৎ সত্যযুগও পবিত্র । এই কলিযুগ হলো অপবিত্র পতিত দুনিয়া। যেহেতু এখন তোমাদের আত্মা তমোপ্রধান তাই শরীরও তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এ হোলো সৃষ্টিচক্রের নাটক , এর মধ্যে ব্রহ্মাও এবং সূক্ষ্মবতনও থাকে । সৃষ্টিচক্র এই পৃথিবীতেই আবর্তিত হয় । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগ এখানেই হয় । সূক্ষ্মবতন বা মূলবতনে কিন্তু হয় না । এই চার যুগ এই পৃথিবীতেই হতে থাকে । একে মানুষ সৃষ্টিও বলা হয় । মূলবতন হলো আত্মাদের নিরাকারী দুনিয়া । আর সূক্ষ্মবতন হলো ব্রহ্মা , বিষ্ণু এবং শঙ্করের আকারী দুনিয়া । এই সাকারী সৃষ্টি দেখো কতো বড় । কিন্তু সত্যযুগে সৃষ্টিতে কতো অল্পসংখ্যক মানুষ থাকবে । সেখানে এক ধর্ম থাকবে । বাকি মানুষ যা বলে সত্যযুগে দৈত্য আদি ছিলো , দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ হতো , এ সকলই ভুল কথা । তোমরা জানো যে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো বলাই আছে । সবার বিনাশ হবে আর সত্যযুগে স্বর্গ রাজ্যের স্থাপনা হবে । তোমরাও বাবাকে এইকাজে সাহায্য করো । বাবাও বাচ্চাদের সাহায্য করতেই আসেন । ইনি হলেন বেহদের বাবা , শিববাবা । তিনি দেখেন যে তাঁর বাচ্চারা খুবই দুঃখী হয়ে পড়েছে তাই তাঁর খুব দয়া হয় । শিববাবা হলেন তোমাদের দয়ালু বাবা । এখন তো সারা দুনিয়ায় খুবই অশান্তি চলছে । তাই এক বাবা ছাড়া আর কেউই শান্তি দিতে পারবে না । হটযোগী তো অনেক আছে । আত্মার সম্বন্ধে সবাই বলে যে , আত্মা সবসময় নির্লিপ্ত থাকে । সাধারণ মানুষকে অনেক উল্টো কথা বোঝানো হয় । বাস্তবে আত্মারই শুদ্ধতা দরকার । আত্মাতেই খাদ লাগে এটা কেউই জানে না । এমনিই মানুষ বলে এ হলো পাপ আত্মা । এ অনেক পাপ করেছে । আর ইনি হলেন মহাত্মা বা পুণ্যাত্মা । কিন্তু মহান পরমাত্মা এই কথা তো বলা হয় না । সন্ন্যাসীদের জন্য আবার বলা হয় এনারা হলেন পবিত্র আত্মা কারণ এনারা সন্ন্যাস ধর্ম নিয়েছেন । এখন বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন যে একমাত্র পরমাত্মা শিববাবা ছাড়া আর কেউই আত্মাকে পবিত্র বানাতে পারে না । এই পতিত দুনিয়াতে পুরোপুরি পবিত্র কোনো আত্মাই থাকতে পারে না ।

এখন তোমাদের মধ্যে জ্ঞানের বা পবিত্রতার চারাগাছ লাগানো হয়েছে । আস্তে আস্তে এই চারাগাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে । এখন তো অনেক ছোটো ছোটো মঠ , বা ধর্মের অনেক পথ রয়েছে । এখানে কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন পরে না । এরা অনেক প্রকার মন্ত্র বা বিভিন্ন দেবদেবীর মন্ত্র দিয়ে থাকে । এগুলোও একধরনের বশীকরণ মন্ত্র , এর দ্বারাও পাঁচ বিকারের উপর জয় প্রাপ্ত করা যায় । অনেকে রাম রাম মন্ত্র জপ করে । এর দ্বারা খুব বেশী উপকার হয় না । তাই বাবা বলেন যে একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের পাপের বিনাশ হবে । তোমরা পবিত্র আত্মায় পরিণত হবে । বাবার স্মরণকেই যোগ বলা হয় । ভারতের প্রাচীন যোগের খুবই মহিমা আছে । এই যোগের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের উপর বিজয় লাভ করতে পারো । ভারতের রাজযোগ খুবই বিখ্যাত । এই যোগ এক শিববাবা ছাড়া আর কেউই শেখাতে পারেন না । তোমারই হলে ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী । এই সঙ্গম যুগেই তো বী . কে হবে তাই না ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারা তো ব্রহ্মার সঙ্গেই থাকবে । কারণ ব্রাহ্মণ কুল তো অবশ্যই চাই । একেই বলা হয় সর্বোত্তম বা সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ কুল । এখন তোমরা ব্রাহ্মণ , কিন্তু পরে আবার তোমাদের পরিবর্তন হবে । বাজোলী (ডিগবাজী) খেলা আছে না । তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে , এর পরে আবার দেবতা , ঋত্রিয় এইভাবে ঘুরতে থাকবে । তাই বাবা বলেন যে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা , খুব অল্পই কথা যে তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে বাবা তোমাদের ৮৪ জন্মের রহস্য বলছেন । ৮৪ লাখ বা ৮৪ জন্মের হিসাব তো তোমাদের জানা চাই । কেউই এটা সঠিক জানে না । ৮৪ লাখ জন্মের হিসাব তো কেউ বলতেই পারবে না । মানুষ মাত্র ৮৪ জন্মের চক্র লাগায় । আত্মারা পরমধাম থেকে এই দুনিয়াতে আসে অভিনয় করার জন্য । সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের অন্ত সময় পর্যন্ত আত্মারা উপর থেকে আসতেই থাকে । প্রত্যেক আত্মাই তাদের নিজের নিজের অভিনয় করতে থাকে । এইসব কথা কোনো মানুষই সঠিক জানে না । কেবলমাত্র বাবাই এই কথা জানেন । কোনো মানুষকে কখনো পরমপিতা বা গড ফাদার বলা হয় না । গড ফাদার বললে বুদ্ধি কিন্তু নিরাকার শিববাবার দিকেই যায় । কারণ শিববাবা আমাদের সকল জীব আত্মাদেরই বাবা । আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করে । আমাদের নিরাকার বাবার নাম হলো শিব । তোমাদেরও একটাই নাম , আত্মা । কিন্তু তোমরা যখন শরীর ধারণ করো তখন তোমাদের অনেক নাম হয় । পরমপিতা পরমাত্মাও কিন্তু শরীরের মাধ্যমেই এই জ্ঞান শোনান । শরীর ছাড়া তিনি কি করে শোনাবেন । বাবা বলেন যে, এই ব্রহ্মাবাবার তো শরীরের নাম আছে , কিন্তু শিববাবার কোনো শরীর হয় না , তাই তাঁর কোনো আলাদা নামও হয় না । তিনি পুনর্জন্মও গ্রহণ করেন না । শিববাবা ব্রহ্মাবাবার মধ্যে প্রবেশ করেন , সেটা ব্রহ্মা বাবাও প্রথমে জানতেন না । এই প্রবেশ করার কোনো তিথি বা তারিখ তো ছিলো না । হ্যাঁ , অবশ্যই তিনি কল্পের অন্তে অর্থাৎ কলিযুগীয় রাতের সময়ই এখানে আসেন । এই সময় কে তো রাতই বলা হবে কারণ এ তো পতিত মানুষদের দুনিয়া । বাবা আসেনই পবিত্র দুনিয়া অর্থাৎ দিন বানানোর জন্য । ব্রহ্মা বাবাও জানতেন না যে শিববাবা তাঁর মধ্যে কবে প্রবেশ করেছিলেন । হ্যাঁ , ব্রহ্মা বাবা বিনাশের সাক্ষাতকার করেছিলেন । তিনি অনেক ধ্যান করতেন কিন্তু শিববাবার প্রবেশের কোনো তিথি , তারিখ সময় বলতে পারেন নি । মানুষ তো কৃষ্ণেরও কতো পূজো করে , আবার কৃষ্ণের জন্ম রাত্রে দেখানোর হয় । কখন জন্ম হয়েছে সেই সময় , মিনিটও দেখানো হয় । বাবা বলেন যে আমি হলাম নিরাকার । যেমনভাবে সব মানুষরা জন্মগ্রহণ করে , আমি তেমনভাবে জন্মগ্রহণ করি না । আমার জন্ম হলো দিব্য এবং অলৌকিক । আমি এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করি আবার আমার এই বিশ্ব পরিবর্তনের কাজ করে আবার চলে যাই । আমি কখনোই ষাঁড়ের উপর ঘুরে বেড়াই না । বাচ্চারা আমাকে যেই সময় ডাকে আমি সেই সময়ই হাজির হই । আমি এসে বাচ্চাদের সঙ্গে

মিলিত হই তাদের সুপ্রভাতও জানাই । যেমনভাবে মানুষ একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে রাম রাম বা নমস্কার করে শুভেচ্ছা বিনিময় করে । এই কথা এখন তোমাদের আল্লার বাবা বা বেহদের বাবা এসে বোঝাচ্ছেন । তিনি বলছেন , আমি তোমাদের সব বাচ্চাদেরই বাবা । তাই শিববাবার সন্তান তোমরা সব বাচ্চারা হলে ভাই ভাই । এই খুশীর আনন্দ তোমাদের সবসময় থাকা উচিত । বেহদের বাবা এসে এখন তোমাদের বেহদের বর্ষা দিচ্ছেন , অর্থাৎ এই বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন । এতো বাচ্চাদের দেখে বাবাও অত্যন্ত খুশী হচ্ছেন । বাচ্চারাও জানে যে বাবা তাদের স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন । রাজত্বের অধিকারী করছেন । তখন প্রজারাও বলবে এ আমাদেরই রাজ্য । যেমনভাবে ভারতবাসী বলে ভারতবর্ষ আমাদের দেশ । রাজা এবং প্রজা উভয়েই বলবে এ আমাদের রাজ্য । তোমরা বাচ্চারা এখন নরকবাসী , ভবিষ্যতে তোমরাই স্বর্গবাসী হবে । বাবা কেবল বলেন তোমরা বাবাকে আর তাঁর বর্ষাকে স্মরণ করো , তোমাদের আর কোনো কষ্ট করতেই হবে না । গৃহস্থ জীবনেই তোমরা থাকো , এখানে এসে থাকার তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই । সবাই যদি এই সেন্টারে চলে আসে তখন বাবা সবাইকে কেমনকরে রাখার ব্যবস্থা করবেন । এতো বাচ্চাদের কি করে একসাথে রাখা যাবে । সব সেন্টারের বাচ্চারা একবারে একসঙ্গে কি করে থাকবে । এতো খুবই মুশকিল । দিনে দিনে অনেক বাচ্চা বাড়তে থাকবে । এর জন্যও উপায় বার করতে হবে । আসেপাশের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে । বাড়ির মালিকদের জিজ্ঞাস করতে হবে তারা ভাড়া হিসাবে কত টাকা চান । কারণ প্রয়োজন হলে তো এই বাড়ি নিতেই হবে । পয়সার চিন্তা করলে তো হবে না । সময়ের পরিস্থিতি ধীরে ধীরে খারাপের দিকেই যাচ্ছে । বাবা এবং বাচ্চারা উভয়েই অবিনাশী । বাবা তাই বাচ্চাদের অবিনাশী সম্পত্তি দান করেন । এখানে অনেক বাচ্চা ভবিষ্যতে আসবে । তাই বাবা বিচার করে দেখেন যে এতো বাচ্চাদের কোথায় রাখা হবে । বাবা বলেন যে তোমরা চিন্তা কোরো না । তোমরা অপেক্ষা করো এবং দেখতে থাকো । তোমরা তোমাদের পড়া করতে থাকো আর অবশ্যই বাবার স্মরণে থাকো অর্থাৎ " মনমনাভব "। তোমাদের বাচ্চাদের এই কথা যেন স্মরণে থাকে যে , এখন তোমাদের কর্মতীত অবস্থা তৈরী করতে হবে সতোপ্রধানও হতে হবে । বাবার স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হতে পারবে । বাবা তো খুব সহজ করেই তোমাদের বোঝান । এ খুবই সহজ, কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । বাবা বলেন দেখো , যখন গরুর বাচ্চার অর্থাৎ বাছুরের তার মায়ের কথা মনে পরে , তখন সে চিত্কার করে তার মাকে ডাকতে থাকে । এ তো হলো পশু । তোমরা বাচ্চারাও অনেককাল ধরে এই দুঃখের মধ্যে রয়েছো । আগে তোমরাও চিত্কার করে বাবাকে ডাকতে থাকবে , বাবাকে অনেক স্মরণ করতে থাকবে । তোমরা বাচ্চারা এখন জানো বাবা এসেছেন তাই বিনাশ তো এখন হতেই হবে । প্রকৃতিক বিপর্যয়ও অনেক আসবে । সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতে থাকবে । কতো খরচা করে মানুষ বোম্ব তৈরী করে , অনেক পয়সা এর পিছনে খরচা হয় । এতো টাকা কোথা থেকে আসছে । মানুষ মৃত্যুকেও ভয় পায় । কিন্তু তবুও তো বোম্ব বানানো তারা বন্ধ করে না । এই বোম্বের যুদ্ধ চলতে থাকবে । এমন ভাবেই মানুষ বোম্ব তৈরী করে , যেখানে এই বোম্ব পড়বে , সেখানেই প্রচুর মানুষ মারা যাবে । এই বোম্ব তৈরী করতে আগে অনেক সময় লাগতো কিন্তু এখন খুব সহজেই অল্প সময়ের মধ্যে এই বোম্ব মানুষ তৈরী করতে পারে । খুব তাড়াতাড়ি এই বোম্ব এখন তৈরী হয় । এই বোম্ব কি খুব অল্প তৈরী হবে ? না । তোমরা বাচ্চারা জানো এই পুরোনো সৃষ্টির বিনাশ হবে । তাই এখন তোমাদের বেহদের শিববাবার থেকে বর্ষা নিতে হবে । গীতা হলো তোমাদের ভারতবাসীদের , দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র । বাকি তো অনেক ছোটো ছোটো শাস্ত্র আছে , যার গায়ন খুব একটা নেই । তোমাদের এই ব্রাহ্মণ ধর্ম হলো সর্বোচ্চ । ব্রাহ্মণদের কাজই হলো মানুষদের ধর্মের কথা শোনানো । তোমরা বলতে পারবে যে আমরা

ব্রহ্মাকুমার , কুমারীরা হলম ব্রহ্মার সন্তান , তাই দাদার (শিববাবা) থেকে আমরা এই সম্পত্তির অধিকার পাই । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১. নাটকের সব গুপ্ত রহস্যকে জেনে কোনো বিষয়েই কোনো চিন্তা করবে না । এই ঈশ্বরীয় পড়ার অভ্যাস তৈরী করবে । "মনমানাভব " হয়ে কর্মজীত অবস্থা তৈরী করার প্রয়াস করতে হবে । নিজেকে তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় উন্নীত করতে হবে ।

২. আমরা আল্লাহ সকলেই শিববাবার সন্তান , তাই আমরা সকলেই ভাই - ভাই । শিববাবার থেকে আমরা সত্যযুগীয় বর্ষা বা সম্পত্তির অধিকার গ্রহণ করছি । এই খুশীতেই তোমাদের থাকতে হবে ।

বরদান :- পরতন্ত্রতার বন্ধনকে সমাপ্ত করে সত্যিকারের স্বতন্ত্রতাকে অনুভব করে মাস্টার সর্বশক্তিমান হও (ভব) ।

এই বিশ্বকে সর্বশক্তির দান দেবার জন্য স্বতন্ত্র আত্মা হও । সর্বপ্রথম স্বতন্ত্রতা হলো শরীরের সর্ব সঙ্কলের প্রতি কারণ পরতন্ত্রতা তোমাদের না চাওয়া সত্ত্বেও অনেক বন্ধনে বেঁধে রাখে । পরতন্ত্রতা সর্বদা আধোগতির পথেই নিয়ে যায় । যার ফলে দুশ্চিন্তা এবং নীরস স্থিতির অনুভব হতে থাকে । এই পরিস্থিতি তৈরী হলে কোনোরকম অবলম্বন তোমরা খুঁজে পাবে না । না দুঃখের অনুভব , না সুখের অনুভব এইরকম স্থিতি তৈরী হয় । তাই মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হও , নিজের সত্যিকারের স্বতন্ত্রতা দিবস পালন করো ।

স্লোগান :- পরমাত্মা মিলনের দ্বারা সর্ব প্রাপ্তির আনন্দ অনুভব করার জন্য সন্তুষ্ট আত্মা হও ।

"মীঠে বাচ্চে - তুমি হলে মহান সৌভাগ্যশালী কেননা তোমাকে স্বয়ং ভগবান সেই পাঠ পড়াচ্ছেন যে পাঠ কোনো ঋষিমুনি আজ পর্যন্ত পড়েনি"

প্রশ্ন :- ড্রামায় খচিত কোন্ ভবিতব্যের কথা তোমরা বাচ্চারা জানো , দুনিয়ার মানুষ জানেনা ?

উত্তর :- তুমি জানো এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়। এখন সম্পূর্ণ পুরনো দুনিয়া এই অগ্নি জ্বালায় ভস্ম হবে। এই ভবিতব্যকে কেউ এড়াতে পারবেনা । এই হল এইরূপ অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র যজ্ঞ যাতে সমস্ত সামগ্রী ভস্ম হবে তখন আমরা আর এই পতিত দুনিয়ায় ফিরবো না। ইহাকে ঈশ্বরীয় ভবিতব্য নয় , ড্রামায় খচিত ভবিতব্য বলা হবে।

গান:- মুখটা দেখে নে মানব নিজ দর্পণে....

ওমশান্তি ! তোমরা বাচ্চারাও হলে মানুষ । এইটা তো হলই মনুষ্য সৃষ্টি । এইসময় তোমরা হলে ব্রাহ্মণ ধর্মের মানুষ । বাবা শিক্ষা দেন আত্মাদের । আত্মা এখন নিজের স্বধর্মকে জানে যে আমরা হলাম এই শরীরটাকে চালানোর শক্তি । আত্মার এই হল রথ। যেমন বাবা এই রথে বিরাজিত , তোমার আত্মাও তোমার শরীর রূপী রথে বিরাজিত । শুধু আত্মা এই জ্ঞান ভুলেছে যে আমরা হলাম শান্ত স্বরূপ আত্মা । আমাদের নিবাস স্থান হল মূলবতনে অর্থাৎ পরমধামে । এই শরীর আমরা এইখানে প্রাপ্ত করি। নিজের সঙ্গে এমন এমন কথ্য বলা উচিত । বাবা বলেন তোমরা আত্মারা হলে শান্ত স্বরূপ । যদি তুমি শান্তিতে বসতে চাও তাহলে নিজেকে আত্মা মনে করে পরমধামের নিবাসী ভাবো । একটু সময় শান্তিতে বসতে পারো। মানুষতো শান্তিই কামনা করে । মনের শান্তি চাই এই কথা তো আত্মা-ই বলে , কিন্তু মানুষ জানেনা যে সে নিজেই হল আত্মা । সেকথা ভুলে গেছে । একটি কাহিনী আছে না - রানীর গলায় হার রয়েছে তবুও সে বাইরে খুঁজছে। তাই বাবাও বোঝাচ্ছেন শান্তি তো হল তোমার স্বধর্ম । বাচ্চারা বুঝেছে আমরা আত্মারা হলাম শান্ত স্বরূপ । এখানে আসি পাট প্লে করতে । এই অরগান অর্থাৎ শরীরের ইন্দ্রিয় গুলি থেকে ডিট্যাচ হলেই তো আত্মা হয় শান্ত স্বরূপ । আত্মা নিজের শান্ত স্বরূপে যতক্ষণ চায় বসতে পারে। যখন চায় এই শরীর দ্বারা কর্ম না করি , তখন শান্ত হয়ে বসে যায়। এই হল সত্যিকারের শান্তি , যা তুমি আর খোঁজো না। তোমার স্ব-ধর্ম হল শান্তি । এখন এখানে পাট প্লে করছ। বাবা দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে , আমরা ৮৪ জন্মের পাট প্লে করেছি। এই ৮৪ জন্মের চক্রের কথা কারুর জানা নেই । শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো। প্রথমে আমরা সূর্য্যবংশী রাজা বা প্রজা ছিলাম , আমরাই হই চন্দ্রবংশী সেই হই বৈশ্যবংশী , শেষে হই শুদ্রবংশী। এখন আবার আমাদের সূর্য্যবংশী রূপে পরিণত হতে হবে ।

তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের কথা জেনেছো । তোমরা হলে কত সৌভাগ্যশালী । বাবাতো যথার্থ কথাই বলেন। এই হলই সন্নতির পথ। এই কথা বোঝাতে হবে যে সর্বের সন্নতি দাতা হলেন এক। এখন জেনেছো বাবা এসে আমাদের ২১ জন্মের জন্যে সন্নতি দিচ্ছেন । বাইরের মানুষ এইসব কথা জানেনা । তোমরা ব্রহ্মাকুমার- ব্রহ্মাকুমারীরা জানো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তোমরা বী.কে.রা কি জানো? পরীক্ষা তো হওয়াই উচিত যে আদৌ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কিনা। যদি তোমরা ব্রহ্মার সন্তান

তাহলে সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের কথা নিশ্চয়ই জানবে। বাবা যিনি হলেন রচয়িতা ওঁনাকে কি জানো? ঋষিমুনি রচয়িতা এবং রচনার বিষয়ে কিছুই জানেননা। স্কুলে সর্বপ্রথম অশিক্ষিতরাই আসে। পরে বলবে স্কুলে এইসব পড়েছি। এখন তুমি ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করছো। পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদের পড়াচ্ছেন। এইসব কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। রচয়িতা তো হলেন একমাত্র শিববাবা। রুদ্রের দ্বারা জ্ঞান যন্ত্রের রচনা হয়েছে এই কথাতো শাস্ত্রেও আছে। এবারে রুদ্র এবং শিব পরমাত্মার মধ্যে কোনো তফাত তো নেই। এই কথাও রয়েছে যে রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের দ্বারা বিনাশ জ্বালা অর্থাৎ অগ্নি পুঞ্জ উৎপন্ন হয়েছে। শুধু রুদ্র শিবের স্থানে কৃষ্ণের নাম দিয়েছে। সেই গীতাই হল। বলেছে এই জ্ঞান যন্ত্রের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়। তাহলে স্ব-রাজ্য প্রাপ্তির জন্যে এই হল জ্ঞান যন্ত্র। এতে পুরনো দুনিয়ার সমাপ্তি হবে। যন্ত্রে সবকিছু আহুতি দেওয়া হয়। সবকিছু অর্পণ করা হয়। এই রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রে পুরনো দুনিয়ার সমাপ্তি হবে। তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো। এই পতিত দুনিয়ায় আর ফিরতে হবেনা। এই দুনিয়া শেষ হবে। তুমি জানো নেচরল ক্যালামিটিজ ইত্যাদি সব হবে। এই সমস্ত কিছু তোমার বুদ্ধিতে থাকা চাই। শিববাবা বলেন আমার বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। বাবা হলেন সত্য, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানেন। ঋষিমুনি বলেন আমরা রচয়িতা এবার রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানিনা। তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে তোমরা কি প্রাপ্ত করো? বলো যে বিষয়ে বড় বড় ঋষিমুনিরা বলেছেন আমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানিনা, সেই কথা আমরা জানি। রচয়িতা বাবা ছাড়া রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য কেউ বোঝাতে পারেনা। রচয়িতা স্বয়ং বোঝাবেন। তোমরা জানো মক্ষীরানী হয়। রানীর সাথে পিছনে পিছনে সব মক্ষীরা গমন করে। রানী অর্থাৎ মা - তার সঙ্গে তাদের কত সম্বন্ধ থাকে। বেহদের বাবাও এসে সব বাচ্চাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান। তুমি জানো বাবা এসে গেছেন, আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন - শান্তিধামে। পুনরায় সত্যযুগের পার্ট আরম্ভ হবে। যে পার্ট প্লে করার জন্যে তুমি এই দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করছ। এখানে তুমি এসেই থাকো দেবতা হতে। সব গুণ এখানেই ধারণ করতে হবে। এই লক্ষ্মীনারায়ণ রূপ ধারণ করতে হবে। এঁাদের দিব্য দৃষ্টি ছাড়া কেউ দেখতে পারবেনা। এখন তুমি জানো আমরা সূর্য্যবংশী দেবতা রূপে পরিণত হব। তোমার বুদ্ধিতে রয়েছে স্বর্গের রাজধানী কিভাবে স্থাপন হচ্ছে। সত্যযুগে ছিলই দেবতাদের রাজ্য কিন্তু দেবতাদের রাজ্যে আবার রাফস ইত্যাদি দেখানো হয়েছে। এই কথা কেউ জানেনা। ভারত কত পবিত্র ছিল, মহিমা গায়নও আছে সর্বগুণ সম্পন্ন। তাঁদের সম্মুখে মাথাও নোয়ায়। মন্দির অনেক আছে। কিন্তু এই কথা জানেনা যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম সত্যযুগের কবে কিভাবে স্থাপন হয়েছে? ভারত যে এত উঁচুতে ছিল এতো নীচে কিভাবে নামল? এইসব কথা কারুর জানা নেই। বলা হয় এইসব হল ভবিতব্য। ককিসের ভবিতব্য? সে কথাও বোঝেনা। ড্রামায় এইরূপ রচিত সে কথা বুঝলে তবেতো। ড্রামার রচয়িতা ক্রিয়েটর কে? শুধু বলে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুরূপ সবই ভবিতব্য। ড্রামা বললে ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের কথাও জানতে হবে। শুধু বই পড়লে ড্রামার কথা জানবেনা। যতক্ষণ না এই ড্রামা কেউ চোখে দেখছে। যেমন খবরের কাগজে পড়েছে - কৃষ্ণ চরিত্রের একটি ড্রামা আছে কিন্তু না দেখলে বুঝবেনা। দেখলে তবে বুঝবে ড্রামায় এইসব হওয়ার কথা। তোমরাও ড্রামাকে এখনই বুঝেছো। মানুষ বলে - দুনিয়ার ইতিহাস ভূগোলের এই চক্র ঘুরতেই থাকে। কিন্তু কিভাবে ঘুরছে সে কথা জানেনা। নামও লেখা আছে - সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ তারপর সঙ্গমযুগ। কিন্তু মানুষ ভাবে যুগে-যুগে আসেন। সত্যযুগ ত্রেতারও সঙ্গম হয়। কিন্তু সেই সঙ্গমের কোনো গুরুত্ব নেই। সেখানে তো কিছু হয়না। এইসব কথা তুমি জানো যে সত্যযুগী সূর্য্যবংশীরা চন্দ্রবংশীদের কিভাবে রাজত্ব দিয়েছে। এমন তো

নয় চন্দ্রবংশীরা সূর্যবংশীদের হারিয়ে রাজত্ব নিয়েছে । না, যে চন্দ্রবংশী রাজা হয় তাকে সূর্যবংশী রাজা- রানী তাকে রাজ্য ভাগ্যের তিলক দিয়ে সিংহাসনে বিরাজিত করে। রাজা রাম, রানী সীতার টাইটেল প্রাপ্ত করে। কারা দিয়েছে ? বলবে সূর্যবংশীরা ট্রান্সফার করেছে , এবারে তুমি রাজত্ব করো। যেসব সীন তোমরা সাক্ষাতকারে দেখো। বাকি কোনো রকম লড়াই ইত্যাদি হয়না । যেমন করে রাজত্ব প্রদান করা হয় তেমন ভাবেই কার্য সম্পন্ন হয়। তাদের চরণ প্রক্ষালন অর্থাৎ পা ধুয়ে রাজ্য তিলক করানো হয়। সেখানে কোনো গুরু গোঁসাই তো থাকেনা । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা দৈবী স্বভাবে পরিণত হচ্ছি । সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী রাজ্যে আমরা কত সুখে বাস করব। বাবা আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখের দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছেন আর কেউ সুখী করতে পারবেনা । সাধুসন্ন্যাসীরা এইটাই তো চেয়ে থাকেন যে আমরা যেন শান্তিধাম যাই। বাবা বলেন আমি এই সাধু সন্ন্যাসীদেরও উদ্ধার করে সবাইকে শান্তিধাম নিয়ে যাই। সন্ন্যাসীরা আসেনই দ্বাপর যুগে । স্বর্গে তো কেবল আমরা দেবতারাই বাস করি। সেখানেও সব আলাদা আলাদা সেকশান রয়েছে । সূর্যবংশীদের আলাদা , চন্দ্রবংশীদের আলাদা , তারপর ইসলামী বৌদ্ধী সন্ন্যাসী ইত্যাদি যারা আসেন সকলের সেকশান আলাদা আলাদা রয়েছে । যখন আমাদের রাজত্ব ছিল তখন অন্য কেউ ছিলনা । মূলবতনে এমন মালা ক্রমানুযায়ী রচিত । আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্মের আত্মাদের প্রথম বংশাবলী । তারপর আরও অনেক বংশের উৎপত্তি হয়। এই বংশাবলী হল উচ্চ থেকে উচ্চ আর অন্য ধর্ম স্থাপকের উৎপত্তি এখান থেকেই হয়। তোমরা বলবে ইসলামীদের বংশাবলী দ্বিতীয় নম্বরে আসে। বৌদ্ধীদের তৃতীয় নম্বর । আমরা হলাম ফার্স্ট , বাকি সব হদের ছোট ছোট তো লক্ষ লক্ষ হবে। এখানে তো হল চারটি মুখ্য বংশাবলী । সর্বপ্রথম আমরা আসি তারপর ইসলামী বৌদ্ধী খ্রিস্টিয়ানরা আসে । এখন আমাদের পতন ঘটেছে । আমাদেরকেই ৮৪ জন্ম নিয়ে পার্ট প্লে করতে হবে। যারা এখন লাস্টে রয়েছে তারা-ই আবার ফার্স্ট যাবে। দেবী-দেবতারাই এখন পতিত হওয়ার দরুন নিজেদের দেবী-দেবতা সম্বোধন করতে পারবেনা । দেবতাদেরই পূজা হয় এর থেকে এই প্রমাণ হয় এই হল তাদের বংশাবলী । সিখ ধর্মের লোকেরা গুরুনানকের স্মরণ করে, তাঁর বংশাবলী । সত্যযুগে প্রথম বংশাবলী হল আমাদের । এর চেয়ে উত্তম বংশাবলী অন্য আর একটিও নেই । আমরা উচ্চ থেকে উচ্চ বংশাবলীর সদস্য । আমরাই সবচেয়ে বেশী সুখ ভোগ করি , তারপরে তারাই আবার কাঙাল হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশী দুঃখ ভোগ করে। ঋণ ইত্যাদি নিয়ে থাকে । কত ধনী ছিলো এখন কত দরিদ্র হয়েছে । সবকিছু হারিয়েছে । এই হল দুঃখধাম । এখন বাবা আবার তোমাদের সুখধামের মালিক করছেন । বাকিরা সবাই যাবে শান্তিধাম । অর্ধকল্প তোমরা সুখ ভোগ করো, বাকিরা শান্তিতে বাস করে। তারা মুক্তিতে যেতে চায়। সুখকে কাক বিষ্ঠা ভেবে নেয়। সুখধামের কোনো অনুভবই নেই । তোমার অনুভব আছে । মহিমাও গাইতেই থাকে কিন্তু পতিত হওয়ার জন্যে ভুলে গিয়েছে। এখন বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন - হে ভারতবাসী তুমি হলে দেবী-দেবতা ধর্মের । দ্বাপর যুগ থেকে নাম পরিবর্তন হয়েছে । দেবতা ধর্মীয় জনেরাই পতিত স্বরূপে পরিণত হয়েছে । গাইতেও থাকে হে পতিত-পাবন এসো। বাবা বলেছেন তুমি কত জন্ম পবিত্র দুনিয়ায় ছিলে। কত জন্ম পতিত দুনিয়ায় রয়েছে। এখন আবার পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে। এই হল সব পার্শালার এক পার্শালা , সর্ব যজ্ঞের এক যজ্ঞ । সমস্ত পুরনো দুনিয়া এতেই শেষ হবে । হোলিকা দহন হয় (রঙ খেলার পূর্ব রাত্রে হোলী অর্থাৎ কাঠ জ্বালানো হয় , মান্যতা হল প্রভু স্মরণে রইলে এই অগ্নি কিছুই করতে পারবেনা আর প্রভু প্রেমের রঙে নিজেকে রাঙাও) সব উৎসব পর্ব বর্তমান সময়েরই প্রতীক চিহ্ন । আত্মা চলে যাবে , শরীর শেষ হবে। এই নলেজ কোনো সন্ন্যাসী ইত্যাদি দিতে পারবেনা । গীতায় কিছু লেখা রয়েছে কিন্তু আটায় লবণের মাত্রা সমান জ্ঞান

লুপ্ত হয়ে যায়। শিববাবা বলেন - আমি এই যজ্ঞের রচয়িতা , এতেই তন-মন-ধন সব স্বাহা করো, মৃত সম জীবন কাটাও (আত্মা মানেই হল মৃত) । এই জ্ঞান তুমি এখন প্রাপ্ত করছ। আচ্ছা !

মীঠে মীঠে সিকীলাধে (হারিয়ে ফিরে পাওয়া) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১. সুখধামে যাওয়ার জন্যে নিজের দৈবী স্বভাব রাখতে হবে। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যকে বুদ্ধিতে রেখে প্রফুল্লিত থাকতে হবে। সবাইকে এই রহস্য বোঝাতে হবে।

২. স্ব-রাজ্য নিতে হলে এই বেহদের যজ্ঞে জীবিত থেকে নিজের তন-মন-ধন স্বাহা করতে হবে। সব কিছু নতুন দুনিয়ার জন্যে ট্রান্সফার করতে হবে।

বরদান :- নিজস্ব স্বরূপ দ্বারা ভক্তদের লাইটের ক্রাউন অর্থাৎ আলোর মুকুটের সাফাৎকার করায় এমন ইস্ট দেবতা ভব।

যখন থেকে তোমরা বাবার আপন হয়েছ , পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছ তখনই রিটার্নে আলোর মুকুট প্রাপ্ত করেছ। এই আলোর মুকুটের সম্মুখে রক্ত জড়িত অর্থাৎ জড়োয়া মুকুটের অস্তিত্ব কিছুই নয়। সঙ্কল্প , বাণী এবং কর্মে যত পবিত্রতা ধারণ করবে ততটাই এই আলোর মুকুট স্পষ্ট হতে থাকবে আর ইস্ট দেবতা রূপে ভক্তদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান হয়ে উঠবে ।

স্লোগান :- সর্বদা বাপদাদার ছত্রছায়ার নীচে থাকলে বিঘ্ন-বিনাশক রূপে পরিণত হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পবিত্র হওয়ার একমাত্র উপায় হলো বাবার স্মরণ, স্মরণের পরিশ্রমই শেষে কাজে আসবে"

প্রশ্ন - সঙ্গমে কোন্ তিলক লাগালে স্বর্গের রাজত্বের তিলক প্রাপ্ত হবে ?

উত্তর -- সঙ্গমে এই তিলক লাগাও যে আমরা শরীর নই , আমরা হলাম বিন্দু । ভিতরে ভিতরে এইসবই ঘুঁটে থাকো যে আমরা হলাম আত্মা , আমাদের বাবার নিকট থেকে বর্সা বা অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । বাবাও হলেন বিন্দু , আমরাও হলাম বিন্দু । এই তিলক দ্বারাই স্বর্গের রাজত্বের তিলক প্রাপ্ত হবে । বাবা বলেন যে আমি গ্যারেন্টী নিষিদ্ধ যে তুমি স্মরণ করলে অর্দ্ধ কল্পের জন্য কাল্মিকাটির থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ।

ওম শান্তি । সবসময় এই খেয়াল চলা দরকার যে আমি আত্মা, আমাকে বাবাকে স্মরণ অবশ্যই করতে হবে , তাহলেই পবিত্র হতে পারব । পরিশ্রম যা কিছু আছে , সেসব এটাই , যে পরিশ্রম বাচ্চাদের দ্বারা পৌঁছায় না । মায়া অনেক হয়রান করে । এক বাবার স্মরণ ভুলিয়ে দেয় আর অন্যদের স্মরণ এনে দেয় । বাবা অথবা সাজনকে (প্রেমিক) স্মরণ করে না । এরকম সাজনকে তো কম পক্ষে আট ঘন্টা স্মরণ করার সার্ভিস দিতে হবে অর্থাৎ সাজনকে সাহায্য করতে হবে স্মরণ করার । অথবা বাচ্চাদের বাবাকে স্মরণ করা দরকার এটাই হলো সবচেয়ে বড় পরিশ্রম । গীতায়ও আছে মনমনাভব । বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । উঠতে বসতে , চলতে ফিরতে এক বাবাকেই স্মরণ করো আর কিছুই নয় । পরে গিয়ে এই স্মরণই কাজে আসবে । নিজেকে আত্মা অশরীরী বোঝো , এবার আমাদের ঘরে ফেরার পালা । এই পরিশ্রম অনেক করতে হবে । সকালে স্নান ইত্যাদি করে তারপর একান্তে ওপরে ছাদে বা হলে এসে বসে যাও । যত একান্ত হবে তত ভালো হবে । সবসময় এই খেয়াল চালাতে হবে যে আমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবার থেকে পুরো বর্সা প্রাপ্ত করতে হবে । এই পরিশ্রম প্রতি পাঁচ হাজার বছর বাদে তোমাকে করতে হয় । সত্যযুগ , ত্রেতা , দ্বাপর , কলিযুগ কোথাও তোমাকে এই পরিশ্রম করতে হয় না । এই সঙ্গমেই তোমাকে বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো , ব্যস । এই সময় যখন বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো। বাবা শুধু সঙ্গমেই আসেন আর কখনোই নয় । এইসব তুমিও নস্বরভিত্তিক পুরুষার্থ অনুসারে জেনে থাকো । অনেক বাচ্চারা বাবাকে ভুলে যাওয়ার দরুন অনেক ধোঁকা খায় । রাবণ খুবই ধোঁকাবাজ হয় । অর্দ্ধ কল্পের হয় এই শত্রুতা । এই কারণে বাবা বলেন রোজ সকালে উঠে এই বিচার সাগর মন্থন করো আর এই চার্ট রাখো যে কত সময় পর্যন্ত আমরা বাবাকে স্মরণ করি! কতটা মরচে উঠেছে ! সবকিছু স্মরণ যাত্রার ওপরে নির্ভরশীল । বাচ্চাদের পুরো চেষ্টা নিজেদের পুরো অধিকার প্রাপ্ত করার জন্য করতে হবে । নর থেকে নারায়ন পরিণত হতে হবে । এই হলো সত্য নারায়নের পাঁচালী ,ভক্তরা পূর্ণিমার দিন সত্যনারায়নের পাঁচালী পড়ে । এখন তুমি জানো ষোলো কলা সম্পূর্ণ পরিণত হতে হবে । সত্য বাবাকে স্মরণ করলেই পরিণত হয়ে যাবে । বাবা হলেন শ্রীমত দাতা । বাবা বলেন গৃহস্থে থাকো , ব্যবসা ইত্যাদি কিছুও করো , বাবাকে স্মরণ অবশ্যই করতে হবে আর পবিত্র হতে হবে , ব্যস । স্মরণ না করলে রাবন দ্বারা ধোঁকা খেতে থাকবে । এই কারণে আসল কথা হলো স্মরণের । শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে । দেহ সহিত দেহের সব সম্পর্কে ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । বারবার বোঝানো হয় যে নিজেকে আত্মা

বুঝে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । নয় তো পরে অনেক অনেক অনুশোচনা করতে হবে । অনেক ধোঁকা খেতে হবে । এমন জোরে থাপ্পড় লাগবে যে মায়া একদম কালো মুখ করে দেবে । বাবা এসেছেন ফর্সা মুখ পরিনত করতে । এই সময়ে তো একে অপরের মুখ কালো করতে থাকে । ফর্সা পরিনত করার এক বাবাই হন , যাঁর স্মরণে তুমি ফর্সা হয়ে স্বর্গের মালিক পরিণত হবে । এটা হলোই পতিত দুনিয়া । বাবা আসেনই পতিত থেকে পাবন পরিণত করতে । বাকী তোমার ব্যবসা (ধান্ধা ধোরী) ইত্যাদিতে বাবার কোনো সম্বন্ধ নেই । শরীর নির্বাহার্থে তোমার যা করার , তাই করো । বাবা তো শুধু বলেন মনমনাভব হতে । তুমি বলোও আমরা কিভাবে পাবন দুনিয়ার মালিক পরিণত হবো । বাবা বলেন শুধু আমায় স্মরণ করো । ব্যস । আর কোনো উপায় পাবন হওয়ার জন্য হয় না । কতও দান পুণ্য ইত্যাদি করো , কতও পরিশ্রম করো । অনেক সময় আগুনের ওপর থেকে আসা যাওয়া করতে থাকে , কিছুও কাজে আসবে না শুধু এক বাবার স্মরণ ছাড়া । অনেক সরল কথা , একেই বলা হয় সহজ যোগ । নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা আমাদের মিষ্টি মিষ্টি বাবাকে সারা দিনে কতটা স্মরণ করি ! নিদ্রায় কোনো পাপ তো হচ্ছে না ! অশরীরী হয়ে যায় । বাকী দিন ভরে অনেক পাপ হতে থাকে আর পুরোনো পাপও অনেক আছে । স্মরণের পরিশ্রম করতে হবে । এখানে যখন এসেছো , তখন তো এই পরিশ্রম করতে হবে । বাইরের বাহ্য সঙ্কল্পকে উড়িয়ে দাও বা ভুলিয়ে দাও । নইলে বায়ুমন্ডল খারাপ করে দেবে । ঘরের, খেত খামারীর খেয়াল বা চিন্তা চলতেই থাকে । কখনো বাচ্চাদের মনে পড়বে আবার কখনো গুরু স্মরণে আসবে । সঙ্কল্প চলতে থাকবে তো বায়ুমন্ডল খারাপ বা দূষিত হতে থাকবে । পরিশ্রম যারা করে না , তারাই বিঘ্ন দেয় । এইসব হয় অনেক সূক্ষ্ম কথা । এখন তুমিও জানো , তারপর আবার কখনো জানতে পারবে না । বাবা এখনই বর্সা দিয়ে থাকেন তারপর অর্ধ কল্পের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যান । লৌকিক বাবার খেয়াল আর বেহদের বাবার খেয়ালের মধ্যে কতটা তফাত হয় । বাবা বলেন ভক্তি মার্গে আমার কত চিন্তা থাকে । ভক্তরা কত ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করে । সত্যযুগে কেউই স্মরণ করে না । বাবা বলছেন তোমাকে এতো সুখ দেওয়া হয় যে তোমাকে আমায় স্মরণ করার দরকারই হয় না । আমরা জানি আমাদের বাচ্চারা সুখধামে , শান্তিধামে বসে আছে । এইসব কথা অন্য কোনো মানুষরা বোঝে না । এরকম বাবার মধ্যে নিশ্চয় বুদ্ধি হলে মায়া বিঘ্ন দিতে থাকে । বাবা বলেন শুধু আমায় স্মরণ করো তাহলেই তোমার মধ্যে যে মরচে পড়েছে , রৌপ্র , তাম্র লোহা সেসব বেরিয়ে যাবে । গোল্ডেন এজ থেকে সিল্ভার অন্দি আসলেও দুটো কলা কম হয়ে যায় । এইসব কথা তুমি শোনোও আর বোঝোও । যারা সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হবে তাদের বুদ্ধিতে ভালো ভাবে থাকবে , নয় তো বুদ্ধিতে থাকবে না । স্মরণ টিকবে না । পুরো ব্যাপারটা বাবাকে স্মরণের ওপরই হয় । বারবার বলা হয় বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করো । এই বাবাও (ব্রহ্মবাবা) বলবে শিববাবাকে স্মরণ করো । শিববাবা নিজেও বলেন আমায় বাবাকে স্মরণ করো । আত্মাদের বলেন হে বাচ্চারা । সেই নিরাকার পরমাত্মাই আত্মাদের বলেন । আসল কথা এটাই হলো । কেউও আসলে তাদের প্রথম প্রথম বলো যে অল্ফকে (ঐশ্বর) স্মরণ করো আর কোনোও টিকটিক করবে না । শুধু বলো নিজেকে আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করো । অন্দরে এটাই ঘুঁটতে হবে । আমরা হলাম আত্মা , গাওয়াও হয় না যে তুলসীদাস চন্দন বাটে , তিলক দেয় রঘুবীর , এবার এই তিলক কোনোও স্থূল খোড়াই হলো । তুমি বোঝো যে বাস্তবে তিলক হলো এই সময়ের স্মরণ চিহ্ন । তুমি স্মরণ করতে থাকো তো রাজস্বের তিলক দিয়ে থাকো । তুমি রাজস্বের তিলক প্রাপ্ত করবে আর ডবল মুকুটধারী পরিণত হবে । রাজস্বের তিলক প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ স্বর্গের

মহারাজা মহারানী পরিনত হবে । বাবা কত সহজ ভাবে বলছেন । ব্যস শুধু স্মরণ করো যে আমরা হলাম আত্মা , শরীর নয় । আমাদের বাবার নিকট থেকে বর্সা প্রাপ্ত করতে হবে ।

তুমি জানো আমরা আত্মারা হলাম বিন্দুর মতন , বাবাও হলেন বিন্দু । বাবা হন জ্ঞানের সাগর , সুখের সাগর । তিনি আমাদের বরদান দেন । এনার (ব্রহ্মবাবা) পাশে বসেন । গুরু নিজের শিষ্যকে পাশে বসিয়ে শেখান । ইনিও পাশে বসে আছেন । বাচ্চাদের শুধু বলা হয় নিজেদের আত্মা বুঝে মামেকম স্মরণ করো । সত্যযুগেও তোমরা নিজেদের আত্মা বোঝো , কিন্তু বাবাকে জানো না। আমরা আত্মারা শরীর ত্যাগ করি আর তারপর অন্যটা ধারণ করি । ড্রামা অনুসারে তোমার পাট এইরকমই আছে এই কারনে তোমার আয়ু সেখানে বড় থাকে , পবিত্র থাকে । সত্যযুগে আয়ু বড় থাকে আর কলিযুগে ছোটো হয় । সেখানে হয় যোগী আর এখানে হয় ভোগী । যোগীরা পবিত্র হয়। সেখানে রাবন রাজত্বই হয় না । আয়ু বড় থাকে , এখানে আয়ু কত ছোটো হয় , এইসবকে কর্ম ভোগ বলা হয় । সেখানে কখনোই অকালমৃত্যু হয় না । সেই কারনে বাবা বলেন বাবাকে যখন চিনেছো তখন শ্রীমতে চলো । এক বাবাকে স্মরণ করো । নিজেকে আত্মা বোঝো । এবার আমাদের ঘরে ফেরার পালা , এই শরীর ত্যাগ করতে হবে । বাকী সময় সার্ভিসে লাগাতে হবে ।

তোমরা বাচ্চারা হলে অনেক গরীব এইজন্য বাবার অনেক দয়া হয় । তোমাদের বৃদ্ধাদের , কুন্ডাদের ইত্যাদিদের কোনোও কষ্ট দেওয়া হয় না । বৃদ্ধাদের কুন্ডা বলা হয় । বৃদ্ধাদের বোঝানো হয় যে বাবাকে স্মরণ করো । তোমাকে যদি কেউ । জিজ্ঞাসা করে যে কোথায় যাচ্ছ? তো বলো গীতা পাঠশালায় যাচ্ছি । যেখানে কৃষ্ণের আত্মাও চুরাশী জন্ম গ্রহন করে এখন বাবার নিকটে জ্ঞান প্রাপ্ত করছে ।

বাচ্চারা প্রদর্শনীতে কত খরচা করে , আবার লেখেও অমূকে ভালো প্রভাবিত হয়েছে । কিন্তু বাবা বলেন একজনও এরকম লেখে না যে বরাবর এই সময়ে বেহদের বাবা এই ব্রহ্মার তনে এসেছেন , ওঁনার দ্বারাই স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হয়ে থাকে । বাবা বুঝে যান যে একজনেরও নিশ্চয় হয়নি । শুধু প্রভাবিত হয়েছে । এই জ্ঞান খুবই ভালো । সিড়ি ঠিক ভাবে দেখানো হয়েছে । কিন্তু নিজে যোগে থেকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান পরিনত হবে , তারা সেটা করে না । শুধু বলে পরমাত্মার নিকটে বর্সা প্রাপ্ত করার -- বোঝানোটা খুব ভালো । কিন্তু নিজে প্রাপ্ত করুক , সেটা নয় । কিছুই পুরুষার্থ করে না । প্রজা ডের তৈরী হবে । বাকী রাজা পরিনত হওয়াতেই পরিশ্রম আছে । প্রত্যেকে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা কত পর্যন্ত বাবার স্মরণে হর্ষিত থাকি ? আমরা আবার থেকে দেবতা পরিনত হই । এরকম এরকম নিজের সাথে একান্তে বসে কথা বলো , ট্রাই করে দেখো। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তো বাবা গ্যারেন্টী দেন যে অর্ধ কল্প তুমি কাঁদবে না । এখন তুমি বলো বাবা এসে আমাদের রাবণ মায়ার ওপরে জীত হাসিল করান । যে যত পরিশ্রম করে , সেটা নিজের জন্যই করা হয় । আবার তুমি আসবে নতুন দুনিয়ায় । পুরোনো দুনিয়ার হিসেব নিকেশও চুকু করতে হবে আর তোমাকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান পরিনত হতে হবে । পাবন বা পবিত্র হওয়ার অনেক যুক্তি বলেন । এই সময় হলো বিনাশের সময় , সকলের বিনাশ হওয়ার আছে । নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হওয়ার আছে । তুমি জানো আমরা এই মৃত্যুলোকে এই শরীর ত্যাগ করে আবার নতুন দুনিয়া অমরলোকে আসবে । আমরা পড়া করিই নতুন দুনিয়ার জন্য আর কোনো এমন পাঠশালা হয় না , যেখানে ভবিষ্যতের জন্য পড়া হয় । হ্যাঁ , যারা অনেক দান পুন্য

করে তারা রাজার নিকটে জন্ম গ্রহন করে । গোল্ডেন স্পন ইন মাউথ বলা হয় । সত্যযুগে তুমি প্রাপ্ত করো , কলিযুগেও যারা রাজার নিকটে জন্ম গ্রহন করে , তাদেরও প্রাপ্ত হয় , তারপরও এখানে তো অনেক প্রকারের দুঃখ থাকে । তোমার তো ভবিষ্যতে একুশ জন্মের জন্য কোনোও দুঃখ হবে না । কখনোও অসুস্থ হবে না , গোল্ডেন স্পন ইন স্বর্গ । এখানে হয় অল্পকালের রাজত্ব । তোমার হয় একুশ জন্মের জন্য । বুদ্ধি দ্বারা ভালো ভাবে কাজ করতে হবে , তারপর বোঝাতে হবে । এমন নয় যে ভক্তি মার্গে কেউ রাজা হতে পারে না । কেউ কলেজ অথবা হাসপাতাল তৈরী করে তো তাদেরও সেই মূল্য প্রাপ্ত হয় । হাসপাতাল তৈরী করলে দ্বিতীয় জন্মে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে । বলা হয় তো যে এর পুরো আয়ুতে একবারও জ্বর হয়নি । আয়ু বড় হয় । অনেক দান ইত্যাদি করলে , হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরী করলে আয়ু বেড়ে যায় । এখানে তো যোগ দ্বারা তুমি এভরহেল্দি- ওয়েল্দি পরিনত হও । যোগ দ্বারা তুমি একুশ জন্মের জন্য সমৃদ্ধি প্রাপ্ত করে থাকো । এটা তো অনেক বড় হাসপাতাল , অনেক বড় কলেজ হয় । বাবা প্রতি কথা খুব ভালো ভাবে বোঝান । বাবা বলেন যেখানে আনন্দ হবে , যেখানে মন লাগবে সেখানেই গিয়ে পড়তে পারো । এমন নয় যে আমাদের সেন্টরে যেতে হবে , এদের কাছে কেন যাও । না , যার যেখানে ইচ্ছা সে সেখানে যাক । কথা তো একটাই । মুরলী তো পড়ে শোনানো হয় । সেই মুরলী এখান থেকে যায়, তারপর কেউ বিস্মারিত ভাবে বোঝায় , কেউ আবার পড়ে শুনিয়ে দেয় । যারা ভাষণ করে তারা হয়তো চোঁচিয়ে বলে হবে । কোথাও ভাষণ হোক সেখানে প্রথমেই বলো যে শিববাবা বলেন নিজেকে আত্মা বুঝে আমায় বাবাকে স্মরণ করো তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর পাবন পরিনত হয়ে পাবন দুনিয়ার মালিক হবে । কত সহজ ভাবে বোঝানো হয় । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের মাতাপিতা বাপদাদা স্মরণকরছেন আর জানাচ্ছেন স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের জানান নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১. বাইরের ব্যর্থ খেয়াল বা চিন্তাকে ত্যাগ করে একান্তে বসে স্মরণের পরিশ্রম করতে হবে । সকাল সকাল উঠে বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে আর নিজের চার্ট দেখতে হবে ।

২. যেমন ভক্তিতে দান পুণ্যের মহত্ব আছে , সেইরকমই জ্ঞান মার্গেও স্মরণের মহত্ব আছে । স্মরণ দ্বারাই আত্মাকে এভরহেল্দি ওয়েল্দি হতে হবে । অশরীরী থাকার অভ্যাস করতে হবে ।

বরদান :- নিজস্ব স্মৃতির জ্যোতি দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলের নাম উজ্জ্বল করী কুল দীপক (ভব) হও !

এই ব্রাহ্মণ কুল সবচেয়ে বড় থেকে বড় হয় , এই কুলের তোমরা হলে সবাই দীপক (প্রদীপ) । কুল দীপক অর্থাৎ সদা নিজস্ব স্মৃতির জ্যোতির দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলের নাম উজ্জ্বল করার অধিকারী । অখন্ড জ্যোতি অর্থাৎ সদা স্মৃতি স্বরূপ আর সমর্থী স্বরূপ । যদি স্মৃতিতে থাকে যে আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান তাহলে স্বতঃই সমর্থ স্বরূপ থাকবে । এই অখন্ড জ্যোতির স্মরণ চিহ্ন তোমাদের জড় চিত্রের আগে অখন্ড জ্যোতি জ্বালাতে থাকে ।

স্লোগান --: যারা সকল আত্মাদের প্রতি শুদ্ধ সঙ্কল্প করে তারাই হলো বরদানী মূর্ত্ত ।

" মিষ্টি বাচ্চারা - এই দুনিয়ায় নিষ্কাম সেবা একমাত্র বাবাই করেন , বাকি তোমরা ,যে কর্ম করো তার ফল অবশ্যই পেয়ে যাও "

প্রশ্ন :- ড্রামা অনুসারে কোন্ কথা একশো ভাগই নিশ্চিত ,যে কথায় তোমরা বাচ্চারা খুশি হও?

উত্তর :- ড্রামা অনুসারে এটা একেবারে নিশ্চিত যে নতুন রাজধানী স্থাপন হবেই হবে । তোমাদের বাচ্চাদের খুশি এই কারণে হয় যে , শ্রীমতের পথে চলে আমরা আমাদের জন্য নতুন রাজধানী স্থাপন করছি । এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে । তোমরা বাচ্চারা যেমন পুরুষার্থ করবে তেমনই তোমাদের উচ্চ পদ প্রাপ্তি হবে ।

গীত:- তোমাকে পেয়ে আমরা সব কিছু পেয়ে গেছি.. (তুম্হ পা কে হমনে জাহাঁ পা লিয়া হ্যায়)

ওম্ শান্তি । যা বাচ্চারা বলে , বাবাও তাই বলেন । বাচ্চারা বলে বাবা তোমাকে পেয়ে আমরা স্বর্গের মালিক হই । বাবাও বলেন বাচ্চারা মনমনাভব - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে স্মরণ করো । তোমাদের আর আমার কথা তো একই হলো তাই -না ! সব মানুষই জিজ্ঞেস করবে ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা এই সত্সঙ্গে গিয়ে কি পায় ? তখন ব্রহ্মাকুমার -কুমারীরা বলে আমরা বাপদাদার থেকে বিশ্বের মালিকানা পাই । বিশ্বের মালিক আর অন্য কেউ হতে পারবেনা । বিশ্বের মালিক এই লক্ষ্মী -নারায়ণই হবে , শিববাবা তো আর বিশ্বের মালিক হতে পারেননা । তোমরা বাচ্চারাই বিশ্বের মালিক হও । তোমাদের বাবা বিশ্বের মালিক হননা । এরকম নিষ্কাম সেবাধারী আর হয়না । প্রত্যেকে নিজের নিজের সেবার ফল অবশ্যই পাও । ভক্তিমাৰ্গে বা কোনও প্রকারে কেউ কিছু করলে এমনকি সমাজ -সেবকরাও সেবার ফল অবশ্যই পায় । সরকার থেকে বেতন পায় । বাবা বলেন - আমিই একমাত্র নিষ্কাম সেবা করি যে সেবায় বাচ্চাদের বিশ্বের মালিক বানাই কিন্তু নিজে কোনও মালিকানা ভোগ করিনা । বাচ্চাদের সুখী করে , সুখধামের মালিক বানিয়ে , ২১ জন্মের সুখ নিশ্চিত করে নিজের নির্বাণধামে ফিরে যাই , যেমন প্রৌঢ় বয়সে মানুষ বাণপ্রস্থে যায় সবকিছু ত্যাগ করে , আমিও বিশ্বের মালিকানা তোমাদের বাচ্চাদের হাতে তুলে দিয়ে চলে যাই বিশ্রাম নিতে পরমধামে-মূল বতনে । মানুষ তার যাবতীয় যা কিছু সব দান করে বাণপ্রস্থে যায় , সত্ সঙ্গ ইত্যাদি করে । গুরু প্রভৃতি অবলম্বন করে যাতে এই গুরু মুক্তির রাস্তা বলে দিতে পারে । এখন তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছ যে মুক্তি আর জীবনমুক্তির উপায় কোনও মানুষমাতেই কখনও কাউকে বলতে পারেনা । ওরা কাউকে সদ্ গতি দিতে পারেনা । নিজেরও করতে পারেনা । নিজের করতে পারলে তখন অন্যেরও সদ্ গতি করতে পারবে । বাবা আসেনই পরমধাম থেকে । উনি ওখানকার অধিবাসী , তোমরা- বাচ্চারাও পরমধাম নিবাসী । তোমাদের ভূমিকা পালন করতে হবে এই কর্মক্ষেত্রে । বাবাকেও একবার এখানে আসতে হয় তোমাদের -বাচ্চাদের জন্য কেননা স্বর্গ স্থাপনা যখন হচ্ছে তখন নরক তো অবশ্যই বিনাশ হবে । এখন তোমরা জেনেছ যে , শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা আদি সনাতন দেবী -দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন । তোমরা জানো আমরা আবারও মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি । তোমরা -বাচ্চারা বুদ্ধি দিয়ে এখন বুঝতে পারছ যে প্রত্যেক ৫ হাজার বছর অন্তর

এসে আমরা আবার নতুন করে ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবার বাচ্চা হয়ে জ্ঞানযোগের বল দ্বারা সত্যযুগের প্রাপ্তি বিশ্বের রাজ্যাধিকার পাই। পতিত-পাবন ঔনাকেই বলা হয়। জ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞানের সাগরও তিনি যোগ অর্থাৎ স্মরণ কিভাবে করতে হবে শিখিয়ে দেন কিন্তু নিরাকার কিভাবে বোঝাবেন! এইজন্য তিনি বলেন - ব্রহ্মা-তনে প্রবেশ করে তার দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা তৈরী করি অর্থাৎ দেবী -দেবতা ধর্মের স্থাপনা করাই। এখন সেই ধর্ম বর্তমান নয়, আবার নির্মাণ করতে হবে। এখন নতুন করে আদি সনাতন দেবী -দেবতা ধর্ম স্থাপন করে বাকি সবাইকে মুক্তি ধামে নিয়ে যাই। ভারতবর্ষ প্রাচীন দেশ এইজন্য ভারতের আদমশুমারি (জনসংখ্যাগণনা) বাস্তবে অনেক বেশীই হওয়া উচিত। এরকম একটা বিষয় অন্য কারও বুদ্ধিতে আসেনা। আদি সনাতন দেবী -দেবতা ধর্ম সর্বাপেক্ষা বড় হওয়া উচিত। পাঁচ হাজার বছর ধরে ভারতবাসীই সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। অন্য সকলে তো আসেই ২৫০০ বছর পরে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জনসংখ্যা কম হওয়া উচিত, এরপরই এসে যায় বৌদ্ধধর্ম এবং এদের সাথেও জনসংখ্যার অল্পবিস্তর তফাত হওয়া উচিত। ইসলাম, বৌদ্ধ প্রভৃতি প্রারম্ভে সতঃপ্রধান হয় পরে ধীরে ধীরে তমোপ্রধান হতে থাকে। এই হিসেবও সৃষ্টি চক্রে আবদ্ধ। যে বাচ্চার উপলব্ধি করতে সক্ষম তাদেরই খেয়াল রাখতে হবে। আজকাল লেখা হয় চাইনিজরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী। কিন্তু ওদের তো সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান নেই। সৃষ্টিচক্রের সমস্ত রহস্য তোমাদের - বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে। যারা শিক্ষিত তাদেরই সবিস্তারে বোঝাতে হয়। দেবী -দেবতা ধর্মের পাঁচ হাজার বছর সম্পূর্ণ প্রায়। তাই এই সময়ে তাদেরই সংখ্যা বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু দেবী -দেবতা ধর্ম থেকে আবার অন্যান্য ধর্মেও অনেকে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমদিকে অনেকে মুসলমান হয়ে গেছে আবার বৌদ্ধও হয়েছে অনেকে। এখানে বৌদ্ধ অনেক আছে, আর খ্রিস্টিয়ানও আছে অগুনতি। দেবতা ধর্মের তো কোনও নিশানই নেই। যদি আমরা ব্রাহ্মণ ধর্মের কথা বলি সেও যেন হিন্দুদেরই বোঝানো হয়। এখন তোমরা জানো যে আদি সনাতন দেবী -দেবতা ধর্ম স্থাপন হতে চলেছে - আমাদের-ব্রাহ্মণদের দ্বারা শ্রীমতের অনুসরণে। এটাও বুঝতে বুদ্ধি চাই। ধর্মের কথা অনেক বড় বড় করে বলা হয় তাই -না। এখানকার মানুষ নিজেকে হিন্দু বলেই প্রতিষ্ঠিত করে। বলে - হিন্দু হলো আর্য ধর্ম, সবচেয়ে পুরানো। ভারতবাসী প্রথমদিকে আর্যই ছিল, সম্পদশালী ছিল, এখন অনার্য হয়ে গেছে। কোনও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রাখেনা। যে যেরকমভাবে পারে সে ধর্মের নাম সেভাবে রেখে দেয়। প্রথমদিককার ধর্মস্থাপকেরা নিজ নিজ নামে ধর্মের স্থাপনা করেছিল, ধীরে ধীরে তাদের পরে পরেই অনেক ছোট ছোট ধর্মের প্রচলন হলেও সেসব ধর্মের নাম আজ আর কেউ স্মরণ করতে পারেনা। আগের ধর্মগুলোই স্থায়ী হয়েছে এবং খ্যাতি লাভ করেছে। তোমরা এখন বুঝতে পারছ আমরা বাবার থেকে স্বর্গরাজ্য লাভ করতে চলেছি। এই পবিত্র - স্বচ্ছতার অধিকার যে বাবা দিচ্ছেন তাঁকে কতটা স্মরণ করা উচিত! তোমরা যত বেশী স্মরণ করবে এক তো বরসা পাবে আর তোমরা পবিত্রও হয়ে যাবে। লৌকিক বাবার থেকে ধন - সম্পত্তির অধিকার যেমন পাওয়া যায় তেমনই পতিত হওয়ার দায়ও নিতে হয় কেননা লৌকিক যা কিছু সবই পতিত হয়ে গেছে। উনি লৌকিক বাবা, উনি পারলৌকিক বাবা আর ইনি মাঝে অলৌকিক বাবা। এনাকে দু'তরফের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। শিববাবার তো কোনও অসুবিধে হয়না, এনাকে অনেক গাল-মন্দ শুনে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। পরে ইনিই যখন বাস্তব জগতে শ্রীকৃষ্ণ রূপে পদার্পণ করেন তখন আর কোনও মন্দ কথা তাঁকে শুনতে হয়না। ইনি মাঝখানে থেকে গাল -মন্দের শিকার হন। যেমন কথায় বলেনা যে - রাস্তা চলতে ব্রাহ্মণ ফাঁসা (রাস্তায় চলতে গিয়ে ব্রাহ্মণ ফেসেছে)। অলৌকিক বাবাকেই সব সহন করতে হয়। এটা কারোরই জানা নেই যে শিববাবা এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করে পতিতকে পবিত্র বানান। পবিত্রতা ধারণ

করার পর এনাকে নানাবিধ অপমান সহ্য করতে হয়। বাবা বলেন - আমি এসেছি সবাইকে পবিত্র বানিয়ে ফেরত নিয়ে যেতে। তোমরা জানো যে মৃত্যু সামনে উপস্থিত। বিনাশের তো অবশ্যই প্রয়োজন আছে। বিনাশ ছাড়া সুখ -শান্তি কিভাবে আসবে। যখন কোনও লড়াই ইত্যাদি শুরু হয় তখন মানুষ যন্ত প্রভৃতি করে যাতে লড়াই বন্ধ হয়ে যায়। তোমরা ব্রাহ্মণ কুলভূষণ জেনেছ বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী। তা' না -হলে স্বর্গের ফটক (দরজা) কিভাবে খুলবে! সবই তো স্বর্গে আসবে না। যারা পুরুষার্থ করবে তারাই যাবে বাকি সবাই যাবে মুক্তিধামে। এসব না জানার কারণে সবাই কত ভয় পায়। শান্তির জন্য কত মন্দিরে গিয়ে, গুরুকে ধরে এদিকে -ওদিকে ঠোঁক্কর খায়। কত সভা -সমিতি করতে থাকে। শুধু তোমরা ব্রাহ্মণরা জানো কিভাবে সুখধাম, শান্তিধামের স্থাপনা হচ্ছে। বিনাশ ব্যতীত স্থাপনা সম্ভব নয়। তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছ। জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়ে গেছ। ওরা তো কেবলই বলে শান্তি কিভাবে হয়? অর্থাৎ কেউই লড়াই করেনি। সবাই বলে একদ্ব হোক। এক -বাবার মত নিয়ে আমরা সবাই এক -বাবার সন্তান ভ্রাতৃস্বের ভাব বজায় রাখলেই তো সমদ্ব এসে যাবে। এক বাবার বাচ্চা হলে তো নিজেদের মধ্যে লড়াই -ঝগড়া হওয়া উচিত নয়। এরকম তো সত্যযুগেই ছিল। ওখানে কেউ নিজেদের মধ্যে লড়াই করেনা। ওটা তো সত্যযুগের কথা হয়ে গেল কিন্তু এখানে তো কলিযুগ। প্রথম থেকেই সত্যযুগে দেবতা ছিল। ওখানে সুখ -শান্তি সব ছিল। এসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে - শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ অনুযায়ী। তোমরা বুঝেছ যে - বরাবর আমরাই সত্যযুগে রাজত্ব করেছি, কোনও সুখের অভাব ছিলনা। অদ্বৈত ধর্ম ছিল। এই জ্ঞান সবার নেই। এই সময় তোমরা জ্ঞানসম্পন্ন হও। বাবা তোমাদের নিজের সমান তৈরি করেন। বাবার যেমন মহিমা তোমাদেরও সেরকমই হতে হবে। শুধু দিব্যদৃষ্টির চাবি বাবার কাছে থাকে। বাবা বলেছেন - ভক্তিমার্গে আমাকে কাজ করতে হয়, যে যারই পূজা করুক না কেন তার মনোকামনা আমি পূরন করে দিই। এখানেও দিব্য দৃষ্টির পার্ট চলে। বলা হয় যে অর্জুন বিনাশের সাক্ষাত্কার করেছে। বিনাশ তো অবশ্যই হবে। বিষ্ণুপুরীও নিশ্চয়ই স্থাপন হবে। বাবা যেমন কল্প পূর্বে বুঝিয়েছিলেন - এখন আবার ওইভাবে বোঝাচ্ছেন। বাবা আমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানান। যখন আমরা দেবতাস্বরূপে অবতরিত হই তখন আসুরিক সৃষ্টির বিনাশ তো হতেই হবে। চারিদিকে হাহাকার পরে যাবে। বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারো যে চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে। মুসলধারে বৃষ্টিপাতও হবে। পুরানো এই দুনিয়ার সব কিছু বিনাশ হলে তখনই সত্যযুগের স্থাপনা হবে। পাঁচ তত্ত্বের এই শরীরও বিলীন হয়ে যাবে। ধরিত্রীর সবকিছুই মাটির সাথে মিলিয়ে যাবে। বাবা বলেন - এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞতে সব স্বাধা হয়ে যাবে। ভক্তি মার্গে দেখ রুদ্র যজ্ঞ কিভাবে রচিত হচ্ছে। শিবলিঙ্গ আর ছোট ছোট অনেক সালিগ্রাম বানিয়ে পূজো করে ভেঙে ফেলে, আবার নতুন করে বানায়। আবার পূজো করে ভেঙে দেয়। শিববাবার সাথে যারা সেবা করেছে তাদেরও এরা এই একই হাল করেছে। প্রত্যেক বছর রাবনের কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালানো হয়। এমনকি কোনও শত্রুরও এক -দু'বার কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালিয়ে দেয়, তবে বছর বছর জ্বালানোর কোন নিয়ম নেই। একেবারে সব রাগ বার করে দেয়। রাবণেরটা নিয়ম করে প্রতি বছর জ্বালানো হয়। এর অর্থ আদৌ কি সবাই বুঝতে পারে! আবার বলে রাবন সীতাকে হরণ করেছে, কোনও অর্থই বুঝতে পারেনা। যারা শিববাবার জ্ঞান পায়নি তারা আর কি বুঝবে! কিছুই না। দিন -দিন রাবনকে বড় করে বানাচ্ছে কারন রাবন অনেক দুঃখ দেয়। এখন তোমরা রাবনের ওপরে বিজয় প্রাপ্ত করেছ। সত্যযুগে এসব হয়ই না। এখানে যে কর্মফলের ভোগস্বরূপ রোগ ইত্যাদি যা হয়, তা রাবণের কারনেই হয়। বিকাররূপী রাবনের বশ্যতা স্বীকার করার কারনেই মানুষ যা কর্ম করে তা বিকর্ম হয়ে যায়। ড্রামাতে পূর্ব পরিকল্পিত রূপে সাজানো আছে এই

সুখ -দুঃখের খেলা । আদি , মধ্য , অন্তের ইতি-বৃত্তান্ত কারও জানা নেই । লক্ষ্মী -নারায়ণের এই রাজ্য কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে তাও কেউ জানেনা । তোমরা ছোট ছোট বাচ্চারা বুঝিয়ে দাও - এই লক্ষ্মী -নারায়ণ সত্যযুগে রাজত্ব করত । সপ্তমে এঁরা রাজযোগ শিখে এই পদ প্রাপ্তি করেছেন। বিড়লাকেও ছোট ছোট বাচ্চারা গিয়ে বোঝাতে পারো যে , এনারা কিভাবে এই রাজ্য পেয়েছেন ! এখন তো কলিযুগ , সত্যযুগ তো বলা যায়না । এখন সেই রাজত্বও নেই রাজমুকুটও নেই । শুধু চারটে ধর্ম শাস্ত্রই আছে । গীতা ধর্মশাস্ত্র , যার থেকে তিন ধর্ম - ব্রাহ্মণ ধর্ম , দেবী - দেবতা ধর্ম এবং ঋত্রিয় ধর্ম এখন স্থাপন হচ্ছে , সত্যযুগে নয় । এরকম কখনও নয় যে লক্ষ্মী - নারায়ণ বা রাম কোনও ধর্ম স্থাপন করেছে । এই তিন ধর্মের স্থাপনা এখন হচ্ছে পরে পরে ইসলামিক , বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টিয়ানিটি এই সব ধর্মের প্রবর্তন হবে । খ্রিস্টিয়ানদের বাইবেলই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ । এরপরে ধীরে ধীরে খ্রিস্টিয়ানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । দেবতা ধর্মই আদি সনাতন ধর্ম , এখন আবার নতুন করে দেবী -দেবতা ধর্ম স্থাপন করা হচ্ছে । তোমরা ড্রামার রহস্য ভালো ভাবে বুঝে গেছ । তোমরা খুশিও থাকো এই কারনে যে, তোমাদের -বাচ্চাদের একশো ভাগের একশো ভাগই নিশ্চয়তা আছে আমরা নতুন করে আবার রাজ্য -ভাগ্য স্থাপন করছি - এতে কোনও লড়াই-এর কথা নেই । রাজধানী স্থাপন হচ্ছেই - এটা নিশ্চিত । সেখানে যথাসময়ে যথা-নির্দিষ্ট মৃত্যু হবে । তোমরা জেনেছ আমরা আবার রাজ্য ভাগ্য লাভ করি । প্রতি কল্পে আমরা বাবার থেকে স্বর্গ রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হই । যতখানি পুরুষার্থ করা যাবে পদও ততখানিই উচ্চ পাওয়া যাবে । আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি সিকিলধে(হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা , বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার (পরমাত্মা পরমপিতা) রুহানি বাচ্চাদের (আত্মাদের) নমস্কার ।

ধরনার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার যেমন মহিমা ঠিক তেমনই মহিমা নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে । বাবা - সমান মহিমার যোগ্য হতে হবে । পারলৌকিক বাবার থেকে পবিত্রতার বর্ষা নিতে হবে ।

২) বাবার শ্রীমত অনুসরণে নিজের তন ,মন , এবং ধনের দ্বারা এক আদি সনাতন দেবী -দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে হবে ।

বরদান :- অটুট কানেকশন দ্বারা কারেন্টের অনুভবকারী মায়াজিত্ ভব (হও) !

যেরকম তড়িত শক্তির সম্ভার (প্রচন্ড ধাক্কা) মানুষ দূরে ছিটকে পড়ে , সেরকমই ঈশ্বরীয় শক্তি মায়াকে দূরে ফেলে দেয় , এরকমই কারেন্ট হওয়া উচিত কিন্তু কারেন্টের আধার হল কানেকশন । চলতে -ফিরতে প্রত্যেক মূহর্ত বাবার সাথে কানেকশন জুড়ে রাখতে হবে । এরকম অটুট জোড়বন্ধন হলে তবেই কারেন্ট আসবে আর মায়াজিত্ , বিজয়ী হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- তপস্বী সে -ই হয় যে ভালো -মন্দ কর্ম যারা করে তাদের প্রভাবের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- স্মরণের দ্বারা আত্মার খাদ বের করতে থাকো, আত্মা যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয় তখন ঘরে যেতে পারে"

প্রশ্ন:- এই অন্তিম জন্মে বাবার কোন্ নির্দেশ পালন করলেই বাচ্চাদের কল্যাণ হয় ?

উত্তর:- বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা- এই অন্তিম জন্মে বাবার থেকে পুরো বর্ষা নিয়ে নাও। বুদ্ধিকে বাইরে ঘুরিও না, বিষ ছেড়ে অমৃত পান করো। এই অন্তিম জন্মেই তোমাদের ৬৩ জন্মের অভ্যাস বদলাটাতে হবে এইজন্য রাত-দিন পরিশ্রম করে দেহী-অভিমানী হও।

ওমশান্তি। শান্তিধাম হল বিশ্রামপুরী। এই দুনিয়ায় এখন বাচ্চারা ক্লান্ত হয়ে আছে। তারা চায় যে আমরা আমাদের সুখধামে যাই। এই দুনিয়া ভাল লাগে না। স্বর্গকে দেখলে নরকে হৃদয় কি করে লাগবে। বলে বাবা শীঘ্র করো, এই দুখধাম থেকে নিয়ে চলো। বাবাও বোঝান- এতো ছিঃ- ছিঃ দুনিয়া আছে, এর নামই হল শয়তানি দুনিয়া, নরক। এটা কি কোনো ভালো শব্দ নাকি? কোথায় দৈবী দুনিয়া আর কোথায় শয়তানি দুনিয়া, এই শয়তানি দুনিয়াতে সবাই বিরক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ফিরে কেউ যেতে পারে না।

তমোপ্রধানের খাদ পড়ে আছে। এই খাদ আত্মার থেকে বের হয়, তার জন্য পুরুষার্থ করছে। যারা ভালো পুরুষার্থী, তাদের অবস্থা পরে ভালো হয়ে যাবে। এই পুরনো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, এখন তো বাকি অল্প সময় আছে। যতক্ষণ না বাবা এসে ফিরিয়ে নিয়ে যান ততক্ষণ কেউ ফিরে যেতে পারে না। দুনিয়াতে দুঃখ আছে তো। বাড়িতেও কেউ না কেউ দুঃখে থাকে। তোমাদের বাচ্চাদের হৃদয়ে আছে বাবা এখন আমাদের দুঃখ থেকে ছাড়াতে এসেছেন। যে ভালো নিশ্চয়বুদ্ধি আছে যার, সে বাবার স্মরণকে কখনও ভোলে না। ওনাকে বলাই হয়ে থাকে সকলের দুঃখ হর্তা। বাচ্চারা ই চেনে। যদি সবাই চিনে নেয় তবে এতো সব মনুষ্য কোথায় এসে বসবে, এটা হতে পারে না এইজন্য নাটকেও যুক্তি এরকম রচিত হয়েছে। যে শ্রীমতে চলে সেই উঁচুপদ পেতে পারে, সেটা তো ঠিক আছে। সাজা খেয়েও শান্তিধাম অথবা পবিত্র দুনিয়াতে যাবে। কিন্তু উঁচুপদ পাবার জন্য পুরুষার্থ তো করতেই হবে। দ্বিতীয়ত, পবিত্র না হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে কেউ যেতে পারে না। এরা যে বলে এরা জ্যোতিতে বিলীন হয়েছেন, ফিরে গেছেন- এটা হতে পারে না। যারা প্রথমে সৃষ্টিতে এসেছেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারাও ফিরে যেতে পারে না তো আর কেউ কি করে যেতে পারে। ঐনাদেরও এখন ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে। এখন যাওয়ার জন্য তপস্যা করছেন। সবাই ডাকেই এক বাবাকে। ও ভগবান বাবা, ও মুক্তিদাতা- তিনি ভগবান, বাবা, দুখ হর্তা, সুখ কর্তা। কৃষ্ণ আদি বা আর অন্যকে খোড়াই ডাকে। খ্রিস্টান হোক, বা মুসলমান সবাই ও ভগবান বাবা বলে ডাকে। আত্মা ডাকে-নিজের বাবাকে। বাবা বলেন তখন যখন বোঝেন আমরা হলাম আত্মা। আত্মাও কিছু বস্তু আছে তো। আত্মা কোন বড় বস্তু নয়, ও তো একটা তারা আর অতি সূক্ষ্ম। যেরকম বাবা সেরকম হল আত্মারও স্বরূপ। এখন তুমি বাবার মহিমা করছো - উনি

হলেন সৎ-চিৎ, জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর। তোমাদের আত্মাও তাঁর মতোই হতে থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সারা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান এসে গেছে, আর কোনো মানুষেরই এই জ্ঞান নেই। সারা ভারত, সারা বিদেশ খুঁজে নাও, কারুরই জানা নেই। আত্মা ৮৪ জন্মের অভিনয় করে। ৮৪ লাখ তো অসম্ভব ব্যাপার। ৮৪ লাখ জন্মের তো কেউ বর্ণনাই করতে পারবে না। বাবা বলেন তোমরা নিজের জন্মকে জানো না, আমি শোনাচ্ছি। ওই সব শুনেও পাথরবুদ্ধি বোঝে না যে ৮৪ লাখ জন্ম হলে কেউ শোনাবে কি করে।

এখন তোমরা জানো আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি। ব্রাহ্মাও ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, বিষ্ণু ও ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। যিনি ব্রাহ্মা তিনিই বিষ্ণু, যিনি বিষ্ণু তিনিই ব্রাহ্মা। লক্ষ্মী-নারায়ণই ৮৪ জন্ম নিয়ে আবার ব্রাহ্মা-সরস্বতী হন। এটাও হল বোঝার কথা। বাবা বলেন প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে এসে বোঝাই। ৫ হাজার বছরের চক্র এটা। এখন তোমরা বর্ণের রহস্যও বুঝেছ। আমি সেই এর অর্থও বুঝেছ, আমরা আত্মা দেবতা হই আবার আমরা সেই ক্ষত্রিয়, আমরা সেই বৈশ্য শূদ্র হই। এত-এত জন্ম নিই আবার আমরাই সেই ব্রাহ্মণ হই। ব্রাহ্মণদের হল এই একটা জন্ম। এটা হলই তোমাদের হীরের মত জন্ম।

বাবা বলেন- এটা হল তোমাদের অন্তিম শরীর, এতে তোমরা স্বর্গের বর্ষা পেতে পারো এইজন্য আর কোন দিকে মন লাগিও না। জ্ঞান অমৃত পান করো। বোঝাও যায় নিশ্চয় ৮৪ জন্ম নেয়। তোমরা প্রথমে সত্যযুগে সতোগ্রধান ছিলে। তারপর সত্য হও। তারপর রূপার খাদ পরে, একদম পুরো হিসাব বলে। এখন সরকারও বলে সোনাতে খাদ (ধাতু) মেশাও। ১৪ ক্যারট সোনা পড়ো তোমরা। সোনাতে খাদ মেশানো এটা ভারতবাসী খারাপ লক্ষণ মনে করে। বিয়ে দিলে একদম খাঁটি সোনা পরে। সোনার উপর ভারতবাসীর অনেক ভালবাসা। কেন? ভারতের কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। সত্যযুগেও তো সোনার মহল ছিল, সোনার ইট ছিল। যেরকম এখানে ইটের ঢের লেগে থাকে। ওখানে সোনা-রূপার ঢের লেগে থাকে। মায়া মাদারির খেলা দেখায়। ও সোনার ইট দেখল ভাবল নিয়ে যাচ্ছি। নিচে নামল দেখল কিছুই নেই। কোন না কোন কথা মনে লাগে। কন্যারা ভাবে, এখন আমরা আবার স্বর্গে যাচ্ছি তবুও যদি স্বামী আদি বিরক্ত করে তো বেচারি ভিতরে কাঁদতে থাকে। কবে আমরা সুখধামে যাব? বাবা এখন জলদি করুন। বাবা বলেন বাচ্চা- জলদি কি করে করি, প্রথমে তুমি যোগবলের দ্বারা আবর্জনা তো বের করো। যোগের যাত্রায় থাকো। বাবা ধৈর্য ধরতে বলেন। ডাকো তো, হে পতিত- পাবন এসো। গাও- সর্বের সদগতি দাতা এক। এখানেরই কথা আছে। অকাসুর-বকাসুর এই সব কথা এই সঙ্গম সময়ের আছে। এটা আছেই আসুরী দুনিয়া। তো বাপ বোঝান, আমি কল্প-কল্প সঙ্গমেতেই আসি, যখন সারা ঝার জর্জরিভূত অবস্থায় থাকে।

তোমরা জানো সত্যযুগে সব বস্তু সতোগ্রধান হয়। এখানে এতো পশুপক্ষী আছে যা ওখানে হবে না। বড় লোকের কাছে সবকিছু ভাল পরিস্কার থাকে। তাদের থাকার স্থান, আসবাবপত্র খুব ভাল হয়। তোমরাও এরকম উচ্চ দেবতা হও। ওখানে এরকম কোনো ছিঃ-ছিঃ বস্তু থাকতে পারে না। এখানে তো মশা আদি অনেকরকমের রোগ, কত নোংরা থাকে। গ্রামে এত নোংরা থাকে না। বড় বড় শহরে অনেক আবর্জনা থাকে কারণ অনেক মানুষ হয়ে গেছে। থাকবার জায়গা নেই। সেখানে তোমরা সারা বিশ্বের মালিক হও। মানুষ গায় একই ঘটে (বিশ্বে) ব্রাহ্মা, একই ঘটে

বিশ্ব.....এক ঘণ্টাতেই ৯ লাখ তারা(Stars)। যে রক্ষা সে-ই বিশ্ব হয়ে যায়। বিশ্বের সাথে তারারাও থাকে। সত্যযুগে ইনি দেবতা হলে এত খোড়াই হয়, আর প্রথমে ছোট হয় তারপর তা বৃদ্ধি হতে থাকে। সত্যযুগে তো খুব অল্প হবে। মিষ্টি নদীর উপর থাকবে। এখানে নদীর থেকে অনেক খাল বের হয়। ওখানে খাল আদি খোড়াই হয়। মাটির মত মনুষ্য হয়। এদের জন্য গঙ্গা যমুনা তো আছেই। ঐ নদীরই কাছাকাছি থাকে। ৫ তন্ত্রও দেবতাদের গোলাম হয়ে যায়। কখনও বেকায়দায় বৃষ্টি হয় না। কখনও নদী উছলায় না। নামই স্বর্গ তো আর কি? এখন বলে স্বর্গের আয়ু এত লক্ষ বছর আছে। আচ্ছা ভাল ওখানে কে রাজ্য করতেন, এটা তো বলা। কত গল্প কথা বলে। তোমরা জানো, আমরা আগের কল্পের ন্যায় এই অভিনয় করছি। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞতে অনেক প্রকারের বিদ্বান পরবে, আবার মনুষ্যরা বোঝে, অসুররা উপর থেকে নোংরা, গোবর আদি ঢালত। কিন্তু না, তোমরা দেখো - কত বিদ্বান পরে। অবলাদের উপর অত্যাচার হলে তবে তো পাপের ঘড়া ভরবে। বাবা বলেন- কিছু সহ্য করতে হবে। তুমি নিজের বাপ আর বর্ষাকে স্মরণ করতে থাকো। মার খাবার সময়ও বুদ্ধিতে স্মরণ করো- শিববাবা। তোমাদের তো বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে, কাউকে ফাঁসিতে চড়ালে পাদ্রীরা বলে হে ভগবান বাবাকে স্মরণ করো। এরকম বলবে না ক্রাইস্টকে স্মরণ করো। ইসারা ভগবানের দিকে করে। উনি এত মিষ্টি আছেন, সবাই ওনাকেই ডাকে। আত্মাই ডাকে। এখন দেখি-অভিমানী হওয়াতেই কষ্ট আছে। ৬৩ জন্ম তোমরা দেহ-অভিমানেই ছিলে। এখন এই এক জন্মে এই আধাকল্পের অভ্যাস মেটাতে হবে। তোমরা জানো, দেহী-অভিমানী হলে আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাব। কত উঁচু প্রাপ্তি আছে। তো রাত-দিন এই চেষ্টাতেই থাকতে হবে। মনুষ্য ধান্দা আদির জন্যও কষ্ট করে। আমদানিতে কখনো মানুষের ঝিমুনি বা ক্লান্তি আসবে না কারণ আমদানি আছে। পয়সার খুশি থাকে। ক্লান্ত হবার কথাই থাকে না। বাবাও অনুভবি আছেন তো। রাতে স্টীমার আসলে গিয়ে মাল কিনত। যতক্ষণ না গ্রাহকের পকেট খালি হয় ততক্ষণ ছাড়েন নি। বাবা রথও পুরো অনুভবি নিয়েছেন। ইনি সব অনুভব করেছেন। গ্রামের বালকও ছিলেন। ১০ আনা মন আনাজ বেচতেন। এখন তো দেখো বিশ্বের মালিক তৈরি হন। একদম গ্রামের ছিলেন। তারপর উঁচুতে উঠে একদম জহরত এর ব্যবসায় লেগে গেলেন। ব্যাস জহরতের কথা। এনি হলেন খাঁটি জহরত। এটা হোল রাজকীয় ব্যাপার। বাবা অনেক অনুভবি আছেন। বাবা ভাইসরয় আদির ঘরে এমনভাবে যেতেন জেনো নিজের ঘর। একে আবার বলা হয় অবিনাশী জ্ঞান রত্ন। যত এটা বুদ্ধিতে ধারণ করবে, এতে তুমি পদমপতি হবে। শিববাবাকে বলা হয় সউদাগর, রত্নাগর। ওনার মহিমাও করে আবার বলে দেয় সর্বব্যাপী। মহিমার সাথে আবার এত গ্লানি। কিরকম হাল হয়ে গেছে ভক্তিমার্গের। বাবা বলেন- যখন ভক্তি পুরো হয়, তখন ভক্তের রক্ষক বাপ আসেন। অনেক ভক্তি কে করে এটাও সিদ্ধ হয়ে যায়। সবথেকে অধিক ভক্তি তোমরা করো। ওঁরাই এখানে এসে প্রথমে-প্রথমে ব্রাহ্মণ হয় আর বাপের থেকে বর্ষা নেয় পূজ্য হবার জন্য। রাবণ পূজারী বানিয়েছে, বাপ পূজ্য বানান। এটা হল ভগবান উবাচ। ভগবান একই আছেন। ২-৩ ভগবান হয় না। গীতা ভগবানেরই বাণী। শিব ভগবান উবাচর জায়গায় কৃষ্ণের নাম ঠুকে দিয়েছে তো কত ফারাক হয়ে গেছে। নাটক অনুসার তবুও গীতার নাম এভাবে বদলাবারই আছে। আবার ডাকে হে পতিত পাবন এসো। বাপ পাবন বানান, রাবণ পতিত বানায়। তো বোঝবার জন্য কত বুদ্ধি প্রয়োজন। শ্রীমত, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মত আছেই এক বাবারই। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক বাপের মতেই হয়েছেন। আচ্ছা! মিষ্টি-মিষ্টি সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপদাদার স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাপের রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারনার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) এই এক জন্মে ৬৩ জন্মের পূর্বনো দেহ-অভিমানের অভ্যাস মেটাবার পরিশ্রম করতে হবে ।
দেহী-অভিমानी হয়ে স্বর্গের মালিক হতে হবে ।

২) এই হীরেতুল্য শেষ জন্মে বুদ্ধিকে অস্থির না করে, সতোপ্রধান হতে হবে । অত্যাচারকে সহ্য করে
বাবার র থেকে পুরো বর্সা নিতে হবে ।

বরদানঃ- একমাত্র বাবার স্মৃতি দ্বারা সত্য 'সুহাগের' অনুভব কারী ভাগ্যবান আত্মা ভব(হয়)।

যে অন্য কোনো আত্মার কথা শুনেও শোনে না ,কোন অন্য আত্মার স্মৃতি সঙ্কল্প বা স্বপ্নতেও
আনে না কোনো দেহধারীর প্রভাবে আসে না, এক বাবা অন্য কেউ নয় এই স্মৃতিতে থাকে
তার সুহাগ অবিনাশী হয়ে যায় । এরকম সত্য সুহাগ যাদের তাকে তারাই ভাগ্যবান হয় ।

স্লোগানঃ- নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতি বানাতে হলে অন্তর্মুখী হয়ে তারপর বহির্মুখীতে এসো ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - এই সময় তোমরা নিজেকে বাবার কাছে সমর্পণ করো , তাহলে ২১ জন্মের জন্য তোমরা সদা সুখী হতে পারবে ।"

প্রশ্ন :- জ্ঞানী বাচ্চাদের নিজেদের অবস্থাকে ঠিক রাখার জন্য কোন্ অভ্যাসকে পাকা করতে হবে ?

উত্তর :- সকাল সকাল ওঠার অভ্যাস করা । খুব ভোরে উঠে বাবার স্মরণে বসতে হবে । এই ধারণা খুবই সুন্দর । যে সব বাচ্চারা তাড়াতাড়ি শোয়ার অভ্যাস করে এবং অমৃতবেলায় উঠতে পারে , তাদের অবস্থা সারাদিন ঠিক থাকে । অজ্ঞানী লোকেদের ঘুমের পরিমাণের থেকে জ্ঞানী লোকেদের ঘুমের পরিমাণ অর্ধেক হওয়া উচিত । রাত ১০ টার মধ্যে ঘুমানোর অভ্যাস করো আর ২ টোর সময় উঠে বাবার স্মরণে বসো ।

গান :- মুঝকো সাহারা দেনে ওয়ালে

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা সব বাবার সামনে বসে আছে , তাই তারা জানে যে আমরা হলাম জীব আত্মা। এখানে তো সব জীব আত্মাই হবে তাই না ? যখন আত্মাদের শরীর থাকে না তখন তাদের অশরীরী বলা হয় । তোমরা তো শরীরের সঙ্গে এখানে বসে আছো । আত্মা বা পরমাত্মা যতক্ষণ না কোনো শরীরে প্রবেশ করে ততক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারে না । তোমরা জীব আত্মারা সকলেই জানো যে তোমরা এখন বাবার সামনে বসে আছো । ঠিক একইরকম ভাবে ৫০০০ বছর আগেও তোমরা এইভাবেই বাবার সামনে বসে ছিলে । বাচ্চারা তো অবশ্যই বাবার থেকেই বর্ষা বা সম্পত্তি নেবে । তারা জানে যে তারা পরমপিতা পরমাত্মা বেহাদের বাবার সামনে বসে আছে । কিন্তু কেন বসে আছে ? বাবার থেকে বেহাদের বর্ষা নেবার জন্য । যেমন লৌকিক জগতে বাচ্চারা যখন স্কুলে পড়ে তখন তারা বোঝে যে , আমরা শিক্ষকের দ্বারা ইঞ্জিনিয়ারিং বা ব্যারিস্টারীর পড়া অভ্যাস করছি । তাদের জীবনের এই লক্ষ্য থাকে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে , পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদের ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে রাজযোগ শেখাচ্ছেন । ভগবান উবাচঃ - বাচ্চাদের তো এই কথা বোঝানো হয়েছে যে , একমাত্র নিরাকারকেই ভগবান বলা হয় । জীব আত্মারা অবশ্যই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে । যে কোনো সন্ন্যাসীদের তোমরা জিজ্ঞাসা করো মানুষ কি পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ? তাহলে সন্ন্যাসীরা এই উত্তর দেবেন না , যে মানুষ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না । না হলে ৮৪ লাখ জন্মের হিসেব তারা কি করে দেয় ? তাদের জিজ্ঞাসা করো তোমরা কি পুনর্জন্মকে মানো ? এ তো বরাবরই মানুষ জানে যে , আত্মারা তাদের সংস্কার অনুসারে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করে । এমনই কিছু কিছু মানুষ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে । ৮৪ লাখ জন্মের তো কোনো কথাই নেই । প্রথম জন্ম কিন্তু তোমাদের খুবই ভালো এবং সতোপ্রধান হয় । আবার শেষ জন্ম তোমাদের ছি ছি তমোপ্রধান হয় । ১৬ কলা থেকে তোমরা ১৪ কলা , ১২ কলা এইভাবে নামতে থাকো , তাহলে পুনর্জন্ম তো অবশ্যই হয় । তোমাদের সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞাসা করা উচিত আত্মা , পরমপিতা পরমাত্মা কি পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন, না তিনি পুনর্জন্ম রহিত ? এ কিন্তু খুবই সূক্ষ্ম সূত্র । যদি বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা জন্ম মরণ রহিত , তাহলে শিবজয়ন্তীর কথা তো সিদ্ধ হবে না । মানুষ তখন বলবে শিবজয়ন্তী তো পালন

করাই হয় । তখন তোমাদের বোঝাতে হবে যে , শিবজয়ন্তী তো অবশ্যই পালন করা হয় , কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে মৃত্যুর কথা বলা হয় , তা এখানে হয় না । যদি পরমাত্মার মৃত্যু হয় তাহলে তাঁকে তো পুনর্জন্ম নিতেই হবে । কিন্তু বাবা কখনো পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না । বাবা ব্রহ্মার শরীরে একইবার আসেন ,কিন্তু কখনো পুনর্জন্মতে আসেন না । পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা হলেন পুনর্জন্ম রহিত , তিনি কখনোই সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধানে পরিণত হন না । কিন্তু আত্মারা জন্ম মরণে এসে পতিত হতে থাকে, অবশেষে বাবা আসেন তোমাদের পবিত্র বানাতে । এর থেকে এই কথাই সিদ্ধ হয় যে আত্মাই পতিত হয় , আত্মা তার ঘর থেকে পবিত্র অবস্থায় এই পৃথিবীতে আসে , কিন্তু মায়া তাদের ধীরে ধীরে পতিত বানিয়ে দেয় । শিববাবা তো কখনোই তোমাদের পতিত বানাবেন না । বাবা কখনোই বাচ্চাদের খারাপ মত দেন না । কিন্তু এখন বর্তমান দুনিয়ার মানুষ পতিত মত বা খারাপ মত প্রদান করে । এখন পরম পবিত্র বাবা তোমাদের বলছেন , বাচ্চারা , তোমরা পতিত জীবনে যেও না অর্থাৎ বিকারে যেও না । রাবণের মতে চলে এই পৃথিবী দুঃখধামে পরিণত হয়েছে । প্রথমে (সত্যযুগে) কিন্তু সুখধাম ছিলো । এমন তো নয় যে বাবাই তোমাদের সুখ - দুঃখ প্রদান করেন । না , কখনোই নয় , বাবা কখনো বাচ্চাদের দুঃখের মত দান করেন না । মায়া তোমাদের সমস্ত দুঃখ দেয় । এই মায়ার উপর জয় লাভ করলেই তোমরা জগতজীত হতে পারবে । মানুষ মায়ার অর্থ ঠিকভাবে বোঝে না । তারা ধনকেই মায়া বলে দেয় । মানুষ বলে না , এর মায়ার নেশা অনেক বেশী । কিন্তু এই মায়ার কোনো নেশা হয় না । সত্যযুগে কেউ রাবণের প্রতিমূর্তি (ভূত) বানিয়ে জ্বালায় না । এই প্রতিমূর্তি বা ভূত তো শত্রুদের বানানো হয় । রাবণ রাজ্য দ্বাপর থেকে অর্থাৎ দ্বাপর আর কলিযুগ এই অর্ধেক কল্প নিয়ে শুরু হয় । দেহ অহংকার আসার সঙ্গে সঙ্গে আন্যান্য বিকার আসতে শুরু করে । এই কথা শাস্ত্রে লেখা আছে যে , দেবতারা বাম মার্গে অর্থাৎ বিকারে চলে গিয়েছিল । মায়ার বশ হওয়ার কারণে তারা পরবশ হয়ে যায় । তখন তারা পরমতে চলতে আরম্ভ করে । এখন তোমরা বাবার শ্রীমতে চলছো । আর পরমত হলো মায়ার মত । শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত হলো শিববাবার । আর পরমত হলো রাবণের মত , তাই বাবা বলেন , আসুরী সম্প্রদায় সব রাবণের শিকলে বন্দী হয়ে দুঃখে আছে ।

দুনিয়ার মানুষ তো সত্যযুগের আয়ু লাখ বছরের ভেবে বসে আছে । তোমরা তো এর সঠিক হিসাব জানো ৫০০০ বছরের চক্র কেমন করে হয় । ক্রাইস্টএর ২০০০ বছর হয়েছে , বুদ্ধের ২২৫০ বছর , আবার ইসলাম ধর্মের ২৫০০ বছর হয়েছে । এই সব মিলিয়েই আধাকল্প অর্থাৎ দ্বাপর আর কলিযুগ । এর আগে তো দেবতাদের রাজ্য ছিলো , সত্য এবং ত্রেতা যুগ , তাহলে দেবতাদের রাজ্য কিভাবে লাখ বছরের বলা যাবে । এতো বছরে মানুষ তো আরো অনেক বেড়ে যাবে । এতো বছরের হিসাব তো হয়ই না । ৫০০০ বছরেই দেখা না কোটি কোটি মানুষ হয়ে গেছে । এই কথা বলা হয় যে ,ক্রাইস্টএর ৩০০০ বছর আগে এই ভারতে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো । ৫০০০ বছর এখন প্রায় পুরো হয়ে এসেছে । তাই এই বিশ্ব নাটকও পুরো হতে চলেছে । এই কথা কেউই জানে না । আমি কে , কেমন , এই চক্র কিভাবে ঘোরে তা এই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারে না । বাবা তোমাদের বোঝান এখন গীতা এপিসোড চলছে । বাবা এসেই তোমাদের সহজ রাজযোগ শেখান । বাবা বুড়ো মানুষদেরও বোঝান , এই যোগ খুবই সহজ । শুধুমাত্র বাবাকে আর তাঁর বর্ষাকে স্মরণ করতে হবে । মানুষের যখন সন্তানের জন্ম হয় তখন তারা ভাবে যে বংশের উত্তরাধিকারীর জন্ম হলো । তেমনি তোমরা ভাবো যে তোমরা হলে বাবার উত্তরাধিকারী । ৫০০০ বছর বাদে আবার তোমরা বাবার সঙ্গে মিলন মানাতে এসেছো । এ খুবই গুপ্ত কথা । বাবা তোমাদের জিজ্ঞেস

করেন , তোমরা এর আগে কোনোদিন আমার সঙ্গে মিলেছো কি ? তোমরা বলো , হ্যাঁ বাবা । আত্মা এই মুখের দ্বারাই বলে - আমরা ৫০০০ বছর আগেই তোমার সঙ্গে মিলেছিলাম । তুমি এই ব্রহ্মার শরীরের দ্বারাই আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলে । যারা খুব দূঢ় বাচ্চা তারা এই কথা বোঝে যে , আমরা বাবার থেকে বেহদের বর্ষা গ্রহণ করতে এসেছি । বাবা বলেন , তোমরা ব্রহ্মার দ্বারা বেহদের শিববাবার হয়ে গেছো । তাই তিনি বলেন , তোমরা কি আমাকে চেনো , আমি তোমাদের বাবা । তোমরা বলবে , হে বাবা , আমাদের আত্মাদের বাবা হলে তুমি পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা । বাবাও তোমাদের বলেন তোমাদের আমিই স্বর্গের অধিকারী করেছিলাম , স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম , বর্ষা (সম্পত্তি) আমিই দিয়েছিলাম , কিন্তু তারপর মায়া তোমাদের থেকে এই রাজস্ব কেড়ে নিয়েছে , এখন আবার আমিই তোমাদের সত্যযুগের অধিকারী করার জন্য বর্ষা দিচ্ছি । মায়া তোমাদের থেকে এই বর্ষা ছিনিয়ে নেয় , বাবা এসে তোমাদের আবার এই বর্ষার অধিকারী করেন । এই খেলা অনেকবারই হয়েছে আবার ভবিষ্যতে হতেও থাকবে । এই খেলার অন্ত বা শেষ হবে না । বাচ্চার বাবার হয়ে যায় , কেউ কেউ সম্পূর্ণভাবে বাবার নিজের হয় , আবার কেউ কেউ শুধুই আসা যাওয়া করে । কেউ কেউ সত্য সন্তানতুল্য হয় আবার কেউ আবার সম্পূর্ণভাবে বাবার নিজের সন্তান হয়ে উঠতে পারে । যোগ বা জ্ঞানে কেউ কেউ খুব পাকা কেউ আবার কাঁচা হয় । পাকা সন্তানদের আবার কখনো কখনো মায়া একদম গ্রাস করে নেয় । বাচ্চারা বাবাকে বলে.... বাবা , যতদিন আমরা বাঁচবো , ততদিন তোমার থেকে বর্ষা নিতে থাকবো । বিকর্মের বোঝা তোমাদের মাথার উপর অনেক পরিমাণে আছে । তাই তোমরা যত বাবার স্মরণে থাকতে পারবে ততাই এই যোগ অগ্নির দ্বারা পাপ - আত্মা থেকে পুণ্য - আত্মায় পরিণত হতে পারবে । আগুন যে কোনো জিনিসকেই পবিত্র করতে পারে । আর তোমরা যোগ - অগ্নির দ্বারা পবিত্র হবে । এ হলো বেহদের যজ্ঞ । বেহদের শেঠ (শিববাবা) এই বেহদের যজ্ঞ রচনা করেছেন । কোনো যজ্ঞই এতো বছর ধরে চলে না । সমস্ত যজ্ঞই সাত , আট দিন বা খুব বেশী হলে এক মাসের জন্য রচনা করা হয় । আর তোমাদের এই যজ্ঞ তো কতো বছর ধরে চলছে । বাবাতো তোমাদের এই জ্ঞানের কথা শোনাতেই থাকেন । বাবা বলেন যে তোমরা ভুলে যেও না , শুধু তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের বিকর্মের বোঝা নাশ হতে শুরু করবে । ভগবান উবাচঃ তোমরা তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো । বাবা নিশ্চই এই দুনিয়ায় এসেছেন , তাই তো তিনি এই কথা বলছেন ।

বাবা বলছেন এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যাবার সময় হয়েছে । এখন তোমাদের আত্মা পতিত । এখন তোমরা জানো যে , এই যোগের দ্বারা তোমরা পবিত্র হতে পারবে । তোমরাই তো একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলে বাবা , তুমি যখন আসবে , আমরা সকল সঙ্গ ত্যাগ করে এক তোমার সঙ্গেই সর্ব সম্বন্ধ স্থাপন করবো । নিজেকে , তোমাকে নিবেদন করবো । স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে , আর এখানে হলো বাবার কাছে নিজেকে নিবেদন করা । বিয়ে হলে একজন অপরজনের কাছে সমর্পিত হয় । এখন বাবা বলেন যে , কোনো মানুষের কাছেই তোমাদের নিজেকে সমর্পণ করতে হবে না । তোমাদের প্রতিজ্ঞাই হলো তোমরা বাবার কাছে সমর্পিত হবে । তোমরা যদি আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করো তাহলে আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য সর্বদা সুখী বানিয়ে দেবো । কতো সুখ এবং শান্তির অধিকারী আমি তোমাদের করবো । তোমরা ভুলো না , শ্রীমতের দ্বারাই তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । লক্ষ্মী নারায়ণের ছবিও তোমরা ঘরে রেখে দাও । তোমরা বাবার থেকে এই বর্ষা নিচ্ছো । বাবা এখন পরমধাম থেকে এখানে এসেছেন । কিন্তু মায়াক্রপী চিলও কম

নয়া সবকিছু তোমাদের কাছ থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেয়। সবার কথা নয়, এই জ্ঞান ধারণ করার নশ্বর অনুসারেই এই মায়া কাজ করতে থাকে। কেউ কেউ তো একদম ভুলেই যায় যে তারা বাবার থেকে বর্ষা গ্রহণ করছে। যখন তোমরা সেন্টারে থাকো তখন তোমাদের অনেক নেশা থাকে। সেন্টার থেকে বাইরে গেলেই তোমরা আবার ভুলে যাও, আবার অমৃতবেলায় বাবাকে স্মরণ করে ফ্রেশ হও আবার সারা দিন নানা কাজে বাবাকে ভুলে যাও। চার - পাঁচ বছর ভালো সেবা কাজ করেছে এমন লোককে আজকে আর দেখা যায় না। শ্রীমতের কোনোরকম অবজ্ঞা হলেই মায়ার থাপ্পড় জোরে লাগবে আর তোমাদের এই পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। বাবা বলেন যে, যদি তোমরা বাবার নেশায় ভরপুর হও তবে বাবার প্রেমে মগ্ন থাকবে, আর যদি বিপথগামী হও তবে ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা তো দেখো, কেমন করে কিছু বাচ্চা এমনই চূর্ণ হয়ে গেছে। বৈকুণ্ঠে তো অবশ্যই যাবে কিন্তু পদ নশ্বর অনুযায়ী পাবে। যদিও ওখানে সবাই সুখী জীবন পাবে তবুও উঁচু নীচু পদ তো থাকবেই। স্কুলেও তোমরা উঁচু পদ অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। এমন কথা কখনোই ভেবো না যে, প্রজার জীবনেই যাবো বা যা ভাগ্যে আছে তাই হবে। একে তমোপ্রধান পুরুষার্থ বলা হয়। সতোপ্রধান পুরুষার্থ তাকেই বলা হয়, যারা বাবার থেকে পুরো বর্ষা নেবার প্রতিজ্ঞা করে। এ হলো ঘোরদৌড় প্রতিযোগিতা। সবাই তো একনশ্বর হবে না। এ হলো মানুষের বাবার থেকে প্রাপ্তির দৌড়। তোমরা চাও যে, আমরা খুব তাড়াতাড়ি শিববাবার গলার হার হবো, তবে তারজন্য বাবাকে স্মরণ তো করতেই হবে। সমস্তকিছু এই স্মরণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মায়া এক এক সময় এতো বিঘ্ন এনে হাজির করে যে একদম এই প্রতিযোগিতা থেকে বার করে দেয়। এই হলো তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হবার প্রতিযোগিতা। আত্মারা বাবাকে বলে যে, বাবা, আমরা খুব দুঃখী হয়ে গেছি। বার বার শরীর ধারণ করতে করতে আমরা পরিশ্রান্ত। এখন আমরা বাবার কাছে যেতে চাই। এর জন্য বাবা তো অনেক যুক্তিই বলেছেন। তোমরা বলো, বাবা, আমরা তোমার স্মরণেই থাকবো। যতটা সময় বার করতে পারো ততই তোমাদের পক্ষে ভালো। সরকারী কাজেও তোমরা আট ঘন্টা সময় দাও, তেমনই বাবার স্মরণে তোমাদের এই আট ঘন্টা সময়ই দিতে হবে। এই সৃষ্টিকে স্বর্গ বানানো তো খুব বড় সেবার কাজ। শুধু বাবাকে স্মরণ করো আর সঙ্গে সঙ্গে সুখধামকে স্মরণ করো। ব্যস, এই আট ঘন্টা স্মরণ আর সেবা করলেই তোমরা পুরো বর্ষা পেতে পারবে। এমনভাবে স্মরণ করতে পারলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আট ঘন্টা বাবার স্মরণ আর সেবায়, আর বাকি ১৬ ঘন্টা সময় তোমরা ফ্রি থাকো। যতো পারো তোমরা ক্ষণে ক্ষণে বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণ তো তোমরা যেখানে খুশী বসেই করতে পারো। সবথেকে ভালো সময় তোমরা সকাল বেলা পাবে। সিন্ধুতে একটা কথা আছে সকাল সকাল শোয়া.... সকাল সকাল ওঠা সেই মানুষই অনেক গুণবাণ। এই গায়নও এখনকার জন্য প্রযোজ্য। বাবা বলেন যে রাতে তোমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়, তারপর ভোর ভোর ওঠো। অজ্ঞানী লোক আট ঘন্টা ঘুমিয়ে কাটায়, তোমাদের ঘুম কিন্তু এর অর্ধেক হওয়া চাই। চার - পাঁচ ঘন্টা ঘুমই যথেষ্ট। তোমারই তো হলে কর্মযোগী। রাতে দশটার সময় শুয়ে পড়ো, আবার ২ টোর সময় উঠে পড়ো। শিববাবাকে স্মরণ করতে পারলে তোমাদের অনেক সৌভাগ্য জমা হবে। তোমরা স্বাস্থ্য এবং সম্পদ দুটোই প্রাপ্ত করতে পারবে। আচ্ছা, ২ টোর সময় না পারলে ৩ টোর সময় ওঠো, নাহলে ৪ টোর সময়। এটা খুবই সুন্দর সময়। এই সময় শান্তি থাকে এবং তোমরা অশরীরী স্থিতিতে থাকতে পারো। এইসময় পৃথিবী নিস্তব্ধ থাকে। অমৃতবেলার স্মরণ তোমাদের উপর খুব ভালো প্রভাব ফেলে। অনেকেই অনেক রাত অবধি জেগে থাকে। কিন্তু সূক্ষ্ম সেবায় কোনো পরিশ্রম হয় না। এই সম্পত্তির

কামাই থেকে তো তোমাদের খুশি থাকা উচিত । তোমরা বাচ্চারা ভোরবেলা উঠে এই অবিনাশী কামাই করতে থাকো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি(সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ২১ জন্মের জন্য সর্বদা সুখী থাকার জন্য বাবার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করতে হবে । বাবার শ্রীমতের দ্বারাই নিজেকে শ্রেষ্ঠ হতে হবে । মনমত বা পরমতকে ত্যাগ করতে হবে । শ্রীমতের কোনো অবজ্ঞা করা চলবে না ।

২) ভোরবেলা উঠে বাবার স্মরণে বসে এই অবিনাশী কামাই করতে হবে । এই সৃষ্টিকে স্বর্গ বানানোর সেবা কম করে আট ঘন্টা করতে হবে ।

বরদান :- ঈশ্বরীয় ভাগ্যতে লাইটের মুকুট প্রাপ্ত করে সর্ব প্রাপ্তিস্বরূপ হও (ভব) ।

এই দুনিয়াতে ভাগ্যের চিহ্ন হলো রাজস্ব প্রাপ্তি আর এই রাজস্ব প্রাপ্তির চিহ্ন হলো রাজমুকুট । তেমনি ঈশ্বরীয় ভাগ্যের চিহ্ন হলো লাইটের মুকুট । আর এই লাইটের মুকুটের প্রাপ্তির আধার হলো পবিত্রতা । যারা সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা তাঁরা লাইটের মুকুটধারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব প্রাপ্তিতেও সম্পন্ন হতে পারে । যদি কোনো প্রাপ্তি কম হয় তবে এই লাইটের মুকুট স্পষ্ট দেখা যাবে না ।

স্লোগান :- নিজের আত্মিক স্থিতিতে স্থির থাকা আত্মারাই মানসিক দিক দিয়ে মহাদানী হতে পারে ।

ব্রহ্মা বাবার একটি শুভ আশা

আজ বাপদাদা বিজয়ী রত্নদেরকে দেখছেন। আজ ভক্তরা বিজয়া দশমী পালন করছে। ভক্তদের হল জ্বালানো আর তোমাদের বাচ্চাদের হল মিলন উদযাপন করা। জ্বালানোর পরেই তো মিলন উৎসব পালন করা হয়। ভক্তি মার্গেও রাবণকে জ্বালানোর(পোড়ানো) পরেই অর্থাৎ বিজয় প্রাপ্ত করার পরেই কোন্ মিলন দেখানো হয় ? ভক্তির বিষয় গুলিকে তো খুব ভালোই জানো। রাবণ নিধনের পরে কোন্ স্টেজটি আসে ? তার চিহ্ন কি ? “ভরত মিলাপ”(ব্রাতা রাম যখন ভাই ভরতের কাছ থেকে রাজ্যভার গ্রহণ করেন)। এটি হল ব্রাদারহুডের স্থিতি। ভাই-ভাই-এর দৃষ্টির নিদর্শন- সেবা এবং স্নেহ। স্নেহের নিদর্শন ভরত মিলাপে দেখানো হয়েছে এবং সেবার নিদর্শন দীপমালা রূপে দেখানো হয়েছে। সেবার সফলতার ভিত্তি হিসাবে দীপমালাকে দেখিয়েছে। সেবার সফলতার ভিত্তি ব্রাদারহুড দেখিয়েছে। এটা না হলে দীপমালা পালন করতে পারবে না। দীপমালা ছাড়া রাজ্য তিলক করতে পারবে না। তো আজকের স্মরণিকা ‘বিজয়া দশমী’ পালন করেছে। এর ভিত্তি হল অষ্টমী, যা আগে পালন করা হয়। অষ্টমী(আট রাত্রি) না হলে বিজয় হয় না। তো কত অশ্বি পৌঁছেছো ? অষ্টমী পালন করেছে ? সকলে নব দুর্গা হয়ে গেছো তো ? অষ্ট শক্তি আর এক হলেন সর্ব শক্তিবান বাবা। সর্ব শক্তিবান বাবার সাথে অষ্ট শক্তি স্বরূপ- এমন নব দুর্গা হয়েছো ? দুর্গা অর্থাৎ দুর্গুণ সমাপ্ত করে সর্ব গুণ সম্পন্ন। তখনই দশহরা(বিজয়া দশমী) পালন করতে পারবে। তো বাপদাদা দেখতে এসেছেন যে বাচ্চারা কি দশহরা পালন করেছে ? প্রত্যেকে নিজেকে ভালো করেই জান আর এটাও মানো যে আমি দশহরা পালন করেছি নাকি অষ্টমী! অবিনাশী দিয়াশলাই জ্বালিয়েছি নাকি অল্প ক্ষণের ? রাবণকে জ্বালিয়েছো নাকি তার বংশকেও জ্বালিয়ে দিয়েছো ? রাবণকে সমাপ্ত করেছে নাকি রাবণ রাজ্যকে সমাপ্ত করেছে ?

আজ বতনে শিববাবা আর ব্রহ্মাবাবার আত্মিক বার্তালাপ(রুহ-রুহান) চলছিল- কোন্ সময় ক্লাসের সময়ও বাপদাদা বাচ্চাদের রুহ-রুহান শোনেন। সকল মেজরিটি বাচ্চাকেই, এই প্রশ্নটি যখন করা হয় যে দশহরা পালন করেছে ? না,না না তে হাত তোলে,না হ্যাঁ হ্যাঁ তে হাত তোলে। বাবাকে লেখার সময়ও খুব চতুরতার সাথে উত্তর দেয়। মিথ্যেও বলেনা কিন্তু স্পষ্ট করেও লেখেনা। তিন চারটি বাধা ধরা জবাবের মধ্যে দুই একটিকে বেছে নিয়ে জবাব দেয়। তো ব্রহ্মা বাবা আর শিব বাবার আত্মিক বার্তালাপ চলছিল। ব্রহ্মা বাবা তো গৃহের উদঘাটন করবার জন্য আহ্বান করছেন। কিন্তু সকলের আজকের প্রশ্নের উত্তর কাগজে নয়, মনের সংকল্পের দ্বারা তো বাবার সামনে স্পষ্ট হয়েই গেছে। ক্লাসের সময় বাচ্চি(জানকী দাদী) প্রশ্ন করছিলেন আর বাপদাদা সকলের উত্তর দেখছিলেন(শুনছিলেন)। উত্তরের সার তো শুনিয়েই দিয়েছি শোনাবারও প্রয়োজন নেই,তোমরা বেশী ভালো জান। তোমাদের উত্তর দেখার পরে ব্রহ্মা বাবা কি করলেন ? বড় সুন্দর জিনিস করলেন। ব্রহ্মা বাবার বিশিষ্টতা সম্পন্ন সংস্কারকে তো তোমরা জানই। তিনি তাঁর বিশিষ্টতা সম্পন্ন সংস্কারেরই ভূমিকা পালন করলেন। সেটা কি হতে পারে ? সেই বিষয়টির সম্বন্ধ যখন আদিকালে শিববাবা ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবিষ্ট হন। রেজাল্ট দেখার পরে তো এক সেকেন্ডের জন্য ব্রহ্মা বাবা চিন্তিত হয়ে পড়েন, বলেন- আজ আমার একটা কথা আপনাকে পূর্ণ করতেই হবে। কি সেটি ? ব্রহ্মা বাবা বলেন, “আজ আমাকে চাবিটা দিয়ে দিন”। কোন্ চাবি ? সকলের বুদ্ধি পরিবর্তনের, সম্পন্ন বানানোর। প্রথমেও যেমন চাবির নেশা ছিল- খাজানা রয়েছে, চাবি রয়েছে, কেবল খুলতে হবে।

তেমনি আজ ব্রহ্মা বাবাও সম্পন্ন বানানোর চাবি বাবার কাছে চাইলেন। সেই সময়ের দৃশ্যটিকে সাকারে অনুভবকারীরাই জানবেন যে ব্রহ্মা বাবা আর বাবার আত্মিক বাতালাপ(রুহ-রুহান) কেমন চলছিল। এখন কি ব্রহ্মা বাবাকে চাবি দেওয়া যায় ? আর ব্রহ্মাকে কি বাবা না করতে পারেন ? তোমরা বাচ্চারা না তো না বলছো, না হ্যাঁ।

কিন্তু এটা ঠিকই যে ব্রহ্মা বাবার প্রবল ইচ্ছা যে বাচ্চাদের সদা সম্পন্ন দেখেন। হতে হবে নয়, এখনই যাতে সম্পন্ন হয়ে যায়। যখনই বাচ্চাদের কথা ওঠে ব্রহ্মার চেহারা দীপমালার মতো হয়ে যায়, এমন প্রবল উৎসাহ আর মাষ্টার সাগরের সমান উচ্চ ডেউ উৎপন্ন হয়ে যায় যা সেই উৎসাহের উচ্চ ডেউতে সকলকে সম্পন্ন বানিয়ে প্রজ্বলিত করে দেয়। ব্রহ্মা বাবার সাকারী চরিত্রেও এটা অনুভূত হয়েছে যে ব্রহ্মা বাবার একটি কথা জন্ম থেকেই পছন্দ হতো না, কি সেটি ? নিজের কাজের ক্ষেত্রেও সেটা পছন্দ হতো না আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও। “করে ফেলবো এক সময় (কখনো) ”। এই কথাটা পছন্দ ছিল না। সব কথাতেই এখনই করলাম, এখনই করলাম। সেবার প্ল্যানে দেখো, স্ব পরিবর্তনের বিষয়ে দেখো, এখনই যাও, এখনই করো। এখনো ট্রেনের সময় আছে, তাও যাও, ট্রেন লেট হয়ে যাবে । তো তাঁর কেমন সংস্কার দেখা গেল ? ‘এখনই’, হয়ে যাবে, না। বরং এখনই। তো যেমন বিশেষ ভাষা ‘এখনই’-র বতনে শোনা গেল, এখনই হতে হবে, এই ভাষা শোনা যাচ্ছিল। আর একটি মজার কথা শোনাই, সেটা কি হতে পারে ? ব্রহ্মা বাবা নিজে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ায় এটা দেখতে পাচ্ছিলেন না যে বাচ্চারা- কখনো না কখনো তৈরী হয়ে যাবই(কব কব) কেন বলে ? সেইজন্য বাবাকে বারে বারে বলেন, এখনও বাচ্চারা বদলাচ্ছেনা কেন, এরা এরকম করে কেন ? এখনও ওরা এক সময় হয়ে যাবে বলছে কেন ? ব্রহ্মা বাবার আশ্চর্য মনে হয়। ড্রামার বিষয়টি আলাদা, এ রমণীয় মজার ব্যাপার। এমন নয় যে ড্রামাকে জানেন না, কিন্তু বাচ্চাদের এসব দেখে তাদের প্রতি স্নেহের কারণে বাবার সামনে হাসেন। ব্রহ্মা বাবা শিব বাবার সামনে হাসতে পারেন তো ? বাবাও হাসেন। তো এখন ব্রহ্মা বাবা কি চান, এটা জেনে গেছ তো ? এখন মুক্ত হয়ে, মুক্তিধামের গেট খুলবার কাজে বাবার সাথী হও। এ হল ব্রহ্মা বাবার বাচ্চাদের প্রতি শুভ আশা। আগে এই দীপাবলী পালন করো, বাবার শুভ আশার দীপক জাগাও। এই একটি দীপক থেকে দীপমালা স্বতঃতই জেগে উঠবে। বুঝেছো ? আচ্ছা- পরে ভরত মিলাপের রহস্য শোনাবো। আচ্ছা-

এইরূপ বাপদাদার শ্রেষ্ঠ সংকল্পকে সাকারে যারা নিয়ে আসে, অবিনাশী দৃঢ় সংকল্পের দিয়া শলাকা লাগিয়ে অবিনাশী বিজয়ী যারা হবে, সাকার বাবার সমান সদা “এখনই” -র ভাষাকে কর্মে আনয়নকারী, কখনোকে সমাপ্ত করে সকলকে সাকার বাবার মূর্তিকে, নিজ চেহারার মাধ্যমে যারা তুলে ধরে, এমন বিজয়ী রত্নদেরকে বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং নমস্কার।

কুমারীদের প্রতি - কুমারীরা তো হলই উড়ন্ত বিহঙ্গ, কেননা কুমারী অর্থাৎ সদা হাল্কা। কুমারী যাদের কোনো বোঝা নেই। হাল্কা জিনিস তো উপরেই যাবে তাই না ! সদা উপরে যাওয়া মানেই হল উঁচু স্টেজে যাওয়া। তা তোমরা এমন হয়েছে তো ? কত দূর পৌঁছেছো ? যা বাবার শ্রীমত রয়েছে সেই অনুযায়ী, সেই রেখার মধ্যে সদা উপরে উড়তে থাকে। তো রেখা বা গন্ডির মধ্যে যে থাকে তাহলে সে কে হল ? সত্যিকারের সীতা। তো তোমরা সকলেই সত্যিকারের সীতা তো ? পাঙ্কা? রেখার বাইরে পা রাখলে তো রাবণ এসে যাবে। রাবণ অপেক্ষা করে থাকে যেই রেখার বাইরে পা রাখবে আর আমি নিয়ে পালাবো ! তো কুমারী অর্থাৎ সত্যিকারের সীতা। এখান থেকে

বাইরে গিয়ে বদলে যেওনা। কেননা মধুবনে বায়ুমন্ডলের বরদানের প্রভাব থাকে, এখানে এক্সট্রা লিফট পাওয়া যায়, ওখানে পরিশ্রমের দ্বারা চলতে হয়। কুমারীদেরকে দেখে বাপদাদার হাজার গুন আনন্দ হয়, কেননা কসাইদের থেকে বেঁচে গেছে। তো বাবা খুশী হবেন না ! আচ্ছা- এখন পাক্ষা প্রতিজ্ঞা করে যেও।

পান্ডবদের প্রতি - সকল পান্ডব সর্ব শক্তি স্বরূপ তো ? সর্বশক্তিবানের সামনে শক্তি হয়ে যাও আর নিজের ভূমিকা পালন করবার সময় পান্ডব হয়ে যাও। সর্বশক্তিবানকে শক্তি হয়ে স্মরণ না করলে মজা আসবে না। আত্মা হল সীতা আর তিনি হলেন রাম। তো এই ভূমিকাতেও আনেক মজা রয়েছে। সবচেয়ে ওয়ান্ডারফুল হল সঙ্গমের এই পার্ট যেখানে পান্ডব শক্তি হয়ে যায় আর শক্তির ভাই হয়ে যায়। এতে সিদ্ধ(প্রমাণিত) হয়ে যায় যে দেহভান ভুলে গেছে। আত্মার মধ্যে উভয় সংস্কারই রয়েছে, কখনও মেল-এর, কখনও ফিমেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছে না ! সঙ্গম যুগে তোমাদের মজা হল প্রিয়া হয়ে প্রিয়তমকে স্মরণ করা। শক্তি হয়ে সর্বশক্তিমানকে স্মরণ করা। সীতা হয়ে সর্বশক্তিমানকে স্মরণ করা।

মাতাদের প্রতি - শক্তিসেনা সদা শস্ত্রধারী তো ? শক্তির শৃঙ্গারই হল শস্ত্র। যে সদা শস্ত্রধারী হয়, সেই মহাদানী বরদানী হয়। সর্বদা শস্ত্রগুলি সাথে থাকে তো ? কখনো কখনো না, সদা। শক্তিদেব তপস্যাই সর্বশক্তিবানকে এনেছে। এখন শক্তিদেবকেই সর্বশক্তিবানকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। প্রতিটি কদমে বরদান দিয়ে যাও, শুভ ভাবনার সাথে সকলকে বরদান দিতে হবে।

সুখদাতার বাচ্চারা সদা সুখ স্বরূপ হয়েছে তো ? সদা মিলন মেলার খুশিতে ঝুলতে থাকো তো ? খেতে, বসতে, চলতে ফিরতে অশোক, অর্থাৎ সংকল্প মাত্রতেও দঃখের ঢেউ যেন না থাকে। সদা সুখ স্বরূপ। যারা দুঃখকে তালাক দিয়ে দেয়, কেননা দুঃখের দুনিয়াতে আধা কল্প থাকলে, এখন হল সুখের পালা। সুখের সাগর মিলে গেছে যখন তখন দুঃখ কিসের। সদা খুশী- এই বরদান বাবার থেকে চিরকালের জন্য পাওয়া হয়ে গেছে। আচ্ছা।

প্রশ্ন:- স্থূল সাধন(উপকরণ) যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে সেই সময় সেবা করবার জন্য এখন থেকে কোন বিষয়টির উপরে নজর দিতে হবে ?

উত্তর:- নিজের সংকল্পকে শক্তিশালী বানানোর উপরে নজর দেওয়া প্রয়োজন যাতে তার প্রভাব অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সংকল্পে এতটাই শক্তি এসে যায় যে আপনি এখানে সংকল্প করলেন আর ওখানে তার ফল পাওয়া গেল। যেমন বাবা ভক্তির ফল দিয়ে থাকেন তেমনি তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা পরিবারে সহযোগের ফল দাও আর সেই ফলের ভিন্ন ভিন্ন অনুভব করো। এখন এই সেবা আরম্ভ করো।

প্রশ্ন:- বাপদাদার দ্বারা কোন্ কোন্ অবিনাশী খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে ? সেই খাজানার থেকে কি কি প্রাপ্তি হয়েছে ?

উত্তর:- ১ - প্রথম সবচেয়ে বড় খাজানা হল জ্ঞান ধন, যার দ্বার পুরানো দেহ এবং দুনিয়া থেকে মুক্ত, জীবনমুক্ত স্থিতির প্রাপ্তি হয় এবং আত্মা মুক্তি ধামে যায়। ২ - যোগের খাজানার দ্বারা সর্ব

শক্তির প্রাপ্তি হয়। ৩ - ধারণা করবার খাজানার দ্বারা সর্ব গুণের প্রাপ্তি হয়। ৪ - সেবার খাজানার দ্বারা আশীর্বাদের(দুয়া) খাজানা, খুশীর খাজানা প্রাপ্ত হয়। ৫ - সঙ্গম যুগে সময়ের খাজানা হল সবথেকে অমূল্য খাজানা, যার দ্বারা সকল খাজানাকে জমা করতে পারো।

প্রশ্ন:- সঙ্গমের সময় অমূল্য কেন ?

উত্তর:- কেননা সঙ্গমেই পরমাত্ম পিতা আর পরমাত্ম বাচ্চাদের মধুর মিলন হয়, যা আর কোনো যুগেই হয় না। ২ - সঙ্গম সময়েই বাপদাদার দ্বারা সর্ব খাজানার প্রাপ্তি হয়, আর কোনো যুগেই জমার খাতা, জমা করবার ব্যাক্সই হয় না। ৩ - সঙ্গমের সময়, এই একটি জন্মেই অনেক জন্মের জন্য খাজানা জমা করতে পারো।

প্রশ্ন:- খাজানা প্রদানকারী হলেন এক, সকলকে তিনি একই রকম এবং একই সময় দিয়ে থাকেন, কিন্তু সেই খাজানা ধারণ নশ্বর অনুযায়ী হয়ে থাকে, কেন ?

উত্তর:- কেননা ধারণ করবার ক্ষেত্রে পুরুষার্থ হল আলাদা আলাদা। কেউ নিজের পুরুষার্থের দ্বারা প্রারব্ধ বানাতে পারে, কেউ সদা স্বয়ং সন্তুষ্ট থাকা এবং সকলকে সন্তুষ্ট করা, সন্তুষ্টতার বিশেষত্বের দ্বারা খাজানা জমা করতে পারে এবং কেউ সেবার থেকে খুশীর খাজানা প্রাপ্ত করতে পারে।

প্রশ্ন:- সম্বন্ধ- সম্পর্কে আসার সময় কোন্ বিষয়টির দিকে খেয়াল রাখলে সেবায় পুণ্যের এবং আশীর্বাদের খাতা খুব সহজেই জমা করা যায় ?

উত্তর:- সদা নিমিত্ত ভাব, নির্মাণ ভাব, প্রত্যেক আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনা থাকলে সেবায় বা সম্বন্ধ- সম্পর্কে আসার সময় পুণ্যের খাতা এবং আশীর্বাদের খাতা খুব সহজেই জমা করা যায়। আচ্ছা।

বরদান - এক বাবার মধ্যেই সমগ্র সংসারকে অনুভবকারী অনন্তের(বেহদের) বৈরাগী ভব !

বেহদের বৈরাগী সে-ই হতে পারে যে বাবাকেই নিজের সংসার মনে করে। যার কাছে বাবাই হল সংসার। সে সংসারেই থাকে কিন্তু অন্য কারো দিকে যাবেই না, আপনা আপনি অন্যদের কাছ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। সংসারে ব্যক্তি এবং বৈভব সব এসে যায়। কাউকে দেখেও দেখতে পায় না। সে দেখতেই পায় না ।

স্লোগান - পাওয়ারফুল স্থিতির অনুভবের জন্য একান্ত এবং রমীয়তার সামঞ্জস্য(Balance) রাখো।

"মীঠে বাস্চে - বাবার শ্রীমত হল এই, যে পুরানো দুনিয়া থেকে নিজের মুখ ঘুরিয়ে নাও,
জীবনমুক্তির জন্যে তুমি দৈবী সহবত(ম্যানার্স) ধারণ করো"

প্রশ্ন :- কোন্ সহবত (ম্যানার্স) বাবা ছাড়া অন্য কেউ শেখাতে পারবেনা ?

উত্তর :- পবিত্র হওয়া আর পবিত্র করা - এই হল সবচেয়ে বিশাল দৈবী সহবত(ম্যানার্স) ।
তুমি গৃহস্থ থেকে পবিত্র থাকো, এই শিক্ষা একমাত্র বাবা-ই দিতে পারেন , অন্য কেউ দিতে
পারবেনা । তোমাদের হল বেহদের সন্ন্যাস । তুমি এই পুরানো দুনিয়াকেই বুদ্ধি দিয়ে ভুলে যাও।
তুমি জানো পবিত্রতার ধারণার সাহায্যে বাকি সব ম্যানার্স স্বতঃতই এসে যায়।

গান :- আজ অন্ধকারে রয়েছে আমরা

ওমশান্তি ! বাচ্চারা গানের একটি লাইন শুনলো। একদিকে হল সম্পূর্ণ দুনিয়া - ভক্তি মার্গের মানুষ
আর অন্য দিকে হলে তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান মার্গের । তারা ভক্তির সিঁড়ি আরোহণ করে আর
তুমি জ্ঞানের সিঁড়ি । তোমরা ভক্তির সিঁড়ি অবতরণ করো। বাচ্চারা জানে অর্ধকল্প ভক্তির সিঁড়ি
চড়তে হয়। ভক্তিও প্রথমে হয় অব্যাভিচারী , পরে হয়ে যায় ব্যাভিচারী। একেবারেই অন্ধশ্রদ্ধায় এসে
যায়। কিছুই বোঝেনা । গায়নও আছে - আমরা অন্ধকারে রয়েছেি। সঙ্গুরু বিনে ঘোর অন্ধকার ।
গুরু তো এখানে অনেক আছে । এবারে সত্য গুরু হল কে? সাধু সন্ন্যাসী , মহাত্মা , ভক্ত ইত্যাদি
সবাই সাধনা করে বা স্মরণ করে। শাস্ত্র , বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি পড়ে তবুও বলে , ভগবান
এসেই আমাদের সঙ্গতি করবেন । সঙ্গতি দাতাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা
ঘোর অন্ধকারে আর নেই । তুমি জ্ঞানের প্রকাশে এসেছ। পতিত-পাবন বাবাকে জানো আর
ওঁনাকেই স্মরণ করো। যে বাচ্চা যত স্মরণ করে আর জ্ঞানের ধারণা করে তার ততই অজ্ঞান
অন্ধকার বিনাশ হয়ে যায় । এবারে প্রকাশে নিয়ে যেতে পারেন সে তো একমাত্র বাবা-ই । জ্ঞান
অজ্ঞান দিয়েছেন সঙ্গুরু কোনো সুরমা বা কাজল নয়। এই হল জ্ঞানের কথা । জ্ঞানের সাথে
যোগও থাকে । যারা ভক্তি করা শেখায় তাদের সঙ্গেও যোগ নিশ্চয়ই থাকে । এখন তোমাদের
বুদ্ধিযোগ রয়েছে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে । তোমাদের মধ্যেও রয়েছে নশ্বরওয়ার অর্থাৎ
ক্রমানুসারে। আর কোনো মানুষ মাত্রের পরমপিতা পরমাত্মা সর্বশক্তিমানের সঙ্গে যোগ-ই নেই
তোমাদের মতন । তোমাকে বাবার সঙ্গে , মুক্তি জীবনমুক্তিধামের সঙ্গে যোগ লাগাতে হয়।
জীবনমুক্তির জন্যে দৈবী ম্যানার্সও খুব উঁচু দরের হওয়া চাই। এইসময় তো সবার ম্যানার্স হল
অসুরী । পরমপিতা পরমাত্মার গুণও গায়ন আছে কিনা । তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ ,
সত্য , চৈতন্য , আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগর । তিনিই হলেন চিরকালের পবিত্রতার সাগর
হলেন। ওঁনার এই পদ হল অবিনাশী আর কোনো মানুষের এই অবিনাশী পদ হতে পারবেনা ।
ভালাই এখন তুমি জ্ঞানের সাগর , পবিত্রতার সাগর হও কিন্তু এক নিশ্চিত সীমাবদ্ধ স্বরূপ । বাবা
বলেন আমি হলাম আনলিমিটেড বা অপারিসীম । তোমাকে আনলিমিটেড করা যাবেনা । নাহলে এই
সৃষ্টির খেলা চলবে কিভাবে ? ৮৪ জন্ম ভোগ করবে কিভাবে ? তুমি ফর-এভার বা চিরকালের
জন্যে পরিণত হতে পারবেনা । তোমাদের লিমিটেড রূপে পরিণত করি, ২১ জন্মের জন্যে তোমরা
পরিণত হও। ২১ পুরুষ লেখা রয়েছে । তোমরা ফর-এভার রূপে পরিণত হবে এইরকম ড্রামায়

নিয়ম নেই। আমি হলাম এভার পিওর । আমি বাস করি পরমধামে । আমার কাছে জ্ঞান , পবিত্রতা ইত্যাদি তো আছেই । তুমি ভুলে যাও তাই এইসময় বাবা এসে বাচ্চাদের ঘোর অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে জ্ঞান আর যোগ দ্বারা পবিত্র করেন আর কেউ এইরকম বলতে পারবেনা যে আমি পরমধাম থেকে এসেছি , এখন আমারে স্মরণ করো। আমার এই মহাবাক্যের কেউ কপি বা অনুকরণ করতে পারবেনা । আমি আসিই তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে রাজার রাজা বানাতে। তাই রাজার রাজা হওয়া উচিত কিনা । হবেও তারা যারা পূর্ব কল্পেও পরিণত হয়েছিল । তুমি জানো - কত বাচ্চারা পবিত্র হয়, কতজন অজামিল সম পাপী হয়ে যায়। কতজন অশুদ্ধ হয়ে যায়। বাবাকে এসে ময়লা কাপড় পরিষ্কার করতে হয়। আত্মা-ই ময়লা হয়। আত্মাকে বোঝান হয় যে তোমাকে মায়া কত ময়লা করেছে , শুধু এই এক জন্মের কথা নয়। এই হল জন্ম-জন্মান্তরের কথা, আত্মাকে শুদ্ধ করতে লক্ষ্য - সাবান দিয়েছি । আমাকে স্মরণ করলে তোমার আত্মা জ্যোতি যে নিভে রয়েছে এই যোগের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে - যত সময় আমাকে (শিববাবাকে) স্মরণ করবে। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন , তোমাকে আমি স্বর্গে পাঠিয়ে ছিলাম মায়া এসে ময়লা করে দিয়েছে । এবার আমি পুনরায় এসে তোমাকে স্বর্গের মালিক করছি । আমি এই ব্রহ্মা দেহ দ্বারা শিক্ষা দিচ্ছি । আত্মার সঙ্গে কথা বলে , হে বাচ্চারা লৌকিক বাবাকে বিস্মৃত করো অর্থাৎ ভুলে যাও। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ গুলিকে ভুলে আমারে নিজের পিতাকে স্মরণ করো তো তোমার আত্মা পরিষ্কার হতে থাকবে । তোমায় আবার ভবিষ্যতে নতুন দেহের প্রাপ্তি হবে। সেখানে ত্ব ইত্যাদি সব নতুন সতোপ্রধান হয়ে যায়। বাবা বলেন - এখন এই পুরনো দুনিয়াকে ভুলে যাও। আমারে স্মরণ করলে তুমি আমার কাছে আসবে তারপর আবার স্বর্গে যাবে। এই হল পুরনো দুনিয়া। এখানে কোনো বস্তু তৈরী করলে তার নতুন নাম রেখে দেয়। যেমন নতুন দিল্লি , পুরনো দিল্লি বলা হয়। কিন্তু দুনিয়াটাতো পুরনো কিনা । এখন তোমাদের এই পুরনো দুনিয়া থেকে বুদ্ধিযোগ একেবারেই মিটে যাওয়া উচিত । আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সুইট হোম অর্থাৎ সুমিষ্ট নিবাস বা নির্বাণধাম আছে , সেখানে যেতে হবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। বাবা বলেন আমারে স্মরণ করো তাহলে অন্ত কালে যেমন মতি আত্মার হবে তেমনি গতি , হয়ে যাবে। মানুষ যে অনেককে স্মরণ করে। কেউ কোনো গুরুকে, কেউ কৃষ্ণকে । কৃষ্ণ ইত্যাদি কোথায় গেছে? এইসব কেউ জানেনা । এই কথা বোঝেনা - যে পুনর্জন্মে সবাইকে আসতে হবে। এই রেওয়াজ সৃষ্টির আদি সময় থেকে চলে আসছে । সত্যযুগ আদিকালে দেবী-দেবতা থাকে, নিশ্চয়ই পুনর্জন্ম সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে । প্রথম প্রথম হলেন শ্রীকৃষ্ণ ফার্স্ট পবিত্র মানুষ , তাঁরই মহিমা অনেক বেশী । লক্ষ্মী-নারায়ণের এতো নেই কেননা বাচ্চারা হয় পবিত্র সতোপ্রধান তাই বাচ্চাদেরই মহিমা গায়ন আছে। কৃষ্ণেরও অনেক মহিমা আছে । কিন্তু এই কথা জানেনা যে কৃষ্ণপূরী আছে কোথায় । বৈকুণ্ঠও বলা হয় সত্যযুগকে কিন্তু না জানি কেন কৃষ্ণের নাম দ্বাপরে লিখে দিয়েছে । সেই জিনিষ অন্য কোনো নাম, রূপ , দেশে আসতে পারবেনা । সেই নাম রূপ অন্য জন্মে হতে পারবেনা । কৃষ্ণ ছিল সত্যযুগে । তুমি জানো এই জগতঅশ্বা , জগতপিতা সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণ রূপ ধারণ করেন। সত্যযুগকে কৃষ্ণপূরী বলা হয়। এখন হল কংসপূরী । এইসব হল অসুরী নাম। সেখানে ছিল দৈবী সম্প্রদায় , এখানে হল অসুরী সম্প্রদায় । বাবা বসে বাচ্চাদের সঙ্গমযুগে বোঝাচ্ছেন , সেই বাবা হলেন রচয়িতা। ঔনাকে বলা হয় মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । তো নিশ্চয়ই নতুন মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করবেন । তুমি গেয়েও থাকো বাবা আপনি হলেন পতিত-পাবন । এই পতিত সৃষ্টিকে এসে পবিত্র করো । পবিত্র সৃষ্টির রচনা করে পতিত সৃষ্টির বিনাশ ঘটান। বরাবর ব্রহ্মা দ্বারা পবিত্র সৃষ্টির রচনা করে শঙ্কর দ্বারা পতিত সৃষ্টির বিনাশ করিয়ে দেন। এই কথা আর কেউ জানেনা ।

এখন তুমি বাবার সঙ্গে যোগ করছো। তুমি দেখছো বাবা ময়লা কাপড় কিভাবে ধোলাই করেন। কেউ ছিঁড়ে যায় কেউ ভেঙে যায়। কেউ আবার অনেক ময়লা, অজামিল সম পাপী হয়, যাদের একেবারেই ধারণা হয়না। বাবা কত ভাল কথা বোঝাচ্ছেন। মীঠে লাডলে অর্থাৎ মিষ্টি স্নেহের বাচ্চারা আমারে অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করো। অতি প্রিয় সুখধামকে স্মরণ করো। এইসব কথা তুমি এখন জানো। দুনিয়ায় কেউ জানেনা। এখন হল অতি দুঃখধাম। মনুষ্য গ্রাহি গ্রাহি করে, একে অপরকে আঘাত করে। তারপর বলে ভগবান রক্ষা করো, এই কথা নিশ্চয়ই মুখ দিয়ে বেরোবে। বাবা হলেন লিবরেটার।

তুমি জানো বাবা এসেছেন আমাদের ইনপার্টিকুলার আর সবাইকে ইনজেনারেল সুখধামে নিয়ে যেতে। তোমাদের মধ্যেও ক্রমানুসারে রয়েছে যাদের নেশা আছে। এই পড়াশোনা কোনো কম নয়, পড়াচ্ছেনও দেখো কাদের। অজামিল সম পাপী আত্মাদের পড়িয়ে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। সবাই এখন তমোপ্রধান, তাদেরকেই সতোপ্রধান দুনিয়ায় নিয়ে যেতে হয়। বাচ্চাদের বারংবার বোঝান হয় যে এখানে দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। এখানে তোমার বুদ্ধিতে মুখ্য উদ্দেশ্য (এইম অবজেক্ট) রয়েছে। এই পবিত্রতার ম্যানার্স আর কেউ শেখায়না। সল্ল্যাসীরা তো ঘর-দুয়ার ত্যাগ করায়। এখানে বাবা বলেন - তোমাকে ঘর-দুয়ার ত্যাগ করতে হবেনা। তোমাকে তো এই পুরনো দুনিয়াকেই ত্যাগ করতে হবে। ঐ হল হদের সল্ল্যাস আর এই হল বেহদের সল্ল্যাস। ঐ সল্ল্যাসীদেরকেও কত সম্মান প্রাপ্ত হয়। সাধু সমাজ সরকারকেও পরামর্শ দেয়। ভবিষ্যতে এই সল্ল্যাসী ইত্যাদি তোমাদের অর্থাৎ মাতাদের চরণে এসে মাথা নোয়াবে। মাতাদের আশীর্বাদ ছাড়া তাদের উদ্ধার হতে পারেনা কেননা তুমি নলেজ দাও। বাকি চরণে মাথা নোয়ানোর কোনো কথা নেই। কেউ নমস্ते বা রাম-রাম বললে প্রত্যুত্তর দিতে হয়। বাবাও বলেন বাস্তে নমস্ते। আমি তোমাদের নিজের থেকেও উঁচু স্বরূপ প্রদান করি। তোমাকে ব্রহ্মান্ড এবং সৃষ্টি দুই স্থানের মালিকানা অধিকার প্রদান করি আর নিজে বানপ্রস্থে চলে যাই। কিন্তু এরজন্য তোমাদের শ্রীমত অনুসরণ করতে হয়। এই পুরনো দুনিয়ার মোহ থেকে নিজেকে দূরে সরাতে হয়। রাম, রাবণ এবং সীতার খেলার বস্তু কিনা। সীতা রাবণের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে এবং রামের দিকে মুখ। কৃষ্ণের ছবিও রয়েছে - নরককে লাথি মারছে আর স্বর্গের গোলা হাতে নিয়েছে। বাবা খুব সহজ করে বোঝাচ্ছেন কিন্তু কোনো চতুর ব্যবসায়ী ব্যতিক্রম হলেই এই ব্যবসা করতে পারবে। বাবাকে নিজস্ব পুরনো দেহ মন ধন-সম্পদ দিয়ে নতুন নিতে পারে। এই হল একমাত্র ফার্স্টক্লাস ইন্সিওরেন্স। বাবা বলেন তুমি নিজের আত্মাকে পবিত্র করলে শরীরও পবিত্রই প্রাপ্ত করবে। তারপর তুমি স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত করবে সেইজন্যই ওঁনাকে সওদাগর, জাদুকর বলা হয়। পতিতকে পবিত্র করা- এই হল ঈশ্বরীয় জাদু কিনা। বাবা বলেন নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করো, কেমন ফার্স্টক্লাস জাদু তাইনা। এতেই সর্বোত্তম প্রাপ্তি আছে। বাবা বলেন - রাজার রাজা হও, ফলো করো। বাবা তো বসেই আছেন কিনা। ইনি হলেন অধরকুমার, মাম্মা হলেন কুমারী কন্যা। তাই ফলো করতে হবে। বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার তো বাবার থেকেই প্রাপ্ত হবে। তোমরা বলবে আমরা ভাই-বোন বাবার কাছেই বর্সা প্রাপ্ত করি। এমনিতে লৌকিক বোনেরা সম্পত্তির অধিকার পায়না ভাইরা পায়। এখানে তো তোমাদের সবাইকে অধিকার প্রাপ্ত হবে কারণ তোমরা সবাই হলে আত্মা কিনা। বাবা বলেন যে তোমাদের সবাইকে আমার কাছে আসতে হবে। তখনতো এই ভাই-বোনের সম্পর্ক মিটে যাবে। সেখানে আছে শুধুমাত্র পিতা এবং সন্তানের সম্পর্ক, নির্বাণধামে তাই বলা হয় আমরা সবাই হলাম ভাই-

ভাই। যদি ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা হবে তাহলেতো ফাদারহুড হয়ে যাবে। এই সর্বব্যাপীর জ্ঞান কত ক্ষতি করেছে ।

এখন তোমাদের কাছে বাবার স্মৃতি রয়েছে । বাবাকে স্মরণ করাতেই হল সবচেয়ে বেশী প্রশ্রম । এমনও নয় যে তোমাকে কেউ নির্ণীত সহ বসানো হবে । তোমাকে তো লক্ষ্য দেওয়াই হয়েছে । এখানেতো তুমি শুধুমাত্র বসে মুরলী শোনাও। যোগ তো তোমার সর্বক্ষণ রয়েছে । মুরলী শুনে চলতে ফিরতে স্মরণ করতে হবে। আমরা যাত্রায় রয়েছি। যতদূর সম্ভব স্মরণে মগ্ন থাকতে হবে। ৮ ঘন্টা সার্ভিসে থাকো , তারও ছুটি রয়েছে । বাকি সময় দিতে হবে। মুখ্য কথা হলই পবিত্রতার । তুমি জানো এই হল কাঁটা গাছের জঙ্গল । একে অপরকে কাঁটা লাগাতেই থাকে। এখন বাবা বলেন শ্রীমত অনুযায়ী চলো। শিববাবাও কথা বলেন । ব্রহ্মাও কথা বলেন কিন্তু তুমি জানো শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন , তুমি হলে স্টুডেন্ট । তোমরা বলো তিনি হলেন আমাদের পিতা , শিক্ষক এবং সঙ্গী । গ্যারান্টি করেন তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এমন গ্যারান্টি অন্য আর কেউ করতে পারেনা। এই কথাতো বাবাও বলেন গডফাদারই সুখদায়ী ধর্মের স্থাপনা করেন। ঐ পিতাকে কেউ জানেনা । যদি পিতাকে জানবে তাহলেতো পিতার সম্পত্তিকেও জানবে। আচ্ছা !

মীঠে মীঠে সিকীলাধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১. মুখ্য লক্ষ্যকে (এম্ অবজেক্ট) সর্বদা সামনে রেখে দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। সত্যোপস্থান দুনিয়ায় যাওয়ার জন্যে পবিত্রতার ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। বুদ্ধি দ্বারা বেহদের সল্যাস করতে হবে।
২. মোস্ট বিলাভেড অতি প্রিয় বাবাকে আর নিজের সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। এই দুঃখধামের প্রতি বুদ্ধিযোগ মেটাতে হবে।

বরদান :- মালিকানা স্মৃতির দ্বারা হাইয়েস্ট অথোরিটির অনুভব কারী কন্সাইন্ড স্বরূপ অর্থাৎ সংযুক্ত স্বরূপ ভব।

প্রথমে নিজের শরীর এবং আত্মার সংযুক্ত স্বরূপ স্মৃতিতে রাখো। শরীর হল রচনা , আত্মা হল রচয়িতা। এর সাহায্যে মালিকানা স্মৃতি সহজ হবে । মালিকানা স্মৃতি দ্বারা স্বয়ংকে হাইয়েস্ট অথোরিটি অনুভব করবে। শরীর চালানোর শক্তি স্বরূপ অনুভব করবে । দ্বিতীয় - বাবা এবং সন্তান (শিবশক্তি) এই সংযুক্ত স্বরূপের স্মৃতি দ্বারা মায়ার বিদ্ব গুলি অথোরিটি সহ পার করে নেবে।

স্লোগান :- বিস্তারকে সেকেন্ডে অন্তর্লীন করে নিয়ে সার তত্ত্বকে অনুভব করো এবং করাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার জন্য সার্ভিসে বল সুপুত্র (সপুত) হয়ে সবাইকে সুখ দাও , কাউকেই দুঃখ দিয়ো না"

প্রশ্ন:- ধর্মরাজের শাস্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কোন্ ঈশ্বরীয় নিয়মের ওপর মনযোগ দিতে হবে?

উত্তর:-কখনোও ঈশ্বরের সামনে প্রতিজ্ঞা করে সেইসবের আবার অবজ্ঞা করা উচিত নয় । কাউকেই দুঃখ দেওয়া উচিত নয় । ক্রোধ করা , বিরক্ত করা অর্থাৎ এমন চলন চলো না , যাতে ঈশ্বরের নাম বদনাম হয় । তাই এমন কর্ম কখনোই করবে না যাতে অনেক শাস্তি পেতে হয় । মায়ার যত ঝড়ই আসুক অসুখে উথাল পাতাল খাও , তারপরও ঠিক আর ভুলকে বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে ভুল কর্ম থেকে নিজেকে সদা বাঁচিয়ে চলো ।

গান:- কে এসেছে আমার মনের দ্বারে....

ওম শান্তি । কে বললো ওম শান্তি । বাবা আর দাদা । এইসব তো বাচ্চাদের নিশ্চয় অবশ্যই হয়েছে যে আমাদেরচ পারলৌকিক পিতা হলো পরমপিতা শিব আর ইনি (ব্রহ্মা) সব বাচ্চাদের অলৌকিক পিতা । এনাকেই প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয় । শুধু প্রজাপিতা ব্রহ্মা ছাড়া এতো বাচ্চার মধ্যে আর কারোরও হয় কি ? প্রথমে ছিল না , যখন বেহদের বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করলেন তখনই তিনি হয়ে গেলেন দাদা । দাদা নিজে বলেন যে তোমাদের পারলৌকিক পিতার প্রপাটিই প্রাপ্ত হয় । পৌত্র সবসময় দাদুর ওয়ারিস হয় । তাদের বুদ্ধিযোগ দাদুর দিকে যায় কারণ দাদুর প্রপাটির অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার থাকে । যেমন রাজাদের নিকটে যখন বাচ্চারা জন্ম গ্রহন করবে তখন এমনিই বলা হবে যে বড়োদের প্রপাটি । বড়োদের প্রপাটিতে তাদেরও অধিকার থাকে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা বেহদের বাবা দ্বারা বড়ো থেকে বড়ো প্রপাটি স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করছি । বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । তুমি এখন বাবার সন্মুখে বসে আছো । সন্মুখের নেশাও নম্বরভিত্তিক পুরুষার্থ অনুযায়ী হয়ে থাকে । কারোর হৃদয়ে অনেক স্নেহ থাকে অর্থাৎ স্নেহশীল হয় । আমরা উচ্চ থেকে উচ্চ ভগবানের নিকট থেকে এসে এই সাকারে মাতাপিতা দ্বারা ওয়ারিস পরিনত হই । বেহদের পিতা হন অনেক মীঠা , যিনি আমাদের রাজত্বের যোগ্য পরিনত করেন । মায়া আমাদের একদম অযোগ্য করে দিয়েছে । কাল বাবার কাছে কেউ দেখা করতে এসেছিল , কিন্তু সে কিছু বুঝেছে খোড়াই । বাবা বুঝিয়েছেন এরা সব ব্রহ্মকুমার হয় । তুমিও হলে ব্রহ্মার অথবা শিবের সন্তান, তাই না । বলা তো অবশ্যই হয়েছে , কিন্তু এটা শুনে শুধু বলে যে মনে (হৃদয়ে) লাগে নি । তীর লাগেনি যে আমরা সত্যিকারের ওঁনার (শিববাবার) সন্তান , ইনিও (ব্রহ্মবাবা) ওঁনার সন্তান , যিনি বর্ষা প্রাপ্ত করেন । সেইরকমই আমাদের নিকটেও বহু সন্তান আছে , যাদের বুদ্ধিতেও খুবই অল্প কিছু থাকে । তাই সেই খুশী সেই চমক দেখা যায় না । অন্দরে অনেক খুশীর পারা (পারদ) থাকা দরকার । তখনই সেই চমক চেহারায়ও দেখা যায় । এখন তোমাদের সজনীদের জ্ঞান শৃঙ্গার হচ্ছে । তুমি জানো আমরা হলাম সাজনের সজনী । এক কৃষকের (খেরুত) কন্যার গল্প আছে , এক রাজা কৃষক কন্যাকে নিয়ে আসলো , কিন্তু রাজত্ব তার মজা না আসার কারণে তাকে আবার গ্রামে ছেড়ে আসা হলো । বলা হলো তুমি রাজত্বের যোগ্য নও । এখানেও বাবা শৃঙ্গার করছেন । ভবিষ্যতে তুমি মহারানী হও । কৃষ্ণের জন্যও বলা

হয় যে পাটরাণী করার জন্য ভাগিয়েছে , কিছুই বোঝে না । সব হলো ইরিলিজিয়স মাইন্ডেড অর্থাৎ অধর্মীয় । তারা বোঝে যে দুনিয়া এইরকমই চলতে থাকে । সবই হলো ভাগ্য । অনেক আছে যারা মন্দির ইত্যাদিতেও যায় না অথবা শাস্ত্র ইত্যাদিকেও মানে না । গভর্নেন্টও ধর্মকে মানে না । ভারত কোন্ ধর্মের ছিল , এখন কোন্ ধর্মের , এইসব কিছুই জানে না । এখন তোমরা বাচ্চারা হলে দৈবীয় কুলের । যেমন তারা হলো খ্রিস্টান কুলের , সেইরকম তুমি হলে ব্রাহ্মণ কুলের । প্রথম প্রথম বাবা বলেন যে তোমাদের বাচ্চাদের পতিত শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তৈরী করা হয় । পবিত্র হতে হতে আবার তুমি একুশ জন্মের জন্য দৈবীয় সম্প্রদায়ের পরিনত হয়ে যাবে । দৈবী কুলে যাবে । আগে ছিলে আসুরী কুলে । আসুরী কুলের থেকে এবার তুমি ঈশ্বরীয় কোলে এসেছো । এক বাবার সন্তানরা ভাই বোন হয় । এইসব হলো এক আশ্চর্যের ব্যাপার , তাই না । সবাই বলবে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ কুলের । আমাদের তো শ্রীমতে চলা দরকার , সকলকে সুখ দিতে হবে , আর পথও বলতে হবে । দুনিয়ায় কেউই নেই যে মুখ দ্বারা বলবে যে বেহদের বাবা দ্বারা বেহদের বর্সা কিভাবে প্রাপ্ত হয় । বেহদের বাবা তোমায় গ্রহন করেছেন । তুমিই ওঁনার সন্তান পরিনত হয়েছে । বুদ্ধি দ্বারা জানো যে কল্প পূর্বে যারা বাবা দ্বারা বর্সা প্রাপ্ত করেছে হবে , তারাই এসে আবার প্রাপ্ত করবে । অল্পও বুদ্ধিতে থাকলে কখনো না কখনো এসে এখানে পৌছোবে । আসবেই কিছু না কিছু প্রাপ্ত করতে । তোমাকেও নশ্বর ভিত্তিক সবাই জানে । আজ পাবন হওয়ার জন্য আসবে , কাল আবার পতিত হয়ে যাবে । কেউ যদি খারাপ সম্ভবে ভুলে যায় আর বাবার সন্তান হয়ে আবার বাবাকে ত্যাগ করে তাহলে সে পাপ আত্মা পরিনত হয় । যেমন কেউ কারোর খুন করলো তো পাপের মধ্যে আসে । কিন্তু সেই পাপও হয় অল্প । এখানে যে বাবার পরিনত হয়ে অবজ্ঞা করে , প্রতিজ্ঞা করে আবার বিকারী হয়ে পড়ে , তাহলে সে পাপের ভাগী হয় । অজ্ঞানকালে এতো লাগে না , যত জ্ঞানে লাগে । অজ্ঞানকালে তো মানুষদের ক্রোধ কমন হয় । এখানে তুমি কারোর ওপরে ক্রোধ করবে তো শতগুণ দন্ড হয়ে যাবে । অবস্থা একদম পড়ে যায় কারন ঈশ্বরের আদেশের অমান্য করে । ধর্মরাজের আদেশ হলো পবিত্র হতে হবে । তুমি যদি ঈশ্বরের হয়ে একটুও ওঁনার আদেশের অমান্য করো তাহলে শতগুণ দন্ড হয়ে যাবে । ক্রিয়েটর তো তিনি একজনই হন । ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর হলেন ওঁনারই রচনা । ধর্মরাজও হলেন ওঁনার ক্রিয়েশন । ধর্মরাজের রূপও বাবা সাক্ষাৎকার করান । তারপর সেই সময়ে সিদ্ধ করে বলেন যে দেখো তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমরা ক্রোধ করবো না , কাউকেও দুঃখ দেবো না , তারপরও তুমি তাদের দুঃখ দিয়েছো , বিরক্ত করেছো , এবার শাস্তি ভোগ করো । সাক্ষাৎকার বিনা শাস্তি দেন না , প্রমান তো দরকার হয় , তাই না । তারাও বোঝে যে বরাবর আমি বাবাকে ত্যাগ করে এই কুকর্ম করেছি । বদনামী করলে তো আবার অনেকের ওপরে বিপদ এসে যায় । কত অবলারা বন্ধনে এসে যায় । যারা বদনামী করে , তাদের ওপরে পুরো দন্ড এসে পড়ে । এইজন্য বাবা বলেন যে বড় থেকে বড় পাপ আত্মা যদি দেখতে হয় তাহলে এখানে দেখো , যে ধোপাদের নিকটে অনেক ময়লা নোংরা কাপড় যখন হয় , তখন একটু ঘর্ষণ করলেই ফেটে পড়ে , তো সেইরকম এখানেও একটু সহ্য না করেই চলে যায় । ঈশ্বরের কোলে এসে ডায়রেক্ট ওঁনার অবজ্ঞা করলে তো শাস্তি খেতেই হবে । যে হেড ব্রাহ্মণী পার্টিকে নিয়ে আসে , তার ওপরে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হয় । একজনও যদি হাত ছেড়ে দেয় , বিকারী তৈরী হয় , তো তাদের পাপ যে নিয়ে গিয়েছিল , তার ওপরে আসে । এমনি কাউকেই ইন্ডসভায় নিয়ে আসতে নেই । নীলম পরী , পোখরাজ পরীর গল্প আছে , জানো তো ! ইন্ডসভায় কেউ তাদের লুকিয়ে এনেছিল , তো ইন্ডসভায় গন্ধ আসছিল , তখন যে নিয়ে গেছিল , তাকে দন্ড দেওয়া হলো । এরকম কিছু গল্প

আছে । তারা পাথর হয়ে গেছিল । বাবা পারসনাথ তৈরী করছেন , এরপর যদি অবজ্ঞা করেছে তো পাথরে পরিনত হয়ে যায় । রাজত্ব প্রাপ্ত করার সৌভাগ্যও হারায় । বোঝো , কোনো গরীবকে যদি রাজা দত্তক নেয় , আর যদি অযোগ্য পরিণত হয় আর রাজা বার করে দেয় তাহলে কি অবস্থা হবে আবার কাঙ্গালই হয়ে যাবে , তাই না । সেইরকম এইখানেও আছে । আবার অনেক দুঃখ অনুভব হবে এইজন্য বাবা বলেন যে কখনোও কোনো অবজ্ঞা করো না । বাবা হলেন সাধারণ এই কারনে শিববাবাকে ভুলে বুদ্ধি সাকারে এসে যায় । এবার তোমরা বাচ্চারা শ্রীমত প্রাপ্ত করেছো । যারা নোংরা অথবা অপবিত্র পরিণত হচ্ছে , তারা আর ইন্দ্রসভায় বসতে পারবে না । প্রত্যেকের সেন্টার হলো ইন্দ্রপ্রস্থ , যেখানে জ্ঞানের বর্ষা হয় । নীলমপরী , পাথররাজপরীর নাম তো আছে , তাই না । নীলম রত্নকে বলা হয় । বাচ্চাদের ওপরে এইসব নাম রাখা হয় । কেউ তো অনেক ভালো রত্নের মতন হয় , কোনো দাগ থাকে না । কোনো কোনো জহরতে অনেক দাগ হয় । কোনোটা আবার একদম পবিত্র হয় । এখানেও নম্বর অনুসারে রত্ন আছে । কোনো কোনো রত্ন আবার অনেক দামী হয় । খুব ভালো সার্ভিস করে । কেউ তো আবার সার্ভিসের পরিবর্তে ডিসসার্ভিসও করে । গোলাপ ফুল আর আকন্দ ফুলেও কত তফাত থাকে । দুটো ফুলই শিবের ওপরে চড়ানো হয় । এবার তুমি জেনে গেছো যে আমাদের মধ্যে কারা কারা ফুল হচ্ছে । তাদেরই চাহিদা বেশী হয় , আর বলে তারা বাবাকে যে ভালো ভালো ফুল দাও । এবার এই ভালো ভালো ফুল কোথা থেকে আনা হবে । রতনজ্যোত ফুল তো কমন হয় । এখানে তো ফুলের বাগান আছে , তাই না । তোমরা তো আবার জ্ঞান গঙ্গাও হও । বাবা হলেন সাগর । ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মপুত্র , বড় থেকে বড় নদী । কলকাতায় আছে বড় ব্রহ্মপুত্র নদী যেখানে সাগর আর নদীর অনেক বড় মেলা লাগে । সত্যিই বাবা হলেন জ্ঞানসাগর । তিনি হলেন চৈতন্য জ্ঞান সাগর আর তুমি হলে চৈতন্য জ্ঞান নদী । সেটা তো হয় জলের গঙ্গা । বাস্তবে নদীদের ওপরে নাম পড়েছে কিন্তু আসুরী সম্প্রদায় এইসবও ভুলে গেছে । হরিদ্বারে গঙ্গার কিনারায় চতুর্ভূজের চিত্র দেখানো হয়েছে । তাদেরও গঙ্গা বলা হয়েছে , কারণ মানুষরা বোঝে না যে এই চতুর্ভূজ কে ? বরাবর এই সময়ে তুমি স্বদর্শন চক্রধারী পরিণত হয়ে থাকো । তোমরা হলে সত্যিকারের জ্ঞান নদী । তারা হলো জলের , সেখানে গিয়ে স্নান করে , বোঝে না কিছুই , ব্যস দেবী হয় । মানুষরা তো কখনো চারভুজাধারী হয় না । তারা কোনো অর্থই বোঝে না । তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা আমাদের কি থেকে কি পরিণত করেছেন । আমরা তো শত প্রতিশত অবুঝ ছিলাম । বাবার কোলে নিজেকে সমর্পিত করলে আমরা বিশ্বের মালিক পরিণত হই । যদিও এখানে কেউ রাজা হয়েছে , কিন্তু স্বর্গের সুখ আর এখনকার সুখে রাতদিনের তফাত থাকে । তোমাদের মধ্যেও অনেকে এমন আছে যে তারা বাবাকে বোঝে না তো নিজেদেরও চেনে না । দেখা দরকার যে আমি কত সুগন্ধ ছড়াই ? উল্টো কথা তো কখনোও বলি না ? ক্রোধ তো করি না ? বাবা ঝট করে সবার চলন দ্বারা বুঝে নেন যে এই বাচ্চা কেমন হবে । সার্ভিসেবল বাচ্চারা বাবার অনেক আদরের হয় । সবাই তো একরকমের স্নেহী হয় না । এরকম বাচ্চাদের জন্য অন্দর থেকে অটোমেটিক্যালি আশীর্বাদ বেরোয় । বাবার অবজ্ঞাকারী বাচ্চা হলে তো বাবা বলেন এরকম বাচ্চা থাকার থেকে মৃত ভালো । কত নাম বদনাম করে । একেই বলা হয় ভাগ্য । কার ভাগ্যে কি লেখা আছে ঝট করে বোঝা যায় । বাবা বোঝান যে এই হলো সুপুত্র আর এই হলো কুপুত্র । বাপদাদাকে চেনে না । ভাগ্যে বর্ষা প্রাপ্ত করা না থাকলে কি করা যাবে ! এই জ্ঞান মার্গে অনেক কঠিন নিয়ম আছে । বাবা পবিত্র হবে আর বাচ্চারা না হলে তো সেই বাচ্চারা অধিকারী হতে পারবে না । তাদের বাচ্চা বোঝা হবে না । তখন আবার বলবে আমরা তো শিববাবাকে ওয়ারিস

পরিণত করবো তখনই তো বাবা আমাদের একুশ জন্মের জন্য রিটার্ন করবেন । এর মানে এই নয় যে বাবার নিকটে শুধু বসে থাকা । না , গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে তাদেরও সামলাতে হবে কিন্তু ট্রাস্টী (দেখভাল করা) হয়ে থাকতে হবে । এরকম নয় যে তোমাদের বাচ্চাদের ইত্যাদিদের বাবা বসে সামলাবেন । না । এরকম চিন্তাধারীরাই কনফিউশনে (ভটকতে) থাকে । এখানে বাবার নিকটে তো একদম পবিত্র দরকার । অপবিত্র কেউই বসতে পারে না । নয়তো পাথরবুদ্ধিধারীতে পরিণত হবে । বাবা কোনো অভিশাপ দেন না । এটা তো একটা নিয়ম হয় । তাই বাবা বলেন যে এরপর থেকে সাবধান থেকে । কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কোনো পাপ করবে তো মরবে । লক্ষ্য হলো অনেক কঠিন । বাবার সন্তান হয়েছে তো অসুখ পুরো বেরিয়ে আসবে । ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। বৈদ্যরাও বলে যে অমুক ঔষধ দ্বারা তোমার অসুখ বাইরে বেরোবে । তুমি ভয় পেও না । বাবাও নিজে বলেছেন যে তুমি বাবার হবে তো মায়া রাবন তোমায় অনেক হয়রান করবে । অনেক ঝড় নিয়ে আসবে । এখন তোমার ভুল আর ঠিকের বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে আর কেউই ভুল ঠিকের বুদ্ধি প্রাপ্ত করেনি কারন সবার হলো এখন বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি । প্রীত বুদ্ধি তোমারও নশ্বর ভিত্তিক পুরুষার্থ অনুসারে আছে । প্রীত বুদ্ধিধারীরাই বাবার সার্ভিস খুব ভালো ভাবে করবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের জানান নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১. ঈশ্বরীয় সন্তানে পরিণত হয়ে একটুও ঔনার আগ্রহ অবজ্ঞা করবে না । এই কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কোনোও কুকর্ম করবে না । উল্টো কথাও বলবে না । সুপুত্র হয়ে বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে ।

২. ট্রাস্টী হয়ে নিজের গৃহস্থ ব্যবহারকে সামলাতে হবে । জ্ঞান মার্গের যা নিয়ম আছে , তার ওপরে পুরো পুরো চলতে হবে । ঠিক আর ভুলকে বুঝে মায়ার বজ্রমুষ্টি থেকে সাবধানে থাকতে হবে।

বরদান:-সতসঙ্গ দ্বারা রুহানী রং লাগিয়ে সদা হর্ষিত আর ডবল লাইট (ভব) হও !

যে বাচ্চারা বাবাকে হৃদয়ের সাথী বানিয়ে সদা হৃদয়ে রাখে , তাদের সঙ্গে রুহানী রং সদাই লাগানো থাকে । বুদ্ধি দ্বারা সত বাবা , সত শিক্ষক আর সতগুরু সঙ্গ করা , এই হলো সতসঙ্গ। যারা এই সতসঙ্গে থাকে , তারা সদা হর্ষিত আর ডবল লাইটে থাকে । তাদের কোনোও প্রকারের বোঝা অনুভব হয় না , তারা সবসময় এমন অনুভব করে যেন ভরপুর আছে । খুশীর খনি আমার সাথে আছে , যাকিছু বাবার আছে , সেসব আমার হয়ে গেছে ।

স্লোগান:-নিজস্ব মিষ্টি বোল , আর উৎসাহ-উল্লাসের সহযোগ দ্বারা দুর্বল আত্মাদের শক্তিমান তৈরী করো ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা- নিজেকে আত্মা মনে করে অন্যদের সাথেও আত্মা জ্ঞানে কথা বলবে। তাহলেই আত্মারূপী ফুলের সুগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে আর দেহ- অভিমানের দুর্গন্ধও তখন দূর হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন :- নিজের সুগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার মত সত্যিকারের ফুল বা বাবার প্রতি নিবেদিত প্রাণ (বহি-পতঙ্গ)- কে ?

উত্তর :- সত্যিকারের ফুল সে- যে অনেক মানুষকে নিজের মতো সুগন্ধযুক্ত ফুলের জীবন দিতে পারে। বাবার শ্রীমতে চলে, বাবার এই জ্যোতির আলোয় জ্বলে অর্থাৎ বহি-পতঙ্গের মতো নিবেদিত হয়ে, জীবন-মৃতের মতো, সত্যিকারের বহি-পতঙ্গের মতো নিবেদিত প্রাণ, এই সব আত্মারূপী ফুলের সুগন্ধ শীঘ্রই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গীত:- মহফিল্ মেঁ জ্বল্ উঠি শ্যামা.....(এই বিশ্ব-আসরের রঙ্গ-মঞ্চে আলোর প্রকাশে)

ওঁম শান্তি! এ যেন বাবার প্রতি নিবেদিত প্রাণ পতঙ্গরূপী আত্মারা এই গানই শুনছে। নিবেদিত পতঙ্গই বলো বা আত্মারূপী ফুলই বলো, ব্যাপারটা একই। ফলে বাচ্চারা মনে করে যে, আমরা কি সত্যি সত্যি বাবার প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়েছি -নাকি কেবলমাত্র ঘুরে ঘুরেই বা দুটো জ্ঞানের কথা জেনে আর শুনেই চলে যাই মাত্র। আর এই জ্যোতিকেই (শ্যামা) আবার ভুলে যাও। প্রত্যেকে নিজেই নিজেকে যদি প্রশ্ন করো, তোমরা কে কতটা সুগন্ধীত ফুল হতে পেরেছো, আর এই জ্ঞানের সুগন্ধ চারিদিকে ছড়াতে পারছো ? আর তা কতজনকেই বা তোমরা নিজের মতো সুগন্ধীত ফুল বানিয়েছো। বাচ্চারা তো জানেই বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর এবং তার সুগন্ধও কতখানি। যারা নিজের জীবনকে সুন্দর ফুলের মতন বা বাবাকে সম্পূর্ণ নিবেদন (পরয়ানে) করতে পেরেছে, তাদের সুগন্ধ খুবই সুন্দর। তারা সবসময় খুশীতে থাকে, আর অন্যদেরও নিজের মতো সুগন্ধীত ফুল বা বহি-পতঙ্গে পরিণত করে। আর যদি ফুল নাও বা হয়, অন্তত কুঁড়ি তো হবেই। সম্পূর্ণ বহি-পতঙ্গ (পরয়ানে) সেই, যে জীবনমৃত অবস্থাকে প্রাপ্ত করেছে। তারাই ভগবানের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তানে পরিণত হয়। যদি কোনো সাহকার কোনো গরীবের সন্তানকে দওক নেয়, তখন সেই বাচ্চা ধনী-সাহকার বাবা মাকেই স্মরণ করে আর গরীব মা-বাবাকে সে ভুলেই যায়। যদিও তারা জানে যে, তাদের প্রকৃত বাবা-মা গরীব কিন্তু তারা এই ধনী সাহকার মা-বাবাকেই মনে রাখে, কারণ এই বাবা-মায়ের সম্পত্তিই তারা ভবিষ্যতে পায়। সাধু সন্ন্যাসীরা কিন্তু মুক্তিধামে যাবার জন্য তপস্যা করে। সবাই এই মুক্তির জন্যই কত ধরনের পুরুষার্থ করে, কিন্তু প্রকৃত মুক্তি কি -তা কেউই সঠিক ভাবে জানে না। কেউ কেউ ভাবে, পরম-জ্যোতিতে আত্মজ্যোতি মিলিয়ে যায়। কেউ বা আবার ভাবে মৃত্যুর পর মানুষ ওপারের নির্বাণ-ধামে যায়। নির্বাণ-ধামে যাওয়া আর জ্যোতিতে মিলিয়ে যাওয়া কিন্তু এক কথা নয়।

কিন্তু তোমরা এখন বুঝেছো যে, তোমরা হলে দূর দেশের (পরম ধামের) অধিবাসী। সুতরাং এই অপবিত্র দুনিয়াতে অবস্থান করে তোমরা সেক্ষেত্রে আর কি বা করবে। আমি তোমাদের

(বাম্বাদের) বাম্বাই, যার সঙ্গেই তোমাদের পরিচয় হোক, তোমরা তাদেরকে বাম্বাও যে এই নাটক হলো অনাদি। প্রথমে সত্যযুগ, তারপর ত্রেতা এই করে অবশেষে সঙ্গম যুগ। চক্রাকারে এ হয়েই চলেছে। এটাও তোমাদের বাম্বানো হয়েছে যে, সত্য যুগ, ত্রেতাযুগের মাঝেও সঙ্গম যুগ আসে। সেই যুগ আবার কল্পেতে আবর্তিত হয়। আর শিববাবা কিন্তু যুগে যুগে আসেন না। যেমনটা দুনিয়াদারীর মানুষেরা ভাবে, ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। বাবা বলেন যে, যখন সমস্ত দুনিয়াটাই তমোপ্রধান হয়ে যায়, অর্থাৎ কলিযুগের যখন শেষ সময় উপস্থিত হয়, সেই কল্পের সঙ্গমের সময় তিনি এই ধরায় আসেন। যখন এক এক করে যুগ পুরো হতে থাকে, তখন একটু একটু করে মানুষের গুণের কলাও কমতে থাকে। যখন সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই গ্রহণ লাগে অর্থাৎ এই দুনিয়া পাপের অন্ধকারে ছেয়ে যায়, তখন বাবা আসেন সকলকে উদ্ধার করার জন্য। শিববাবা কখনও প্রতি যুগের শেষে আসেন না। এই কথা বাবা এসে আত্মারূপী পতঙ্গদের (পরবনো) বাম্বান। এই পরবানোদের মধ্যেও আবার ক্রমিক নম্বর অনুসারে বাবার প্রিয় হয়। কেউ তো বাবার জ্যোতিতে নিজেকে জ্বালিয়ে বাবার রং-এ রাঙ্গিয়ে নেয়, কেউ আবার ঘুরে ফিরে কিছুদিন জ্ঞান শুনে চলে যায়। বাবার শ্রীমতে (অজ্ঞাতকারী বাম্বারা) তোমরাই চলতে পারবে। আবার কোথাও যদি তোমরা সেই শ্রীমতের লঙ্ঘন করো, তাহলে কিন্তু মায়ার আঘাত তোমাদের জোরেই লাগবে। বাবার শ্রীমতের খুবই গুণের গায়ন আছে। এই কারণেই শ্রীমত ভগবৎ গীতার কথা বলা হয়। পরবর্তী কালে শাস্ত্র যারা লিখেছিলো, সেই সময় তাদের বুদ্ধিতে রজগুণ থাকার কারণে তারা বুঝেছিল যে কৃষ্ণ দ্বাপরে এসেছেন। আর আমি (শিববাবা) তখনই আসি যখন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায়। এছাড়া আন্যান্য অনেক ধর্ম কিন্তু সেই সময়ে থাকে। অবশ্য দেবতা ধর্মের লোকেরা কিন্তু কখনোই হারিয়ে যায় না। তারা তখনও এই দুনিয়াতেই থাকে, কিন্তু তারা তখন ভুলে যায় যে, তারাই সেই দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলো। তাই, তখন তারা নিজেকে হিন্দু-ধর্মের বলে পরিচয় দেয়। এই ঘটনাও নাটকের চিত্রপটে লিপিবদ্ধ আছে। যখন মানুষ এই সব কথা ভুলে যায়, তখনই আমি (শিববাবা) এসে পুনরায় এই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। একমাত্র শিববাবাই তোমাদের দুঃখধাম থেকে সেই সুখধামের মালিক বানান। তোমরা হয়ত এখন বলবে, তোমরা হলে (বর্তমান দুনিয়া) এই নরকের মালিক। নাটকের নিয়মে এই দুনিয়াকে তো তমোপ্রধান (নরক) হতেই হবে। এই দুনিয়ার সকলেই পতিত, তাই তো পবিত্র দেবতার সামনে গিয়ে সকলেই নতজানু হয়। এখন শিববাবা তোমাদের বলেন যে, অতএব তোমরা বাবার শ্রীমতে চলো। তোমাদের আত্মার উপরে জন্ম-জন্মান্তরের অনেক পাপের বাম্বা রয়েছে। এই পাপ ধংস না হলে তোমাদের গ্রাহি গ্রাহি রব করতে হবে। এই দুনিয়ার মানুষ ভাবে যে আত্মা নির্লিপ্ত (বেদাগ), কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা হয় না। আত্মাই সুখ এবং দুঃখ দুটোই ভোগ করে। এই কথাটাই কেউ বোঝে না। তাই তো বাবা বার বার তোমাদেরকে এত করে বাম্বান যে, তোমাদের লক্ষ্যটাও যে অনেক বড়। এইসময় তোমরা অনেক বেশী করো পুরুষার্থ করো। কারণ তোমরা যে এখন খুবই দুঃখী। তোমরা জেনেছো, সত্যযুগে তোমরাই খুব সুখী থাকবে। অথচ, তখন তোমরা জানতেই পারবে না যে, তোমরাই একসময়ে আবার এই দুঃখধামে আসবে। তোমরা সুখের রাজস্বে কেমন করেই বা গেলে, কত বার জন্ম নিলে, এইসব তোমরা সেইসময় কিছুই জানতে পারবে না। কিন্তু, এখন তোমরা সে সব জানতে পারছো। সুতরাং উঁচু পদের অধিকারী কারা হলো ? ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার জন্য ঈশ্বর যেমন জ্ঞানে পূর্ণ তেমনি তোমরাও জ্ঞান-রত্নে সমৃদ্ধ। যেহেতু এখন তোমরা সকলেই শিববাবার সন্তান। কিন্তু তা হয় নম্বরের ক্রম অনুসারে। কেউ তো খুবই খুশীতে থাকে, যে বাবার শ্রীমতে চলে। যত বাবার

শ্রীমতে চলবে ততই শ্রেষ্ঠতা অর্জন করবে। বাবা তোমাদের বাচ্চাদের সামনে বসিয়ে এই কথাই বোঝান। বাচ্চারা তোমরা দেহ-অভিমান ছেড়ে, দেহী অভিমানী হও। আর নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন সর্বদা তোমাদের সুখদাতা। বাবা তোমাদের দুঃখ দেয় - এমনটা তো কখনই হয় না। শিববাবা কখনই তার বাচ্চাদের দুঃখ দেন না। বাচ্চারা তাদের বিপরীত চলনের কারণেই জীবনে দুঃখ পায়। বাবা তোমাদের দুঃখ দিতেই পারেন না কখনই। তোমরাই তো বাবাকে বলো, হে ভগবান- সন্তান দাও, তাহলেই তো আমাদের বংশবৃদ্ধি পাবে। যেহেতু, তোমরা তোমাদের সন্তানকে খুবই ভালোবাসো। এছাড়া তোমরা তোমাদের কুকর্মের জন্যও দুঃখ পাও। তাই এখন বাবা নিজেই এসেছেন তোমাদের সুখী বানাতে। বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের বাবার শ্রীমতে চলো।

আসুরী মতে চললে তোমরা সবাই কত দুঃখই পাও। বাচ্চারা যদি বাবা, শিক্ষক বা বড়দের কথা না শোনে, তাহলে তো তারা দুঃখই পেয়ে থাকে। নিজেরাই তারা নিজেদের দুঃখের জন্য দায়ী হয়, এবং এর ফলে তারা মায়ার অধীনে চলে যায়। এই সঙ্গম যুগেই মাত্র তোমরা ঈশ্বরের মত পাও। এই সঙ্গম যুগে পাওয়া ঈশ্বরীয় মতের ফল তোমরা ২১ জন্ম ধরে সুখ প্রাপ্ত করতে থাকো। তারপর আবার অর্ধেক কল্প তোমরা মায়ার অধীনে হয়ে যাও অর্থাৎ মায়ার মতেই চলতে থাকো। ভগবান কিন্তু কল্পে মাত্র একই বার এসে তোমাদের এই শ্রীমত প্রদান করেন। তখনও তোমরা যদি মায়ার মতে চলো, তবে তোমরা একশো প্রতিশত (১০০%) দুর্ভাগ্যশালী জীবনই পাবে। সুতরাং যারা খুব সুন্দর ফুলের তুল্য আত্মা -তারা সর্বদা খুশীতেই মশগুল হয়ে থাকে। তবুও নম্বর প্রাপ্তির হিসাবেই এই খুশীরও কম বেশী হয়। আগুনের এই পতঙ্গের মতো যারা বাবার প্রেমিক হয়, তারাই একমাত্র বাবার শ্রীমতে সম্পূর্ণ ভাবে চলে। আর যারা গরীব হয় তারাই নিয়মিত চার্ট লিখে বাবাকে জানায়। কিন্তু ধনী-সাহকারেরা তাতে ভয় পায় যে, তাদের টাকা-পয়সা সব বোধহয় এখানেই চলে যাবে। তাই সাহকারদের জন্য বাবার শ্রীমতে চলা খুবই মুশকিল। বাবা কিন্তু বলেন, আমি তো গরীবেরই ভগবান। দান-ধ্যানও কিন্তু সবসময় গরীবদের করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, সুদামার সম্বন্ধে এই ধরনের গল্পও আছে যে, একমুঠো চাল কৃষ্ণকে দিয়ে তার পরিবর্তে কৃষ্ণের থেকে বিশাল রাজমহল পেয়েছিল। তোমরা হলে এখন গরীব। কোনো গরীবের কাছে যদি ২৫ বা ৫০ টাকা থাকে, তার থেকে যদি সে ২০ বা ২৫ টাকাও মন থেকে এই ঈশ্বরীয় সেবাকাজে দেয়, আর সাহকার ব্যক্তির যদি ৫০,০০০ টাকাও দেয়, তাহলেও বাবার কাছে সবাই সমান। তাই তো এই বাবা হলেন গরীবের ভগবান। ধনী সাহকারেরা বলে যে বাবাকে স্মরণ করার মতন সময় নেই তাদের। কেননা তারা এই বাবার বিষয়ে পুরো মাত্রায় নিশ্চিত থাকে না। কিন্তু, তোমরা হলে প্রকৃত গরীব। তাই গরীবরা যদি ধন প্রাপ্ত করে তাতে তাদের খুবই খুশী হয়। বাবা তোমাদের বোঝান যে, এখানে এখন যারা গরীব থাকে, তারাই সত্যযুগে সাহকার হতে পারবে আর এখন এখানে যারা ধনী সাহকার হয়েও বাবাকে স্মরণ করে না, বাবার এই সেবার ঠিকমতো নিজের অর্থকে কাজে লাগায় না, তারা সেই নতুন দুনিয়ায় গিয়ে গরীব হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার বলে, আমরা এই যন্ত্রের খেলায় রাখবো না কি আমাদের আত্মীয় পরিজনদের খোঁজ-খবর রাখবো ? বাবা কিন্তু তাদেরকে বলেন যে, তোমরা তোমাদের আত্মীয় পরিজনদের খোঁজ-খবর অবশ্যই খুব ভালোভাবে রাখবে। আর এটাও খুবই ভালো যে, তোমরা এখন খুবই গরীব। যদি তোমরা ধনী সাহকার হতে- তাহলে তো আর বাবার থেকে তাঁর দেওয়া আশীর্বাদের বর্ষা বা সম্পত্তির অধিকার পুরোটা নিতে পারতে না। সন্ন্যাসীর কিন্তু এমন ধরনের

কথা বলে না। তারা তাদের ভক্তদের থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে নিজেদের আশ্রম বানাবার জন্য কত জায়গা কিনতে থাকে। কিন্তু শিববাবা কোনোভাবেই নিজের জন্য সে সব কিছুই নেন না। এখানে এইসব বাড়ি ঘর যা কিছু বানানো হয় -সবই তোমাদের বাচ্চাদের জন্য। এই জায়গা কারোরই নয়, এ সবই সাময়িক, বিনাশের সময়ে বাচ্চারা সকলেই এখানে এসেই থাকবে। এখানে থেকেই তোমাদের স্মরণের যাত্রা হতে থাকবে। তাই শেষকালে তোমরা এখানে এসেই বিশ্রাম নেবে। আর তারাই বাবার কাছে যেতে পারবে- যারা যোগযুক্ত স্থিতিতে থাকবে। বাবা তাদের অনেক সাহায্যও করবেন। তাই তারা নানাভাবে সাহায্যও পাবে। এখানে বসেই তোমরা এই বিনাশের লীলা দেখবে। যেমন শুরুতে বাবা তোমাদের অনেক আদর দিয়ে পালন করেছিলো, তেমনি শেষকালেও তোমরা বাবার থেকে সেই আদর-ভালোবাসা আর সেই পালনাও লাভ করবে। শিববাবা সেইসময় তোমাদের খুবই ভালবাসবেন। তোমাদের যেন মনে হবে, তোমরা বৈকুণ্ঠেই রয়েছো। এতই তোমরা বাবার কাছাকাছি যেতে থাকবে। তোমরা তো এটা বোঝো যে, তোমরা সর্বদাই স্মরণের যাত্রায় রয়েছো। আর কিছুকাল সময় পরেই এই বিনাশের কাজ শুরু হবে। তোমরা তখন অতি খুশীতেই থাকবে, কারণ তোমরা ভাবতে থাকবে যে, তোমরা এর পরেই রাজার জীবন পাবে। যেহেতু, এখানে অনেক ধরনের আত্মারূপী ফুল রয়েছে। তাই বাবার প্রত্যেক বাচ্চাকেই তোমাদেরকে বোঝাতে হবে যে বাবা তোমাদের এই জ্ঞানের সুগন্ধ কতখানি প্রদান করেছেন। বাবা কাদের এই জ্ঞান আর যোগের শিক্ষা দেন -যাদের অন্তর সর্বদা প্রফুল্ল থাকে। বাবা কিন্তু বুঝতে পারেন, কারা কি অবস্থায় রয়েছে। এই খুশীর অবস্থা কাদের বাড়তে থাকবে। তাদেরই এই অবস্থা চড়তে থাকবে যারা বাবার পরয়ানা অর্থাৎ প্রেমিক হয়ে গেছে। সতর্ক করে বাবা তোমাদের বোঝান যে, মায়ার ঝড় তো অনেকই আসবে, তার থেকে তোমাদেরকেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পরমপিতা-পরমাত্মা শিববাবা এসেই তোমাদের এখন এই রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন। পরমাত্মা স্বয়ং এসেই এখন আত্মাদেরকে সে সব বোঝাচ্ছেন। আত্মাদের এই জ্ঞান অবশ্যই আছে যে, আমরা আত্মারা আমাদের আত্মা ভাইদের এই কথা বোঝাচ্ছি। যেমনভাবে পরমাত্মা শিববাবা তাঁর সন্তান আমরা আত্মা-বাচ্চাদের এই কথা বুঝিয়েছেন। তোমরা হলে আত্মা। আর বাবা তোমাদের পাঠ শেখান, আবার তোমরা আত্মারা সেই পাঠ অন্য আত্মাদের বোঝাও। কিন্তু এই আত্মিক ভাব নিশ্চয় না হবার কারণে, নিজেদের তোমরা শরীর-ধারী মানুষ ভাবো এবং অন্যকেও শরীর-ধারী মানুষ ভেবেই বোঝাতে থাকো। আমি পরমাত্মা শিববাবা আত্মিক ভাবে কিন্তু তোমাদের আত্মাদের সঙ্গে কথা বলি। যেন তোমরাও আবার অন্য আত্মাদের বুঝিয়ে বলো। এইভাবে তোমরা যদি দেহী অভিমানী স্থিতিতে থেকে অন্য আত্মাদের বোঝাতে পারো, তাহলে সহজেই সেই তীর তাদের লাগবে। আর যদি নিজেরাই দেহী অভিমানী স্থিতিতে না থাকতে পারো, তাহলে অন্যকে সহজে ধারণা করাতে পারবে না। যেহেতু- এ খুবই উঁচু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তোমাদের বুদ্ধিতেও এই সব কথা নিশ্চয় ভাবে থাকা চাই যে, তোমরা শরীরের এই অঙ্গের সাহায্যে বাবার কথা শোনো। বাবা বলেন যে, আমি কেবল আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলি। তাই বাবার আদেশ তাঁর বাচ্চাদের প্রতি, বাচ্চারা - এবার সম্পূর্ণরূপে অশরীরী হও। দেহ-অভিমান ছেড়ে একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো, এই কথা তোমাদের কিন্তু বুদ্ধিতে অবশ্যই থাকা চাই। এই কথা ভাববে, আমরা আত্মারা অন্য আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলছি, কোনও শরীরের সঙ্গে মোটেই নয়। সে যদি কোনো মহিলাও হয়, তবুও কিন্তু তাদের আত্মার সঙ্গেই তোমরা কথা বলবে। তোমরা বাচ্চারা হয়ত ভাবো যে তোমরা তো বাবার (নিজের) হয়েই গেছো, বাস্তবে কিন্তু সম্পূর্ণটা তা নয়। এখানেও সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োগের প্রসঙ্গ আছে। আমি আত্মা, সেই আমি

আত্মা আর একজন আত্মাকে এই সব কথা বোঝাচ্ছি। এই আত্মাও আমারই ভাই, আমি একেও সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছি। এই আত্মা এই কথা বুঝতে পারছে, এইভাবে তোমরা যদি বোঝাতে পারো, তাহলে সহজেই অন্য আত্মাদের প্রতি ভীত লাগবে। দেহকে দেখে যদি বোঝাও তাহলে আত্মারা তা সহজে বুঝতে পারবে না। তাই প্রথমেই নিজেকে সতর্ক করো যে, আমি অন্য আত্মার সঙ্গে কথা বলছি। আত্মা তো কোনো পুরুষ বা মহিলা হয় না। আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক একটি শক্তি। পুরুষ বা মহিলা শরীরের হিসাবে তার নামকরণ করা হয়। যেমন ব্রহ্মা-সরস্বতীকে পুরুষ-মহিলা বলা হয়। শিববাবাকে কিন্তু পুরুষ বা মহিলা কিছুই বলা যায় না। তাই বাবা তোমাদের আত্মাদেরকে সে কথাই বুঝিয়ে বলেন। সামনে তোমাদের অনেক বড় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাবার শ্রীমতের সূত্র কিন্তু অত্যন্ত কঠোর। আত্মাকে জ্ঞানের ইঞ্জেকশন দিতে হবে, তবেই সে এই দেহ-অভিমান থেকে বের হতে পারবে। না হলে আত্মার প্রকৃত সুগন্ধের খোঁজ পাওয়া যাবে না এবং আত্মার শক্তিরও বিকাশ হবে না। এ খুবই অল্প কথার কথা। তোমরা কেবল আত্মার সঙ্গেই কথা বলো। বাবা বলেন যে তোমাদের (নিজের) ঘরে ফেরার সময় হয়েছে, তাই এখন তোমাদের দেহী-অভিমानी হতেই হবে। অর্থাৎ "মনমানাভব" = মন আমার সাথেই লাগাও। তখন সহজেই "মধ্যাজী-ভব" হতে পারবে। এখন তোমরা খুবই সূক্ষ্ম বুদ্ধি ধারণ করতে পারছো, যা বাবাই তোমাদের দিচ্ছেন। ভোর ভোর উঠে তোমাদের সেই বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। সারাদিনে তোমাদের বিভিন্ন কাজ তো করতেই হবে, কারণ তোমরাই হলে কর্মযোগী। এই কথাও লেখা হয় যে নিদ্রাকে জয় করার শক্তি অর্জন করো। রাত জেগে তোমরা বাবাকে স্মরণ করে বাবার সম্পত্তি অর্জন করো। কারণ দিনে তোমাদেরকে মায়া নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কিন্তু, অমৃতবেলায় বায়ুমণ্ডলের পরিবেশ খুবই স্বচ্ছ থাকে। বাবাকে তো তোমরা এই কথা লেখো না যে, আমরা এই সময় উঠে বিচার সাগর মন্বন করি। যদিও এটা খুবই পরিশ্রমের। যেহেতু তোমরা এই বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছো। এখন তো তোমরা পার্থিব সম্পত্তির মালিক। জল নিয়েও তো এই পৃথিবীতে কতো ঝগড়া চলে। একের সাথে অন্যের শত্রুতাও লেগে থাকে। নিজেদের মধ্যে একে অপরকে ভাই বলে ভাবতেই পারে না। শুধু বলার জন্যই এই কথা বলে যে, আমরা সবাই এক। কিন্তু এক তো আর হয় না। কারণ এই পৃথিবীতে অনেক প্রকারের আত্মা আছে, তাদের পার্টও বিভিন্ন ধরনের। যেমন তোমরা এখন এখানে বসে আছো। আগের কল্পেও কিন্তু এভাবেই এখানেই ছিলো। এই অবিনাশী নাটকের নিয়ম অনুসারেই। ওনার ইচ্ছায় গাছের একটি পাতাও দুলতে থাকে। তবে এমন নয় যে পরমাত্মাই প্রতিটি গাছের পাতা নাড়ায়। এইসব কথা নিজেরা প্রথমে বুঝে, তবেই অন্যদেরকে বোঝাও। প্রত্যেকেই যেন বুঝতে পারে যে, আমরা বাবার পরমানা হয়েছি এবং বাবার শ্রীমতের অনুসারেই চলছি। অ-প্রয়োজনীয় কথা তো আমরা বলি না ! আমরা আমাদের টাকা পয়সা তো পাপের পথে লাগাচ্ছি না ? আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- ১) নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে অন্য আত্মাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে যদি তোমরা নিজেরা এই জ্ঞানের কথা শোনো এবং অন্যদেরকে তা শোনাও তাহলে তোমাদের ধারণাও খুবই ভালো হবে।
- ২) তোমাদের নিদ্রা-জয়ী হতে হবে, রাত জেগে ঈশ্বরীয় কামাই করতে হবে। সর্বদাই বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। অ-প্রয়োজনীয় কথা বলে নিজের অমূল্য সময়কে কোনোভাবেই নষ্ট করবে না।

বরদান :- সাকার বাবার মতো নিজের সব কর্মকে স্মরণীয় বানিয়ে आधारমূর্ত এবং উদ্ধারমূর্ত হও (ভব)।

যেমন সাকার ব্রহ্মাবাবা তাঁর প্রত্যেকটি কর্মকে স্মরণীয় বানিয়েছিলেন, তেমনি তোমাদেরকেও প্রত্যেকটি কর্ম তখনই স্মরণীয় হবে যখন তোমরা নিজেকে आधारমূর্ত এবং উদ্ধারমূর্ত মনে করে চলতে পারবে। যারা নিজেকে এই বিশ্ব-পরিবর্তনের आधारমূর্ত মনে করতে পারে, তাদের প্রত্যেকটি কর্মই উচ্চমার্গের হয়, এবং যখন তোমাদের বৃত্তি এবং দৃষ্টিতে সকলের জন্য কল্যাণের ভাবনা নিহিত থাকে, সাথে সাথেই তখন প্রত্যেকটি কর্মও শ্রেষ্ঠ হতে থাকে। আর এই শ্রেষ্ঠ কর্মেরই স্মরণ হতে থাকে।

স্লোগান :- সত্যতার শক্তিকে ধারণ করার জন্য সহনশীল হও।

" মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হচ্ছ রুহানি পান্ডা , তোমাদের গৃহস্থঘরের ব্যবহারে থেকে ফুল সমান হয়ে স্মরণের যাত্রা করতে হবে আর করাতেও হবে "

প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদের কিরকম শৃঙ্গার করান ? আর কি ধরনের শৃঙ্গার করতে নিষেধ করেন?

উত্তর :- বাবা বাচ্চাদের বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা - আমি তোমাদের রুহানি শৃঙ্গার করতে এসেছি, তোমার কখনও শরীরের শৃঙ্গার কোরোনা । তোমরা যোগী ভিত্তারী , তোমাদের সাজ পোশাকের আকর্ষণ থাকা উচিত নয় । দুনিয়া খুব খারাপ এইজন্য একটুও শরীরকে সাজিও না ।

গীত :- অবশেষে সেই দিন এসেই গেল আজ . . .

ওম্ শান্তি । বেহদের বাবা বসে বেহদের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । বেহদ অর্থাৎ অসীমের মানেই হলো যার কোনও সীমা নেই । কত অগণিত বাচ্চা রয়েছে যাদের একজনই বাবা , যিনি সকলের রচয়িতা । ওরা সব হদের বাবা আর ইঁনি বেহদের আত্মাদের বাবা । ওরা হদের শরীরের বাবা , কিন্তু ইঁনি বেহদের সকল আত্মাদের এক এবং একমাত্র বাবা । যাঁকে ভক্তিমার্গে সব আত্মারা স্মরণ করে । তোমরা বাচ্চারা জানো ভক্তি মার্গ যেমন আছে সঙ্গে সঙ্গে রাবণ রাজ্যও আছে । এখন মানুষ কাতর হয়ে বলছে যে , আমাদের রাবণ রাজ্য থেকে রামরাজ্যে নিয়ে চলো অর্থাৎ বিকারী পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো । বাবা বোঝাচ্ছেন যে , ভারতে যে দেবী -দেবতারা ছিল তারা এখন নেই । ওরা কে ছিল তাও তোমরা জেনে গেছ - আমরাই সত্যযুগীয় সূর্য্যবংশী ঘরানার মালিক ছিলাম । রাজা -রানীই তো হতে তাই -না ! তোমাদের বাচ্চাদের এখন স্মৃতি এসে গেছে । বাবা এসেছেন আমাদের বাচ্চাদের রাজ্য ভাগ্যের অধিকার দিতে , বিশ্বের মালিক বানাতে । বাবা বলেন -এখন সবাই ভক্তি মার্গে , ভক্তি মার্গকেই রাবণ রাজ্য বলা হয়ে থাকে । জ্ঞান মার্গের কথা একমাত্র বাবাই তোমাদের -বাচ্চাদের শেখানা বেহদের বাবাকে সবাই ভক্তি মার্গে স্মরণ করে । এখন তোমরা জ্ঞানলব্ধ যোগের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য বিশ্বের মালিকানা পাও । তারপর তোমরা অর্ধেক কল্প আমাকে আর ডাকবেই না । হায় রাম . . . হায় প্রভু বলার দরকারই থাকবেনা । হায় রাম সবাই দুঃখেই বলে কিন্তু ওখানে তো তোমাদের কোনও দুঃখই থাকবেনা । এখন তোমরা জেনেছ এই খেলা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ড্রামাতে তৈরি হয়ে আছে । অর্ধ কল্প জ্ঞানের দিন আর অর্ধকল্প ভক্তির রাত অর্থাৎ অর্ধ কল্প জ্ঞান লব্ধ প্রারব্ধ সুখ ভোগ করো আর বাকি অর্ধ কল্প বিকারী দুনিয়ায় থেকে পতিত হয়ে যাও । ভক্তি আমাদের ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিয়ে আনে । তোমাদের -বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সিঁড়ির জ্ঞান অবশ্যই থাকা উচিত । বাবা বোঝাতে থাকেন এই চক্র ৮৪ জন্মের , চক্রের আদি -মধ্য -অন্তের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে জানলে তুমি চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে । এইজন্য বাবা চিত্র বানাচ্ছেন যাতে প্রমাণ হয়ে যাবে এই চক্র কে জেনেই আমরা ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি । এখন তোমরা সংখ্যায় অনেক হয়েছ , বিশাল রুহানি সেনায় পরিণত হয়েছ । তোমরা সবাই পান্ডা বাবাও পান্ডা তবে ইনি হলেন গাইড অর্থাৎ পথ -নির্দেশক । পান্ডা , শুভ শব্দ । বিভিন্ন ভ্রমণ যাত্রায় পান্ডারা নিয়ে যায় । যাত্রীরা তাদের গন্তব্যে পৌঁছলে একজন গাইড তাদের

সব দ্রষ্টব্য দেখিয়ে দেয়। তীর্থ যাত্রাতেও পান্ডারা নিয়ে যায়। বাবা বলেন - তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে তীর্থ যাত্রা করছ। অমরনাথে তীর্থ করতে যাও, পরিক্রমা করো। ওখানে যাওয়ার সময় শুধু ওখানের কথাই মনে থাকে। ঘর - সংসার, ব্যবসা, বৈষয়িক কাজকর্ম সব দূরে সরে যায়। এখানে স্মরণের যাত্রায় তোমাদের শেখানো হয় গৃহস্থ সংসারে থেকে বৈষয়িক কাজকর্ম করে গুপ্তভাবে স্মরণের যাত্রায় চলতে থাকা। কত ভালো এই পথ। যত বড় কাজ - কারবার করতে ইচ্ছে করো, কেউ বারণও করবেনা। কিন্তু নিজের রাজ্য অধিকার সম্পর্কেও সতর্ক থাকো। জনক রাজ্যও মূহুর্তের মধ্যে জীবন মুক্তি পেয়েছিল। তোমাদের কোনও বাইরের তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি করার দরকার নেই। নিজের ঘর - সংসারের সম্পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে। যারা ভালো, সচেতন বাচ্চা তারা বোঝে যে আমাদের ঘর গৃহস্থলির মধ্যে থেকেই কমল ফুল সমান হয়ে থাকতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কখনও বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। কুমার কুমারীরা তো সন্ন্যাসীদের মতো, তাদের কোনও বিকার নেই, পাঁচ বিকার থেকে দূরে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমাদের শৃঙ্গার একরকম আর ওদের শৃঙ্গার আরেকরকম। ওদের হলো তমোপ্রধান শৃঙ্গার আর তোমাদের শৃঙ্গার সতোপ্রধান, যার মাধ্যমে অর্থাৎ জ্ঞানরঞ্জে সজ্জিত হয়ে সূর্য্যবংশীয় রাজত্বের অধিকারী হও। বাবা তোমাদের বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন - তমোপ্রধান শরীরের সাজসজ্জা একদম কোরো না। দুনিয়া একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে ফ্যাশনে মজে থেকো না। এই সময় ফ্যাশনদুরন্ত হয়ে সুন্দর হওয়া ঠিক নয়। কালো হলে তো ভালোই কোনও বিকৃত রুচির মুখোমুখি হতে হবে না। সুন্দর চেহারার প্রতি আকৃষ্ট হলে তার ছাপই মনে ঘুরপাক খেতে থাকবে। কৃষ্ণকেও শ্যামবর্ণ দেখানো হয়েছে আর তোমরা, গৌরবর্ণ হবে শিববাবার থেকে তাঁর জ্ঞান আর গুণের আলোয়। ওরা পাউডার ইত্যাদি মেখে উজ্জ্বল হয়, ফ্যাশন তো এমন করে সে কথা বলা যায় না। ব্যবসায়ীরাও (বিত্তবানরা/সাহকারেরা) সত্যকে নাশ করে অসত্যের মোড়কে তাদের পণ্য সাজায়। এইজন্য গরীব হওয়াই ভালো, প্রলোভনের ফাঁদে পড়েনা। গ্রামে গিয়ে গরীবদের কল্যাণ করতে হবে কিন্তু আওয়াজ তোলার জন্য একজন বিখ্যাত লোক থাকা চাই। তোমরা সকলেই গরীব কোনও সাহকার তো নও। তোমরাই দেখো নিজেরা কত সাধারণ হয়ে বসে আছ। মুম্বইতে ফ্যাশনের ছড়াছড়ি। বাবার সাথে দেখা করতে এলে বলি - তোমরা শরীরের শৃঙ্গার করেছ, এসো, তোমাদের জ্ঞান - শৃঙ্গার করিয়ে দিই, যাতে তোমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের পরি হয়ে উঠতে পার। সদা সুখী হয়ে থাকবে, না কখনও কাঁদতে হবে না কখনও দুঃখ হবে। এখন শরীরের এই সাজসজ্জা তুমি ছেড়ে দাও, তোমাকে আমি জ্ঞান রঞ্জে সুন্দর করে সুসজ্জিত করে তুলব। যদি আমার মতে চলো তবে পাটরানি বানিয়ে রাখব, এটা তো কত ভালো তাই - না। তোমাদের সব ভারতবাসীদের এই তমোপ্রধান আসুরিক দুনিয়া নরক থেকে সরিয়ে স্বর্গের মহারানী করে গড়ে তুলি। তোমরা বাচ্চারা বুঝতেই পারছ যে আজ আমরা সাদা পোশাকে আছি, এরপরের জন্মে স্বর্গে সোনার চামচে করে দুধ পান করব। এটা তো এখন ছি-ছি দুনিয়া, স্বর্গ তো স্বর্গের মতোই সুন্দর। এখানে তোমরা ভারতবাসী সবাই ভিখারী। ভিখারী থেকে রাজকুমার হয়ে ওঠার গায়ন আছে। এই ভারতেই আবার জন্ম নেবে বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলেন, রাত আর দিনের তফাত। মহান গরীব যাদের খাবার কিছু থাকেনা, তাদেরই দান দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতই সেই মহান গরীব, বাবা যেখানে বিশ্বের মালিকানা দান দেন। যুক্তি - বিচার দ্বারা কেউ বোঝেনা যে এই সময় সবাই তমোপ্রধান। দিন দিন আরও নীচের সিঁড়িতে নেমে আসছে। এখন কেউই সিঁড়ি চড়তে পারবে না। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা তারপর আবার ১২ কলা . . . এইভাবে সিঁড়ি বেয়ে নেমেই আসছে

এই লক্ষ্মী -নারায়ণও প্রথমে ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলেন পরে ১৪ কলায় নেমে আসেন ...এও যথার্থভাবে স্মরণ করতে হবে । নীচের সিঁড়িতে নামতে নামতে একেবারে পতিত হয়ে গেছে । তাহলে স্বর্গের মালিক কে বানিয়েছেন ? বিশ্ব-নাটকের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট হওয়ার কথা সবাই বলে কিন্তু বর্তমানে কি ধরনের হিস্ট্রি রিপোর্ট হবে এটা কেউ জানেনা । শান্ত্রে সত্যযুগের আয়ু লাখ -কোটি বছর লিখে দেয় । সত্যযুগ কবে আসবে জিস্টেস করলে বলে ৪০ হাজার বছর এখনও বাকি আছে । তোমরা প্রমাণ দিয়ে বলে দাও , কল্পের আয়ুই ৫ হাজার বছরের । ওরা আবার শুধু সত্যযুগকেই এক লাখ বছরের বানিয়ে দেয় । ঘোর কলি ..তাই তো মানুষ মানতে চায়না ভগবান এসে গেছেন । ওরা এটাই বুঝতে চায় যে যখন কলির অন্ত হবে ভগবান তখনই আসবেন । তোমরা বাচ্চারা এখন সব বুঝতে পারো , বিনাশসামনে দাঁড়িয়ে । বাচ্চাদের বোঝানো হয়ে থাকে বিনাশের আগে বাবার থেকে যোগলব্ধ স্বর্গ রাজ্যের অধিকার নিয়ে নাও , কিন্তু সব কুস্কর্ণের মতো ঘুমিয়ে রয়েছে । বেচারারা হয় হয় করতে করতেই শেষ হয়ে যাবে । আর তোমাদের জয়জয়কার হবে । একবার বাবার হয়ে গেলে আর পতিত হওয়া সম্ভব হয় না । ওরা ভাবে স্ত্রী -পুরুষ একসাথে থাকলে পবিত্র থাকা সম্ভব নয় এইজন্য হাঙ্গামা করে - এখানে স্ত্রী -পুরুষ সকলকে ভাই- বোন বানিয়ে দেওয়া হয় । এসব তো কোথাও লেখা নেই । বলে , জানা নেই এখানে কি জাদু আছে , তুমি ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে গেলে ওঁরা তোমাকে ওখানে বেঁধে রাখবে । এরকম নানাভাবে ভুল - ভ্রান্তি ছড়াতে থাকে । এই সবকিছুই ড্রামাতে সাজানো আছে । ড্রামাতে যার যে সময়ে পার্ট আছে সে সেসময়ে এসে নিজস্ব ভূমিকা পালন করবে , এতে ভয় পাওয়ার মতো কোনও কথা নেই । শিববাবা তো জ্ঞানের সাগর , পতিত -পাবন সবার সদগতি দাতা । ব্রহ্মা দ্বারা পতিতকে পবিত্র বানান । এই শব্দগুলো বড় বড় অক্ষরে লিখতে হবে যাতে যে-ই আসবে তার চোখে পড়ে । পবিত্রতাই বিভিন্ন ভাবে বারে বারে বিদ্রিত হয় । যারা বিপরীত বুদ্ধির তারা বিনাশকালে হয় হয় করে । তোমরা হচ্ছে সত্য বাবার সত্য সন্তান । নরকের বিনাশ ছাড়া স্বর্গের স্থাপনা কিভাবে হবে ! তোমরা বলবে এটা মহাভারতের লড়াই , যুদ্ধে অধর্ম অর্থাৎ তমোপ্রধান দুনিয়ার বিনাশ হয়ে স্বর্গের দ্বার খুলে যাবে । মনুষ্য এসব কিছু বোঝেনা । তোমরা তোমাদের বুদ্ধি দিয়ে দৈবী স্বরাজ্যের সুখানুভূতি উপলব্ধি করতে পারছ । আর ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করছে । ওরাও মনুষ্য তোমরাও মনুষ্য , কিন্তু ওরা আসুরিক সম্প্রদায় আর তোমরা দৈবী সম্প্রদায় । বাবা যখন তোমাদের সামনে বসে বোঝান তোমাদের মন তখন আনন্দে ভরে থাকে । অনেকবার তোমরা এই রাজধানী নিয়েছ যেমন এখন নিচ্ছ । ওরা নিজেদের মধ্যে দুই বিড়ালের মতো ঝগড়া করে । তোমরা সারা বিশ্বের বাদশাহীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্ত করো । তোমরা এখানে আসই বিশ্বের মালিক হতে । তোমরা জানো যে , আমরা বাবার সাথে যোগ লাগিয়ে কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে যাব । ওরা নিজেরা লড়াই করবে , আমরা বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করব । এটা খুবই সধারণ কথা । ওই বাহুবলীরা বিশ্বের রাজত্ব নিতে পারবেনা । তোমরাই যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হবে । তোমাদের তো অহিংসাই পরম দৈবী ধর্ম । ওখানে কোনও হিংসা থাকেই না । কাম-বিকারের হিংসা সবচেয়ে খারাপ যা তোমাদের আদি -মধ্য -অন্ত পর্যন্ত দুঃখ দেয় । রাবন রাজ্য কবে হয় তা কারোরই জানা নেই । এখন ডাকছে - এসে আমাদের পবিত্র বানাও , তাহলে তো অবশ্যই কখনও পবিত্র ছিলে । ভারতের বাচ্চরাই বলে - দুঃখ থেকে মুক্ত করো , শান্তিধাম নিয়ে চলো , দুঃখ দূর করে সুখ দাও । কৃষ্ণকে হরি নামেও ডাকে , বলে- বাবা হরির দ্বারে নিয়ে চলো । হরির দ্বার কৃষ্ণপুরী । এই হলো কংসপুরী । এই কংসপুরী বাবার পছন্দ নয় । মায়া মাদারির খেলা (ভোজবাজি)দেখায় । তোমরা তো জানোই রাবণের রাজ্য দ্বাপর থেকে শুরু হয় । দেবতারা

যাঁরা পবিত্র ছিলেন তাঁদেরও পতন শুরু হয় , এর নিদর্শন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গায়ে । এই দুনিয়ায় চতুর্দিকে খারাপ জিনিসের ছড়াছড়ি । এখন তো আমরা সেসব গালগল্প থেকে দূরে পরিস্থানে চলে যাই । এতে বিশাল বুদ্ধি আর মনের প্রবল শক্তি চাই । বাবা বলেন - বাচ্চারা কোনও দেহধারীতে মোহ-বন্ধন রেখোনা । যদি কোথাও মোহ-বন্ধন হয় তবে একেবারে ধ্বসে যাবে । এখানে তো মোহ-বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্তান পেয়েছ - মা মারা গেলে হালুয়া খাওয়ার মতো মন তৈরি করতে হয় . . . । বাবা সামনে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন যদি কাল তোমার কেউ মারা যায় তবে কাঁদবে না তো । চোখে জল এলো মানে তুমি ফেল হয়ে গেলে । এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেবে এর মধ্যে কাল্লার কি আছে ! একথা কেউ শুনলে বলবে মুখ খুলবে তো ভালো কথাই বলো । ভালোই বলা হচ্ছে - সত্যযুগে কাল্লার কোন ব্যাপারই নেই , তোমাদের এই জীবন সত্যযুগিয় দেবী দেবতার থেকেও উচ্চ । তুমিই সবাইকে কাল্লা থেকে বাঁচাবে ,তবে তুমি কি করে কাঁদতে পার । আমি প্রভুরও প্রভুকে পেয়েছি যিনি আমাকে স্বর্গে নিয়ে যান । তাহলে যে নরকে নিয়ে যায় তার জন্য কাল্লা কেন আসবে ! বাবা কত মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনান , স্বর্গের রাজস্ব নেওয়ার জন্য । এই সময় ভারতে অকল্যাণ ছেয়ে আছে , বাবা এসে কল্যাণ করেন । ভারতকে মগধ দেশ বলা হয় । সিঙ্কুদের মতো ফ্যাশন -দূরস্ত কেউ হয়না , বিলেত থেকে ফ্যাশন শিখে আসে । নানারকমের চুল বাঁধার জন্য আজকাল মেয়েরা কত খরচা করে । ওদের বলা হয় নরকের পরী । বাবা তোমাদের স্বর্গের পরী বানিয়ে দেন । ওরা বলে আমাদের জন্য এটাই স্বর্গ , এখানের সুখ তো নিয়ে নিই । কাল কি হবে- আমি তার কি জানি । এরকম বিচারধারায় বিশ্বাসী অনেকে আসে । আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি সিকিলধে/হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা , বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাতা রুহানি বাবার (পরমাত্মা) রুহানি বাচ্চাদের (আত্মা) নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) সত্যকার রুহানি বাচ্চা হয়ে সকলকে ঘরের রাস্তা দেখাতে হবে । শরীর নির্বাহ করার জন্য অর্থ উপার্জন হেতু কাজ কারবার করতে করতে স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে । কার্য্য-ব্যবহারে থেকে বিরক্ত হওয়া ঠিক নয় ।

২) স্তান-শৃঙ্গার করে নিজেকে স্বর্গের পরী বানাতে হবে । এই তমোপ্রধান দুনিয়ায় শরীরের শৃঙ্গার কোরোনা । কলিযুগের ফ্যাশন ছেড়ে স্তান শৃঙ্গারে সজ্জিত হও ।

বরদান :- ত্যাগ , তপস্যা দ্বারা সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করে সর্ব -কল্যাণকারী ভব (হও) !

যেরকম স্থূল অগ্নি দূর থেকে নিজের অনুভব করায় ঠিক .সেরকমই তোমার ত্যাগ আর তপস্যার ঝলক দূর থেকে সবাইকে আকর্ষিত করুক । সেবাস্বার্থী হওয়ার সাথে সাথে ত্যাগী , তপস্যামূর্ত হও তবেই সেবার প্রত্যক্ষ ফল দেখা যাবে । ত্যাগী অর্থাৎ কোনও পুরনো সঙ্কল্প বা সংস্কার মনে থাকবে না । তপস্বী অর্থাৎ বুদ্ধির স্মৃতি বা দৃষ্টিতে আত্মিক স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ না পায় । যে সঙ্কল্প মনে আসবে তাতে সব আত্মার কল্যাণ সমাহিত থাকুক তবেই বলা যাবে সবার কল্যাণকারী ।

স্লোগান :- দেহ ভানের উর্ধ্বে যাওয়ার জন্য চিত্র(শরীর) না দেখে চেননযুক্ত চরিত্রকে দেখ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- এই সারা বিশ্ব হল ঈশ্বরীয় পরিবার, সেইজন্য গায় তুমিই হলে মাতা-পিতা, আর আমরা তোমার বালক(সন্তান), তোমরা এখন বাস্তুবে ঈশ্বরীয় পরিবারের হয়েছো"

প্রশ্ন:- বাবার থেকে ২১ জন্মের পুরো বর্ষা নেওয়ার সহজ বিধি কি ?

উত্তর:- সঙ্গমে শিববাবাকে নিজের অংশীদার বানাও । তন ,মন, ধনের দ্বারা সমর্পিত হও তবে ২১ জন্মের জন্য পুরো বর্ষা প্রাপ্ত হবে । বাবা বলেন যে বাচ্চারা সঙ্গমে নিজের পুরানো সবকিছু বিমা(সমর্পণ) করে, তাদেরকে আমি ফেরতে ২১ জন্ম পর্যন্ত দিই ।

গীত:- নয়ন হীনকে রাস্তা দেখাও প্রভু.....

ওমশান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে । এটা ভক্ত ভগবানকে ডাকছে । ভগবানকে পুরো না জানার কারণে মানুষ কত দুঃখে আছে। ভক্তিমার্গে কত বুদ্ধি খরচা করতে থাকে । খালি এই জীবনের কথা নয়। যখন থেকে ভক্তি শুরু হয়েছে তখন থেকে ধাক্কা খেতে থাকে । ভারতেই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, যাকে স্বর্গ সংখ্যও বলা হত । এখন ভারত অসংখ্য হয়েছো। ভারতের মহীমা খুব মহান কারণ ভারত হল পরমপিতা পরমাত্মার জন্মস্থান । ওঁনার আসল নাম শিব । শিব জয়ন্তী পালন করা হয় । রুদ্র বা সোমনাথ জয়ন্তী বলা হয় না। শিবজয়ন্তী বা শিবরাত্রি বলা হয় । স্বর্গের স্থাপনকারী হলেন একজনই, তিনি হলেন হেভেনলি গড ফাদার । এখন সব ভক্তের ভগবান তো অবশ্যই এক হওয়া প্রয়োজন । সকলে এখন হল নয়নহীন অর্থাৎ জ্ঞানের চক্ষু বা দিব্য অন্তর নেই। ভগবানউবাচ- আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, শ্রীমৎ ভগবত গিতা হল মুখ্য । শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত । এখন তোমাদের বুদ্ধিমান বানানো হচ্ছে । দিব্য চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানের তৃতীও নেত্র দেখানো হয় । বাস্তুবে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই মেলে যাতে তোমরা বাবাকে আর বাবার রচনার আদি, মধ্য, অন্তকে জেনে যাও । এই সময় সবার মধ্যে দেহ অহংকার বা ৫ বিকার আছে এইজন্য ঘোর অন্ধকারে আছে । তোমাদের

বাচ্চাদের কাছে এখন প্রকাশ(আলো) রয়েছে । তোমাদের আত্মা সারা বিশ্বের ইতিহাস ভূগোলকে জেনে গেছে । আগে তোমরা সবাই অজ্ঞানেতে ছিলে । জ্ঞান অঞ্জন সংগুরু দিয়েছেন যার দ্বারা অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ হয় । যারা পূজ্য ছিলেন তারাই পূজারী হয়েছে । পূজ্য আছে প্রকাশে । পূজারী আছে অন্ধকারে । পরমাত্মাকে নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারী বলা যায় না। উনি তো হলেনই পরম পূজ্য। সবাইকে পূজ্য বানান। ওনাকে বলা হয় পরম পূজ্য। পরমপিতা পরম আত্মা মানে পরমাত্মা। কৃষ্ণকে থোড়াই এরকম বলবে। ওনাকে সবাই গড ফাদার বলবে না। নিরাকার ভগবানকেই সবাই গড ফাদার বলবে। উনিও হলেন আত্মা কিন্তু পরম তো তাই ওনাকে পরমআত্মা বলা হয়। উনি হলেন পরমাত্মা সদা পরমধামবাসী। ইংরাজিতে ওঁনাকে সুপ্রীম সোল বলা হয়ে থাকে। বাবা বলেন- তোমরা গাও-ও আত্মা পরমাত্মা আলাদা ছিল অনেক কাল। এরকম নয় যে পরমাত্মা, পরমাত্মা থেকে আলাদা ছিল অনেক সময়...। না, এটা হল প্রথম নশ্বরের অজ্ঞানতা- যে আত্মা, সে-ই পরমাত্মা, যিনি পরমাত্মা তিনিই আত্মা বলা। আত্মা তো জন্ম মৃত্যুতে আসে। পরমাত্মা থোড়াই পুনর্জন্মেতে আসেন। বাবা বসে বোঝান-তোমরা ভারতবাসীরা স্বর্গবাসী পূজ্য ছিলে। মানবধর্মের পূজ্য সব দেবী-দেবতারা ছিলেন। এই সব ঈশ্বরীও পরিবার আছে। ঈশ্বর হলেন রচয়িতা । গাওয়া হয়ে

থাকে-তোমরা মাতাপিতা আমরা তোমাদের বালক...তো পরিবার হয়ে গেল তো।আচ্ছা তাহলে এটাতো বলো তোমরা মাতা-পিতা কাকে বলো? এটা কে বলে? আত্মা বলে তুমি মাতা-পিতা...তোমার কৃপাতে আমাদের স্বর্গতে গহন সুখ আমাদের স্বর্গতে প্রাপ্তি হয়েছিল। তোমরা মাতা-পিতা এসে স্বর্গের স্থাপনা করো।তো আমরা হলাম তোমাদের সন্তান হই।বাবা বলেন-আমি সঙ্গমেতেই এসে রাজযোগ শেখাই,নতুন দুনিয়ার জন্য।মনুষ্যের বুদ্ধি একদমই ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।স্বর্গকে নরক মনে করে।বলে ওখানেও কংস, জরাসন্ধি, হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি ছিল।বাবা এসে বোঝান-তোমরা কি ভুলে গেছ- আমার শিবজয়ন্তী তো তোমরা ভারতেই পালন করো। গাওয়াও হয়- শিবরাত্রি। কোন রাত্রি? এটা হল ব্রহ্মার বেহদের রাত্রি।বাবা সঙ্গমে এসে রাত্রি থেকে দিন অর্থাৎ নরক থেকে স্বর্গ বানান। শিবরাত্রিরের অর্থও কারো জানা নেই।ভগবান হলেন নিরাকার। মানুষের তো জন্ম থেকে জন্ম শরীরের নাম বদলায়।পরমাত্মা বলেন আমার কোনো শরীরের নাম নেই। আমার নামই হল শিব। আমি কেবল বৃদ্ধ বাণপ্রস্থ দেহের আধার নিই। ইনি(ব্রহ্মা)পূজ্য ছিলেন এখন পূজারী হয়েছেন। শিববাবা এসে স্বর্গের রচনা করেন ,আমরা ওনার সন্তান তো নিশ্চয় আমাদের স্বর্গের মালিক হওয়া উচিত। শিববাবা হলেন উচ্চ থেকে উচ্চ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের নিজের- নিজের পার্ট রয়েছে। প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই নিজের সুখ-দুঃখের পার্ট ভরা আছে। তোমরা জানো আমরা শিববাবার উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম। শিববাবাই স্বর্গবাসী বানিয়েছিলেন, তাই ওঁনাকে সবাই স্মরণ করে- ও ভগবান দয়া করো। সাধুও সাধনা করে, কারণ এখানে দুঃখ থাকার কারণে নির্বাণধামে যেতে চায়।আত্মা, পরমাত্মাতে লীন হয়ে যায় বা যে আত্মা সে-ই পরমাত্মা- এটা বোঝা ভুল। এখন তোমরা বলো আমরা আত্মারা পরমধামবাসী আবার দেবতা কুলে আসব তারপর ৮৪ জন্ম নেব। আমরা আত্মারা বর্ণতে আসি। শিববাবা জন্ম মৃত্যুতে আসেন না। কেবল নারায়ণের রাজবংশ ছিল। যেরকম খ্রিস্টান ঘরানায় এডওয়ার্ডই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় চলে। সেরকম ওখানেও লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এরকম ৮ রাজবংশ চলে।এখন তোমাদের ব্রাহ্মণদের তৃতীয় চক্ষু উন্মোচিত হয়েছে। বাবা বসে আত্মাদের সাথে কথা বলেন।তোমরা এরকম ৮৪-র চক্র লাগিয়ে এত- এত জন্ম নিয়ে এসেছ। বর্ণেরও একটা চিত্র বানায় যেখানে দেবতা, ঋগ্বেদ, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ বানায়। এখন তোমরা জানো আমরা হলাম সেই উচ্চ ব্রাহ্মণ। এই সময় বাস্তবে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান।এই সহজ রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা আমাদের গহন সুখের প্রাপ্তি হয়। কেউ তো সূর্যবংশী রাজধানীর বর্সা নেয়, কেউ চন্দ্রবংশীর। সারা রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। প্রত্যেকে নিজের পুরুষার্থের দ্বারা ঐ পদ পাবে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে পড়তে,পড়তে যদি আমার শরীর ত্যাগ হয় তাহলে কি পদ পাবে? তো বাবা তা বলতে পারেন।যোগের দ্বারাই আয়ু বাড়ে,বিকর্ম বিনাশ হয় আর কোন উপায় পতিত থেকে পাবন হবার নেই।পতিত-পাবন বলতেই ভগবান স্মরণে আসেন।কিন্তু ভগবান কে আছেন? এটা জানে না।বাবা বলেন-আমি আসিই ভারতে।এটা আমার জন্ম স্থান আছে। সোমনাথের মন্দির কত বিশাল আছে-এটা বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। ভক্তিমাগে আবার স্মৃতিস্মৃষ্ট হতে শুরু হয়। যখন পূজারী হয় তো তখন প্রথমে,প্রথমে সোমনাথের মন্দির বানায়।ভারত তো সত্যযুগ ত্রেতাতে অনেক ধনী ছিল। মন্দিরেতেও প্রচুর ধন ছিল।ভারত হীরে তুল্য ছিল।এখন তো ভারত কাঙ্গাল কড়ি তুল্য আছে।আবার বাপ এসে ভারত কে হীরে তুল্য বানান।কাউকেও জিজ্ঞাসা করো- রচয়িতা কে? বলবে পরমআত্মা।উনি কোথায় আছেন?উনি তো সর্বব্যাপী আছেন।বাপ বলেন-এই সারা ঝাড় এখন জর্জরীভূত(ফাঁপা) হয়ে গেছে।নিজেকে দেখতে হয় আমি কি এমন যোগ্য হয়েছি যে বাবা মা-এর সিংহাসনে বসতে পারি। এটা তো হলই পতিত দুনিয়া। পবিত্রতা হল মুখ্য। এখন তো না স্বাস্থ্য, না

সম্পদ, না খুশী আছে। এটা হোল মরুভূমির জলের মত(মৃগতৃষ্ণা সমান)রাজ্য। এর উপরও দুর্ঘোষনের কাহিনী শান্ত্রে রয়েছে।দুর্ঘোষন বিকারিকে বলা হয়।দ্রৌপদিরা বলেন আমাদের লাজ রক্ষা করো। সবাই এখন দ্রৌপদি তাই না! এই স্ত্রীরাই হল স্বর্গের দ্বার । বাবা কত ভালোভাবে - বোঝান। যার বুদ্ধিযোগ পুরোপুরি লেগে থাকবে তো ধারণাও হবে।জ্ঞান ব্রহ্মচর্যতেই হয়। বাবা বলেন-গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল পুষ্পের মত থাকতে হবে। দুদিকে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে। মরতেও অবশ্যই হবে। মরবার সময় মানুষকে মন্ত্র দেয়। বাবা বলেন তোমরা সবাই মরবে।আমি কালের কাল সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তো খুশী হওয়া দরকার তো। তারপর যে ভালো করে পড়বে সে স্বর্গের মালিক হবে।না পড়লে প্রজার পদ পাবে।এখানে তুমি এসেছ রাজ্যপদ পেতে। এটা হল পড়া, এতে অন্ধশ্রদ্ধার তো কোনো কথাই নেই। এই পড়া হল রাজপদ পাওয়ার জন্য। যেসকল পড়ার লক্ষ্য থাকে- ব্যারিস্টার হবে, তো যোগ নিশ্চয়ই যিনি পড়াবেন সেই শিক্ষকের সাথে রাখতে হবে। এখানে তোমাদের ভগবান পড়ান তো ওনার সাথে যোগ লাগাতে হবে।বাবা বলেন-আমি পরমধাম ,অনেক দূর থেকে আসি।পরমধাম কত উঁচুতে আছে। সূক্ষ্মবতন থেকেও উঁচুতে। ওখান থেকে আসতে আমার সেকেন্ড মাত্র লাগে। ওনার থেকে তীক্ষ্ণ আর কিছু হতে পারে না। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দিই। জনকের(রাজা) উদাহরণ আছে তো। এখন তো হল নরক, পুরনো দুনিয়া । নতুন দুনিয়া স্বর্গকে বলা হয়। বাবা নরকের বিনাশ করিয়ে স্বর্গের মালিক বানায়। বাকি সব আত্মারা শান্তিধামে চলে যায়। আত্মা হল অবিনাশী । অবিনাশী অভিনয়ও পেয়েছে।তাই আত্মা ছোট বড় কি করে হতে পারে? আত্মা আগুনে জ্বলে মরতে কি করে পারে? আত্মা হলই তো একটা তারা। ছোট বড় হতে পারে না। এখন তোমরা হলে গড ফাদারলি স্টুডেন্ট । গড ফাদার হলেন জ্ঞানেরসাগর, আনন্দেরসাগর । উনি তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তুমি জানো এই পড়ার দ্বারা আমরা সেই দেবী-দেবতা হব। তোমরা ভারতের সেবা করছ।সর্ব প্রথমে তো বাবার হতে হবে,অন্য জায়গায় তো গুরুর কাছে যায়, ওনার হয় অথবা ওনাকে নিজের গুরু বানায়।এখানে তো আছেনই বাবা । তো প্রথমে বাবার সন্তান হতে হয়। বাবা বাচ্চাদের নিজের সম্পত্তি দেন। বাপ বলেন-বাচ্চারা তোমরা নিজেদেরকে পাণ্টে নাও। তোমাদের বিকার আমার, আমার সবকিছু তোমাদের। দেহ সহিত যা কিছু আছে এ সব আমাকে দাও। আমি তোমাদের আত্মা আর শরীর দুটোকেই পবিত্র বানিয়ে দেবো আর আবার রাজপদও দেব। তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা বলি চড়িয়ে দাও তো জীবনমুক্তি পাবে। বাবা এ সব হল আপনারই । বাবা বলেন- তোমরা আমাকে উত্তরাধিকারী বানাও। আমি ২১ জন্ম তোমাদের উত্তরাধিকারী বানাই।খালি আমার মেতে চলো। ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি যাই করো, বিলেতে যাও, কেবল আমার মতেতে চলো। খবরদার থেকে মায়া থেকে থেকে বিপদে ফেলবে। কোনো বিকর্ম করো না। শ্রীমতেতে চললে শ্রেষ্ঠ হবে। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকিলধে)বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপদাদার স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

- ১) আত্মা আর শরীর উভয়কেই পবিত্র বানানোর জন্য দেহ সহিত যা কিছু আছে তাকে বাবার কাছে সমর্পণ করে তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে।
- ২) মাতা-পিতার সিংহাসনে বসার জন্য নিজেকে যোগ্য বানাতে হবে। যোগ্য হওয়ার জন্য মুখ্যতঃ পবিত্রতার ধারণা করতে হবে।

বরদানঃ-তপস্যার দ্বারা নিজের বিকর্ম বা তমোগুণকে ভুল্লকারী তপস্বী মূরত হও(ভব)।

এখন যেমন ঈশ্বরীয় পালনার কর্তব্য চলছে সেইরকম শেষে তপস্যার দ্বারা নিজের বিকর্ম আর সকল আত্মার তমোগুণী সংস্কার বা প্রকৃতির তমোগুণকে ভস্ম করার কর্তব্য চলবে। এরজন্য সদা একরস স্থিতির আসনে স্থিত হয়ে নিজের তপস্বী রূপকে প্রত্যক্ষ করো। তোমার সকল কর্মেন্দ্রিয়ের থেকে দেহ-অভিমানের ত্যাগ আর আত্ম-অভিমानी হওয়ার তপস্যা প্রত্যক্ষ রূপে যেন দেখা দেয়।

স্লোগানঃ-সংস্কারের সংঘাত থেকে বাঁচতে হলে বালক আর মালিকভাবের ভারসাম্য রাখো।

" মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সঙ্গে হালকা হয়ে উড়ে বেড়াবার জন্য পুরোপুরি পবিত্র হও, বাবাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করো, এই দেহ আমার নয় - সম্পূর্ণ অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো ।"

প্রশ্ন :- উচ্চ শিখরের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কোন্ ভয় সর্বপ্রথম দূর করা উচিত ?

উত্তর :- কোনো কোনো বাচ্চা মায়ার ঝড়ের কাছে খুবই ভয় পায় । তারা বলে, বাবা এই মায়ার ঝড় খুবই অস্থির করছে আমাদের, তাই এই ঝড়কে তুমি থামাও । বাবা বলেন, বাচ্চারা, এ হোলো মুষ্টিযুদ্ধ । এই যুদ্ধে কখনো একদিক দিয়ে আঘাত আসে না । যদি একজন দশবার আঘাত করে তবে দ্বিতীয়জনও অবশ্যই পাঁচবার আঘাত করবে, তাই তোমরা ভয় পেয়ো না । তোমাদের মাহাবীর হয়ে বিজয়ী হতে হবে, তবেই উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে ।

গীত:-দ্বার পর আয়ে হ্যায় কসম লেকে দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে প্রতিজ্ঞা নিয়ে

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে । অবশ্যই এই গানে কোনো রহস্য আছে । তাই এই গানের রেকর্ড কিনে বাবা তোমাদের এর অর্থ বোঝাচ্ছেন । একে বলা হয় জীবনমৃত হয়ে সম্পূর্ণ বাবার হওয়া । বাবার হওয়ার পর যিনি এই জ্ঞানের শিক্ষক তার হওয়া,এরপর বেশীরভাগ গুরুর কাছে যায় । খ্রিস্টিয়ান লোকেদেরও সন্তান হওয়ার পরে তারা তাদের খ্রিস্টিয়ান ধর্মে দীক্ষিত করে । সেই সন্তানকে তারা গুরুর কোলে সমর্পণ করে । সে পাদ্রীই হোক বা অন্য কেউই হোক । পাদ্রীকে তো আর ক্রাইস্ট বলা যাবে না । তারা বলে, ক্রাইস্টের নামে আমরা সবাই খ্রিস্চান হয়েছি । এখন তোমরা বাচ্চারা সর্বপ্রথম বাবার হয়েছেো, তাই তোমরা অশরীরী হও । তোমাদের তন, মন, ধন যা কিছু আছে সবই বাবাকে অর্পণ করো । বেঁচে থেকেও মৃত্যুতুল্য জীবন গ্রহণ করো, কারণ তোমরা আত্মারা এখন বাবার হয়েছেো । এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা চাই । যে সকল ভারী বস্তু, যেমন তোমাদের শরীর, ধন, দৌলত, সম্বন্ধী যা কিছু আছে সবই ভোলায় চেষ্টা করো । যেমন মৃত্যুর পরে মানুষ তো সবকিছুই ভুলে যায়, তাই না ? তাহলে তোমাদের জীবনের কতো বড় লক্ষ্য! তোমরা সকলেই হলে অশরীরী আত্মা । একথা তোমাদের দূত করতে হবে । এমন নয় যে, তোমরা এখনই শরীর ছেড়ে দিলে আর মৃত্যু লাভ করলে । না,এমন হয় না, কারণ আত্মারা এখনো পুরোপুরি পবিত্র কেউই হয় নি । যদিও তোমরা বাবার হয়েছেো.....তবুও বাবা বলেন এখনো তোমাদের আত্মা অপবিত্র । আত্মার ওড়ার ডানা এখন ভেঙ্গে গেছে । তাই এখন আত্মারা পুরোপুরি উড়তে পারে না । তমোপ্রধান হওয়ার কারণে একজন মানুষও ঘরে ফিরে যেতে পারে না । মায়া তোমাদের ডানা একদম ছেঁটে দিয়েছে । বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন, আত্মা সবথেকে তীব্র গতিতে যেতে পারে । এর থেকে তীব্র গতিতে কেউই যেতে পারে না । অর্থাৎ আত্মার আগে কেউই যেতে পারে না । এর পরে অর্থাৎ অন্তসময়ে মশার মতো সমস্ত আত্মারা ওপরে যেতে থাকবে । এই আত্মারা কোথায় যাবে ? অনেক দূরে চন্দ্র, সূর্যকে পার করে । সেখানে গিয়ে আবার ফিরে আসা সম্ভব নয় । এখানকার রকেট তো মহাকাশে গিয়ে আবার ফিরে আসে, সূর্য পর্যন্তও সেই রকেট যেতে পারে না । তোমাদের তো তার থেকেও অনেক দূরে যেতে হবে । তোমাদের সূক্ষ্মবতন ছেড়ে আরো উপরে মূলবতনে যাত্রা করতে হবে । আত্মারা বাবার থেকে এই ওড়ার জন্য ডানা পেয়ে থাকো বহু জন্মেরও হিসাব মিটিয়ে আত্মা এই শেষ জন্মে পবিত্র হয়ে যায় । এই শেষ সময়ের মহিমা

কিন্তু অনেক লেখা আছে । প্রত্যেক আত্মাকে তার হিসাব মিটিয়েই তবে যেতে হবে । এখন তো সব আত্মাই পাপের ভারে ময়লা হয়ে গেছে । তাই সকলেই এখন পাপ আত্মা । যতই এখন তারা গুরু বা সাধু সন্ন্যাসী হোক না কেন । গুরুরা ভাবে আমরা হলাম গুরু , " অহম্ ব্রহ্মস্মি অহম্ ব্রহ্ম" অর্থাৎ আমরাই হলাম ব্রহ্ম । আমরা ব্রহ্মতে পৌঁছে গেছি । কিন্তু তারা তো এখানে বসে, কি করে তারা ব্রহ্মতে পৌঁছাবে । এখন তোমরা জেনে গেছো যে, তোমরা আত্মারা সেই ব্রহ্মেরই অধিবাসী । কিন্তু এখন ওখানে কেউই যেতে পারবে না । সমস্ত আত্মারা এখানেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে । এ হোলো এই বেহদের নাটক । সমষ্টি অভিনেতাকেই তার নিজের অভিনয় করার জন্য ওপর থেকে এখানে অবশ্যই আসতে হবে । সমস্ত আত্মাই এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে আসবে । যখন বিনাশের সময় উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত আত্মাই এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে হাজির হয়, কারণ তখন উপরে থেকে কি করবে । অভিনেতা তার অভিনয় না করে কি কখনও ঘরে বসে থাকে ? নাটকে অভিনয় তো সকলকে করতেই হবে । যখন মূলবতন থেকে সকলেই এই পৃথিবীতে চলে আসে, তখনই বাবা এসে সকলকেই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান । বাবা বলেন যে, আমি এখানে থাকলেও আত্মারা ওপর থেকে আসতেই থাকে, কারণ নশ্বর অনুসারে এই ঝাড়ের বৃদ্ধি তো হতেই থাকে । আবার তোমরা বাবার সঙ্গে যাবেও নশ্বর অনুসারে । এই সমস্তকিছুই তোমাদের স্থিতির উপর নির্ভর করে, তাই তোমাদের নিজেকে জীবনমৃত অবস্থায় আনতে হবে । আমরা আত্মা এই কথা নিশ্চয় করাই পরিশ্রমের । বাচ্চারা মুহূর্তেই দেহ অভিমানে এসে সবকিছু ভুলে যায় । বাবাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারলে , অর্থাৎ বাবা, এ সমস্তকিছুই তোমার এই ভাবতে পারলে তবেই দেহী অভিমানী স্থিতি তৈরী হবে । বাবা আমিও তোমার । এই দেহও তো আমার নয় তাই এই দেহে অভিমানও আমি ছেড়ে দিচ্ছি । বাবা আমি শুধুই তোমার । বাবা বলেন যে, আমার হয়ে পৃথিবীর সবকিছুর থেকে মমত্ব দূর করো। আবার এমনও নয় যে, সব ছেড়ে তোমাদের এখানে এসেই বসে থাকতে হবে । তোমাদের নিজের কাজকর্মও তো করতে হবে । ঘর সংসারও সামলাতে হবে । মা, বাবার ঋণও তোমাদেরই শোধ করতে হবে । তাদের সেবা করে তোমাদের এই ঋণ শোধ করতে হবে । মা, বাবাকে দেখাশোনার দায়িত্ব সন্তানেরই হয় , এই ঋণও তাদের মাথার উপরই থাকে । এখন শিববাবা তোমাদের পালন করছেন । শুরুতে অর্থাৎ প্রথমে যারা এসেছিলো, তারা সহজেই বাবার কাছে সব সমর্পণ করে দিয়েছিলো । তারা নিজের কাছে কিছুই রাখে নি, এবং সেই ধনের সাহায্যেই তোমরা এই ভারতকে পবিত্র করার কাজ করছো । একসময় এই ভারত সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলো । ভারতবাসীদের মতো পবিত্র আর সুখী আর কেউই ছিলো না । ভারত সবথেকে বড় তীর্থস্থান ছিলো । যেখানে পতিত পাবন শিববাবা এসে এই সারা সৃষ্টির পতিত মানুষকে পবিত্র বানান । এখন কিন্তু এই পঞ্চতন্ত্র সবই তোমাদের শত্রু হয়ে গেছে । এর পরে ভূমিকম্প হবে , তুফান আসবে, কেননা এই পৃথিবী তমোপ্রধান হয়ে গেছে । যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে , তখন সবাই অনেক দুঃখ পাবে । এখন চারিদিকে সবই দুঃখের জিনিস । সত্যযুগে সমস্ত কিছুই সুখের । ওখানে তুফান বা ঝড় , গরম হাওয়া কিছুই থাকে না । তোমাদের মধ্যে খুব অল্পই এই কথা বুঝতে পারে । আজকে আছে , কালকে না থাকলে বলবে কিছুই বুঝলাম না । যদিও এখানে অনেকেই আসে , কিন্তু সবাই এখানে থাকতে পারে না । এখান থেকে ছেড়ে যাবার ১০ দিনে বাদেই আমাকে লিখবে যে.....বাবা , ওকে মায়া গ্রাস করেছে । এমনই বারে বারে হতে থাকে । ছোটো ফুল যখন ধীরে ধীরে বড় হয়, তখনই তাতে ফল ধরে । তেমনই আত্মাও যখন জ্ঞান এবং যোগে সমৃদ্ধ হয়, তখনই সে অন্যকে নিজের মতো বানানোর শক্তি অর্জন করতে পারে । তখন তার ফল দৃশ্যমান হয় । যখন তোমরা বাবার হয়ে যাবে তখন তোমরা প্রজাও বানাতে থাকবে, এবং তোমাদের

উত্তরাধিকারীও বানাতে হবে । পান্ডা হয়ে বাবার কাছে এলেই ভাববে না যে আমরা সব পেয়ে গেছি । না , তোমাদের লক্ষ্য কিন্তু অনেক বড় । বলা হয় যে মায়ার ঝড় অনেক আসবে । তোমরা বাবার হয়েছে, এই ঝড় তো তোমাদের জীবনে অনেক আসবে । তোমরা বলা, বাবা আমি তোমার ছিলাম । তোমার থেকেই এই বর্ষা নিয়েছিলাম , তারপর ৮৪ জন্ম পার করে আবার এসে তোমার হয়েছে । আমি তো তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ বর্ষা নেবো । তাই বাবাকে এতটাই স্মরণ করো যাতে অন্যকে নিজের মতো বানিয়ে এই গুণানরূপী ফল প্রদান করতে পারো । তা নাহলে কেমন করে মালাতে স্থান পাবে । বাবার উত্তরাধিকারীও তোমরা কেমন করে বানাবে । যেমন প্রজাও চাই , তেমনই উত্তরাধিকারীও চাই যে পরবর্তীকালে গদিতে বসতে পারবে । বাবার কাছে অনেকেই আসে কিন্তু সবাই থাকতে পারে না । বুদ্ধিযোগ যেই ছিল হয়ে যাবে তখনই এই খেলা শেষ হয়ে যাবে ।

কোনো কোনো বাচ্চা বাবাকে এসে জিজ্ঞেস করে বাবা আমাদের স্থিতিকে আমরা কেমন করে ঠিক রাখবো, যাতে কোনো তুফান আমাদের স্পর্শ করতে না পারে । এই রাস্তাতো আমি তোমাদের বলতেই থাকি, একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো । তুফান বা ঝড় তো জীবনে আসবেই । মুঠিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় এমন কি কখনও দেখেছো , যে একজনই মার খেতে থাকে । অবশ্যই দুজনের মধ্যেই শক্তি থাকে । একজন যদি পাঁচটা আঘাত করে তবে অপরজন দশটি আঘাত ফিরিয়ে দেয় । এটাও সেই ধরনের খেলা । বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে মায়া দূরে চলে যেতে থাকবে কিন্তু সেটা তো খুব সহজে হবে না । মায়ার সঙ্গে কুস্তি তো লড়তেই হবে । এমন ভেবো না যে মায়া তোমাদের আঘাত করবে না । যে কেউই হোক না কেন এ বড় কুস্তির খেলা । অনেকেই ভয় পেয়ে যায় কারণ মায়া একদম দমবন্ধ অবস্থা তৈরী করে দেয় । এতো যুদ্ধক্ষেত্র তাই না ? বাবার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ লাগানোতেও মায়া অনেক বড় বিঘ্ন এনে হাজির করে । সমস্ত পরিশ্রমই এই যোগের উপর । যদিও বাবা বলেন যে গুণানী তু আত্মাই বাবার প্রিয় । কিন্তু এমনও নয় যে, গুণান দান করা বাচ্চারাই বাবার প্রিয় হয় । প্রথমে তো খুব ভালোভাবে যোগ করা চাই । বাবাকে স্মরণ করতেই হবে । মায়ারূপী বিঘ্নকে কখনও ভয় পাবে না । তোমরা তো এই বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছে । সবাই কি হবে ? ১৬১০৮য়ের মালা তো অনেক বড় । অন্ত সময়ে এসে এই মালা সম্পূর্ণ হবে । ত্রেতার শেষ পর্যন্ত কতো রাজা, রানী হবে তার তো কিছু চিহ্ন থাকবে । ৮ এর মালারও কিছু চিহ্ন থাকবে । ১০৮ এরও চিহ্ন থাকবে । একথা সম্পূর্ণ সত্যি । ত্রেতার শেষ অবধি ১৬১০৮ জন রাজা, রানী হবে । কিন্তু শুরুতে তো এতো রাজারানী থাকবে না । প্রথমে অল্প থাকবে তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকবে । সেই সব পদের উপযুক্ত তোমরা এই সঙ্গমযুগেই তৈরী হয়ে যাও । এই সুযোগ খুবই ভালো কিন্তু এতে অনেক পরিশ্রম । গানেও এই কথা বলা হয় যে কখনোই ছাড়বো না তাহলে মরে যাবো।বাবা এই তন, মন, ধন সবই তোমার । আমরা অশরীরী হয়ে তোমাকে স্মরণ করছি । বুদ্ধিযোগ তোমার সঙ্গেই লাগাচ্ছি আমরা । বাবা তখন তোমাদের বলেন এই সকলই তোমাদের বাচ্চাদের জন্য । বাচ্চারাও বাবাকে বলে বাবা , আমাদের সমস্তকিছুই তোমার । মানুষ বলে না, ভগবানই আমাদের সমস্তকিছু দিয়েছেন । এখন বাবা তোমাদের বলছেন এই পৃথিবীতে যা দেখেছো, এই সবই শেষ হয়ে যাবে । তোমাদের কাছে কি আছে ? এই শরীরটাও একদিন শেষ হয়ে যাবে । এখন আমি তোমাদের এই শরীরটাকে বদল করে দিচ্ছি । যেমনভাবে এক্সচেঞ্জ করে । তাই বাবা বলেন বাচ্চারা ,তোমরা অশরীরী হয়ে যাও । আমাকে

স্মরণ করো । বুদ্ধির সাহায্যে সমস্তকিছু আমাকে সমর্পণ করো । রাজা হরিশচন্দ্রের কথা তোমরা শুনেছো না । তিনি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিয়েছিলেন ।

বাবা বলেন যে আমি তোমাদের সমস্ত শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলছি । আমিই তোমাদের ব্রহ্মার মুখ দ্বারা রাজা রাণী বানিয়েছিলাম । আবার এখন আমি এসেছি তোমাদের পুনরায় রাজারানী বানাতে । কোনো মানুষই অন্য মানুষকে গীতা শুনিয়ে বা রাজযোগ শিখিয়ে রাজারানী বানাতে পারে না । তাহলে গীতা শুনে লাভই বা কি ? শিববাবা তোমাদের বলেন যে আমিই কল্প কল্প এসে তোমাদের এই স্বর্গের মালিক বানাই । তোমরা যদি আমার হতে পারো তবেই এই স্বর্গের উত্তরাধিকারী হতে পারবে । তাই যত যোগে থাকতে পারবে ততোই শুদ্ধ হতে পারবে । সবসময় এমন ভাবে , বাবা এই সমস্তকিছুই তোমার । আমরা কেবলমাত্র তত্ত্বাবধায়ক । তোমার অনুমতি ছাড়া আমরা কিছুই করবো না । কেমনকরে তোমরা শরীর নির্বাহ করবে সেই মতও তোমরা বাবার কাছ থেকেই নেবে । বেশীরভাগ দেখা যায় গরীবরাই বাবাকে পোতামেল বা চার্ট লিখে দেয়া সাহকারেরা কিন্তু দেয় না । সাহকারেরা নিজেকে সমর্পণ করতে পারে না, তাদের মধ্যে সমান্য কয়েকজনই নিজেকে সমর্পণ করে । যেমন রাজা জনকের নাম কথিত আছে । সন্তান সন্ততি থাকলে বা জয়েন্ট সম্পত্তি থাকলে এর থেকে বেরোনো সম্ভব হয় না । সাহকারেরা নিজেদের সম্পত্তি সহজে বার করতে পারে না,তাহলে তারা নিজেদের সমর্পণ কি করে করবে ? বাবা হলেনই গরীবের ভগবান । সবথেকে গরীব হলেন মায়েরা । তাদের থেকেও গরীব হলেন কন্যারা । কন্যাদের কখনো এই সম্পত্তির নেশা থাকে না । বাচ্চাদের সবসময় লৌকিক বাবার সম্পত্তির নেশা থাকে । তাই এই সমস্তকিছু ছেড়ে তোমাদের বৈকুণ্ঠর বর্ষা নিতে হবে । সবসময় গরীবকেই দান দেওয়া হয় । ভারত হোলো সবথেকে গরীব দেশ, আর আমেরিকা হোলো বড়লোকের জায়গা । তাহলে কি তাদের বর্ষা দেবার প্রয়োজন আছে ? ভারত একদিন সবথেকে সাহকার দেশ ছিলো, এখানে অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না, একই দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো । এখানে একমাত্র ভারতবাসীই ছিলো । একই ভাষা ছিলো । ঈশ্বর এক, এই মনোভাব ছিলো । আমি এসে আবার এক দেশ , এক ভাষা আর এক ধর্ম স্থাপন করি । একজনই সর্বশক্তিমান সরকার স্থাপন করি । এই একের থেকেই আবার দুই বা তিন হতে থাকে । এখন তো অনেক ধর্ম তাই অবশ্য করে সেই এক ধর্মকে আনতে হবে । এতো ৫০০০ বছরের কথা । তখন এক ধর্ম ছিলো । কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা সত্যযুগের আয়ু লাখ বছর করে দিয়েছে । তারা বোঝেই না যে সত্যযুগ কেমন ছিলো । তারা ভাবে যে স্বর্গবাসী হয়েছে মানে সম্ভবত উপরে চলে গেছে । দিলওয়ারা মন্দিরেও স্বর্গকে উপরে ছাদে দেখানো হয়েছে । তাই মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায় । বাস্তবে স্বর্গ কখনো ওপরে থাকে না । তোমরা এখন জানো, তোমরা বাবার কাছে গিয়ে আবার এখানে এসেই স্বর্গের রাজত্ব ভোগ করবে । এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রাখা দরকার যাতে তোমরা অন্যকে বোঝাতে পারো । যারা জ্ঞানে কাঁচা হয় তাদের তো মায়া বশ করে নেয়, তাই ফটোও যেমন চাওয়া হয় তেমনি নামের হিসেবও রাখা হয় । বাবার কাছে এই খবরও আসে যে বাবা,উনি এমন জ্ঞানের কথা বুঝিয়েছেন যে, আমি তোমার হয়ে গেছি । শাস্ত্রতেও এই কথা লেখা হয়েছিলো যে, কুমারীদের দ্বারাই জ্ঞানের তীর মারা হয়েছিলো। বাবাকে কেন তোমরা ভুলে রয়েছো ? বাবাকে স্মরণে রাখো, একেই জ্ঞান বাণ বলা হয় । শুধু বাবাকেই মনে রাখতে হবে । বাকী অন্যকিছু হিংসক বাণ বা তীরের কথা কিন্তু নয় । বাবা বলেন যে আমি ব্রহ্মামুখের দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রের রহস্য তোমাদের বুঝিয়ে বলি । ব্রহ্মাকে তো এখানেই হতে হবে তাই না ? দুনিয়ার মানুষ কিন্তু বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার জন্ম দেখিয়েছে । কিছুই তারা

জানে না । মানুষতো নিজের বুদ্ধিতে যা মনে এসেছে তাই লিখে দিয়েছে । আবর্জনা তো অনেকই আছে । আবার ঋদ্ধি - সিদ্ধিযালা মানুষ তো এখন অনেক হয়ে গেছে । যখন সত্যি সামনে বেরিয়ে আসে তখন মিথ্যা তার সামনা করে পরাস্ত হয় । এখন তোমরা জানো যে শিববাবা হলেন নিরাকার আর এই ব্রহ্মা হলেন সাকার । বাকী নাভি ইত্যাদির তো কোনো কথাই হতে পারে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১. এখন তোমাদের জ্ঞানী তু আত্মা হতে হবে । কেবলমাত্র জ্ঞান শুনলে আর অন্যকে শোনালেই হবে না । শিববাবার স্মরণের যাত্রাকেও তীব্র করতে হবে । অশরীরী হয়ে অশরীরী বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।

২. একমাত্র বাবার হয়ে অন্য সমস্তকিছু থেকে মমত্ব দূর করতে হবে । এই দেহও তোমাদের ভারী হবে না, যদি তোমরা পুরো দেহী -অভিমানী হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বাবার কাছে সমর্পণ করতে পারো ।

বরদান :- সময় এবং সংকল্পকে সঙ্গে নিয়ে নিজের সবকিছুকে বাবাকে সমর্পণ করে মোহজীত হও (ভব) ।

যেমন বাচ্চাদের তার বাবা মা সব সম্পত্তি উইল করে দিয়েছিলেন, তেমনি তোমরাও বাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী বানিয়ে সমস্তকিছু যদি উইল করে দাও তাহলে তোমাদের উইল পাওয়ার বাড়তে থাকবে । এই উইল পাওয়ার এলে মোহ ততক্ষণাত্ নষ্ট হয়ে যাবে । যেমন সাকার ব্রহ্মাবাবা নিজেকেই পুরো বাবাকে উইল করে দিয়েছিলেন, তেমনি তোমাদেরও সমস্ত স্মৃতি, সময় এবং সংকল্পের যে সম্পত্তি আছে, তা যদি বাবাকে উইল করে দাও অর্থাৎ বাবার শ্রীমতে থেকে নিজেকে এই সেবাকাজে লাগাও তাহলে মোহজীত এবং বন্ধনমুক্ত হতে পারবে ।

স্লোগান :- একে অপরের কাছে স্নেহী হতে হলে সরলতা আর সহনশীলতার গুণ ধারণ করো ।

“অন্তর্মুখীই সদা বন্ধনমুক্ত এবং যোগযুক্ত হয়”

আজ বাপদাদা নিজের সদা সহযোগী, সদা শক্তি স্বরূপ সদা মুক্ত এবং যোগযুক্ত এমন বিশেষ বাচ্চাদেরকে অমৃতবেলা থেকে বিশেষ রূপে দেখছিলেন। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চার দুটি বিষয়ের বিশেষত্ব দেখেছেন। প্রথমটি হল- কতখানি মুক্ত হতে পেরেছে, আর দ্বিতীয়টি হল- জীবনমুক্ত কতটা হতে পেরেছে। জীবনমুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত। বাবার কাছেও বাচ্চাদের মনের সংকল্পের প্রতিটি সেকেন্ডের রেখা স্পষ্টভাবে দেখা দেয়, সেই রেখাগুলিকে দেখে বাপদাদা মিষ্টিভাবে হাসছিলেন আর বিশেষ একটি বিষয়কে দেখছিলেন, চিত্রে দুই প্রকারের লক্ষণ দেখলেন।

এক “সদা অন্তর্মুখী”। যার কারণে নিজেও সদা সুখের সাগরে মিশে থাকে এবং অন্য আত্মাদেরকেও সদা সুখের সংকল্প এবং ভাইব্রেশনের দ্বারা, বৃত্তি এবং বল দ্বারা, সম্বন্ধ এবং সম্পর্কের দ্বারা, সুখের অনুভূতি করায়।

দ্বিতীয় হল - “বাহ্যমুখী”। যা সদা বহির্মুখতার কারণে, বাহ্য অর্থাৎ ব্যক্ত ভাব ব্যক্তির ভাব-স্বভাব এবং ব্যক্ত ভাবের ভাইব্রেশন, সংকল্প, বোল এবং সম্বন্ধ, সম্পর্ক দ্বারা একে অপরকে ব্যর্থের দিকে টানতে থাকে, সদা অল্পকালের মুখের লাড্ডু খায় আর অন্যদেরও এটাই খাওয়ায়, সদা কোনো না কোনো প্রকারের চিন্তায় থাকে, আন্তরিক সুখ, শান্তি এবং শক্তি থেকে সদা দূরে থাকে, কখনো কখনো সামান্য ঝলক অনুভবকারী, এমন বাহ্যমুখীদেরকেও দেখলেন।

দীপাবলি আসছে তাই না! তো বিজনেস ম্যান তো নিজের অ্যাকাউন্টের খাতা চেক করবে। পুরানো খাতা নতুন খাতা দেখবে। বাবা কী দেখবেন ? বাবাও প্রত্যেক বাচ্চার পুরানো খাতা কতদূর সমাপ্ত হয়েছে, নতুন খাতায় নতুন কি কি জমা করেছে, অ্যাকাউন্টের খাতা চেক করবেন। তো বাবা আজ এই প্রভেদ দেখছিলেন। কেননা কালকেও বলেছি যে ব্রহ্মা বাবা কোন্ বিষয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। (উদঘাটনের) এই উদঘাটনের জন্য কি প্রস্তুতি নিচ্ছে ? কাউকে দিয়ে যখন উদঘাটন করাও তখন কি কি প্রস্তুতি নাও ? কোন্ জিনিসটিকে রাখা ? উদঘাটনের পূর্বে যে রিবন বা ফুল বাঁধা, সেটিকে কাঁচি দিয়ে কেটে উদঘাটন করা হয়। আর কাঁচিটিকে কোথায় রাখা ? ফুল দ্বারা সুসজ্জিত পাত্রের ওপরে। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় ? বন্ধনমুক্ত হওয়ার আগে নিজেকে গুণরূপী ফুলের দ্বারা সম্পন্ন করতে হলে স্বতঃতই বন্ধনমুক্ত হয়ে যাবে। উদঘাটনের প্রস্তুতি তাহলে কি হল ? এক দিকে নিজেকে সম্পন্ন বানানো, কিন্তু সম্পন্ন বানানোর পূর্বে বহির্মুখীতার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। এমন ভাবে প্রস্তুত হয়েছে তো ? বাহ্যমুখীতার রস বাইরে থেকে বড়ই আকৃষ্ট করতে থাকে। সেইজন্য তাকে কাঁচি লাগাও। এই রসই সূক্ষ্ম বন্ধন হয়ে সফলতার লক্ষ্য থেকে দূরে নিয়ে যায়। প্রশংসিত হয়তো হয় কিন্তু প্রত্যক্ষতা এবং সফলতা প্রাপ্ত হবে না। সেইজন্য এখন উদঘাটনের প্রস্তুতি নাও। যারা উদঘাটনের প্রস্তুতি নেয় তারা সদা ফুলের উদ্যানে বাপদাদার উদ্যানে(ফুলওয়ারি), ফুলগুলির বিশেষত্বের সৌরভ নিতে এবং সৌরভের ঘ্রাণ নিতে সদা তৎপর হবে। অর্থাৎ তাদের জীবন রূপী পাত্রে সদা ফুলই ফুল থাকবে। এইভাবে প্রস্তুত তো ? এতে নম্বর আনুষাঙ্গী আগে কে যাবে ? মধুবনবাসী না দিল্লীবাসী ? এতে তোমরা একটি অতি গৌরবময় স্থান অর্জন করবে। বাপদাদার সাথে সাথে উদঘাটন করা- এর চেয়ে বড় ভাগ্য আর কি হতে পারে ?

যে সব আত্মারা সমান হবে তারাই বাপদাদার সাথে উদ্ঘাটন করবে। এমন তো ভাবো না যে উদ্ঘাটন করা মানে চিরকালের জন্য সূক্ষ্মবতনবাসী হওয়া বা মূলবতনবাসী হওয়া ! ব্রহ্মা বাবার সাথে মূলবতননিবাসী কি সবাই হবে নাকি অল্প কয়েক জনই হবে ? কি মনে হয় ? তোমরা তোমাদের সব সেবা স্থানগুলি ছেড়ে বাবার সাথে যাবে ? সাথে যাবে না থাকবে ? (সাথে যাবো)। আচ্ছা- ব্রহ্মাবাবা তো সূক্ষ্মবতনে গেছেন তাহলে তোমরা এখানে বসে গেলে কেন ? তো কি করবে ? (দাদীকে বললেন) (সাথেই যাবো) আচ্ছা- দিদি দাদী দুজনেই সাথে যাবে ? কি হবে? এও হল এক বিচিত্র রহস্য। তো মূল বিষয়টি হল - উদ্ঘাটনের জন্য প্রস্তুত তো ? নিমিত্ত সেবাধারীরা কি মনে করো ? কোনো আশা বাকি থেকে যায়নি তো ? (সঙ্গমযুগ ভালো লাগে)। বাপদাদাই তো চলে যাবেন, তাও থাকবে ? কতদিন পর্যন্ত থাকবে ? সাথে যারা যাবে তারা তো ধর্মরাজকে টাটা করবে, ধর্মরাজের কাছেই যাবে না। আচ্ছা- বাবা তো হিসাবের খাতাকে পরিষ্কার দেখতে চান। একটু আধটু পুরানো খাতাও অর্থাৎ বহিমুখিতার খাতা, সংকল্প বা সংস্কার রূপে না থেকে যায়। সদা সর্ব বন্ধনমুক্ত এবং যোগযুক্ত, একেই বলা হয় ‘অন্তর্মুখী’। বাপদাদা এই বহিমুখিতার বায়ুমন্ডলকে সমাপ্ত করবার জন্য এই বছর বিশেষ ইশারা দিচ্ছেন। সেবা করো, খুব করো, কিন্তু বহিমুখিতা থেকে অন্তর্মুখী হয়ে করো । তবে সেই সেবা হবে অন্তর্মুখিতার দ্বারা। সেবায় বাহ্যমুখিতায় বেশী চলে আসো বলে সেবা তো ভালো হয়, সেবাও অনেক করো বলে কেবল অনেক নাম হয়। বাবা খুব ভালো, তিনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ- এই প্রত্যক্ষতার সফলতা কম হয়। সেইজন্য বাহ্যমুখিতার রেজাল্ট হবে - প্রশংসা করবে কিন্তু প্রসন্নচিত্ত হতে পারবে না। ‘বাবার হয়ে যাওয়া’ই হল প্রসন্নচিত্ত হওয়া।

এমন সদা অন্তর্মুখী, সদা প্রসন্নচিত্ত, অন্য আত্মাদেরকেও সদা প্রসন্নচিত্ত বানিয়ে থাকে, সদা নিজেকে গুণ সম্পন্ন, বাপ সমান, সদা সুখের সাগরে মিশে যাওয়া, সদা এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নয়, এই ভালবাসাতেই মগ্ন থাকে- এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণ স্নেহ-সুমন এবং নমস্কার।

দিল্লী জোন - বাপদাদার কাছে সব বাচ্চাই অতি প্রিয়। কেননা বাপদাদা বিশেষত্বের আধারে ড্রামা অনুসারে বিশেষ ভাবে নির্বাচন করে পরিবারের পুষ্প স্তবকে স্থান দিয়েছেন। এ যে চৈতন্য ফুলদের পুষ্প স্তবক। প্রতিটি ফুলের বিশেষত্ব রঙ রূপ নিজস্ব। কোনো পুষ্প অধিক সুগন্ধযুক্ত, কারো রঙ রূপ পুষ্প স্তবককে সুসজ্জিত করবে, কিন্তু দুয়েরই তো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেবল গোলাপের পুষ্প স্তবক বানাও আর নানান ফুল দিয়ে স্তবক বানাও, কোনটা বেশী সুন্দর দেখাবে ? ভ্যারাইটিও তো চাই। তবে গোলাপের ফুলকে তো সবময় মাঝখানেই রাখবে আর অন্যান্য ফুলগুলিকে সাজানোর জন্য চারপাশে রাখবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি কে ? তা সে প্রত্যেকেই নিজেকে নিজে জানে। বাপদাদার বেহদের পুষ্প স্তবকের মধ্যে আমার স্থান কোথায় ? সেটাও তোমরা জান - কেননা স্তবকের মধ্যে রয়েছে যে। এটা তো নিশ্চিত তবেই তো মধুবনের মধ্যে এসেছো।

পান্ডব ভবনের পান্ডবরা করছে কি ? পান্ডবদের স্মরণিকাতেও তো এটাই জানতে চাওয়া হয়েছে না! পান্ডব কি করছে ? পান্ডব ভবন হল নেক্সট মধুবন। তো পান্ডব ভবন নিবাসী সার্ভিসের কি প্ল্যান বানাচ্ছে ? এমন সেবা করো যাতে সকলের নজর সেবার কারণে পান্ডব ভবনের প্রতি যায়, এটাই হবে নতুন ব্যাপার। এমন কোনো প্ল্যান বানিয়েছো ? পান্ডব ভবন হল বিশ্বের মধ্যে বিশেষ একটি ভবন। তোমরা বিশেষ ভি. আই. পি. প্লেস পেয়েছো, তো ভি. আই. পি. স্থান যখন তখন

ভি. আই. পি. সেবাও হতে হবে। দিল্লী হল ভি. আই. পি. দের নগরী এবং স্থানও হল ভি. আই. পি. আর সেবা যারা করবে তারাও হলে ভালো ভালো মহাবীর ভি. আই. পি. । তাহলে এখন কি করবে ? নিজের প্রতিদিনের দিনলিপিকে সেট করো। দেখো এখানে(মধুবনে) কত বড় বড় কাজ হয়, দিনলিপি পূর্ব থেকে নির্ধারিত হওয়ার কারণে চারিদিকের কাজে সফলতা পেয়ে যাচ্ছে। কাজের বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, কিন্তু দিনলিপি সেট হয়ে থাকার কারণে সব কাজই ঠিক মতো হয় সেদিকে কেবল খেয়াল রাখতে হয় তাদের। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিজেদের ফিক্সড ডেইলি ডায়েরী বানাও, কেননা তোমরা হলে দায়িত্ববান আত্মা, সাধারণ আত্মা নও। তোমরা হলে বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মা। তো যত বড় ব্যক্তি হবে, তার দিনচর্যাও সেট থাকবে। বড় বড় ব্যক্তিদের চিহ্নই হল ‘অ্যাক্যুরেট’। অ্যাক্যুরেটের উপকরণ হল দিনচর্যার সেটিং। এক জন ১০ জনের কাজ করতে পারে। সব কিছু সেট থাকলে সময় এবং এনার্জি বেচে যায়। ফলে একটি কাজের স্থানে ১০টা কাজ করা যায়। আচ্ছা- সদা সন্তুষ্ট আত্মা তো তোমরা ? সদা বাবার সাথে থাকা অর্থাৎ সদা সন্তুষ্ট। বাবা আর তুমি হলে সদা কস্মাইন্ড, তো এই কস্মাইন্ড শক্তি কত বড়, একটি কাজের জায়গায় হাজারটা কাজ করতে পারে। কেননা সহজ ভূজাধারী তোমার সাথে রয়েছে যে।

২) সকলে সহজযোগী তো ? বাবার হয়ে যাওয়া অর্থাৎ সহজযোগী হওয়া। কেননা বাচ্চা অর্থাৎ ভাগ্যশালী। বাচ্চার ছাড়া বাবার আছেই বা কি ! মা থাকলেও প্রাপ্তির আধার হলেন বাবা। ভালোবাসার সম্বন্ধ মা স্মরণে আসে আর প্রাপ্তির সম্বন্ধে বাবা স্মরণে আসবে। যোগ লাগাতে হবে না, না চাইলেও এক বাবাকে ছাড়া অন্য আর কেউই নজরে আসবে না। বাবার হওয়া মানেই সহজযোগী হওয়া। আচ্ছ- ওম শান্তি !

৩) সহজ পুরুষার্থী বা সহজযোগী বাচ্চাদের মূল লক্ষণগুলি-

১) সহজ পুরুষার্থী অর্থাৎ হিমালয় পর্বতসম আগত সমস্যা সমূহকেও উড়ন্ত কলার আধারে সেকেন্ডে পার করে সহজ প্রাপ্তকারী হবে।

২) সদা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রালব্ধ লাভের অনুভবী, তার কাছে প্রালব্ধ এমন স্পষ্ট ভাবে দেখা দেবে যেমন স্থূল নেত্র দ্বারা স্থূল বস্তু স্পষ্ট দেখা যায়।

৩) সহজ পুরুষার্থী প্রতি কদমে পদম থেকেও অনেক বেশী অর্জনের অনুভব করবে। কোনো প্রকারের শক্তি থেকে, কোনো প্রকারের গুণের খাজানা থেকে, জ্ঞানের পয়েন্টের খাজানা থেকে, খুশী থেকে, নেশার থেকে তারা কখনো শূন্য থাকবে না।

৪) সহজ পুরুষার্থী কখনো চলার পথে রাস্তায় পড়ে যাবে না বা উঠোন বাঁকা বলে হোচটও খাবে না। তারা গাইড বা পান্ডা হয়ে সহজেই নিজে রাস্তা পার করবে ও অন্যকেও করাবে।

৫) তারা কেবল লাভে(Love) নয়, বরং লাভলীন হবে। লীন হওয়া মানেই হল অন্তর্লীন হয়ে থাকা। অন্তর্লীন হয়ে থাকা অর্থাৎ সমান হওয়া। তাঁরা সহজেই চারিদিকের ভাইব্রেশন থেকে বায়ুমন্ডল থেকে দূরে থাকে।

৬) সহজ পুরুষার্থী কখনো অমনোযোগী হতে পারে না। তারা সদা সর্বদা বাবার সঙ্গে অনুভব করবে। এমন সহজ পুরুষার্থীই সহজ যোগী জীবনের অনুভব করতে পারে। সহজ পুরুষার্থ অর্থাৎ অবহেলা নয়(মনোযোগী)।

প্রশ্ন:- তোমরা শক্তি অবতার আত্মারা কোন্ কনট্র্যাক্টটি(চুক্তি) নিয়েছো ?

উত্তর:- বক্ষিম পথকে সোজা বানানো অর্থাৎ কলিযুগকে সত্যযুগ বানানো, এটাই হল তোমাদের কনট্র্যাক্ট। তোমরা এটা বলতে পারো না যে কি করবো রাস্তাটা মসৃণ নয় যে। রাস্তাতে হঠাৎ পড়ে যাওয়া বা হোঁচট খাওয়ার অর্থই হল অ্যাটেনশনের অভাব রয়েছে।

প্রশ্ন:- কী ধরনের বোল ব্রাহ্মণদের ভাষা হতে পারে না ?

উত্তর:- না চাইলেও হয়ে যায়। এই শব্দ মাস্টার সর্ব শক্তিমান আত্মারা বলতে পারে না। চাইছে এক আর করছে আরেক- তাকে শিবশক্তি বলা যাবে না। শিবশক্তি অর্থাৎ অধিকারী, অধীন নয়। অধীনতার বোল ব্রাহ্মণের ভাষা নয়।

প্রশ্ন:- বাবাকে স্মরণের যে ভালোবাসা তা অগ্নির কাজ করে, কীভাবে ?

উত্তর:- অগ্নিতে কোনো জিনিজ দেওয়া হলে যেমন তার নাম, রূপ,গুণ বদলে যায়, তেমনি যখন বাবাকে স্মরণ করবার ঐকান্তিক ভালোবাসার অগ্নিতে পড়ে তখন পরিবর্তিত হয়ে যাও না ! মানব থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত হও, এরপর ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা হয়ে যাও। তো পরিবর্তিত কীভাবে হলে ? ঐকান্তিক ভালোবাসার অগ্নির দ্বারা। নিজের বলতে আর কিছু নেই। মানব, আর মানব থাকেনা, ফরিস্তা হয়ে যায়। কাঁচা মাটির তালকে যখন ছাঁচে ফেলে আগুনে দেওয়া হলে যেমন ইট হয়ে যায়, তেমনি এরও পরিবর্তন হয়ে যায়। সেইজন্য এই স্মরণকেই জ্বালা রূপ বলা হয়। জ্বালামুখীও প্রসিদ্ধ, তো জ্বালাদেবী বা দেবতারাও প্রসিদ্ধ। আচ্ছা।

বরদান:- নির্বিকারী বা ফরিস্তা স্বরূপের স্থিতির অনুভবকারী আত্ম-অভিমানী ভব !

যে সব বাচ্চারা আত্ম-অভিমানী হয়ে ওঠে তারা সহজেই নির্বিকারী হয়ে যায়। আত্ম-অভিমানী স্থিতির দ্বারা মন্মা সেবাতেও নির্বিকারীভাবের স্টেজের অনুভব হয়। এইরূপ নির্বিকারী, যাকে কোনো প্রকারের ইম্পিউরিটি(অপবিত্রতা) বা ৫ ত্বের আকর্ষণ আকৃষ্ট করে না- তাদেরকেই ফরিস্তা বলা হয়। তার জন্য সাকারে থেকেও নিজের নিরাকারী আত্ম-অভিমানী স্থিতিতে স্থিত থাকো।

স্লোগান:- জীবনে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে হলে বিশেষতঃ অমৃত বেলায় একান্ত প্রিয় হও।

" মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবা তোমাদের ফুল এবং পূজার আনুসঙ্গিক জিনিস স্বীকার করতে পারেন না, কেননা তিনি পূজ্য বা পূজারী কিছুই হন না, তাই তোমাদেরও এই সঙ্গম যুগে ফুল, মালা পরার প্রয়োজন নেই । "

প্রশ্ন :- ভবিষ্যতে রাজ্য সিংহাসনের অধিকারী কারা হবে ?

উত্তর :- যারা এখন মাতা - পিতার হৃদয় - সিংহাসনকে জয় করতে পেরেছে, তারাই ভবিষ্যতে সিংহাসনের অধিকারী হবে । এমনই আশ্চর্য যে এখানে বাচ্চারা মাতা -পিতার উপরও বিজয়ী হতে পারে । তারা পরিশ্রম করে মাতা - পিতার থেকেও আগে এগিয়ে যেতে পারে ।

গীত :- ছোড় ভি দে আকাশ সিংহাসন ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে (হারানিধি) বাচ্চারা এই গান শুনেছে । এই গানের দ্বারাই ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী নন তা সহজেই বোঝা যায় । তোমরা এখন এই কথাই ভাবো যে, ভারত কতো দুঃখী হয়ে গেছে । এই সব গান নাটকের নিয়ম অনুসারেই তৈরী হয়েছে । কিন্তু এই দুনিয়ার মানুষ তা কিছুই জানে না । শিববাবা এই দুনিয়ায় আসেনই পতিত মানুষকে পবিত্র করার জন্য এবং দুঃখী মানুষকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করে সুখের জগতে নিয়ে যাবার জন্য । বাচ্চারা এখন জেনে গেছে যে....সেই শিববাবাই এসেছেন । সেই পরিচয় বাচ্চাদের মিলেই গেছে । বাবা নিজেই তোমাদের বলেন আমি একজন সাধারণ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এই সারা সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য তোমাদের শোনাই । এই সৃষ্টি কিন্তু একটাই, সেটাই নতুন এবং পুরোনো হতে থাকে । যেমনভাবে তোমাদের শরীর ছোটবেলায় নতুন, তারপর ধীরে ধীরে পুরোনো হতে থাকে । নতুন শরীর , পুরোনো শরীর এইরকম দুটো শরীরের কথা তো বলা হয় না, তাই না ? আসলে তো একটাই শরীর, প্রথমে নতুন তারপর পুরোনো হতে থাকে । ঠিক তেমনি এই দুনিয়াও একটাই । সেটাই এখন নতুন থেকে পুরোনো হয়ে গেছে । নতুন কখন ছিলো ? এই দুনিয়ার মানুষ এটা বলতেই পারবে না । বাবা এসেই তোমাদের বলেন, বাচ্চারা, যখন নতুন দুনিয়া ছিলো তখন ভারত সম্পূর্ণ নতুন ছিলো । তাকে সত্যযুগ বলা হতো । সেই ভারতই এখন পুরোনো হয়ে গেছে । এখন একে পুরোনো ওল্ড ওয়ার্ল্ড বলা হয় । নতুন পৃথিবী থেকে এখন পুরোনো পৃথিবী হয়ে গেছে, এখন একে আবার অবশ্যই নতুন বানাতে হবে । নতুন দুনিয়ার সাক্ষাত্কার তোমরা বাচ্চারা করেছো । আচ্ছা বলতো, সেই নতুন দুনিয়ার মালিক কে ছিলেন ? বরাবরই এই লক্ষ্মী নারায়ণই সেই নতুন দুনিয়ার মালিক ছিলেন । আদি সনাতন দেবী দেবতারা সেই নতুন দুনিয়ার মালিক ছিলেন । এই কথা বাবা তোমাদের বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলছেন । বাবা বলেন যে এখন তোমরা নিরন্তর এই কথাই স্মরণ করো যে, শিববাবা পরমধাম থেকে তোমাদের পড়াতে এসেছেন । রাজযোগও তিনিই শেখাতে এসেছেন । মহিমা কেবলমাত্র শিববাবারই , এই ব্রহ্মাবাবার কিন্তু কোনো মহিমা নেই । এখন তোমাদের বুদ্ধি তুচ্ছ হয়ে গেছে, তাই তোমরা কিছু বুঝতে পারছো না, সেই কারণেই আমি এসেছি আর এই গানও সেইজন্যই তৈরী হয়েছে । ভগবান যে সর্বব্যাপী নয় এই জ্ঞান তো তোমাদের হয়েছে কারণ তোমরা বুঝেছো বাবা পরমধাম থেকেই আসেন । প্রত্যেকের পাট আলাদা আলাদা দেওয়া আছে বাবা বার বার বলেন যে,তোমরা দেহ অভিমান ছেড়ে আত্ম অভিমানী হও আর এই শরীরের

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা এই ঈশ্বরীয় শিক্ষাকে ধারণ করো । যদিও চলতে ফিরতে তোমরা ব্রহ্মা বাবাকে দেখো কিন্তু স্মরণ এক শিববাবাকেই করো । শিববাবাই সবকিছু করেন এই কথাই তোমরা স্মৃতিতে রাখো । ব্রহ্মা কিন্তু কিছুই করেন না । যদিও তাঁর চেহারা তোমরা চোখে দেখতে পাও । তোমাদের বুদ্ধি শিববাবার দিকেই হওয়া উচিত । শিববাবা না থাকলে ব্রহ্মাবাবার আত্মা বা শরীর কোনো কাজের হতো না । প্রতি সময় এই অনুভব করো যে ব্রহ্মা বাবার মধ্যেই শিববাবা আছেন । তিনি এই শরীরের দ্বারাই তোমাদের পড়ান । ব্রহ্মা বাবা কিন্তু তোমাদের শিক্ষক নন । তোমাদের সুপ্রীম শিক্ষক একমাত্র শিববাবা । স্মরণ তোমরা তাঁকেই করবে । কোনো সময়ই তোমরা কোনো শরীরকে স্মরণ করবে না । বুদ্ধিযোগ একমাত্র শিববাবার সাথেই লাগিয়ে রাখবে । বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে বাবা তুমি আবার এসে আমাদের জ্ঞান - যোগ শেখাও, কারণ পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া কেউই রাজযোগ শেখাতে পারেন না । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা আছে যে শিববাবাই এই গীতাজ্ঞান শোনান তারপর এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায় । কারণ সত্যযুগে এই জ্ঞানের দরকার হয় না । রাজধানী স্থাপন হয়ে গেলে সবার সঙ্গতি হয়ে যায় । দুর্গতি থেকে সঙ্গতি পাবার জন্যই এই জ্ঞান দেওয়া হয় । বাকি সবকিছুই হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র কথা । মানুষ জপ, তপ, দান, পুণ্য যা কিছুই করে সকলই ভক্তিমার্গের কথা, এর দ্বারা কখনোই বাবাকে পাওয়া যায় না । আত্মার ওড়ার ডানা ভেঙ্গে গেছে, যার ফলে আত্মার বুদ্ধি পাথর তুল্য হয়ে গেছে । আবার এই পাথর থেকে পরশ পাথর বানানোর জন্যই বাবাকে আসতে হয় । বাবা বলেন এখন দেখো কতো মানুষ । সর্বের মতো এই সংসার ভোরে আছে । এই সবই এখন শেষ হয়ে যাবে । সত্যযুগে তো এতো মানুষ থাকবে না । নতুন দুনিয়ায় অনেক বৈভব থাকবে, কিন্তু মানুষ কম থাকবে । এখন তো এতো মানুষ যে ঠিকমতো খাদ্যবস্তু পাওয়া যায় না । এখানে সব পুরোনো অনুর্বর জমি কিন্তু সত্যযুগে সব নতুন হয়ে যাবে । সেখানে সমস্তকিছুই নতুন । নামই কতো সুন্দর দেখো স্বর্গ, বেহস্থ, দেবতাদের নতুন দুনিয়া । তোমাদের তো এখন পুরোনো কে ছেড়ে নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য মন হচ্ছে তাই না ? এখন হলো নতুন দুনিয়া অর্থাৎ স্বর্গে যাবার কথা । তাই এখন তোমাদের এই পুরোনো শরীরের কোনো মূল্য নেই । শিববাবার তো কোনো শরীর নেই । বাচ্চারা বলে বাবাকে হার পরাবো । কিন্তু বাবাকে যদি তোমরা হার পরাও তাহলে তোমাদের বুদ্ধিযোগ হারের দিকেই চলে যাবে । শিববাবা বলেন যে হারের কোনো দরকার নেই । কেননা তোমরাই পূজ্য হবে । আবার পূজারীও তোমরাই হবে । তোমরাই পূজ্য আবার তোমরাই পূজারী । তোমরাই আবার নিজের ছবিকেই পূজো করবে । বাবা বলেন যে আমি কখনোই পূজ্য হই না, তাই আমার ফুলের কোনো প্রয়োজন নেই । আমি কেন এই মালা পড়বো, তাই আমি ফুল, মালা কোনোকিছুই গ্রহন করি না । তোমরা যখন পূজ্য হবে তখন যত খুশী ফুলের মালা গলায় দিও । আমি তো তোমাদের বাচ্চাদের সবথেকে প্রিয় এবং বাধ্য বাবা, আমিই তোমাদের শিক্ষক এবং সেবকও আমি । বড় বড় ঐতিহ্য সম্পন্ন মানুষ যখন সই করে তখন নামের আগে মিল্টো , বা কার্জন ইত্যাদি লিখে দেয় কিন্তু নিজেদের কখনোই লর্ড বলে লেখে না । আর এখানে তো শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণ , শ্রী গণেশ ইত্যাদি লেখা হয় । অর্থাৎ নামের আগে শ্রী অক্ষর লেখা হয় । সুতরাং বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন ,এই শরীরকে এখন আর তোমরা স্মরণ করো না । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে এক বাবাকে স্মরণ করো । এই পুরোনো দুনিয়ায় আত্মা এবং শরীর দুইই তোমাদের পতিত । সোনা যদি ৯ ক্যারেটের হয় তাহলে গয়নাও ৯ ক্যারেটেরই হবে । সোনাতেই খাদ দেওয়া হয় । আত্মাকে কখনোই নির্লিপ্ত ভাববে না । এই জ্ঞান তোমাদের এখন হয়েছে । তোমরা যখন ২১ জন্মের জন্য এই প্রারম্ভ লাভ করছো তখন তোমাদের কতোখানি পুরুষার্থ করতে

হবে। কিন্তু বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তেই ভুলে যায়। শিববাবা, ব্রহ্মাবাবার দ্বারা তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছেনা ব্রহ্মার আত্মাও শিববাবাকেই স্মরণ করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর হলো সূক্ষ্মবতনবাসী দেবতা। বাবা সবার প্রথমে সূক্ষ্ম সৃষ্টি রচনা করেন, নির্বাণধাম হলো উঁচুর থেকে অনেক উঁচুতে। আত্মাদের নির্বাণধাম হলো সবার থেকে উপরে। এক ভগবানকেই সমস্ত ভক্তরা স্মরণ করে। কিন্তু মানুষ যেহেতু তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাই বাবাকে ভুলে অনেককিছুর পূজাই করতে থাকে। তোমরা জানো যে যা কিছু হচ্ছে সবই নাটকে লিপিবদ্ধ হতে থাকছে। নাটকের ছবি যেমন একবার তোলা হয়ে গেলে সেখানে কোনো সিনে যদি কোনো পাখি উড়ে বেড়ায় এবং পরবর্তীকালে যতবারই সেই নাটকটি দেখানো হোক না কেনো, প্রতিবারেই সেই পাখিটিকেও উড়ন্ত অবস্থায় দেখা যাবে। শ্যুটিংএর সময় যদি কোনো পতঙ্গ উড়ে যায় তবে বারবার সেটাই রিপিট হতে থাকে। এই বিশ্ব নাটকও ঠিক তেমন ভাবেই সেকেন্ডে সেকেন্ডে আবর্তিত হচ্ছে। এই নাটকও শ্যুট হতে থাকে। এই নাটক সম্পূর্ণ ভাবে বনানো আছে। তোমরা অভিনেতারা এই সমস্ত নাটককে সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো। প্রতিটা সেকেন্ডই নাটকের নিয়ম অনুসারেই হয়ে চলেছে। কোনো গাছের পাতাও যদি হেলে তবে সেটাও নাটকের নিয়ম অনুসারে। এমন নয় যে ভগবানের নির্দেশেই গাছের পাতাও হেলে। এই সমস্তকিছুই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে। তাই এই নাটককে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। শিববাবাই এসে তোমাদের রাজযোগ শেখান এবং সঙ্গে সঙ্গে এই নাটক সম্বন্ধে জ্ঞানও দিয়ে থাকেন। ছবিও দেখো কতো সুন্দরভাবে বানানো হয়েছে। এই সঙ্গম যুগে ঘড়ির কাঁটাও দেখানো হয়েছে। কলিযুগের শেষ এবং সত্যযুগের শুরুর সময়কেই সঙ্গম বলা হয়। এখন এই পুরোনো দুনিয়ায় অনেক ধর্ম আছে। নতুন দুনিয়ায় কিন্তু এতো ধর্ম থাকবে না। তোমরা বাচ্চারা এই কথাই ভাবো যে আমাদের শিববাবা এসে পড়ান, তাই আমরা ঈশ্বরীয় ছাত্র। ভগবান উবাচ: আমি তোমাদেরকে রাজার রাজা বানিয়ে দিই। রাজারাও দেখবে লক্ষ্মী নারায়ণকে পূজা করে। এই লক্ষ্মীনারায়ণকে পূজ্য আমিই বানাই। যারা একসময় পূজ্য ছিলো তাঁরাই এখন পূজারী হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝে গেছো, তোমরাই একদিন পূজ্য চলে আবার তোমরাই আবার পূজারী হয়েছো। বাবাতো এইসব কিছুই হন না। বাবা বলেন যে না আমি পূজারী হই আর না আমি পূজ্য হই, সেই কারণে আমি হার পাই না, না আমাকে যে পরায় সে পরে। তাহলে আমি কেন সেই ফুল স্বীকার করবো। তোমরাও তা স্বীকার করতে পারো না। এই ফুলের অধিকার দেবতাদেরই আছে, কারণ তাদের আত্মা এবং শরীর দুইই পবিত্র। তাই তারাই এই ফুলের অধিকারী। স্বর্গে তো অনেক সুগন্ধযুক্ত ফুল থাকে। সুগন্ধের জন্যই এই ফুলের প্রয়োজন। আবার এই সুগন্ধযুক্ত ফুল মালা করে পরার জন্যও দরকার হয়। বাবা বলেন যে এখন তোমরা বাচ্চারা বিষ্ণুর গলার হার তৈরী হচ্ছে। পুরুষার্থর নম্বর হিসাবেই তোমরা আসনের অধিকারী হবে। যারা আগের কল্পে যেমন পুরুষার্থ করেছিলো, তেমনভাবেই এখন করছে আর ভবিষ্যতেও তেমন করবে। কিন্তু তাও পুরুষার্থর নম্বর অনুসারে এই প্রাপ্তি হয়। আবার বুদ্ধি কখনো বলে, এই বাচ্চাখুবই সেবাপরায়ণ। যেমন কোনো ব্যবসা বা দোকানের ক্ষেত্রে কেউ কেউ শেঠ হয়, কেউ আবার ব্যবসার ভাগীদার হয়, কেউ আবার ম্যানেজারও হয়। যারা আবার তলার দিকে থাকে তারা তাদের একাগ্রতার জন্য চট করে উপরেও উঠতে পারে। এখানেও অনেকটা তাই। তোমাদের বাচ্চাদেরও তোমাদের মাতা - পিতার উপর বিজয়ী হতে হবে। তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাও যে মাতা - পিতার আগে তোমরা কেমন করে যাবো বাবাই বাচ্চাদের পরিশ্রম করিয়ে এই আসনে বসার উপযুক্ত করেন। তাই বাবা বলেন, তোমরা আমার হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী হলে ভবিষ্যতে মহাসিংহাসনে বিরাজ করতে পারবে। এমন পুরুষার্থ তোমরা করো যে নর থেকে নর থেকে নারায়ণ হতে পারো। তোমাদের মুখ্য

উদ্দেশ্যই হলো এই একটা, তারপর যখন রাজধানী স্থাপন হবে তখন তখন বিভিন্ন রকম পদের অধিকারী মানুষ থাকবে। তোমাদের মায়ার উপর বিজয় পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। সন্তানদের ভালোবেসে তত্ত্ববধায়ক হয়ে তবে সামলাও। ভক্তিমার্গে তোমরা তো বলেই থাকো.....প্রভু এই সকলই তোমার দেওয়া। তোমার দেওয়া সব জিনিস তুমি নিয়ে নিয়েছো। তাহলে কাল্লার তো কোনো কারণ থাকে না কিন্তু এই দুনিয়া হলো কাল্লার দুনিয়া। মানুষ অনেক গল্প কথা শোনায়। মোহজিত রাজার গল্পও মানুষই শোনায়। তখন তো কোনো দুঃখের অনুভবও হয় না। সত্যযুগে তোমরা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেবে কিন্তু কোনো রোগের নামমাত্রও থাকবে না। ২১ জন্মেরও জন্য তোমরা সুস্থতা, এবং নিরোগী শরীর পাবে। বাচ্চাদের সবই সাক্ষাত্কার হবে। সেখানকার নিয়ম কানন, রীতি অনুষ্ঠান কেমন, তারা কি ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ পড়ে, সযংবর কেমনভাবে হয়.....এই সবের সাক্ষাত্কার বাচ্চারা আগে করেছে। সেই সব অংশ এখন শেষ হয়ে গেছে। সেই সময় এতো জ্ঞান ছিলো না। এখন দিনে দিনে তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যে অনেক শক্তির সঞ্চার হয়েছে। এও সবই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে। আশ্চর্যের কথা তাই না? পরমপিতা পরমাত্মারও কতো দায়িত্বের পার্ট রয়েছে। এখন নিজে এসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন আবার ভক্তিমার্গেও ওপরে থেকেই সকলের মনোকামনা পূর্ণ করেন। নীচে তো তিনি কল্পে একবারই আসেন। অনেকেই নিরাকারের পূজারী হয় কিন্তু নিরাকার পরমাত্মা কেমন করে এসে তোমাদের পড়ান এই কথা সবই গুপ্ত হয়ে গেছে। যখন গীতাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন থেকেই নিরাকারের সঙ্গে তোমাদের প্রেমের বন্ধন ছিল হয়ে গেছে। এখন তো পরমাত্মা এসেই সহজ রাজযোগ শিখিয়ে এই দুনিয়াকে বদলাচ্ছেন আর এই এই দুনিয়াও একটু একটু করে বদলাচ্ছে। আবার এইভাবেই এর পুনরাবৃত্তি হবে। এই নাটকের চক্রকে তোমরা এখন বুঝে গেছো। দুনিয়ার মানুষ কিন্তু কিছুই জানে না। তারা সত্যযুগের দেবী দেবতাদেরও জানে না। কেবল মাত্র দেবতাদের চিহ্ন থেকে গেছে, সুতরাং বাবা তোমাদের বলেন, সবসময় তোমরা ভাবো যে, তোমরা হলে শিববাবার সন্তান। শিববাবাই তোমাদের পড়ান। শিববাবা এই ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের শিক্ষা দেন। শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমরা অনেক আনন্দ পাবে। এমন গড ফাদার কে আছে? শিববাবা হলেন একাধারে তোমাদের বাবা, শিক্ষক, এবং সতগুরু। লৌকিক বাবা যখন তার বাচ্চাকে পড়ান, তখন বাচ্চারা বলে ইনি আমাদের বাবা, তিনি যদিও বা শিক্ষক হন কিন্তু তাকে কখনোই গুরু বলা হয় না। লৌকিক বাবা শিক্ষক হতেই পারেন। কিন্তু বাবাকে কখনো গুরু বলা হয় না। ব্রহ্মাবাবার বাবা শিক্ষক ছিলেন, উনি পড়াতেন। তিনি ছিলেন এই লৌকিক দুনিয়ার একাধারে বাবা এবং শিক্ষক। আর শিববাবা হলেন বেহদের শিক্ষক। তোমরা যদি নিজেদের ঈশ্বরীয় ছাত্র ভাবো তাহলে তোমাদের অশেষ সৌভাগ্য। গড ফাদার তোমাদের পড়ান, কতটা পরিষ্কার এই কথা। তাহলে তোমাদের বাবা কতটা মিষ্টি। মিষ্টি জিনিসকে সবসময় মানুষ মনে করে। যেমন প্রেমিক আর প্রেমিকার প্রেম হয় না? বিকারের কারণে তাদের প্রেম থাকে না। তারা একজন অপরজনকে দেখতেই থাকে। কিন্তু তোমাদের এখানে হলো আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ। আত্মা বলে আমাদের বাবা হলো জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। তিনি এই পতিত দুনিয়া এবং এই পতিত শরীরে এসে আমাদের কতো উঁচু বানান। এমন গায়নও আছে যে মানুষ থেকে দেবতা বানাতে এক সেকেন্ড সময় লাগে। সেকেন্ডের মধ্যে তোমরা বৈকুণ্ঠতে যাবে আবার সেকেন্ডের মধ্যেই তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হতে পারবে। এই তোমাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। এর জন্য ঈশ্বরীয় পড়া করার প্রয়োজন। গুরু নানকও বলেছিলেন, নোংরা লক্ষ্য সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে। বাবাও বলেন, আমিও ঠিক এমনই ধোপার কাজ করি। তোমাদের শরীররূপী বস্ত্র এবং আত্মা উভয়কেই

আমি কত শুদ্ধ বানাই । তাই তোমরা ব্রহ্মা বাবাকে কখনো স্মরণ কোরো না । এই সমস্ত কাজ একমাত্র শিববাবার তাই তাঁকেই স্মরণ করো । ব্রহ্মাবাবার থেকেও শিববাবা মিষ্টি । আত্মাদের বাবা বলেন , তোমরা এই চোখের দ্বারা ব্রহ্মাবাবার শরীররূপী রথকেই দেখতে পাও , কিন্তু তোমরা স্মরণ শিববাবাকেই করো । শিববাবা এনার দ্বারাই তোমাদের সামান্য কড়ি থেকে মহামূল্যবান হীরাতে পরিণত করেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার হৃদয় সিংহাসনকে জয় করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে । পরিবারে তত্ত্বাবধায়ক(ট্রাস্টী) হয়ে ভালোবাসার সঙ্গে সকলকে পালন করতে হবে । মোহকে জয় করে মোহজিত হতে হবে ।

২) যোগবলের দ্বারা আত্মাকে স্বচ্ছ বানাতে হবে । এই দৃষ্টির দ্বারা সমস্তকিছু দেখলেও এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । এই দুনিয়ার ফুল, মালা স্বীকার না করে নিজেকে সুগন্ধযুক্ত ফুল তৈরী করতে হবে ।

বরদান :- এই সঙ্গমযুগে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করে ডবল প্রাপ্তির অধিকারী হও ।
যে সকল বাচ্চারা এই সঙ্গমযুগে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করেছে , তাদের সর্বদা শান্তি এবং সুখের ডবল প্রাপ্তির নেশা থাকে কেননা অতীন্দ্রিয় সুখের মধ্যেই এই দুই প্রাপ্তি নিহিত থাকে । এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার থেকে যে বর্ষা বা সম্পত্তির প্রাপ্তি করছো তা তোমরা সারা কল্পেও পাবে না । এই সময়ের অতীন্দ্রিয় সুখ এবং জ্ঞানের যে প্রাপ্তি , তা তোমাদের আর কখনো মিলবে না । তাই এই ডবল প্রাপ্তির অধিকারী হও ।

স্লোগান :- একে অপরের সংস্কার জেনে মিলেমিশে চলা- এটাই হলো উন্নতির একমাত্র সাধন ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শিববাবা আর ব্রহ্মাবাবা উভয়েরই মত বিশেষ বিখ্যাত ,তোমাকে উভয়ের মতে
চলে নিজের কল্যাণ করতে হবে "

প্রশ্ন :- নম্বরওয়ান ট্রাস্টী কে আর কিভাবে ?

উত্তর :- নম্বরওয়ান ট্রাস্টী হলেন শিববাবা , কারণ তিনি হন আসক্তি বিহীন । ভক্তিমার্গেও তুমি
ওঁনার অর্থে যা কিছু দান পুন্য করেছে , সেসব সুরক্ষিত থাকে , সেসবের ফল দ্বিতীয় জন্মে প্রাপ্ত
হয় । এখনও যারা বাবার অর্থে নিজস্ব সবকিছু ইনশিওর অর্থাৎ বীমা করে , তাদের পুরো রিটার্ন
বাবা দেন কারণ বাবা বলেন আমি নিজে তো কখনোও সুখ ভোগ করি না । আমি তোমার নিয়ে
কি করবো !

গীত --: তোমার দ্বারে এসেছি প্রতিজ্ঞা নিয়ে (দর পর আয়ে হ্যাঁ কসম লে কে)....

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গান শুনলো । যারা বাবার হয় , তাদেরই বাবার বাচ্চা
বলা হয় । শ্রীমত গাওয়া আছে । শ্রীমত ভগবানুবাচ । গীতায় কৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়েছে কিন্তু
হলেন শিববাবা । ওঁনার পরে ব্রহ্মা তারপরে কৃষ্ণ । শ্রীমত কৃষ্ণের বলা হবে না । শ্রেষ্ঠ থেকে
শ্রেষ্ঠতর হলেন আমাদের বাবা শিববাবা । পতিত পাবন কৃষ্ণ অথবা রাধে এদের বলা যাবে না ।
তারা হলেন দৈবী গুণধারী মানুষ । মানুষদের পতিত পাবন বলা হবে না । সত্যযুগে এমন বলা
হবে না যে পতিত পাবন আসুন । পতিতদের পাবন করার নিমিত্ত হলেন বাবা । যাঁর শ্রীমতে তুমি
চলছো । প্রজাপিতা ব্রহ্মার মত হলো বিখ্যাত আর শ্রীমতও হলো বিখ্যাত , কিন্তু তার মধ্যে বাবার
পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়ে ভুল করে । সব ধর্মীয়দের এক বাবাই হন । কৃষ্ণকে তো সকলে মানবে
না । ক্রিস্চানরা ক্রাইস্টকে ফাদার মানে , না কি কৃষ্ণকে কারণ ক্রিস্চান হলো ক্রাইস্টের মুখ
বংশাবলী । শিববাবা এসে তোমাকে নিজের করেন । বলেন নিজের মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করে
বাবার হয়েছে । তাই ওঁনার নির্দেশ মেনে চলতে হবে । তোমায় বাবাকে মত দেওয়ার দরকার
থাকে না কারণ তিনি নিজেই হন মতদাতা । এরা তো সকলে হল তাঁরই সন্তান । শিববাবা হলেন
নামীগামী । তিনি যা মত দেবেন , যা কিছু করবেন , সব ঠিক । এই ব্রহ্মাকেও মত দিয়ে থাকি
যে এই করো । তোমাদের সম্বন্ধ শিববাবার সাথে হয় । সেইকারণে কারোর অবগুণ দেখবে না ।
শ্রীমতে চলতে হবে । শিববাবা হলেন নিরাকার । ওঁনার নিজের তো কোনো ঘর হয় না । তুমি
এখানে পুরোনো ঘরে থাকো তারপর স্বর্গে গিয়ে আপন ঘরে থাকবে । শিববাবা বলেন আমি তো
থাকবো না । আমি তো এই সময়ে অল্প সময়ের জন্য এসে থাকি ।

তুমি হলে সত্যিকারের রুহানী সেলভেশন আর্মী । সূপ্রীম আত্মা বাবা হুবহু ডামার প্ল্যান অনুযায়ী
কল্প পূর্বের মতন নির্দেশ দিচ্ছেন । কল্পে কল্পে যা নির্দেশ দিয়েছেন , সেগুলি আবার দিচ্ছেন । রাত
দিন গুহ্য কথা শোনাতে থাকেন । নতুন কেউই এসব বুঝতে পারবে না । যদিও অনেকে ৩৫-৪০
বর্ষ ধরে আছে কিন্তু অনেকে আছে যারা এই রকম গম্ভীর কথাগুলিকে বোঝে না । বাবা তো রোজ
নতুন কিছু শেখাতে থাকেন । করাচী থেকে মুরলী বেরিয়ে এসেছে । প্রথমে বাবা মুরলী
চালাতেন না । রাতে দুটোর সময় উঠে দশ-পনেরো পাতা লিখতেন । বাবা লিখতেন তারপর

তাদের পেজ বেরোত । ভক্তিমার্গে যেমন শাস্ত্র ইত্যাদি কাগজ সামলে রাখা হয় । দিন প্রতিদিন বড় বড় বই তৈরী করা হচ্ছে , কত বায়োগ্রাফী তৈরী হচ্ছে । সেইসব আবার পাঠ করে রেখে দেওয়া হয় । তুমি তো মুরলী পাঠ করে ফেলে দাও , নয় তো এই রূপান্তরগুলো সদাকালের জন্য রাখা দরকার । কিন্তু না , জানে এইসব বিনাশ হওয়ার আছে , চিত্র ইত্যাদি যেসব তুমি অল্প সময়ের জন্য তৈরী করেছো , সেসব তো চাপা পড়ে যাবে , তারপর সেখানে না শাস্ত্র , না চিত্র ইত্যাদি কিছুই থাকবে না । তারপর এইসব যা কিছু চলছে , কল্প পরেও আবার হবে । শাস্ত্র ইত্যাদি আবার দ্বাপর থেকে প্রারম্ভ হবে । গ্রন্থও পূর্বে হাত দ্বারা লেখা আর অনেক ছোটো হত । এখন বড় তৈরী করা হয় , দিন প্রতিদিন বড় তৈরী করা হবে , নয়তো শিববাবার জীবন কাহিনী কতবার লেখা দরকার । এখন তোমরা বাচ্চারা বলো যে পরমপিতা পরমাত্মার জীবনকাহিনী আমরা জানি । বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে আমি ভক্তিমার্গে কি করি ! ভক্তিমার্গেও ইনশিওরেন্স (সুরক্ষা কবচ) করে থাকি । ঈশ্বর অর্থ মানুষরা দানপুণ্য করে , তাই না । বলা হয় তারা ঈশ্বর অর্থে দান পুণ্য করেছে । ঈশ্বর বড় ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়ে পাঠিয়েছেন । ভক্তিমার্গে ধর্মাত্মা অনেক হয় । ঈশ্বর অর্থে , শ্রীকৃষ্ণের অর্থে দান পুণ্য করে থাকে । তাই বাবা আবার বোঝাচ্ছেন যে আমি বাচ্চাদের দ্বিতীয় জন্মের জন্য ফল দিয়ে এসেছি । ভালো বা মন্দ ফল তো পাওয়া যায় , তাই না । কত ইনশিওরেন্স হয়েছে । যে যেরকম কার্য্য করে , সেই অনুসারে ফল প্রাপ্ত হয়ে থাকে । মায়া উল্টো কাজ করতে থাকে , যার দরুন তুমি দুঃখ প্রাপ্ত করো । এবার আমি তোমায় এমন কর্ম শেখাই , যা কখনো দুঃখ দেবে না , আর মায়াও সেখানে আসবে না । বাকী হলো পদ (মর্তবা) , যে যতো ইনশিওর করে । শিববাবা তো হলেন নম্বরওয়ান ট্রাস্টী , তাই না । অন্য দিকে আসক্তি গেলে, অনেক ট্রাস্টী তো অনেকের খাবারও নষ্ট করে দেয় । বাবা দেখো কেমন ট্রাস্টী হন , বলেন এই সব কিছু বাচ্চাদের জন্য আছে । তোমার সারা সম্বন্ধ শিববাবার সাথে আছে । বাবা বলেন আমি হলাম সত্যিকারের ট্রাস্টী । আমি নিজে কখনোও সুখ ভোগ করি না । বাচ্চাদেরকে সারা রাজধানী দিয়ে থাকি । লৌকিক বাবাও বাচ্চাদেরকে সবকিছু অধিকারে দিয়ে যায় । আমি তো স্বর্গে কিছুই প্রাপ্ত করি না । তোমাকেই সবকিছু দিয়ে যাই কারন তোমার সারা সম্বন্ধ শিববাবার সাথে হয় । এখানে ব্রহ্মাবাবাও বলেন যে আমিও ফুল ইনশিওর করে নিয়েছি । তন মন ধন সবকিছু বাবার সার্ভিসে । সিন্ধীতে একটি প্রবাদ আছে যে হাত যার এমন দাতা রূপে প্রথম খুলবে সেই পৌঁছাবে । বাবার কাছে সবকিছু ইনশিওর করতে হবে । দুই মুঠ চাল দিলে তো মহল প্রাপ্ত হয় । এখন দেখো বাড়ী তৈরী হয়েছে , কেউ এক টাকা পাঠিয়েছে , আমাদেরও ইট লেগে যাক । বাবা লিখেছেন তোমার তো সবচেয়ে ভালো মহল প্রাপ্ত হবে কারণ তুমি হলে গরীব । আমি হলামই গরীব নিবাজ । গরীবের এক টাকা তো সাহকারের দশ হাজার । উভয়েই একই পদ প্রাপ্ত করে । সাহকার অনেক মুশকিলেই আসে । সবচেয়ে কন্যারা তো একদম ফ্রী হয় । নম্বরওয়ান দেখো মাশ্মা গেলেন । ওনার কাছে তো কিছুই ছিল না । গরীব ঘরের কন্যা ছিল তারপরও নম্বরওয়ান হয়ে গেলেন । সবকিছু দিয়েছে তারপরও প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ । কত আশ্চর্যজনক খেলা , তাই না ! তাই কখনো কোনো কথায় সংশয় হওয়া উচিত নয় । বাপদাদা উভয়েই কম খোড়াই । একটুও সংশয় এখানে থাকা উচিত নয় । অনেক মিষ্টিও পরিনত হতে হবে । কদমে কদমে শ্রীমত প্রাপ্ত করতে হবে । নইলে মায়া অনেক নুকশান করে দেয় । বাচ্চাদের কত ডায়রেকশন দিতে হয়। বাবা বলেন পুরো খবর লেখো । বাবা সকল প্রকার দ্বারা সামলাবেন । বাবার অনেক খেয়াল থাকে। কোথায় এই বাচ্চা উপরে উঠুক , পড়াশোনায় পুরো মনোযোগ দরকার । আমরা হলাম মোস্ট বিলাভড গড ফাদারলী স্টুডেন্ট । ভগবানুবাচও লিখিত আছে কিন্তু কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে ।

কৃষ্ণও সব মানুষের মতন উচ্চ থেকে উচ্চ হয় । প্রথম রাজকুমার হয় । কৃষ্ণের নাম দিয়েছে , নারায়ণের কেন নয় ! কৃষ্ণ হলো বালক , শৈশবে বালক হয় সতোপ্রধান । তারপর শৈশব থেকে যুবাবস্থা , তারপর আবার আসে বৃদ্ধাবস্থা । বাচ্চাদেরই মহিমা করা হয় কারণ তারা পবিত্র হয় , তাই না ! বালকরা ব্রহ্মজ্ঞানী সম হয় । বাচ্চাদের দ্বারা কোনো পাপ হয় না । তাই কৃষ্ণ ছোটো বাচ্চা হওয়ার দরুন তার জন্মদিন পালিত করা হয় । তারপরে কৃষ্ণকে দ্বাপরে দেখানো হয়েছে । এই সব বাবা বসে বোঝাচ্ছেন । তোমরা ব্রাহ্মণ দুনিয়া ছাড়া আর কেউই এমন হবে না , যারা এইসব জানবে । ব্রাহ্মণ হলো উত্তম । তোমরা ব্রাহ্মণ হলে ঈশ্বরীয় সন্তান । সত্যযুগে ঈশ্বরীয় সন্তান বলা হবে না । ঈশ্বর দ্বারা অবশ্যই স্বর্গের প্রাপ্তি হবে । এই হলো তোমার অতি দুর্লভ অমূল্য জীবন । সবার তো হবে না । এই ড্রামা এরকম তৈরী করা হয়েছে । কল্প পূর্বে যারা এই পাঠ পড়েছে , তারাই আবার পড়ছে । ভগবান অবশ্যই ভগবান ভগবতী জন্ম গ্রহণ করিয়েছেন । কিন্তু তাদের ভগবান ভগবতী বলা যাবে না । গড ইজ ওয়ান (ভগবান হন এক) । নিরাকারের মহিমা আছে কিন্তু সাকারের কোনো মহিমা হয় না । এই লক্ষ্মী নারায়ণকে নিরাকার ভগবান তৈরী করেছেন । এখন তারা রাজযোগ শিখছে । রাজত্ব স্থাপন যখন হয়েছিল তখন সেইসময় বিনাশও হয়েছিল । বাবা অবশ্যই স্বর্গের অধিকার দেবেন । এখন তো হলো সঙ্গমের কথা । যখন শিববাবা আসেন , তখন খেলা পুরো হয় । তারপর কৃষ্ণের জন্ম হয় । মানুষ তো বেচারী কনফিউজড হয়ে গেছে । তাই তো বাবা এসে বোঝাচ্ছেন । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্ম দ্বারা সব শাস্ত্রের সার বলছেন । এখন তুমি যেমন মাস্টার নলেজফুল হয়ে গেছো । আত্মারই মহিমা হয় । জ্ঞানের সাগর , আনন্দের সাগর স্লিসফুল (সুখদ) এই সব হয় বাবার মহিমা । বাবা বলেন যে এই ভারত তো হয় সবচেয়ে বড় তীর্থস্থল । কিন্তু কৃষ্ণের নাম দেওয়ার কারণে সারা মহিমা হারিয়ে ফেলা হয়েছে । নইলে তো সকলে শিবের মন্দিরে ফুল দিত , কারণ সকলের সঙ্গতি দাতা এক বাবাই হন । অর্ধকল্প তুমি প্রালঙ্ঘ ভোগ করে নীচে নেমেছো কারণ সকলকে তমোপ্রধান হতেই হয় । এবার বাবা বলেন যে তোমাদের বাচ্চাদের জন্য নতুন দুনিয়া স্থাপিত করছি । সেই দুনিয়ায় বাবা নিজে আসেন না । সবকিছু তোমাদের বাচ্চাদের জন্য হয় । একদম সোজা কথা । মানুষরা তো সব নিজের জন্য করে তারপর বলে আমরা নিষ্কাম কার্য্য করে থাকি । কিন্তু নিষ্কাম কার্য্য তো কেউই করে না । প্রত্যেক জিনিষের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয় । আমি (শিববাবা) তো তোমাদের বাচ্চাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দান করি । তোমাদের জন্যই বৈকুণ্ঠ এনেছি । বাচ্চাদের রাজত্বের স্মৃতিচিহ্ন প্রদান করি । তাই সেসব প্রাপ্ত করার জন্য যোগ্য পরিনত হতে হবে । স্বর্গের মালিক পরিনত হতে হবে । হাতের মুঠোয় স্বর্গ প্রাপ্ত হয় । সেকেন্ডে জীবনমুক্তি অথবা সেকেন্ডে বাদশাহী । দিব্য দৃষ্টি দাতা হন শিববাবা । সেকেন্ডে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যান । বাবার হাতে কোনো চাবি থাকে না । বাবা বলেন আমি তোমাদের বাচ্চাদের রাজত্ব দিয়ে থাকি । আমি রাজত্ব করি না । আবার যখন তুমি ভক্তিমার্গে যাবে তখন তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা মন ভুলিয়ে (বহলানা) রাখতে হবে । বাবা কত ভালোভাবে বোঝান । এরকম বাবা কল্পে কল্পে সঙ্গমযুগে একই বার আসেন । সবকিছু পূর্বরচিত নাটকই (ড্রামা) আবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে , যা কিছু হচ্ছে , সব ড্রামায় স্থায়ী বা ফিক্সড আছে । সেইসব সাক্ষী হয়ে দেখো । বাবা অনেক ভালো ভাবে বোঝাচ্ছেন । বাচ্চারা আমি তোমাদের হলাম ইনশিওরেন্স ম্যাগনেট । তোমাদের এক পয়সাও হারাই না । কৌড়ী থেকে তোমাকে হীরেতুল্য পরিনত করি । এই সবই শিববাবা এদের দ্বারা করেন । তিনি হন করনকরাবনহার । তিনি হলেন নিরাকার , নিরংকারী । গডফাদার কেমন করে বসে পড়াচ্ছেন । এমন কখনোই বলেন না যে চরনে মাথা নত করো । বাবা হলেন ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট । বাবা বলেন যে যাদের মালিক পরিনত

করি , তারা সুখ ভোগ করে এখন দুঃখী হয়েছে । সুখও অনেক প্রাপ্ত করে । এতো সুখ কোনো ধর্মে প্রাপ্ত হয় না । এরকম বলা যাবে না যে ভারতবাসীরাই কেন , অন্যরা কি ভুল করেছে ? আরে !, এতো ঢের মনুষ্য আছে , সকলে তো আসতে পারে না । এই ড্রামা হলো পূর্ব রচিত । ভারতেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল । ভগবান এসে সহজ রাজযোগ শিখিয়েছেন । বাবা বলেন আমি আবার এসেছি । তুমিও জানো চুরাশী জন্মের পাট প্লে করে এবার আমাদের ঘরে ফেরার পালা । এমনিতেও এটা অনেক পুরোনো চোলা (শরীর রূপী বস্ত্র) হয়ে গেছে । (সাপের খোলোসের মতন) । কিন্তু ব্রহ্মতে লীন কেউই হয় না । তাদের মধ্যেও অনেকে অনেক তীক্ষ্ণ হয়। শান্তিতে বসে শরীর ত্যাগ করে চলে যায় । তখন তাদের বায়ুমন্ডলে দুই-তিন দিন পর্যন্ত নিস্তর্রতা হয়ে যায় । তো তুমি জানো যে পুরোনো শরীর ত্যাগ করে বাবার নিকটে যাওয়া হয় । ব্রহ্ম তো বাবা নয় । এইসব সেই বাচ্চাদের ভ্রম হয় । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১. এই নাটকের প্রত্যেক দৃশ্যকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে , কারণ পূর্ব রচিত নাটকই আবার রূপায়িত হচ্ছে । কখনোও কোনো কথায় সংশয় উৎপন্ন কোরো না ।

২. বাবা হলেন ইনশিওরেন্স ম্যাগনেট , এই কারণে তন মন ধন বাবার সার্ভিসে সফল করে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরী করতে হবে । বাবার সাথে পুরো পুরো সম্বন্ধ (কানেকশন) রাখতে হবে । বাবাকে পুরো খবর দিতে হবে ।

বরদান:- মাষ্টার অলমাইটী অথরিটির সীটে সেট হয়ে সহজ আর সদাকালের কর্মযোগী ভব (হও) !

যেমন কোনো মেশিনকে সেট করা হয় , তো একবার সেট করার পর সেই মেশিন অটোমেটিক্যালি চলতে থাকে , সেইরকম এই রীতি দ্বারা মাষ্টার অলমাইটী অথরিটির স্টেজে স্বয়ংকে একবার সেট করে দাও তো কখনোও দুর্বলতার শব্দ বেরোবে না । প্রতি সঙ্কল্প , প্রতি শব্দ বা কর্ম সেই সেটিংস অনুযায়ী অটোমেটিক্যালি চলতে থাকবে । এই সেটিংসই সহজ আর সর্বদা কর্মযোগী , নিরন্তর নির্বিকল্প সমাধিতে থাকার জন্য সহজযোগী পরিণত করে দেবে ।

স্লোগান --: 'আমি'র পরিবর্তে বাবা বাবা বলা...এটাই হল স্মরণের প্রমাণ ।

" মিষ্টি বাচ্চারা - পুরোপুরি রাজ্যাধিকার নেওয়ার জন্য এক বাবার সাথে সম্পূর্ণ প্রীত রাখো , তোমাদের প্রীত কোনও দেহধারীর প্রতি রাখা উচিত নয় "

প্রশ্ন:- যারা দৈবী সম্প্রদায়ের হবে তাদের কাছে কোন কথার গুরুত্ব থাকবে ?

উত্তর :- যখন তোমরা ওদের বলবে যে , বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয় আর দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় , তখন এই কথাগুলো ওদের মনে গুরুত্ব পাবে । ওদের বুদ্ধিতে আসবে আমাদের দেবী -দেবতা তৈরি হতে হবে এইজন্য আমাদের খাওয়া -দাওয়া শুদ্ধ রাখা উচিত ।

গীত :- ভোলানাথের থেকে নিরালা. . .

ওম্ শান্তি । ভোলানাথের বাচ্চারা ভোলানাথের থেকে শুনছে । ভোলানাথ শিবকেই বলা হয়ে থাকে । ঔঁনার নামই শিব । ভোলানাথের বাচ্চা অর্থাৎ শিবের বাচ্চা । আত্মারা এই কান দ্বারা শুনছে । এখন তোমরা বাচ্চারা আত্ম -অভিমানী হয়েছ । বাচ্চারা টেপ রেকর্ডে মুরলি শুনে বুঝে যায় শিববাবা আমাদেরকে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন , আমি সব আত্মাদের পিতা- যাঁকে তোমরা পরমপিতা পরম আত্মা বা পরমাত্মা বলা । ওনাকে সর্বদা ফাদরই বলা হয় । উনি যে ফাদর এ কথা কে বলে? আত্মা । আত্মার এখন জ্ঞান হয়েছে আর কোনও মনুষ্য মাত্রেই এই জ্ঞান নেই । আমরা আত্মাদের দুই বাবা । এক হলেন সাকার আরেক হলেন নিরাকার । উনি যে পরমপিতা এই বোধোদয় আর কেউ জাগাতে পারেনা । বাবা ছাড়া এই কথা দ্বিতীয় কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেনা । বাবাই জিজ্ঞাসা করেন তোমরা যে বলা পরমপিতা পরমাত্মা ,গড ফাদর ওই শব্দ তোমরা কার জন্য বল? লৌকিক বা পারলৌকিক বাবার জন্য ? লৌকিক বাবাকে গড ফাদর কি বলবে ? হিন্দি শব্দ পরমপিতা তো এক নিরাকারই বোঝায় । ঈশ্বর ,প্রভু বা ভগবান বললে বাবা প্রমাণ হয়না । গড ফাদর শব্দ বেশ ভালো । আত্মা বলেছে উনি আমাদের গড ফাদর । লৌকিক ফাদর শুধুমাত্র শরীরের বাবা । তোমাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে -তোমাদের বাবা ক'জন ? এক তো লৌকিক ,দ্বিতীয় পারলৌকিক । এই দুইয়ের মধ্যে বড় কে ? নিশ্চয়ই বলবে পারলৌকিক ফাদর । ঔঁনার মাহাত্ম্য উনি সব পতিতকে পবিত্র বানান । এখন তোমরা তা বুঝে গেছ । দুনিয়ার লোকেরা কেউ এসব বোঝেনা । বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন - তোমাদের পারলৌকিক বাবার সাথে প্রীত থাকে । অন্যদের হয় বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি । মহাভারতের যে গল্প তোমরা শুনছ তা এখন শুরু হবে । যুদ্ধ - বিমান , কামান ইত্যাদি সকলেই একে অপরের সাথে যার যেরকম চাই পয়সার বিনিময়ে আদানপ্রদান করছে । ধার-বাকিতেও নেয় । প্লেন , বারুদ ইত্যাদি সব কেনে , এসবই অত্যন্ত দামী । বিলেতের লোকেরা তৈরি ক'রে সেসব আবার বেচে দেয় । ভারতবাসী আদৌ এরোপ্লেন ইত্যাদি বিক্রি করে ! এই জিনিস সবই বাইরে থেকে আসে । এখন যে জিনিস কেনা হচ্ছে তার তো অবশ্যই ব্যবহার হবে । ফেলে দেওয়ার জন্য তো আর নেয় না ! ওরা সব বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি যাদব সম্প্রদায় , যারা ইউরোপে থাকে । ওদের মধ্যে সব এসে গেছে । ভারত তো অবিনাশী খণ্ড কেননা অবিনাশী বাবার জন্মভূমি । বাবা আসেনই তখন ,যখন পুরনো দুনিয়া সমাপ্তির মুখে আর জন্ম সেখানেই নেন যেখানে কখনও শেষ হয়না । বাবা এসেছিলেন তাই তো শিব জয়ন্তী পালন হয় কিন্তু ওদের এটা জানা নেই শিববাবা কখন আসেন ! আসেন সেই সময়ে যখন বিনাশের প্রস্তুতি চলে । এখন বাবা

বলেন যে ইউরোপবাসী যাদব সম্প্রদায়ের সত্যযুগে কোনো ভূমিকা থাকেনা। না বৌদ্ধ, কৃষ্টিয়ানদের কোনো ভূমিকা থাকে। বাবা এখন বলছেন ওদেরই বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি কেননা ওরাই পরমাত্মা বাবাকে সর্বব্যাপী বলে। বিনাশকালে তোমাদেরই প্রীত বুদ্ধি থাকে। তোমরা বাবাকে জানো। তোমরা বুঝেছ - আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে আমরা পাপ আত্মা, তমোপ্রধান হয়ে গেছি। ভারতবাসী ৮৪ জন্ম নিয়েছে। এখন নাটকে সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের বাবা রাজাযোগ শেখাচ্ছেন। এটা সকলের অন্তিম সময় অর্থাৎ মৃত্যুর সময়। যাদবদেরও ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা জন্মায়নি, এইজন্য বিনাশ কালে তাদের বিপরীত বুদ্ধির উদয় হয়। কোনও দেহধারী মনুষ্যের প্রতি প্রীত রাখা ঠিক নয়। ওরা তো হচ্ছেই রচনা, বাবার থেকে ওরা বরসা পায়না। ভাই ভাইয়ের কাছ থেকে বিশ্বের রাজ্য অধিকার তো পেতে পারেনা তাই - না! এতো যথার্থ্য ভাবে বোঝানো হয়েছে। বাবা এসে আবার কাঁটা থেকে ফুল বানিয়ে তোলেন। মনুষ্য পাঁচ বিকারে মধ্যে পড়ে পতিত হয়ে যায়। এখন হচ্ছেই রাবন রাজ্য। সত্যযুগ ছিল দৈবী রাজ্য। শিববাবাই স্বর্গপুরী রচনা করেন। এই স্বর্গপুরীতে সূর্যবংশীয় লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এখন তোমরা জেনেছ স্বর্গরাজ্যের স্থাপনা শুরু হয়েছে। বিনাশকালে তোমাদের প্রীত বুদ্ধির জন্যই বিজয় প্রাপ্ত হয়। এটাই খুব ভালো করে স্মরণে রাখতে হবে। আমরা ভারতবাসী যারা কলিযুগে আছি তারা আবার পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করে স্বর্গে চলে যাব। এই বিকারি সম্বন্ধ হলো বন্ধনের আরেক নাম। তোমরা বিকারী বন্ধন থেকে নির্বিকারী সম্বন্ধে গেলে তবে পরের জন্মে বিকারী বন্ধনে আসতে হবেনা। ওখানে সবই নির্বিকারী সম্বন্ধ, এই সময়ের বন্ধন আসুরিক। আত্মা বলে আমাদের শিববাবার সাথে ভালবাসা . . . তোমাদের ব্রাহ্মণদের প্রীত আছে কেননা তোমরা প্রকৃতরূপে বাবাকে জেনেছ। বাবাকে, সৃষ্টিচক্রকে জেনে তোমরা আবার অন্যদেরকেও বোঝাও। যে যত অন্যকে বোঝাবে সে ততো অনেকের কল্যাণ করবে। যে যথার্থভাবে বুঝে জ্ঞান ধারণ করতে পারে সেই উঁচু পদ পায়। সর্ভিস কম করলেও পদ কম হয়ে যাবে। সারা দুনিয়া পতিত হয়েছে। প্রত্যেককে পবিত্র হওয়ার রাস্তা দেখাতে হবে, এছাড়া কোনও উপায় নেই। স্মরণের পথেই বিকর্ম বিনাশ হবে। যারা দৈবী সম্প্রদায়ের তাদের মধ্যে শব্দগুলো গুঞ্জরিত হবে (গুনগুন করা), বুঝতে পারবে এতো সব ঠিক কথা। বরাবর আমরা দেবী - দেবতা হয়ে এসেছি। আমাদের ভোজনও শুদ্ধ হওয়া চাই। এখানে দৈবী গুণ ধারণ করে সর্বগুণসম্পন্ন হতে হবে। এখন তোমরা তৈরি হচ্ছে। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ - বিনাশকালে ওরা বিপরীত বুদ্ধিতে চলবে আর তোমাদের প্রীত বুদ্ধি থাকবে বাবার সাথে। এর মধ্যেও যে তীর প্রীত বুদ্ধির সে বাবার সাথে সম্পূর্ণ রূপে আনন্দিত থাকবে। আমরা বাবার থেকে ২১ জন্মের স্বর্গের রাজ্যভার নিই। একমাত্র বাবাই ঠিক বলেন যে, অন্য কারও সাথে সন্তুষ্টি না রাখতে। যখন নতুন বাড়ী বানানো হয়, তখন নতুন বাড়ীর প্রতি একটা ভালবাসা তৈরি হয়। বোঝাই যায় যে পুরানো বাড়ী ভাঙা হবে। সেরকম আমরাও পুরানো দুনিয়া থেকে আমাদের মন সরিয়ে নিচ্ছি। বাবা বোঝাচ্ছেন - দিনকে দিন বায়ুমণ্ডল খারাপ হতে থাকবে। দেখছই তো কত অশান্তি, গল্ডগোল লেগেই রয়েছে, এইসব থেকে বুঝবে এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। আমাদের যেতে হবে নতুন দুনিয়াতে। তাই নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করতে হবে। বেহদের বাবা আর বিশ্বের রাজত্ব স্মরণ করতে হবে, অন্য কাউকে স্মরণ করলে কিছুই পাওয়া যাবেনা। মনুষ্য ভক্তিমার্গে কত স্মরণ করে। মা - বাবা, বন্ধু - বান্ধব, পরিজনকে স্মরণ করেও আবার দেবী - দেবতাদের কত স্মরণ করে। গঙ্গাজলে স্নান করে, এই গঙ্গাকে পতিত - পাবনী বলে। দেখানো হয়েছে তীর মেরেছে আর গঙ্গা বেরিয়ে এসেছে। মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে মুখে গঙ্গাজল দেয়া ভাবে একটু গঙ্গাজল পেলে মুক্তি পেয়ে যাবে। বাবা বলেন - এখানে হয় জ্ঞানের কথা। তুমি

অল্প জ্ঞানও যদি শোনো তার ফল পেয়েই যাবে । এই জ্ঞান , শোনার জন্য । অমৃত পানের জিনিস নয় , এটা হচ্ছে জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানামৃত । এরকম ভেবোনা যে ভোগের দিন অমৃত পান করানো হয় না , সেতো মিষ্টি জল । এখানে তো হচ্ছে জ্ঞানের কথা । জ্ঞান অর্থাৎ বাবা আর সৃষ্টির আদি -মধ্য -অন্তকে জানা - কিভাবে এই সৃষ্টিচক্র ঘোরে , কে ৮৪ জন্ম নেয় । সবাই এই জ্ঞান নিতে পারেনা। প্রথম -প্রথম ভারতবাসীই আসে , তারাই ৮৪ জন্ম নেয় । যাঁরা দেবতা ছিলেন তাঁরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করে পতিত হয়ে যান । এই লক্ষ্মী -নারায়ণ দেবী -দেবতা , এনাদের ভোগে কি সিগারেট ইত্যাদি দেওয়া হয় ? সিগারেটে আসক্ত কেউই উঁচু পদ পেতে পারেনা । এটা কোনও দৈবী জিনিস নয় । সিগারেট বা পিঁয়াজ ,রসুন খেলে আরও নীচে নেমে যাবে । বলে , এসব খাওয়া ছেড়ে দিলে শরীর খারাপ হয়ে যায় । বাবা বলেন - শিববাবাকে স্মরণ করো । এই সব অভ্যাস ছেড়ে দিলে তোমাদের সদগতি হবে । সিগারেটের অভ্যাস অনেকের মধ্যেই থাকে । বুম্বিয়ে দেওয়া হয় , দেবতাদের কখনও এই ভোগ দেওয়া হয়না । তোমাকে তো এঁদের মতো এখানেই তৈরি হতে হবে । তুমি খারাপ জিনিস খেতে থাকলে তার একটা গন্ধও বেরোতে থাকবে । সিগারেট বা মদাসক্ত লোকদের দূর থেকে গন্ধ আসে । তাই তোমাদের -বাচ্চাদের দৈবী গুণ ধারণ করে বৈষ্ণব হতে হবে । বিষ্ণুর সন্তান যেমন হয় , তোমরা বিষ্ণু অর্থাৎ দৈবী সন্তান হয়ে উঠছ । এখানে তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । এটা তোমাদের সর্বোত্তম জন্ম । দেবতাদের থেকেও তোমরা উত্তম । তোমরা আরও অনেককে উত্তম বানাতে চলেছ । এই হচ্ছে বেহদের বাবার মেশিনারী । কৃষ্ণিয়ানদের মেশিনারী হয় তাই না ! কৃষ্ণিয়ানরা অনেককে নিজেদের ধর্মে পরিবর্তিত করেছে । কিন্তু এখানে ঈশ্বরীয় মেশিনারী । তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ ধর্মে পরিবর্তিত হয়ে আবার দেবতা ধর্মে পরিবর্তিত হও । তোমরা জানো আমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছি । তোমরা জীবনে থেকেও জীবনের সকল স্পৃহা থেকে নিজদের মুক্ত করে তারপরে দেবতা হতে পার । সত্যযুগে তোমাদের জন্ম হবে গর্ভমহলে । এখানে বাবা তোমাদের ধর্মের বাচ্চা বানিয়েছেন অর্থাৎ ধর্মের পথে চালিত করেছেন , তোমাদের ধর্মাত্মা তৈরি করতে । বাবা তোমাদের আপন করেছেন । বাচ্চাদের বাবা শেখান , ব্রাহ্মণ থেকে আবার দেবতায় পরিণত হও । এই মনুষ্যরা কত উঁচুতে , দৈবীগুণ সম্পন্ন । যখন তোমরা আত্মারা পবিত্র হবে তখন শরীরও পবিত্র হতে হবে । পুরানো শরীর শেষ হয়ে আবার তোমাদের নতুন সত্যোপধান শরীর চাই । সত্যযুগে পাঁচ তন্ত্রও সত্যোপধান হয়ে যাবে । বাবা বলেন - তোমরা শূদ্র বর্ণের ছিলে । এখন আবার ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছ তারপরে আবার দৈবী বর্ণে এসে যাবে । ৮৪ জন্ম যে নিতে হবে । ব্রাহ্মণ বর্ণকে নিশ্চল করে রেখেছো এখন বাবা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানিয়ে পুনরায় দেবতা বানান । এখন তোমরা ব্রাহ্মণেরা শীর্ষস্থানে পৌঁছেছ । ডিগবাজি খেলা (মাথা নীচু করে পা শূন্য ভুলে উল্টে পড়া) তাই -না ! অর্থাৎ আমরা প্রথমে শীর্ষে থাকি ধীরে ধীরে কলা কমে শীর্ষ থেকে নীচে নেমে আসি , আদি -মধ্য -অন্তকাল ধরে এই ডিগবাজি খেলা চলতে থাকে । এখন ব্রাহ্মণ আবার দেবতা , ক্ষত্রিয় একেই চক্র বলা হে থাকে । এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছ । এই জ্ঞান তোমাদের হয়েছে পরে তো প্রারম্ভ ভোগ করবে (পূর্ব জন্মার্জিত কর্মফল) । এই সময়ে পুরুষার্থ করে যারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে তারা ওখানে ২১ জন্ম যাবৎ সদা সুখী থাকবে । কেউ রাজ বংশে , কেউ প্রজাতে যাবে । রাজ পরিবারে সুখই সুখ তারপরে আবার কলা কমে যায় । তোমরা ৮৪ জন্মের জ্ঞান পেয়েছ । স্মৃতিতে আসছে । বাবা এসে বুম্বিয়ে দেন মিষ্টি -মিষ্টি বাচ্চারা , তোমাদের এখন ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে । কেউ কেউ ৮৪ জন্ম , ৮০, ৫০, বা ৬০ জন্মও নিয়ে থাকে । সবার থেকে বেশী সুখ তোমরা ভারতবাসীরা দেখ । এই ড্রামাতে তোমাদের নাম সবচেয়ে উপরে । দেবতাদের থেকেও তোমরা উঁচুতে । তোমরা জানো যে আমরাই সেই পূজ্য হই । সত্যযুগে আমরা কাউকে পূজো করিনা

আবার আমাদেরও কেউ পূজা করে না। ওখানে আমরা হচ্ছিই পূজ্য, পরে ধীরে ধীরে কলা কম হয়ে যায়। আমরা পূজ্য থেকে আবার পূজারী হয়ে মাথা নত করি। দ্বাপরে এসে আমরা পূজারী হতে শুরু করি। অন্তিমে সবাই আবার ব্যভিচারী হয়ে যাই। এই শরীর পাঁচ তত্ত্বের তৈরি, এই শরীরের যদি কেউ পূজা করে তবে তাকে বলা হয়ে থাকে ভূত পূজা। প্রতি একজনের মধ্যে পঞ্চভূত (পাঁচ বিকার) আছে। দেহ -অভিমানের ভূত, আবার কাম -ক্রোধের ভূত। ভূত সম্প্রদায় বলা বা আসুরিক সম্প্রদায় বলা ব্যাপার একই। বাবা এসে আবার দৈবী সম্প্রদায় তৈরি করেন। বাবা আসেন ভূতের অর্থাৎ পাঁচ বিকারের কবল থেকে উদ্ধার করতে এবং নিজের সাথে যোগ লাগিয়ে দেবতা বানাতে। গুরু নানকও মহিমা গেয়েছেন পরমপিতা পরমাত্মা মনুষ্যকে দেবতা বানিয়েছেন। উনিই পতিতকে পবিত্র বানানোর কারিগর। আচ্ছা।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপ দাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার (পরমপিতা পরমাত্মা) রুহানি বাচ্চাদের (আত্মাদের) নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য যে -যে খারাপ অভ্যাস আছে সে সব ছাড়তে হবে। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ধর্মে পরিবর্তিত করে দেবতা বানানোর জন্য ঈশ্বরীয় মিশনের কার্যে সহযোগী হতে হবে। মদ, সিগারেট অথবা যে কোনও বাজে অভ্যাস যা কিছু আছে তা ত্যাগ করতে হবে।

২) এই বিনাশ কালের সময় এক বাবার সাথে সত্যকার ভালবাসা রাখতে হবে। পুরানো বাড়ী ভাঙা পড়বেই এইজন্য এর থেকে মন সরিয়ে নতুনের সাথে জুড়তে হবে অর্থাৎ পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী জেনে নতুন দুনিয়ার স্থাপনায় মন লাগাতে হবে।

বরদান :- মরজীবা স্থিতি দ্বারা হিম্মত আর উল্লাসের অবিনাশী স্ট্যাম্প লাগানোর কারিগর, প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব (হও) !

যে প্রাপ্তির দ্বারা সম্পন্ন হবে তার প্রত্যেক আচার -ব্যবহারে, নয়নে নিশ্চয়তার উদ্যম -উৎসাহ প্রকাশ পাবে। কিন্তু হিম্মত আর উল্লাসের অবিনাশী স্ট্যাম্প লাগানোর জন্য নিজের অতীত বা ঈশ্বরীয় মর্যাদার বিপরীত সংস্কার, স্বভাব, সঙ্কল্প বা কর্ম যা কিছু হয় তার থেকে মরজীবা হও। প্রতিজ্ঞারূপী স্থিতিতে স্থিত হয়ে বাস্তবে প্রতিজ্ঞা প্রমাণ হয়ে চলতে থাকে। হিম্মতের সাথে উল্লাস থাকলে প্রাপ্তির ঝলক দূর থেকেই দেখা যাবে।

স্লোগান :- অনেকের মাঝে বা সংকট কালে ডাবল লাইট স্থিতিতে থাকার অধিকারীই ধারণামূর্ত হয়।

"মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা - অমৃতবেলার সময় খুবই সুন্দর , তাই ভোরবেলা উঠে একান্তে বসে বাবার সাথে মিষ্টি -মিষ্টি বাক্যলাপ করো ।"

প্রশ্ন - নিরন্তর যোগী হওয়ার জন্য কোন্ জ্ঞান সবথেকে বেশী সাহায্য করে ?

উত্তর :- এই বিশ্বনাটকের জ্ঞান । যা কিছু হয়ে গেছে তা এই নাটকেই ছিলো । তোমাদের নিজের স্থিতিতে যেন কখনো চঞ্চলতা না আসে । পরিস্থিতি যাই আসুক, তা সে ভূমিকম্পই হোক বা ব্যবসাতে লোকসানই হোক, কোনো সংশয় যেন মনে না আসে এমন স্থিতি যে তৈরী করতে পারবে তাকেই মহাবীর বলা হবে । যদি তোমাদের এই নাটকের যথার্থ জ্ঞান না থাকে , তাহলে কঠিন পরিস্থিতিতে চোখে জলের ধারা বইতে থাকবে । নিরন্তর যোগী হওয়ার জন্য এই নাটকের জ্ঞান অনেক সাহায্য করে ।

গীত :- ওম্ নম শিবায়

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন খুব ভালোভাবে বুঝে গেছে যে এই পতিত দুনিয়ার অন্তিম সময় উপস্থিত । আর পবিত্র দুনিয়া শুরু হচ্ছে । এই কথা শুধু তোমরা বাচ্চারাই জানো । বাচ্চারা এই নির্দেশ বা শ্রীমত পেয়ে থাকে । এই শ্রীমত কে দেয় ? উঁচুর থেকে উঁচু সর্বোচ্চ ভগবান । তিনি তোমাদের বোঝাতে থাকেন, তোমাদের এখন পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে । এই জ্ঞান শুধুমাত্র তোমাদের জন্য, আর বাকী দুনিয়ার আন্যান্য মানুষ তো সকলেই পতিত । এই পতিত দুনিয়ার অবশ্যই বিনাশ হবে । একমাত্র বিকারীদেরই পতিত বলা হয় । বাবা তোমাদের বলেন , তোমরা জন্ম জন্মান্তর একে অপরকে দুঃখ দিয়ে এসেছো, তাই তোমরা আদি , মধ্য এবং অন্ত সময়েও দুঃখ পাও । একজন অপরজনকে তোমরা পতিত বানিয়ে ফেলো । নিজেরাই তোমরা বলো যে আমরা পতিত , কিন্তু এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে ঠিকভাবে বসে না । তোমরা ডাকো, হে পতিতপাবন এসো, কিন্তু তবুও তোমরা এই পতিতপনা ছাড়তে চাও না । এখন তোমরা বুঝতে পারো সমস্ত ব্যাপারই হলো পবিত্রতা ধারণের উপর । এইটা বোঝার জন্যও তো কাউকে চাই । আর যিনি বোঝাবেন তিনি তো একমাত্র শিববাবা । বাকী যারা গুরুরা আছেন তারা কাউকে পবিত্র বানাতে পারেন না । এই পবিত্রতাও কেবলমাত্র এক জন্মের জন্য নয়, জন্ম জন্মান্তরের জন্য ধারণ করতে হবে । তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানবান তারা এই জ্ঞানে তীক্ষ্ণ হয় । এই সমস্তকিছুই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । তোমাদের মধ্যেও মহাবীরের মনোভাব চাই । এই মহাবীরেরাই আসবে বাবার স্মরণে থাকার জন্য । বাবা খুব ভালোকরে তোমাদের এই কথা বুঝিয়ে বলেন । যেমনভাবে বাবা বলেন যে ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো । স্মরণ করার জন্য ভোরের এই সময় খুব সুন্দর , যাকে প্রভাত বলা হয় । ভক্তিমার্গেও বলা হয় প্রভাতকালে মন দিয়ে রামকে স্মরণ করো । বাবাও বলেন , সকাল সকাল উঠে যদি বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের খুবই আনন্দ হবে । বাবার স্মরণে যখন তোমরা বসবে তখন তোমরা ভাববে কি ভাবে অন্যকে এই কথা বোঝানো যায় । অমৃতবেলার বায়ুমন্ডল খুবই শুদ্ধ থাকে । দিনেরবেলায় মানুষের বিভিন্ন কাজকর্মের কারণে বায়ুমন্ডল বিকারগ্রস্ত থাকে । আবার রাত ১২ টা পর্যন্ত এই বায়ুমন্ডলে বিকারী অবস্থা থাকে । সাধু - সন্ত , ভক্তরা তাদের ভক্তি কিন্তু এই প্রভাতের সময়েই করে । এমনিতে তো দিনের বেলা স্মরণ করাই যায় । নিজের কাজ কারবার করতে থাকলেও বুদ্ধির যোগ

যে দেবতার পূজারী হয় তাঁর প্রতিই থাকা উচিত । কিন্তু এমন কারোরই থাকে না । ভক্তিমার্গে মানুষ ঈশ্বরের দর্শনের জন্য পরিশ্রম করে । কিন্তু এই দর্শনে বিশেষ কিছুই লাভ হয় না । তাদেরও একদিন ভক্তি করতে করতে তমোপ্রধান হতেই হবে । ভক্তিমার্গেও শিবের উপর লোকে বলি যায় যাকে কাশী কলবট বলা হয় । সেখানে শিবকে স্মরণ করতে করতে মানুষ কুমোতে ঝাঁপ দেয় । শিবের উপর বলি চড়ায় । সে হলো ভক্তিমার্গের বলি । আর এ হলো তোমাদের জ্ঞানমার্গের বলি । ভক্তিমার্গও মুশকিল, জ্ঞানমার্গও মুশকিল । এই বলির জন্য ভক্তিমার্গে কোনো লাভ হয় না । এটা কেবল আত্মা নিজের শরীরের উপর আঘাত করে । এটা কোনো জ্ঞানের কথাই নয় । ভক্তিতে বলা হয় আত্মাই হলো পরমাত্মা । আত্ম - অভিমানী একমাত্র বাবাই, যিনি বাচ্চাদের বোঝান যে , পরমাত্মা তো আমি শিববাবাই । আমরা আত্মারাই হলাম পরমাত্মা এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । এটা তো হতেই পারে না ।

বাবা বলেন যে আমি পতিত মানুষকে পবিত্র বানাতে আসি , এবং পবিত্র বানাচ্ছিও । বাকী তো নাটকে যা আছে তাই হবে । তোমরা ভাবো যখন ভূমিকম্প হয় , ছাদ ভেঙ্গে পরে, তখন ভাববে আগের কল্পেও এমনই হয়েছিলো । এতে দ্বিমত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই । নাটকের উপর দৃঢ় থাকো । একেই মহাবীর বলা হয় । দুর্ঘটনাও তো অনেক হয়ে থাকে । এই দুর্ঘটনার হাত থেকে তো কাউকে রক্ষা করা যায় না । এওতো নাটকেই রয়েছে । তাদের পার্ট নাটকে এমনভাবেই রয়েছে । যারা এই নাটকে জানে না, তারাই দেহকে স্মরণ করে চোখের জল ফেলতে থাকে । তারা কখনোই শিববাবাকে স্মরণ করতে পারবে না কারণ শিববাবার সঙ্গে তাদের সেই ভালোবাসাই গড়ে ওঠে নি । সত্যিকারের ভালোবাসা তৈরীই হয় নি । বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভালোবাসার সম্পর্ক থাকতে হবে । প্রতি কল্পেই শিববাবার সঙ্গে তোমাদের প্রীত বুদ্ধির যোগ হয় । দেবতাদের বাবার সঙ্গে প্রীত বুদ্ধি ছিলো এই কথা বলা যাবে না । দেবতার এই সঙ্গম যুগে বাবার সঙ্গে প্রীত বুদ্ধির কারণেই সত্যযুগে দেব পদ পেয়েছিলেন । তখন তো তোমাদের মনেই থাকবে না সারা কল্পে তোমাদের শিববাবার কথা মনেই থাকে না, যে কারণে তোমরা তাঁর সঙ্গে প্রীত বুদ্ধির যোগ জুড়তে পারো । এখন বাবা এসে তোমাদের নিজের পরিচয় নিজেই দিচ্ছেন । এখন বাবা তোমাদের বলেন যে অন্য সব সঙ্কল্প ছেড়ে এক আমাকেই স্মরণ করো । এই বিনাশ কাল তো অবশ্যই আসবে । একথাও তোমরা বাচ্চারা জানো । আর দুনিয়ার মানুষতো ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আছে । তোমরা এখন জানো তোমাদের বাবার থেকে পুরো বর্ষা নিতে হবে । বাবাকে স্মরণ ছাড়া তোমরা সতোপ্রধান হতে পারবে না । সার্জন হয়ে নিজের রোগকে তোমাদেরই দেখতে হবে । শ্রীমতকে ধারণ করে তোমাদের দেখতে হবে যে তোমাদের বাবার সঙ্গে কতোটা প্রীতির সম্পর্ক আছে । অমৃতবেলার সময় বাবাকে স্মরণ করা সবথেকে ভালো । এই প্রভাতের সময় খুবই ভালো । এই সময় মায়ার ঝড় আসে না । আবার রাত ১২ টা অবধি তপস্যা করে কোনো লাভ হয় না , কারণ এই সময় অতটা ভালো নয় , কারণ দুনিয়াতে এই সময় বিকারের প্রভাব বেশী থাকে । এই সময় বায়ুমন্ডলও খারাপ থাকে । তাই রাত ১ টা অবধি সময় ছেড়ে দেওয়া দরকার । এই রাত ১ টার পরে বায়ুমন্ডল ভালো হতে শুরু করে । বাবা বলেন যে তোমাদের তো সহজ রাজযোগ , তোমরা ভালো করে আরাম করে বসো । ব্রহ্মা বাবা তোমাদের নিজের অনুভবও শোনান । কেমনভাবে তিনি বাবার সঙ্গে কথা বলতেন । তিনি বলতেন বাবা কতো আশ্চর্য সুন্দর এই নাটক । তুমি কেমন করে এসে মানুষকে পতিত থেকে পবিত্র মানুষে পরিণত করো । সারা দুনিয়াকে কিভাবে বদলে ফেলো । খুবই আশ্চর্যের এই ঘটনা যেমনভাবে বাবার খেয়াল আসে ঠিক তেমনভাবে বাচ্চাদেরও এই খেয়াল আসা উচিত যে

কেমন করে মানুষকে এই বৈতরণী পার করবে। বাবা বলেন যে তোমরা আমাকে ডাকো, হে পতিতপাবন এসো। এখন আমি এসেছি তাই তোমরা আর পতিত কাজ কোরো না। পতিত হয়ে এই সভায় এসে বোসো না। তাহলে তোমরা এই বায়ুমন্ডলকে অশুদ্ধ করে দেবে। বাবা তো সবই জানতে পারেন। দিল্লী এবং বোম্বেতে এমন বিকারে যাওয়া মানুষরা এসে বসে যেত। এই কথা প্রচলিত আছে যে অসুর এসে যজ্ঞতে বিঘ্ন করতো। বিকারে যারা যায় তাদের অসুর বলা হয়। বায়ুমন্ডলের পরিবেশকে তারা খারাপ করে। তাদের জন্য খুব কড়া সাজা আছে। বাবা তো তোমাদের অনেক করে বোঝান, কিন্তু তবুও তোমরা নিজেদের অবনতি নিজেরাই করো। তোমরা মিথ্যা কথাও বলো। তখনই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বাবাকে লিখে দেওয়া উচিত বাবা আমাদের এই ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করো। নিজে যা পাপ করেছে তা বাবাকে লিখে জানাও। নাহলে এই পাপের বৃদ্ধি হতে থাকবে আর তোমরা রসাতলে চলে যাবে। এসেছিলে এখানে কিছু নিতে কিন্তু কান কেটে চলে যাবে। এও নাটকে লিপিবদ্ধ আছে। এমন অসুর আগের কল্পেও ছিলো, এখনো আছে। অমৃত ছেড়ে তারা বিষ পান করে। নিজেরও লোকসান করে আর অন্যেরও লোকসান করে। এরা বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে দেয়। ব্রাহ্মণীরাও সবাই একসমান হয় না। মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পেয়াদা সবধরনেরই হয়।

তোমাদের বাচ্চাদের অঁখে খুশী হওয়া উচিত বাবাকে পেয়েছি আর কি চাই। হ্যাঁ, নিজের সংসারে বাচ্চাদের তো অবশ্যই সামলাতে হবে। এমন নয় যে বাবাকে বললে, বাবা এইসবই তোমার, তুমি সামলাও। আমি তো তোমার হয়ে গেছি। বাবা তোমাদের বোঝান যে গৃহস্থ জীবনে থাকলেও তোমরা পদ্মের মতো পবিত্র থাকো। কোনো পতিত কাজ কোরো না। প্রথম কথাই হলো কামবিকারের। দ্রৌপদীও ডেকেছিলো বস্ত্র হরণের সময়। তখনই বাবাকে ডেকেছিলো যখন বাবা এই ধরায় এসেছিলো। বাবার আসার আগে কেউই বাবাকে ডাকে না কারণ কাকে ডাকবে? বাবা এসেছে, তখনই তো বাবাকে ডাকবে। পতিত থেকে পবিত্র হয়ে তোমরা কোথায় যাবে? শান্তিধামে যাবে। এইসবই তো এই সঙ্গমযুগের কথা। সবার সঙ্গতিদাতা, উদ্ধারকর্তা হলেন একজনই, শিববাবা। এই দুনিয়া হলো দুঃখের দুনিয়া। সাধু সন্তরাও পুরোপুরি সুখী নয়। সবারই কোনো না কোনো দুঃখ, শোক, রোগ ইত্যাদি আছে। কোনো কোনো গুরু অন্ধও হয়। নিশ্চই এমন কোনো কাজ করেছিলো যার ফলে এই জীবন পেয়েছে। সত্যযুগে কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধী মানুষই থাকবে না। এইসব কথা মানুষ বুঝতেই পারে না। বাবা এসেই তোমাদের এই কথা বোঝান। শিববাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর এবং পতিত-পাবন। বাকী সবাই হলো ভক্ত। ভক্তিমার্গ সম্পূর্ণ আলাদা। আর এ হলো সিঁড়িতে নীচের দিকে নামার মার্গ। এই নীচে নামতে বা জীবনবন্ধ অবস্থায় আসতে মানুষের ৮৪ জন্ম সময় লাগে, কিন্তু জীবনমুক্ত অবস্থায় আসতে মাত্র এক সেকেন্ড সময় লাগে। যদি তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে বাবাকে স্মরণ করো তবেই হবে। কিন্তু সবই নশ্বরের প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে। কেউ কেউ বলে আমি যদি ওই শিক্ষককে পেতাম তাহলে ভালো হতো। অবশ্যই নিজে কমজোর বলেই বলে ওই শিক্ষককে ২ - ৪ মাসের জন্য পাঠিয়ে দাও। বাবা বলেন যে এটাও ভুল কথা। তোমরা ব্রাহ্মণীদের কেন স্মরণ করো, যেখানে বাবা তোমাদের বলেন যে কেবলমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাও আর অন্যদেরও এই কথা বোঝাও। এখানে ব্রাহ্মণী এসে কি করবে? এ তো এক সেকেন্ডের কথা। তোমরা কাজকারবার করতে করতে সব ভুলে যাও, তখন ব্রাহ্মণীরাও তোমাদের একই কথা বলবে মনমানাভব.....। কোনো কোনো বুদ্ধিহীন মানুষ এই কথা বুঝতে পারে না, কেবল বলে ভালো ব্রাহ্মণী চাই। জ্ঞান তো তোমরা পেয়েই গেছে। তাই বাবা আর তাঁর বর্ষা বা

সম্পত্তিকে স্মরণ করো । দেহ অভিমানকে ত্যাগ করো । এটা আমাদের সেন্টার , ওইটা ওদের সেন্টার এই ধরনের কথা ত্যাগ করো । ওই জিজ্ঞাসুরা ওখানে কেন যায় এ সবই দেহ অভিমানের কথা। সবই শিববাবার সেন্টার , তোমাদের কারোর নয় । তোমাদের এই কথা কেন মনে হয় যে ওই শিক্ষিকা আমাদের সেন্টারে কেন আসেন না । বাবা বলেন , যেখানেই যাও কারোর থেকে কিছু চেও না । এতো বুঝতে পারছো বীজ না বপন করলে তোমরা কি পাবে ? ভক্তিমার্গেও দানপুণ্য করার চল আছে । ভক্তিমার্গে তোমরা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরকে অর্থ দিতে । সাধু সন্ন্যাসীদেরও তোমরা অনেকই দিতো নাহলে দান গরীবদেরই দেওয়া হয় , সাহকারদের নয় । এর মধ্যে সক্তির দান সবথেকে ভালো । এও বাবা বলেন যে , দান করলে পরজন্মে তোমরা তার ফল পাও । ঈশ্বরই সবাইকে এই ফল দেন । সাধু সন্ত তোমাদের এই দানের পরিবর্তে কোনো ফল দিতে পারে না । ফল দেন একমাত্র শিববাবাই । তিনি কারোর মাধ্যমে এই ফল দেন । বাবা তোমাদের বোঝান যে তোমরা ঈশ্বরীয় কার্যে অর্থ দিতে তার ফলে পরের জন্মে তোমরা প্রাপ্তি করতে । এখন তো শিববাবা প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের কাছে এসেছেন । এখন তোমরা ২১ জন্মেরও জন্য বাবার থেকে প্রাপ্তি করবে । এখন তো মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে । ভক্তিমার্গে এই কথা কখনো বলা হয় না যে মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাই নিজের জীবনকে সফল করো । তাই এখন বাবা বলেন যার ইচ্ছা হয় , এই রুহানি হাসপাতাল খোলো । কেউ যদিও বলে বাড়ি বানাবো তো তাতেও এই রুহানি হাসপাতালের ব্যবস্থা করো । বাবা বলেন আজ বাড়ি তৈরী করে কাল যদি মরে যাও তবে তো সব শেষ হয়ে যাবে । এই শরীরের উপর কোনো ভরসা নেই । বাড়িতে যাই জায়গা থাকুক , একটি ঘর রেখে দাও , যেখানে এই রুহানি হাসপাতাল বা রুহানি কলেজ বানাও । অনেকের কল্যাণ করতে পারবে , তাহলে অনেক উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে । আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমতে চলে নিজেকে দেখো যে এই বিনাশকালে তোমাদের কি এক বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীতির সম্পর্ক আছে ? অন্য সব সম্পর্ককে ছেড়ে এক শিববাবার সঙ্গে সব সম্পর্ক জুড়েছো কি ? কখনো কোনো বিকর্ম করে অসুরের জীবন তো গ্রহণ করো নি ? এইভাবে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করে পরিবর্তন করতে হবে ।

২) এই শরীরের কোনো ভরসা নেই , তাই তোমাদের নিজেদের সবকিছু সফল করতে হবে । নিজেদের স্থিতি একরস এবং অচল বানানোর জন্য এই নাটকের রহস্যকে বুদ্ধিতে ধারণ করে চলতে হবে ।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা স্মরণযোগ্য হওয়ার জন্য যোগযুক্ত এবং যুক্তিযুক্ত হও ।
তোমাদের প্রত্যেকটি কর্ম যতখানি শ্রেষ্ঠ হবে , ততই শ্রেষ্ঠ আত্মাদের মধ্যে তোমাদের স্মরণ হবে । ভক্তিতে দেবী দেবতাদের নামের স্মরণ হয় , আর এখানে যে শ্রেষ্ঠ আত্মারা আছেন তাদের তাঁদের গুণ আর কর্মকে উচ্চ বানানোর জন্য স্মরণ করা হয় । তাই তোমরা শ্রেষ্ঠ কর্মের আধারে স্মরণযোগ্য হতে থাকবে আর সেইজন্য যোগযুক্ত হবার অভ্যাস করো । যোগযুক্ত হলে প্রত্যেকটি সংকল্প , শব্দ বা কর্ম অবশ্যই যুক্তিযুক্ত হবে , তখন তোমাদের অযুক্তির কর্ম বা সংকল্প হবেই না এটাও হলো যোগ ।

স্লোগান :- নিমিত্ত আর নির্মাণচিত্ত এই হলো সত্যিকারের সেবাধারীর লক্ষণ ।

(মাতেশ্বরীজির পুণ্য স্মৃতি দিবসে ক্লাসে শোনানোর জন্যে জগদম্বা মায়ের মধুর মহাবাক্য)

"কর্মের আধারেই - সুখ-দুঃখের রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে "

এই কথাতো মানুষ মাত্রই জানে যে দুঃখ এবং সুখের জীবন কর্মের আধারে প্রালব্ধ রূপে চলায়মান হয় অর্থাৎ নিরন্তর চলতেই থাকে। নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম হয় কর্ম , তার যে প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয় সেসব দুঃখ অথবা সুখের রূপে ভোগ করতে হয়। তাহলে সুখ ও দুঃখের সম্বন্ধ রয়েছে কর্মের সাথে। কর্মকে ভাগ্য বলা যাবেনা । অনেকে এইরকম ভাবে যা ভাগ্যে থাকবে , সেইজন্য দুঃখ আর সুখকে ভাগ্য ভেবে নেয়। এমন যেন এই ভাগ্য ভগবান লিখেছেন নাকি অন্য কেউ লিখেছে তাই বলে দেয় ভাগ্যে যা রয়েছে হবেই.... কিন্তু এই কথাও বুঝতে হবে ভাগ্য কে লিখেছে? ভাগ্য কি পরমাত্মা লিখেছেন নাকি আগে থেকেই ভাগ্য তৈরী রয়েছে ? এমন ভাগ্যও তো আমিই তৈরী করেছি যার দ্বারা দুঃখ ও সুখ ভোগ করতে হয়। দুঃখ ও সুখের নির্মাতা তো আর পরমাত্মা নয়। নিজের কর্ম এবং যে মানুষ কর্ম করছে তাহলে এই রেসপন্সিবিলিটি মানুষের নিজেরই হল কিনা । যেমন করবে তেমনই ফল পাবে , এই প্রবাদ বাক্য তো খুবই কমন , যে করবে সে পাবে। গীতায়ও বর্ণিত রয়েছে যে জীবাত্মা হল নিজেই নিজের শত্রু নিজেই নিজের মিত্র । ভগবান বলেননি যে আমি হলাম তোমাদের শত্রু বা মিত্র । জীবাত্মা হল নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজের মিত্র সেইজন্য নিজের সঙ্গে মিত্রতা বা শত্রুতা করছে সে আসলে কে? স্বয়ং মানুষ । তাহলে এই কথাটা যখন এতই পরিষ্কার যে সুখ দুঃখের রেসপন্সিবিলিটি স্বয়ং মানুষের , তো দুঃখ কেউ স্বীকার করতে চায়না কেন? যে রূপেই দুঃখ আসুক না কেন দূর করতে চায়। কোনোরকম ঝগড়াঝাঁটি হলে সেসব মিটিয়ে দিতে চায়। এরই মধ্যে কারও অকালে মৃত্যু ঘটলেও দুঃখ হয় তখন ভাবে এইটা কি হল? তাইতো মানুষ সেই আবেশে বশীভূত হয়ে ভগবানকেও কথা শুনিye দেয়। তোমার সম্মুখে এই যে এত পরিস্থিতি এসেছে , অকাল মৃত্যুর আগমন ঘটেছে সেইসব কি ভগবানের কর্ম ? আমাদের সম্মুখে যে রোগ দুঃখের রূপ ধরে এসে যায় সেইসব কি ভগবান করিয়েছেন ? এইসব যে লড়াই ঝগড়া , সংসারের যত দুঃখের কারণ আছে সেইসব কি ভগবানের করণীয় ? আরে, ভগবানকে তো বলা হয় দুঃখহর্তা , সুখকর্তা । তবেই যখন কোনো দুঃখ আসে তো ওঁনাকে স্মরণ করে। শরীরের রোগ হলে বলে হে ভগবান ! দুঃখে কেবল ওঁনাকেই স্মরণ করে। যদি উনি দুঃখ দিয়ে থাকেন তবে কি করা উচিত ? বলা । যে দুঃখ দেয় তাকে কি স্মরণ করা উচিত? এই কথাও তো ভাবা উচিত যে দুঃখের সময়ে যখন ওঁনাকেই স্মরণ করা হয় তবে ওঁনাকে বলা যাবেনা যে এই দুঃখ তিনিই দিয়েছেন । এই কথাও তো বুঝতে হবে। স্মরণও এইজন্য করা হয় নিশ্চয়ই ওঁনার সঙ্গে আমাদের অন্য সম্বন্ধ রয়েছে , দুঃখ দাতার সম্বন্ধ নয়।

এই দুঃখের কারণ এবং এর রেসপন্সিবিলিটি যা কিছু রয়েছে তার জন্যে অন্য কেউ দায়ী। তাহলে তৃতীয় জন কেউ তো নেই । এক আমি আর দ্বিতীয়ত আমার রচয়িতা । ব্যস্ , দুটোই জিনিস আছে কিনা । এক আমি ওঁনার রচনা বা ওঁনার সন্তান আর দ্বিতীয় আমার পিতা । তাহলে পিতা হলেন রেসপন্সিবল অথবা আমি হলাম রেসপন্সিবল ? কিন্তু যখন আমার কাছে দুঃখ আসে তখন এইভাবে দেখি যে এইসবও বোধহয় ভগবান দুঃখ দিয়েছেন । বলা হয় ভগবানের ইচ্ছে । কিন্তু

অন্তরে আত্মাকে এই অনুভব হয় যে তিনি হলেন আমার সুখদাতা। যেমন সুখের জন্যে প্রার্থনা করা হয় হে ভগবান এই দুঃখ দূর করুন । তবুও বলে সকলে ভগবান আমার আয়ু বড় করুন । দেখ, আয়ু বাড়তেও প্রার্থনা করে। তাহলে আয়ু-র জন্যে , দুঃখের জন্যে , দৈহিক রোগের জন্যে আর ঋগ্‌ভাষ্মাটি অথবা কোনোরকম এমন অশান্তির জন্যেও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়। কোনো বাচ্চা এমন হয় যে নিজেই বলে ভগবান সুমতি দিন অর্থাৎ মনের মতামতের জন্যেও ওঁনার কাছে প্রার্থনা করা হয় । যেকোনো কষ্টে স্মরণ ওঁনাকেই করা হয় প্রার্থনাও ওঁনার কাছেই করা হয়। তাহলে যে বস্তুর জন্যে প্রার্থনা করা হচ্ছে সেসবের দাতা উনি হলেন কিনা । উনিই হলেন আমাদের সুখদাতা তবেই তো ওঁনার কাছে প্রার্থনা করা হয়। তাইতো এইরকম সব কথার নিবৃত্তির উপায় একমাত্র ওঁনার কাছেই রয়েছে সেইজন্য যদি কিছু হয় তখন বলা হয় " ও মায় গড" ।

এর অর্থ কেউ জানেনা কিন্তু গড আছে নিশ্চয়ই । উনি কে, উনি কোথায় সেসব জানা নেই তবু অন্তর থেকে আওয়াজ আসে। তাহলে তো এই বিষয়টা বুঝতে হবে যে শেষমেষ যখন ওঁনাকেই স্মরণ করে থাকি আমাদের সমস্ত দুঃখের সঙ্গে ওঁনার কি সম্বন্ধ রয়েছে ? উনি কি তাহলে হলেন দুঃখদাতা, নাকি ওঁনার কানেকশন রয়েছে সুখের সঙ্গে ? এই কথাতো আমাদের স্মরণের দ্বারা-ই প্রমাণিত হয়ে যায় যে দুঃখ দেওয়া ওঁনার কাজ নয়। যদি দিতেন তাহলে স্মরণ কেন করা হয়? কিন্তু দুঃখের সময় তো ভগবানের প্রতি বিশেষ প্রেম উৎপন্ন হয় যেন তিনি হলেন আমাদের পরম মিত্র । তাই এর থেকে প্রমাণিত হয় যে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সুখের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে এবং দুঃখের কারণ অন্য কেউ হবে। এখন আর কেউ তৃতীয় জন তো নেই-ই , এক আমি দ্বিতীয় হলেন উনি তাহলে নিশ্চয়ই আমিই হলাম রেসপন্সিবল । তো যে জিনিসের জন্যে আমিই দায়ী আমি নিমিত্ত আর আমিই আবার সেই দুঃখে দুঃখিত হই। দুঃখের ক্রিয়েটার বা জন্মদাতা হলাম আমি তাহলে দেখো কতটা অবুঝ স্থিতি আমাদের । যেই জিনিস থেকে মুক্তি চাই , সে জিনিস আমি নিজের জন্যে ক্রিয়েট করি, আশ্চর্যজনক কথা কিনা । আমি চাইনা যে আমি কোনো প্রকারে দুঃখী হই , আমার ইচ্ছে নেই কিন্তু আমি ক্রিয়েট করছি নিশ্চয়ই এই ক্রিয়েশন করতে কোনো ভুল হচ্ছে , চাইনা কিন্তু দুঃখ ক্রিয়েট হচ্ছে , মানে নিশ্চয়ই আমি কোথাও অজ্ঞান বশত: ভুল করছি । যে কোনো বিষয়ের সম্বন্ধে প্রথমে জ্ঞান থাকা জরুরী । সেই বিষয়ে নলেজ থাকা উচিত । তো এই নলেজের বিষয়ে জ্ঞানের খোঁজ করা উচিত কিনা । কিন্তু আশ্চর্য এই যে এই কথা বুঝতে কত অজুহাত দেখানো হয়। বলে সময় নেই , কি আর করব গৃহস্থ ব্যবসা ইত্যাদি সামলাবো নাকি এই করব... না ঐ করব ... কি করব... সেইজন্য ঐসব দিকেই চোখ থাকে আর সেটাই সামলায় কিন্তু তাতেই দুঃখিত হয়ে যায়। কিন্তু আমি যখন নিজেই নিজের দুঃখকে রূপ দিয়েছি , আমার গৃহস্থ, আমার পরিবার এইসব আমিই দুঃখের রূপ দিয়েছি । তো প্রথমে এর খোঁজ করা উচিত। নির্মাণের পূর্বে সম্পূর্ণ নলেজ থাকা উচিত যে এই যে জিনিস তৈরী করে আমি দুঃখিত হই তার আগে এই বোধশক্তি থাকা উচিত যে এই নির্মাণের পরিণতি দুঃখ নাকি এর মধ্যেও কোনো সুখের ব্যাপার আছে কি, নাকি সুখ আমাদের জন্যে নয় নাকি?? এর বিষয়ে খোঁজ করা দরকার ।

তাই এখানে সেই বিষয়ের সন্ধান দেওয়া হচ্ছে যে এই জিনিস যা নিজের দুঃখের কারণ ঐ দুঃখকে দূর করার উপায় রয়েছে । কেন হয়, এই কথাও জানা জীবনের জন্যে অতি আবশ্যিক। দেখো, সকলেই কত অজ্ঞানী । আর যাদের জ্ঞান রয়েছে তারা বলে কি করব, কিভাবে করব, নিজের গৃহস্থ ব্যবহার ত্যাগ করব নাকি । তারা আবার অনেক অজুহাত দেখায় তখন আশ্চর্য হয় দেখো মানুষের

বুদ্ধি যে এত দুঃখে থাকার পরেও এইসব কথায় বুদ্ধি বসেই না , বুদ্ধি দিলেও সেই বিষয় বুঝতে সময়টুকু পর্যন্ত দেয় না। আমরা সেই বিষয়টা বুঝে , ধারণা করে, অনুভব করে বলছি এই হল অনুভবের কথা । নিশ্চয়ই অনুভব হয়েছে তবেই তো এতোটা কথা বলা যায়। প্র্যাক্টিক্যালি কিভাবে সুখের প্রাপ্তি হতে পারে। অনেক কালের যে আশা ছিল এখন সেই সুখদাতা স্বয়ং আমাদের নিজ পরিচয় দিচ্ছেন যে হে বাচ্চারা তোমরা দুঃখে রয়েছে কেন ? কারণ তো তোমাদের নিজেদের কিন্তু কোন্ কথার জন্যে তোমরা দুঃখ ভোগ করছ , তোমাদের কোন্ কর্ম গুলি দুঃখের কারণ হয়ে যাচ্ছে। সেই কথা এখানে এসে বুঝে নাও। দেখো, এতটা অফার তিনি করেন। তবুও আশ্চর্য হল এই যে এত কথা শোনার পরেও তারা বলে এইরকমই চলতে হবে। একেই বলা হয় অহ মম মায়া । একদম শক্ত হাতে মায়া ধরে বসে আছে । যে জিনিসের জন্যে সারাদিন মাথা কুটি করছে , সেই জিনিস বাবা সম্মুখে এসে বলে দিচ্ছেন , বাচ্চারা তোমাদের সুখের কারণ হল কি আর দুঃখের কারণই বা হল কি , এইসব কথা বসে বুঝিয়ে দিচ্ছেন । তবুও বলে সময় নেই , কি করব।

বাবা স্বয়ং বলেন আমি এখন এসেছি তোমাদের সব দুঃখ দূর করতে আর তোমাদের সুখ প্রাপ্ত করাতে কেননা গায়নও আছে দুঃখহর্তা সুখকর্তা । কখনও এইরকম বলা হয়না যে আজ দুঃখকর্তা সুখহর্তা । না, দুঃখহর্তা । তো বাবা বলছেন বাচ্চারা আমি এসেছি তোমাদের দুঃখ দূর করতে এবং দুঃখ দূর করতে আমি তোমাদের দিয়ে এমনই কর্ম করাবো যাতে তোমাদের দুঃখ নষ্ট হয়ে যাবে। শুধুমাত্র আমি যা শেখাই , বুঝিয়ে বলি সেইসব ভাল করে বুঝে পুরুষার্থ করো আর সেইভাবেই দুঃখকে নষ্ট করে দাও। তোমাদের দুঃখ দূর করতে আমি যে শিক্ষা দিয়ে থাকি সেইসব ধারণা করো কেননা সেতো তোমারই জিনিস কিনা । কিন্তু অনেকে এমন কারণ দেয় যেন আমরা ভগবানের উপরে দয়া করছি । অনেকে বলে সময় পেলে করব। আরে ভাই ! খাওয়াদাওয়া এই সব যে কথা রয়েছে সেই কর্মের খাতায় তোমরা এতটাই ব্যস্ত রয়েছ , তাইজন্য দুঃখে রয়েছ। যদিও একদিকে বলছে এই দুঃখ থেকে মুক্তি চাই আর অন্য দিকে বাবা এই দুঃখ থেকে মুক্তির পথ বলে দিচ্ছেন তবুও দেখ সেই কথা কারুর বুদ্ধিতে বসছেই না । সেইরকম অনেকে ভাবে এই ধন সম্পদ এই শরীর হল মায়া । তখন এমন এমন উপায় করা আরম্ভ করে যাতে এর থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু না, তোমাদের দুঃখের কারণ হল অন্য কিছু । এই আমার রচনা যা হল অনাদি , সে দুঃখের কারণ নয়। তোমাদের ভেতরে অন্য এক্সট্রা কিছু জিনিস এসেছে , যাকেই ৫ বিকার বা মায়া বলা হয়। মায়া বিকারগুলিকে বলা হয়। বিকার কোনো শরীর নয় , এই সংসার বিকার নয় , ধন সম্পদ বিকার নয়। বিকার হল এক অন্য জিনিস । যার ফলে এইসব জিনিস দুঃখের কারণ হয়েছে। না হলে এই সব জিনিস হল আত্মার সুখের কারণ । সব সম্পত্তি ধন ইত্যাদি যা কিছু আছে সবকিছুই হল সুখের কারণ। কিন্তু সেইসব কথার পূর্ণ জ্ঞান না থাকার জন্যে এই সব জিনিস দুঃখের কারণ হয়েছে সেইজন্যই বাবা বলছেন আমার রচিত এই অনাদি রচনা দুঃখের কারণ নয়। দুঃখের কারণ হলে তুমি নিজে। তোমার ভেতরে কোনো অন্য জিনিস প্রবেশিত আছে । সেই জিনিস হল মায়া ৫ বিকার । এখন তুমি সেইটা দূর করো। অনেকে বলে এইসবও ভগবানের দেওয়া । কিন্তু ভগবান তো সুখের জিনিস দিয়েছেন কিনা তোমরা তাতে বিকার মিশ্রিত করে সব জিনিস খারাপ করে দিয়েছ সেইজন্যই বলে বাবার সন্তান যদি হও তবে সেই জিনিস ত্যাগ করে দাও তো তোমাদের সুখের কারণ হয়ে যাবে। এইসব কথা বুঝতে হবে। তারজন্যে বলা হয় বারবার এসো, কিছু বোঝো। কিন্তু অনেকে এখানে আসে , শোনে কিন্তু বাইরে গেলেই শেষ । তো আশ্চর্য বলা হবে কিনা । কিন্তু নিজের জীবনের প্রতি যে আশা রেখেছ তার কারণ কি কিভাবে কারণটি দূর হবে তারজন্য

এসে কিছু বোঝো। এমন নয় এই করি না ঐ করি, কি করি অনেকে আবার ভাবে এইসব বৃদ্ধদের কর্ম । আরে জীবন নির্মাণ কি শুধুমাত্র বৃদ্ধদের জন্যে জরুরী । বৃদ্ধ তো সে হল যে উল্টো সিঁড়ি চড়ে তারপর দেখে নামে , তার চেয়ে বরং সিঁড়ি চড়ার আগেই কেন সামলে নেই না যে জীবনটা কিভাবে চালানো হবে তো এইসব তো বুঝবার কথা কিনা সেইজন্য তাদের এই পরামর্শ দেওয়া হয় যে এইসব কথা কিছু বুঝে নিজের দুঃখের যে মূল কারণটা রয়েছে সেটা দূর করার পুরো পুরো যত্ন নেওয়া উচিত ।

বাবা হলেন ভগবান যিনি সকলের পিতা ওঁনার কাছে নিজের অধিকার নিতে হবে। এমনি খোড়াই ওঁনাকে বাবা বলা হবে। ওঁনার কাছে যে প্রাপ্তি হবে সেসব নিতে হবে। কিন্তু ভগবান স্বয়ং বলছেন কোটিতে কেউ একজন আমাকে জানে এখন সেই অবস্থা হয়েছে কিন্তু তবু বলেন কেউ তো আছে তাইনা । কোটিতে না জানি কেউ বুঝে নিয়ে নিজের সৌভাগ্যকে স্বীকার করে নেবে । আচ্ছা !

মীঠে বাপদাদার এবং মায়ের স্মরণ ভালোবাসা আর গুডমর্নিং ।

বরদান :- এই পুরানো দুনিয়াকে বিদেশ ভেবে এই স্থান থেকে মন সরিয়ে রেখে উপরাম থাকে এমন স্বদেশী ভব।

যেমন অনেকে বিদেশী বস্তু স্পর্শ করেন না , নিজের দেশের জিনিস প্রয়োগ করেন। তেমনই আপনাদের জন্যে এই পুরানো দুনিয়াই হল বিদেশ , এর থেকে উপরাম (থেকেও না থাকা) থাকো অর্থাৎ পুরানো দুনিয়ার যে জিনিস আছে , স্বভাব সংস্কার আছে তার দিকে একটুও যেন আকর্ষণ না থাকে। স্বদেশী হও অর্থাৎ আত্মিক রূপে নিজের উঁচু দেশ পরমধাম আর এই ঈশ্বরীয় পরিবারের হিসেবে মধুবন দেশবাসী ভেবে এই নেশাতেই থাকো।

স্লোগান :- ঝামেলায় লিপ্ত না হয়ে সর্বদা মিলন মেলায় মগ্ন থাকো।

"মিষ্টি মিষ্টি সচেতন-বুদ্ধিমান বাচ্চারা- সদা স্মরণে রাখো যে আমরা হচ্ছি অবিনাশী
আত্মা, আমাদেরকে এখন বাবার সাথেই - প্রথমে সেই কক্ষেতেই (ঘরেতেই) যেতে হবে"

প্রশ্ন:- এমন কোন পরিশ্রম তোমাদের প্রত্যেক বাচ্চাদেরকেই, অবশ্যই করতে হবে ?

উত্তর:- বাবা, তোমাদের যিনি এত জ্ঞান দেন, তাঁকে তোমরা নিজের হৃদয়ের মণি-কোঠায় ধারণ করতে থাকো। নিজের মনের ভিতরে ভিতরে ওনাকে মনন করে যদি তা হজম করো, তাতে শক্তি পাবে। এই পরিশ্রম অবশ্যই প্রত্যেককেই করতে হবে। এবং যে এরকম গুপ্ত পরিশ্রম করে, সে সদাই খুশীতে থাকে, তার নেশা থাকে যে, কে আমাদের পড়াচ্ছেন! আর আমরা কার সামনেই বসে আছি!

ওঁম শান্তি। এই ওঁম শান্তি ধ্বনি কে করলেন ? দুইবার ধ্বনিত হলো ওম শান্তি, ওম শান্তি। একবার বললেন শিববাবা আর একবার বললেন ব্রহ্মা বাবা। এই দুয়ে একত্রিত হয়ে হন বাপদাদা। তাই তো দুজনকেই বলতে হয় ওম শান্তি, ওম শান্তি। কিন্তু সেক্ষেত্রে এখন প্রথমে কে তা বলেন ? আর পরেই বা কে বলেন ? প্রথমে শিববাবাই বলেন ওম শান্তি। অর্থাৎ আমিই শান্তির সাগর। আর তার পরে কে বলেন ? যিনি দাদার আত্মা। তিনিই বাচ্চাদের স্মরণ করায় ওম শান্তি। উনি (শিববাবা) বলেন - "আমি তো সদাই দেহী -অভিমানী হয়েই থাকি, কখনও কিন্তু দেহ-অভিমাণে আসি না। এই একমাত্র বাবাই আছেন, যিনি সদাই দেহী-অভীমানী স্থিতিতে থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর - এরা কিন্তু তা বলতে পারবেন না। তোমরা তো জেনেছো যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের সূক্ষ্মরূপ থাকে। তাই তো এই ওম শান্তি এক শিববাবাই করে থাকেন, যার আবার কোনও শরীরই নেই। বাবা তোমাদেরকে খুব ভালভাবেই তা বোঝান আর এও বলেন যে, আমি তো (কল্পে) মাত্র একই বার আসি, এবং আমি সদাই দেহী-অভিমানী ভাবে থাকি। আমি কখনই পুনর্জন্মের নিয়মে আসি না। তাইতো এই কারণে আমার গুণ ও মহিমা সম্পূর্ণই আলাদা ধরণের। আর তাই তো আমাকেই বলা হয় নিরাকার-পরমপিতা-পরমআত্মা। ভক্তি-মার্গেতেও শিবকে বলা হয় নিরাকার-পরমপিতা-পরমআত্মা। সেই নিরাকারের পূজা হয়ে থাকে। উনি কখনও দেহ সহিত আসেন না অর্থাৎ দেহ-অভিমানী হন না। আত্মা, এবার তার থেকে নীচের স্তরে আসা যাক - অর্থাৎ সূক্ষ্মবতনে, যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর-রা থাকেন। শিবের কোনও প্রকার নাম রূপ তো আর দেখা যায় না। যদিও তার চিত্র তৈরি হয় কিন্তু প্রকৃত অর্থপ উনি হলেন নিরাকার। যিনি কখনও সাকার রূপে আসেনই না। তাই পূজাও সেই নিরাকারেরই হয়। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই সব জ্ঞান ভরা থাকে। তোমরা ভক্তি তো অনেকই করেছো। কত প্রকার চিত্রও তোমরা বাচ্চারা দেখেছো, তোমরা এও জানো যে, সত্যযুগ-ত্রৈতাতে চিত্রের কোনও ভক্তি হয় না - আর না হয় বিচিত্রের (নিরাকারের)। তা কেবল বুদ্ধিতেই থাকে, পরমপিতা পরমআত্মা বিচিত্র অর্থাৎ নিরাকার। যার না থাকে কোনও সূক্ষ্ম চিত্র আর না থাকে কোনও স্থূল চিত্র। কেবল ওনার গুণ-মহিমার কীর্তন করা হয় - দুঃখ-হর্তা, সুখ-কর্তা, পতিত-পাবন এই সব বলে। কিন্তু, তোমরা আর কারও কোনও চিত্রকেই পতিত-পাবন বলতে পারো না। কিন্তু, এমন কোন মনুষ্য নেই যে, যার বুদ্ধিতে এই কথাটা সহজেই ঢোকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর - এনারা হলেন সূক্ষ্ম-বতনবাসী। প্রথম তল, তারপরে দ্বিতীয় তল। এই ভাবেই উঁচু থেকে অতি-উঁচু তল হলো মূলবতন।

আর ঐ তলেই থাকেন পরমপিতা- পরমআত্মা। দ্বিতীয় (স্তরে) নম্বরের তলে থাকেন সূক্ষ্ম শরীরধারীরা। আর তৃতীয় (স্তরে) তলেতে আছেন স্থূল শরীরধারীরা। যদিও এতে নিরাশ হবার ব্যাপার নেই। এই সব (রহস্যের) কথা পরমপিতা-পরমআত্মা ছাড়া আর কেউই তা বোঝাতে পারে না। আত্মাদের সৃষ্টি হয় উপরের তলে (স্তরে)। যাকে বলা হয়ে থাকে নিরাকারী দুনিয়া, অর্থাৎ আমাদের সব আত্মাদের দুনিয়া বা ঘর। যা অশরীরী/আধ্যাত্মিক দুনিয়া। তারপর আমরা আত্মারা শরীরী (ভৌতিক) দুনিয়াতে আসি। ওখানে থাকে আত্মারা, আর এখানে থাকে জীব-আত্মারা। এটা অনশ্যই বুদ্ধিতে রাখতে হবে। আমরা কিন্তু সেই নিরাকারী বাবারই বাচ্চা। আমরা প্রথমে সেই নিরাকার বাবার কাছেই থাকতাম। যেহেতু নিরাকারী দুনিয়াতেই আত্মারা সব থাকে। যারা এখনও পর্যন্ত আসছে, সাকার রূপ ধারণ করে তাদের কর্ম-কর্তব্য ও ভূমিকা পালন করবার জন্য এই সাকার দুনিয়াতে। ওটা হলো নিরাকার বাপের বতন (ঘর)। প্রকৃততে আমরা কিন্তু আত্মা-আমাদের এই নেশা থাকা আবশ্যিক। অবিনাশী বস্তুর প্রতি নেশা থাকা খুবই প্রয়োজন। যা বিনাশী বস্তুর প্রতি হওয়া উচিত নয়। দেহের প্রতি নেশা থাকলে, তাকে দেহ-অভিমানী বলা হয়। আচ্ছা! দেহ-অভিমানী ভালো, নাকি আত্মা-অভিমানী ভালো ? কে বেশী সচেতন ? অবশ্যই আত্মা-অভিমানী। যেহেতু আত্মা অবিনাশী আর দেহ তো বিনাশী। আত্মারা নিজেরাই তা বলে যে, আমরা ৮৪-বার দেহ ধারণ করি। আমরা আত্মারা পরমধামে বাবার সাথে বাস করে থাকি। ওখান থেকে এখানে আসি নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্য ও ভূমিকা পালন করার জন্য। আত্মারাই বলে থাকে -"ও বাবা"। সাকারী সৃষ্টিতে যেমন আছে সাকারী বাবা। তেমনি নিরাকারী সৃষ্টিতেও আছে নিরাকার বাবা। এটা তো খুবই সহজ-সরল কথা। এখানে ব্রহ্মা কে বলা হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা। সেটাও তো এখানের দুনিয়ারই সম্বন্ধই হলো। ওখানে (মূলবতনে) আমরা সব আত্মারা সবাই একই বাবার বাচ্চা, অর্থাৎ ভাই-ভাই সম্বন্ধ। যারা সবাই শিববাবার সাথে একসঙ্গেই থাকি। পরমাত্মার প্রকৃত নাম শিব। আর আত্মাদের নাম শালিগ্রাম। এই আত্মাদেরও তো রচয়িতা চাই। তাই হৃদয়ের স্মরণে সর্বদাই তার সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করে রাখো। যে জ্ঞান তোমরা পেয়েছো, তা নিজের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থাপন করার জন্য পরিশ্রম অবশ্যই করতে হবে। আত্মাই দ্বারই সবাই বিচার করে। শুরুর প্রথমে তো এটা নিশ্চয় করবে যে, প্রকৃত অর্থে, আমরা আত্মারা আমাদের বাবার সাথেই পরমধামে অবস্থান করে থাকি। যেহেতু আমরা ওনার সন্তান তাই অবশ্যই ওনার আশীর্বাদের বর্ষা নেওয়াটা খুবই দরকার। আর এটাও তোমরা জানো যে, এই যে আত্মাদের ঝাড় সৃষ্টি হয়, তার আগে নিশ্চয় তা বীজ রূপে থাকে। তারপর তাকে ক্রমানুসারে বড় থেকে ছোটর সারি বানানো হয়। বড়-বাবা (শিব) তারপর তা থেকে ২-৪ জনকে আলাদা করেন। তারপরে আবারও তার থেকেও আরও বের করেন। এই ভাবেই একটা- দুটো করতে করতে আর ঝাড়ও বৃদ্ধি পেতে পেতে- একসময় সেই ঝাড় অনেক বড় আকারের হয়ে যায়। যা পরে বংশের নকশায় পরিণত হয়। তখনই লোকেরা বলে- ইনি এই বংশের, উনি ঐ বংশের, ইত্যাদি। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, মূলবতনেই সকল আত্মারা থাকে। তাঁরও একটা চিত্র আছে। উঁচু থেকে অতি-উঁচু হলেন বাবা। তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে তা তো আছেই -বাবা (শিব) এই (ব্রহ্মার) শরীরে অনস্থান করছেন। রুহানী বাবা (পরমাত্মা) এনার (ব্রহ্মার) মধ্যেই অবস্থান করে রুহকে (আত্মাদেরকে) পাঠ পড়ান। সূক্ষ্মবতনে তো আর উনি এ সব পাঠ পড়াবেন না। কারণ, সত্যযুগে আর এই জ্ঞান কারুরই থাকে না। তাই তো বাবা নিজেই এই সঙ্গম যুগে এসে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান। এই মনুষ্য সৃষ্টিরূপী ঝাড়ের জ্ঞান আর কারুরই নেই। তাই তো কল্পের আয়ুকেও পুঁথি-পত্রে অনেক বেশী-লম্বা হিসেবে লিখে রেখেছে। এখন বাবা তোমাদেরকে তা বোঝাচ্ছেন- "বাচ্চারা এখন তোমাদের ঘরে ফিরতে

হবে। ওটাই হলো আত্মাদের প্রকৃত ঘর। বাবা আর বাচ্চারা এই সেখানে থাকে, সেখানে সবাই ভাই-ভাই ভাবে থাকে। কিন্তু ভাই আর বোন তখন বলা হয়, আত্মারা যখন এখানে এসে শরীর ধারণ করে। অতএব, আমরা আত্মারা সব ভাই- ভাই। আবার এই ভাইদেরও নিশ্চয় বাবা তো থাকবেই। যিনি হলেন, সেই পরমপিতা পরমাত্মা। অর্থাৎ সকল আত্মারাই তাদের নিজের নিজের শরীরে অবস্থান করে থাকলেও, ঐ এক ওনাকেই (শিববাবাকেই) স্মরণ করে। সত্যযুগ-ত্রৈতাতে কিন্তু কেউ তাকে স্মরণ করে না। পতিত দুনিয়াতে এলে, তখনই সকলে ওনাকে স্মরণ করে। কারন সবাই রাবনের কারাগারে বন্দী থাকে। তাই তো আত্মারূপী 'সীতা' ডাকতেন- "হে রাম।" বাবা তাই বোঝান- রাম কিন্তু কোনো ত্রেতা যুগের রামের স্মরণের ব্যাপার নয়। রাম অর্থে- পরমপিতা পরমাত্মাকে ভেবেই তাকে স্মরণ করে। আর আত্মারাই তাঁকে ডেকে থাকে। এখন তো তুমি অবশ্যই জেনেছো, সেই আধাকল্প আমরা কাউকে ডাকব না, যেহেতু তখন তো আমরা সেই সুখধামেই অবস্থান করি। এই সঙ্গম সময়েই বাবা এসে আমাদেরকে তা বোঝান, যা আর অন্য কেউই তা জানেনই না। অন্যেরা তো বলে - আত্মাই পরমাত্মা। আর সেই আত্মাই আবার পরম-আত্মাতে লীন (বিলীন) হয়ে যায়। বাবা তার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝান, আত্মা তো অবিনাশী সত্ত্বা। কোনও একটা আত্মারও বিনাশ হতে পারে না। যেরকম বাবা অবিনাশী- সেরূপ আত্মারাও সব অবিনাশী। এখনে এসেই সেই আত্মারা পতিত ও তমোপ্রধানে পরিনত হয়, তারপর এই বাবা-ই আবার তাদেরকে সতোপ্রধান পবিত্র বানিয়ে থাকেন। সৃষ্টি-চক্রের আবর্তনে, বর্তমানের সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই এই সময়কালে তমোপ্রধানে কলুষিত হয়। যা নিয়মের ফেরে, তা আবার বাবার দ্বারাই সতোপ্রধান হয়। আর তাই এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র-পাবন বানানোর জন্য বাবাকে তো এই দুনিয়ায় আসতেই হয়। তাই তো ওনাকেই বলা হয়ে থাকে (গড় ফাদার) ভগবানেরও পিতা। বাবা যেমন অবিনাশী, আমরা আত্মারাও তেমনি অবিনাশী। আবার বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই নাটকও অবিনাশী। তোমরা বাচ্চারা এই তা জানো যে, এই দুনিয়ার ইতিহাস-ভূগোল- কিভাবে তার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই চার যুগ ধরেই আমাদের কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা চলতে থাকে। (কল্পের শুরু সত্যযুগে) প্রথমে আমরা হই সূর্যবংশী তারপরে হই চন্দ্রবংশী। চন্দ্রবংশী অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত আসে। তখন তাদের কলা ও গুণের হ্রাস ঘটে, তাই ১৪ কলাকে সূর্যবংশী বলতে পারি না। বাস্তবে, তখন আর তাদেরকে দেবী-দেবতা বলা যায় না। দেবী-দেবতার তা হন সম্পূর্ণ নির্বিকারী, ১৬ কলা সম্পূর্ণ। তাই রামকেও ১৪ কলা সম্পন্ন বলা হয়ে থাকে। একমাত্র তোমাদেরকেই এইভাবে ৮৪ জন্মের হিসাব বোঝানো হয়। নতুন কোনো জিনিষ যেমন পুরনো হলে, সেই মজা ও স্বাদ তাতে আর থাকে না। প্রথমে তা সম্পূর্ণ পবিত্র থাকে, তারপর কিছু বছর অতিবাহিত হলে তাকে অল্প পুরনোই তো বলবে। যেমন ঘর-বাড়িরও উদাহরণ দেওয়া যায়। এরকমই সকল জিনিষের ক্ষেত্রেই হয়। এই দুনিয়াটাও সেই প্রকারের বড় এক খেলাঘর। কিন্তু এই আকাশ তত্ব তো অনেক বিশাল। যার কোনও আদি-অন্তই নেই। এর শেষ যে কোথায়, তা কিন্তু জানাই যায় না। যদি কেবল চলতেই থাকো, তবুও তার শেষ খুঁজে পাবে না। ব্রহ্ম-মহেশ্বরেরও কোনো শেষ নেই। এমনিতে তো বিজ্ঞানীরা কতই না চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার শেষ দেখার, কিন্তু তা আর দেখতে পায় না, অন্ত খুঁজেই পায় না। ব্রহ্মতত্ব যে বিশাল বড় - যা অসীম। আমরা আত্মারা, অনেক অল্প জায়গা জুড়েই থাকি সেখানে। এখানে তো লোকেরা কত বিশাল, বড় বড় অট্টলিকা ইত্যাদি বানায়। কিন্তু ঐ দুনিয়া তো অনেক অনেক বড়, তবুও সেখানে খালি থাকে। এখানে তো চাষ-বাস, খেত ইত্যাদির জন্যও তো জায়গা চাই। আর ওখানে তো খালি আত্মারাই থাকে। আত্মা, আত্মারা শরীর ছাড়া কি করে তবে থাকবে ? বাস্তবে ওখানে তো সবাই অভোক্তা-রূপে থাকে। সেখানে থাওয়া-দাওয়া বা কোনও প্রকারের ভোগ ইত্যাদি করবার জন্য কোনও বস্তুই প্রয়োজন হয়

না। তাই তো বাবা এত করে বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, এই জ্ঞান তোমাদের মাত্র একই বার মেলে। আবার পরবর্তী কল্পে, বাচ্চারা তোমাদেরকে তা দেওয়া হয়। তাই তো এর প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও নেশা থাকা দরকার। একদা তোমরাই তো দেবতা ধর্মের ছিলে। তোমরাই তা বলো যে, বাবা আজ থেকে ৫ হাজার বর্ষ আগে আমরাই আপনার কাছে এসেছিলাম শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবার জন্য। যা এখন আবার আমরা আপনারই কাছে এসেছি। উনি (শিববাবা) নিরাকার হওয়ার কারণে তোমরা তাই তা বলবে দাদার (ব্রহ্মার) কাছে এসেছি। যেহেতু বাবা এনার (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করেছেন। বাবা বলেন- যেরকম তোমরা শরীর গ্রহণ করে তা দিয়ে কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা পালন করো, সেরকম আমিও (শিববাবা) ব্রহ্মার শরীরের আধার নিই। তা না হলে, আমি আমার ভূমিকা পালন করবো কি করে ? এইভাবেই তো শিবজয়ন্তীও পালন করা হয়। শিব তো আসলে নিরাকার। তবুও ওনার জয়ন্তী পালন করা হয় কি করে ? মনুষ্যরা তো এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়। বাবা বলেন- সে রকম না হলে আমি কি করে এসে তোমাদেরকে তবে রাজযোগ শেখাবো ? মনুষ্য থেকে দেবতা বানানোর জন্য এই রাজযোগ কেবল এই বাবা-ই এসে শেখান। তাই তো লোকেরা আমাকে পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর বলে। আর কেবলমাত্র আমার মধ্যেই এই সৃষ্টি রূপী ঝাড়ের আদি, মধ্য ও অন্তের জ্ঞান আছে। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, বাবা এনার শরীরে প্রবেশ করে আমাদেরকে সেই সব জ্ঞানকে বোঝান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের ভূমিকাকেও অবশ্যই বুঝতে হবে। বাবাকে তো তোমরা বুঝেছো যে উনিই পতিত-পাবন। প্রত্যেকেরই গুণ ও মহিমা আলাদা-আলাদা, কর্ম-কর্তব্যও আলাদা-আলাদা হয়। যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদিদেরও হয়। আত্মাই তা বলে যে, -এটা আমার শরীর। যেমন প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেন -"আমি প্রধানমন্ত্রী।" কিন্তু, সে ক্ষেত্রে আত্মা যদি শরীরের সাথে না থাকে, তবে কিন্তু তা বলতেই পারে না। আর শিববাবা তো হলেন নিরাকার। ওনাকেও তেমনি কিছু বলার জন্য কর্ম-ইন্দ্রিয়ের আধার তো নিতেই হয়। এরই নমুনা স্বরূপ বোঝাবার জন্য দেখানো হয় যে, গোমুখ থেকে গঙ্গা বেরোচ্ছে। প্রকৃত অর্থে শিব তো হলেন ক্ষুদ্র একটি বিন্দি বা বিন্দু-স্বরূপ। তাই ওনার আবার মুখ কোথা থেকেই বা গঙ্গা এলো ? তাই তো উনি (শিব) এনার (ব্রহ্মার) মুখে এসে বসেন, যেখান থেকে জ্ঞানের-গঙ্গা বইতে থাকে। আর তাই তো সবাই বাবাকেই স্মরণ করে, আর বলে-হে পতিত-পাবন তুমি আসো। এসে আমাদেরকে এই দুঃখ থেকে উদ্ধার কর। যেহেতু একমাত্র উনিই বড় থেকেও অতি বড় সার্জন। একমাত্র ওনারই কাছে- পতিতদের পাবন বানাবার সেই জ্ঞান আছে। এই দুনিয়ার সব পতিতদেরকেই পাবন বানানোর এই একজনই মাত্র সার্জন আছেন। সত্যযুগে কিন্তু সবাই নিরোগী-ই হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণই সেই সত্যযুগের মালিক। কিন্তু এনাকে সে রকম কর্ম-কর্তব্য কে শিখিয়েছেন যাতে ওনারা এরকম নিরোগী হতে পারে। বাবা এসেই তো সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম শিখিয়েছেন। এখানে তো কর্মই কুটতে (সুফল ভোগ করতে) থাকেন ওনারা। তাই সত্যযুগে এরকম কেউ বলবেই না যে ওনাদের কর্ম ভোগ করতে হচ্ছে। যেহেতু ওখানে কোন দুঃখ, রোগ-ভোগ ইত্যাদি হয়ই না। অথচ এখানে তো একে অন্যকে কেবল দুঃখই দিতে থাকে। কিন্তু সত্যযুগ আর ত্রেতাতে তো দুঃখের কোনও কথাই নেই যে বলা হবে, এটা তার কর্মের ভোগ ভুগছে। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের প্রকৃত অর্থ সেভাবে কেউ বুঝতেই পারে না। তোমরা তো জেনেছো, প্রত্যেক বস্তুই প্রথমে সতোপ্রধান তারপর সতো, রজো ও তমোতে পরিণত হয়। সত্যযুগের ৫ ত্বয়ই তখন সতোপ্রধান থাকে। তাই আমাদের শরীরও তখন সতোপ্রধান আর প্রকৃতিও হয় সতোপ্রধান। তারপর আবার যখন আত্মার দুই কলা কম হয়, যার জন্য শরীরও সেরকম তৈরি হয়। সম্পূর্ণ সৃষ্টিই তখন দুই কলা কম হয়ে যায়। এইসবই বাবা এখানে বসে বোঝাতে থাকেন, যা আর অন্য কেউই তা বোঝাতে পারে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবা তার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

- ১) এখন থেকেই বাবার শ্রীমতের নির্দেশের ধারনায় এরকম শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে, যাতে কখনো কর্ম কুটতে (ভোগ ভুগতে) না হয় অর্থাৎ কর্মের সাজা খেতে বা ভুগতে না হয়।
- ২) কোন বিনাশী বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা নেশা যেন না থাকে। মনে রাখতে হবে, আমাদের এই দেহও বিনাশী, তাই এর প্রতিও মোহ বা নেশা রাখা উচিত নয়। এ রকমই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হতে হবে।

বরদানঃ- শূল আর সূক্ষ্ম এই দুই রীতিতেই নিজেকে ব্যস্ত রেখে মায়াজিত হয়ে বিজয়ী হও (ভব)।

নিজেকে সেবাধারী ভেবে নিজের রুচি আর উৎসাহের সহিত সেবায় ব্যস্ত থাকলে মায়ার কোনও সুযোগ পাবে না। যদি সঙ্কল্পের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, শূল কর্মনা থেকে মুক্ত থাকো, তবেই মায়া সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু শূল আর সূক্ষ্ম দুই রীতিতেই খুশী-খুশীতেই সেবাতে ব্যস্ত থাকো, তখন সেই খুশীর কারণে মায়া তাকে আক্রমণ করার সাহসই করতে পারে না। এইজন্যই নিজেই নিজের শিক্ষক হয়ে বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখতে, প্রত্যেক দিনের কর্মসূচী বানাও, যার ফল স্বরূপ মায়াজিত হয়ে- বিজয়ী হতে পারবে।

স্লোগানঃ- নিশ্চয় আর গর্বের সাথে বলো- বাবা যখন আমার সাথেই আছেন, তাই তো আর মায়া নিকটেই আসতে পারবে না।

“বর্তমানই হল ভবিষ্যতের আধার”

আজ বৃক্ষপতি বাবা নিজ বৃক্ষের প্রথম পাতাগুলিকে বা বৃক্ষের আধারমূরত শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে দেখছেন। ব্রাহ্মণ আত্মারাই হল নতুন বৃক্ষের কলম(চারা)। নতুন বৃক্ষের আধারই(ভিত্তি) হল কলম। তোমরা প্রত্যেক আত্মারাই হলে নতুন বৃক্ষের কলম। সেই জন্য প্রত্যেক আত্মাই হল অমূল্য। সদা নিজেকে এমন অমূল্য আধারমূরত বৃক্ষের কলম বা চারা মনে করে চলো ? কলমে যদি দুর্বলতা থাকে, তাহলে সমস্ত বৃক্ষই দুর্বল হবে। প্রত্যেকে নিজের নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে বুঝতে পারো ? এমন তো মনে করো না যে আমরা তো ছোটো বা পিছনে আসবো, দায়িত্ব তো বড়দের ওপরেই। এমন মনে করো না তো ? অধিকার(বর্ষা) নেওয়ার ক্ষেত্রে ছোটো হোক বা বড় প্রত্যেকে নিজেকে সম্পূর্ণ অধিকারী মনে করো, কেউই চন্দ্রবংশীর অধিকার নিতে রাজি হও না, সকলে এটাকেই নিজের অধিকার মনে করো যে আমি সূর্যবংশীই হবো। তার সাথে সঙ্গম যুগের প্রাপ্তির ওপর, বাবার ওপর নিজের সম্পূর্ণ অধিকার দাবি করে থাকো। এই বোল বলতে থাকো যে বাবা তো সবার আগে আমাদের ছোটোদেরই বাবা। ছোটোদের প্রতিই বাবার বেশী স্নেহ, সেইজন্য বাবা তো আমাদেরই। আমাদের সব অধিকারই আগে হওয়া উচিত। স্নেহের সাথে নিজের অধিকারের বর্ণনা করে থাকো, তো যেমন বাবার উপরে, প্রাপ্তির উপরে নিজের অধিকার রয়েছে মনে করো তেমনি দায়িত্বের ক্ষেত্রেও ছোটো বড় তোমরা সকলেই হলে অধিকারী। সকলেই হলে সাথী। তো এতটাই দায়িত্বের অধিকারী মনে করে চলো। স্ব-পরিবর্তন, বিশ্ব-পরিবর্তন উভয় দায়িত্বের তাজধারী তথা বিশ্ব রাজ্যের তাজের অধিকারী হবে। সঙ্গমযুগী তাজধারী সো ভবিষ্যতের তাজধারী। বর্তমানে না হলে ভবিষ্যতেও নয়। বর্তমানই হল ভবিষ্যতের আধার(ভিত্তি)। চেক করো এবং নলেজের দর্পণে উভয় স্বরূপকেই দেখো সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ এবং ভবিষ্যতের দেবপদ-ধারী। দুটো রূপকেই দেখো এবং তারপরে দুটোর মধ্যে চেক করো- ব্রাহ্মণ জীবনে কি ডবল রাজমুকুট(তাজ) হয়েছে, নাকি সিংগল রাজমুকুট ? এক হল পবিত্রতার তাজ, দ্বিতীয় হল প্র্যাকটিক্যাল জীবনে এবং পড়া এবং সেবায়। দুটি তাজই সমান ? সম্পূর্ণ? নাকি কিছু কম রয়েছে ? এখানে যদি কোনো তাজ অসম্পূর্ণ থাকে, পবিত্রতারই হোক বা সেবার, তাহলে ওখানেও ছোটো তাজ বা একটি তাজধারী অর্থাৎ প্রজা পদ লাভ হবে। কেননা প্রজাদেরও লাইটের তাজ হবে অর্থাৎ তারাও পবিত্র আত্মা হবে। কিন্তু বিশ্বরাজন বা মহারাজনের তাজ প্রাপ্ত হবে না। কেউ মহারাজন, কেউ রাজন অর্থাৎ রাজা, মহারাজা এবং বিশ্ব মহারাজা- এটার আধারেই নম্বর অনুযায়ী তাজধারী হবে।

একই ভাবে রাজসিনহাসনকেও(তখত) দেখো- বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ জীবনে কত সময় অকাল তখৎ ধারী এবং বাবার হৃদসংহাসনে আসীন থাকো- উভয় সংহাসনে কত সময় ধরে থাকো ? অকাল তখৎ নশীন যদি নিরন্তর অর্থাৎ সদাকালের জন্য হও, তবে বাবার হৃদসংহাসনে আসীনও চিরকালের জন্যই হবে। উভয়েরই সম্বন্ধ রয়েছে। ব্রাহ্মণ জীবনে যদি কখনো কখনো তখৎ নশীন, তবে ভবিষ্যতেও পুরো আধা কল্প তখৎ নশীন অর্থাৎ রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসতে পারবেনা। কেননা রয়্যাল ফ্যামিলিই তখৎ নশীন বলে প্রসিদ্ধ। তো এখানে সদাকালের তখৎ নশীন যিনি তিনিই ভবিষ্যতে সদাকালের রাজ্য অধিকারী অর্থাৎ তখৎনশীন। তো দর্পণে দেখো- বর্তমান কি আর ভবিষ্যৎ কি ? এইভাবেই তিলককেও চেক করো- অবিনাশী অর্থাৎ যা কখনোই মুছে যাবে না।

সঙ্গম যুগে দেবেরও দেবের সুহাগ(বিবাহিত রমণীর সৌভাগ্যের চিহ্ন) এবং পরমাত্ম বা ঈশ্বরীয় সন্তানের ভাগ্যের তিলক প্রাপ্ত হয়। তো এই সুহাগ এবং ভাগ্যের তিলক অবিনাশী তো ? মায়া সুহাগ বা ভাগ্যের তিলককে মুছে দেয় না তো ? এখনকার সুহাগ, সদা ভাগ্যের তিলকধারী তথা ভবিষ্যতের সদা রাজ্য তিলকধারী। প্রত্যেক জন্মে রাজ্যাভিষেকের(রাজতিলক) উৎসব হবে। রাজার সাথে রয়্যাল ফ্যামিলিরও তিলক দিবস উদযাপন করা হয়। সেখানকার প্রত্যেক জন্মের রাজ তিলকের উৎসব আর এখানে হল ব্রাহ্মণ জীবনে সদা বাবার সাথে মিলন মেলার, নিজেকে সদা আরোহীকলার, সকল প্রকারের সেবার অর্থাৎ তন-মন-ধন-জন এসবেরই সেবার সর্বদা উৎসাহ এবং উদ্দীপনা থাকবে। এখনকার উৎসাহ, ভবিষ্যতের উৎসব হবে।

একইভাবে তন-মন-ধনও সম্বন্ধযুক্ত। এখানে আদি থেকে এখন পর্যন্ত এবং এখন থেকে অন্তিম সময় পর্যন্ত নিজের শরীরকে কতটা সেবায় সমর্পিত করেছো ? মনকে কতটা সময় বাবাকে স্মরণ করতে এবং মন্থা সেবায় লাগিয়েছো ? মন্থা সেবা হল শুভ ভাবনা এবং শ্রেষ্ঠ কামনা। এতেও সেবা হদের ছিল নাকি বেহদের ছিল ? সকলের প্রতি শুভ ভাবনা এবং শ্রেষ্ঠ ছিল, নাকি কারো প্রতি ছিল কারো প্রতি ছিল না ? এইভাবে ধনকে নিজের জন্য ব্যবহার করেছে ? নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, নাকি নিঃস্বার্থ সেবায় লাগিয়েছে ? বাবা যে আমানত দিয়েছেন সেসবের অপব্যবহার (খয়ানত) হয়ে যাচ্ছে না তো ? বেহদের পরিবর্তে হদে(লৌকিক) ব্যবহৃত হচ্ছে না তো ? এই চেকিং-এর আধারেই ওখানেও প্রালন্ধে পারসেন্টেজের ভিত্তিতে নম্বর অনুযায়ী পদের প্রাপ্তি হয়। সবেতেই যদি ফুল পারসেন্টেজ হয়, তাহলে ফুল সময় এবং ফুল প্রালন্ধ। নইলে স্ট্যাটায়ে এবং সময়ের ক্ষেত্রেও প্রভেদ থেকে যাবে। ফুল টাইম যে দেবে এবং ফুল প্রালন্ধ যে লাভ করবে, সে ১-১-১ এর সম্বন্ধের আগে সর্ব প্রথম সম্পূর্ণ ফুল সতোপ্রধান প্রকৃতি, ফুল রাজ্য ভাগ্য, সম্বন্ধও ১, প্রালন্ধও এক(নম্বর), প্রকৃতির সুখও এক(নম্বর) । নইলে সেকেন্ড, থার্ড ইত্যাদি শুরু হয়ে যাবে।

এখন দু'দিক থেকেই চেক করো- ব্রাহ্মণ এবং দেবতা। সঙ্গম যুগী এবং সত্যযুগী- দুটো স্বরুকেই সামনে রাখো। সঙ্গম যুগে থাকলে সত্য যুগে অবশ্যই থাকবে,এটা নিশ্চিত, সেইজন্য ব্রাহ্মণ জীবনের ১৬ টি আধ্যাত্মিক(রুহানী) শৃঙ্গারকে দেখো। ১৬ কলাকে দেখো। নিজেই নিজেকে দেখো, যে যে খামতি রয়েছে সে সব গুলি ভরতে থাকো। বুঝেছো- কি করতে হবে ? নিজেকে দর্পণে দেখো। আচ্ছা-

এইরূপ বেহদের সেবাধারী, সকলের প্রতি সদা শুভ চিন্তন, সদা স্মরণ এবং সেবার উৎসাহে থাকা সদাকালের সুহাগ এবং ভাগ্যের তিলকধারী, এমন বর্তমানের রাজ্য অলঙ্কারী, শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণ স্নেহ-সুমন এবং নমস্কার

আজ বারে বারেই বিদ্যুৎ আসছে আর যাচ্ছিল- তো বাবা বললেন, বিদ্যুতের অস্থিরতাতে তোমরা অস্থির হয়ে পড়ো নি তো ? তোমাদের এই সাকার সৃষ্টির গীত, ভক্তরা যা গেয়ে থাকে, বাবাকে বলে- 'দেখো প্রভু তোমার সংসারের কী হাল হয়েছে'....তো বাবাও দেখছেন, ভক্তদের আওয়াজও আসছে আর দেখতেও পাচ্ছেন। যখন নামই হল- অসার সংসার- কোনো কিছুতে সার কীভাবে পাওয়া যাবে ? আচ্ছা।

মহারাষ্ট্র জোনের পার্টিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার মধুর সাক্ষাৎকার--

সঙ্গম যুগের সবচেয়ে বড় খাজানা কোনটি ? বাবা-ই হলেন সবচেয়ে বড় খাজানা। বাবাকে পাওয়া হয়ে গেছে মানেই সব কিছু পাওয়া হয়ে গেছে। বাবা নেই তো কিছুই নেই। সত্যযুগেও এরূপ খাজানা পাওয়া যাবে না। তো এমন যুগে, যা কিনা হল সর্ব খাজানা প্রাপ্ত করবার যুগ আর সে সব প্রাপ্তকারী আত্মারাও হলে তোমরাই। তো এমন আত্মারা সম্পন্ন তো হবেই তাই না ! ব্রাহ্মণের জীবনে অপ্রাপ্ত বস্তু কিছুই নেই। দেবতাদের জীবনে বাবার অপ্রাপ্তি থাকবে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের জীবনে কোনো প্রকারেরই অপ্রাপ্তি নেই। ব্রাহ্মণদের মনে এই অবিনাশী গীত বাজতেই থাকে- অপ্রাপ্ত কোনো বস্তুই নেই আমাদের খাজানায় ! খাজানার মালিক তোমরা ? নাকি হতে হবে ? বালক হওয়ার অর্থই হল মালিক হওয়া। মালিক তো হয়েই গেছে, বাকি কতটা সামলাতে পারছো- সেটাই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নশ্বর অনুমায়ী দেখার। তো সদা এই খুশীতে নাচতে থাকো যে আমি হলাম বালক তথা মালিক।

২- সবাই নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্তি তো ! নিশ্চয়ে কখনো টলমল হও না তো ? অচল অডোল সঙ্কল্প বা স্বপ্নেও ব্যর্থ সংকল্প যাতে না আসে। একেই বলা হয় অচল অডোল মহাবীর। তো এমন হয়েছে তো ? যা কিছু হয়- তাতে কল্যাণ নিহিত থাকে। যা কিছু এখন বোঝা যায় না, কিন্তু পরে বোঝা যাবে। কোনো বিষয়কেই একটি কালের দৃষ্টিতে দেখো না, ত্রিকালদর্শী হয়ে দেখো। এখন এমন কেন হচ্ছে ? এখন এটা কেন ? এমন নয়। ত্রিকালদর্শী হয়ে দেখলে সদা এটাই সংকল্প হবে যে, যা কিছু হচ্ছে তাতে কল্যাণই রয়েছে। এই রূপ ত্রিকালদর্শী হয়ে চলো তো ? সেবার আধারমূর্ত যত মজবুত হবে, ততই সেবার বিল্ডিংও মজবুত হবে। বাবা যা বলেন সেটাই করতে থাকো। তারপর বাবা জানে আর তাঁর কাজ জানে। বাবা যেমন চালাবেন তাতে কল্যাণই নিহিত থাকবে। বাবা বলেন- এইভাবে চলো, এইরকম থাকো- আশ্তে হাজির(জী হাজির)। এমন ভেবো না-এরকম কেন ? সব সময় বলো- আশ্তে হাজির। বুঝেছো- আশ্তে হজুর(জী হজুর) বা আশ্তে হাজির। তাহলে সদা উড়ন্ত কলাতে যেতে থাকবে। থেমে থাকবে না। উড়তে থাকবে। কেননা হাল্কা হয়ে যাবে যে।

৩ -- এখন নিজেকে সদা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে কোটির মধ্যে কেউ, সেই কেউ-এর মধ্যেও কেউ-এমন শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করো ? এমন অনুভব হয় যে এটা তোমাদেরই প্রশস্তিসূচক ? এক হল জ্ঞানের আধারে জানা, দ্বিতীয় হল কারো অনুভব শুনে তার আধারে মানা, তৃতীয় হল নিজে অনুভব করা। তো এমন অনুভব হয় যে আমরা কল্প পূর্বের কোটির মধ্যে কোটি, তার মধ্যেও বিশেষ শ্রেষ্ঠ আত্মা আমরা ? এরূপ আত্মাদের লক্ষণ কি হবে ? এমন শ্রেষ্ঠ আত্মারা সদা অগ্নি রূপী(শমা) বাবার দিকে পতঙ্গ হয়ে(পরবানে) নিবেদিত হয়ে যাবে, তারা শুধুমাত্র চারপাশে ঘুরে বেড়াবে না। তারা এমন আত্মা নয় যে ঘুরতে ঘুরতে এমনিই এলো, সামনে ঘোরা ঘুরি করল, সামান্য প্রাপ্তি লাভ করল তারপরে উধাও- এইরকম না। নিবেদিত হয়ে যাওয়া মানে হল মরে যাওয়া- তোমরা হলে মথ বা পতঙ্গ যারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করে আর মরে যায়, তাই তো তোমরা ? পতঙ্গ হয়ে পুড়ে মরা মানেই হল বাবার হয়ে যাওয়া। যে আগুনে পোড়ে সে-ই বাবার হয়। জ্বলা বা পোড়া অর্থাৎ পরিবর্তন হওয়া। আত্মা-

সর্বদা সকল পরিস্থিতিতে একরস স্থিতি থাকবে, তার সহজ সাধন কি ? কেননা সকলের লক্ষ্যও হল এক, যেমন এক বাবা, একই গৃহ, রাজ্যও এক হবে, তেমনি এখনও একরস স্থিতি থাকবে। কিন্তু একরস স্থিতিতে থাকার সহজ সাধন তোমাদের কি দেওয়া হয়েছে ? একটি শব্দে বলো। সেই একটি

শব্দ হল-- ট্রাস্টি। যদি ট্রাস্টি হয়ে যেতে পারো, তাহলে সকলের থেকে একেবারে পৃথক এবং সকলের প্রিয় হয়ে যাবে, তবেই একরস হয়ে যাবে। গৃহস্থী হলে অনেক রস এসে যায়, অনেক বেশী আমার আমার এসে যায়। কখনো আমার ঘর, কখনো আমার পরিবার গৃহস্থীভাব মানেই অনেক রসের মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে পড়া। ট্রাস্টিভাব অর্থাৎ একরস। ট্রাস্টি সদা হাস্তা এবং সদা আরোহী কলায় যাবে। তো এই পুরো গ্রুপ ট্রাস্টি গ্রুপ তো ? সামান্যও আমার আমার থাকলে, আমার মানেই গৃহস্থী ভাব। যেখানই আমার আমার থাকবে সেখানেই মমতা আসবে। যাদের মমতা থাকবে তাদের গৃহস্থী বলা হবে, ট্রাস্টি নয়। গৃহস্থী তো আধা কল্প থাকলে এবং গৃহস্থ জীবনে কি প্রাপ্তি হল তারও অনুভব হয়েছে তোমাদের। একখন ট্রাস্টি হও। আর যদি সামান্য একটুও গৃহস্থী ভাব থাকে, তবে সেটা মধুবনেই ছেড়ে যেও। জীবনে দুঃখের স্রোত উৎপন্নকারী কিছু যদি থেকে থাকে, তবে সেগুলিকে এখানেই রেখে যাও এবং সুখদায়ী যা কিছু আছে, সেসব এখান থেকে নিয়ে যেও।

মিষ্টি দাদীজি আশ্বালায় অনুষ্ঠিত মেলায় যাওয়ার অনুমতি বাপদাদার থেকে নিচ্ছেন, বাপদাদা বললেন:--

বাপদাদা অনেক বাচ্চাদের খুশীতে থাকতে দেখলে নিজেও খুব খুশী হন। সেবার জন্য যেখানেই যাও, তাতে অনেকের অনেক খাজানার প্রাপ্তি হয়। সেইজন্য তোমাদের যাওয়াটাও হল ডামার পার্ট এবং এই পার্টটা এখন চলতে থাকবে। স্টপ হতে হলে তো সেকেন্ডে হয়ে যাবে। সাকারে যেমন দেখেছো বাবার জন্য সব কিছু প্রস্তুতই ছিল, পার্ট সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল তো প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও যেতে পারেন নি সেই রকমই ডামাতে সমাপ্ত হওয়ার থাকলে সেকেন্ডেই হবে হঠাৎই। তবে এখন যেতেও হবে, রিফ্রেশও করতে হবে। সকলের মনকে খুশী করা-- এও সবচেয়ে বড় পুণ্য। সকলেই তার জন্য তোমাদেরকে আহ্বান করছে তাই না ! আহ্বানে সাড়া(প্রত্যক্ষ হওয়া) তো দিতেই হয় তাই না ! জড় চিত্রকে আহ্বান করলে তাতেও জান অনুভব করা যায়। তো এই আহ্বান করা শুরুও এখান থেকেই হয়। সেইজন্য সকলকে স্মরণ আর ভালোবাসা জানিয়ে এটাই বলবে যে এখন বাচার সাথে সাথে সংকল্প শক্তির সেবা, যে যে অস্তিম পাওয়ারফুল সেবা রয়েছে, সে সবও করো। সংকল্প শক্তি এবং বাণীর শক্তি, মন্সা সেবা এবং বাণী দ্বারা সেবা উভয়েরই যখন কস্মান্ত রূপ হবে তখন সহজেই সফলতা আসবে। সিংগল থেকে সিংগল রেজাল্টই আসবে, কস্মান্ত সেবার থেকে দ্বিগুণ রেজাল্ট হবে। প্রথমে হল সংকল্প শক্তি তারপরে হল বাণীর শক্তি। তো মন্সা এবং বাচা উভয় সেবা-ই একসাথে প্রয়োজন। বাণী দ্বারা সেবায় মন্সা সেবা হবে না- এও যেমন হবে না, মন্সা সেবার সময় বাণীর সাহায্য নিতে পারছো না - এও হবে না। বাণী দ্বারা সেবা খুবা অল্প সংখ্যকই করতে পারে, বাকিরা দেখাশোনার কাজে- অন্যান্য কাজে যারা থাকবে তাদের মন্সা সেবা করা উচিত। তাতে বায়ুমন্ডল যোগযুক্ত হয়ে ওঠে। সংগঠনে মিলন বেশী হয়, কিন্তু মিলনের সাথে সাথে সেবার লক্ষ্যও যাতে থাকে। সবাই যদি মনে করে যে আমাকে সেবা করতে হবে, তবে পরিবেশ পাওয়ারফুল থাকবে আর সেবাও দ্বিগুণ হবে। উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সেবা হচ্ছে, বাহ খুব ভালো। কিন্তু উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সাথে এই লক্ষ্য থাকাও জরুরি। আচ্ছা- সবাইকে অনেক অনেক স্মরণ করেছি জানিও।

বরদানঃ - সাধারণত্বের দ্বারা মহানতাকে প্রসিদ্ধকারী সিম্পল এবং স্যাম্পল ভব!

যেমন কোনো সিম্পল জিনিস যদি স্বচ্ছ হয়, তো অবশ্যই সেটার প্রতি মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। তেমনি মন্ত্রার সংকল্পে, সম্বন্ধে, ব্যবহারে, আচার আচরণে যিনি সিম্পল এবং স্বচ্ছ হবেন তিনিই স্যাম্পল হয়ে সকলকে নিজের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট করবেন । সিম্পল অর্থাৎ সাধারণ। সাধারণত্বের দ্বারাই মহানতা প্রসিদ্ধ হয়। যে সাধারণ অর্থাৎ সিম্পল হয় না সে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

স্লোগানঃ - অন্তর থেকে যখন বলবে “আমার বাবা” তখন মায়া কৃত অচেতনতায় মুদিত চক্ষু উন্মিলিত হয়ে যায়।

"মীঠে বাচ্চে - বাবা এসেছেন সম্পূর্ণ দুনিয়া থেকে বিকারের তাপ মিটিয়ে সকলকে শীতল স্বরূপ করতে , জ্ঞান বর্ষা শীতল রূপ প্রদান করে"

প্রশ্ন :- কোন্ অগ্নির তাপ সমস্ত দুনিয়াকে পুড়িয়ে দিচ্ছে ?

উত্তর :- কাম বিকারের তাপ সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পুড়িয়ে দিচ্ছে । সবাই কাম অগ্নিতে পুড়ে কালো হয়ে গেছে । বাবা জ্ঞানের বর্ষা বা বৃষ্টি দ্বারা শীতল স্বরূপ করে দিচ্ছেন । যেমন বৃষ্টি পড়লে ধরিত্ৰী শীতল হয় তেমনই জ্ঞান বৃষ্টি দ্বারা তুমিও ২১ জন্মের জন্যে শীতল হয়ে যাও । কোনো রকমের তাপ যেন অন্তরে থাকেনা । তব্ব ইত্যাদিও সতাপ্রধান হয়ে যায় । কেউ সেই তাপ অনুভব না করে।

ওমশান্তি । রুহানী বাচ্চারা কার স্মরণে বসে আছে? নিশ্চয়ই নিজের রুহানী বাবার স্মরণে বসে আছে। রুহ বা আত্মা নিজের পরমপিতা পরমাত্মার স্মরণে বসে আছে যে রুহানী বাবা এসে আমাদের রিফ্রেস করে শীতল করে দেবেন কারণ কাম চিতায় বসে ভারত পুড়ে মরেছে । গায়নও রয়েছে তাপ মেটাও । তাপ কিসের ? কাম চিতার। অনেক তাপ হলে মানুষ মরে যায়। এই কাম চিতার তাপে ভারত একেবারে পুড়ে মরেছে সেইজন্য বাবাকে স্মরণ করে এসে শীতল করো। বৃষ্টি পড়লে শীতল হয়ে যায়। ধরিত্ৰী শীতল হয়। এইতো হল জ্ঞানের বর্ষা বা জ্ঞান বৃষ্টি । একবারই এসে এমন শীতল করেন এত কিছু দিয়ে দেন যে সত্যযুগে কোনো কিছুর উৎকর্ষা থাকেনা । অর্ধকল্প উৎকর্ষায় থেকেছ বাবা এসে শীতল করো। পতিত-পাবন বাবা এসে আমাদের শীতল করেন। এই জ্ঞান বৃষ্টি দ্বারা ভারত অথবা সমস্ত দুনিয়া শীতল হয়ে যায়। তুমি স্বর্গের মালিক হও। মানুষ মরলে বলা হয় স্বর্গবাসী হয়েছে। তারা শুধু বলে মুখ মিষ্টি করে। তুমি জানো যে স্বর্গের স্থাপনা এখন হচ্ছে । বাবা এসেছেন , এই জ্ঞানের বর্ষা করছেন। শীতলতার প্রভাব ২১ জন্ম থাকে। সেখানে না বৃষ্টির , না অন্য কোনো কিছুর ইচ্ছা থাকে। সর্বদা বসন্ত থাকে । সেখানে কোনো প্রকারের দুঃখ থাকেনা । সূর্য সতাপ্রধান হয়ে যায়। কখনও তাপ দেখায়না। তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও। এখন তো তুমি গোলাম কিনা । গায়নও আছে আমি গোলাম তোমার ... বাবাকে স্মরণ করে । এখন বাবা বলেন তোমার সেবায় আমি এসে তোমার গোলাম হয়েছি। তোমাদের সেবা করি। অপরের , পতিত দেশে , পতিত শরীরে আমি আসি। এই পতিত দুনিয়ায় কেউ পবিত্র নয়। সত্যযুগকে পবিত্র , কলিযুগকে পতিত বলা হয় কারণ সকলেই হল বিকারগ্রস্ত । ভারতবাসীই এই জ্ঞান বুঝবে। যারা ৮৪ জন্ম নিয়েছে তারা-ই এই নলেজ শুনবে বা যারা সত্যযুগ ত্রেতায় আসবে তারা-ই এসে ব্রাহ্মণ হবে, নব্বয় অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে । বাবা বোঝাচ্ছেন এখন তুমি ব্রাহ্মণ বর্ণে রয়েছ তুমি - ই দেবতা বর্ণে আসবে। ব্রাহ্মণ বর্ণ বা ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা করতে বাবা আসেন। ব্রহ্মা , ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা করেন । এমন বলা হবেনা পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এসে শুদ্ধদের ব্রাহ্মণ রূপে পরিণত করেন। এই তোমাদের বাজোলী চলছে । এইতো খুবই সহজ। তুমি জানো যে এই চক্র কিভাবে ঘুরছে ? বিরাট রূপে ব্রাহ্মণ শিখা আর শিববাবাকে দেখাতে ভুলে গেছে । বলে দেবতা , ঋত্রিয় , বৈশ্য , শুদ্ধ আবার শুদ্ধ থেকে দেবতা । তাহলে ব্রাহ্মণ কোথায় গেল ? ব্রাহ্মণরা গায়ন করে ব্রাহ্মণ দেবতায় নমঃ । তাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার বংশাবলী কোথায় গেল? প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম কত প্রসিদ্ধ । চিত্রেও ভুল করে দিয়েছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানের

কোনো নাম গন্ধ নেই । স্কুলে টিচার পড়ান। সেইসব হল সোর্স অফ ইনকাম । এইম অক্কেট তো নিশ্চয়ই চাই। তোমরা বাচ্চারা জানো ঐ পড়াশোনার দ্বারা পদ প্রাপ্ত হয়। পতিত দুনিয়ায় ভগবান এসে পতিতদের পড়ান। বাবা বলেন আমি তোমাদের পড়িয়ে পবিত্র করি। এই পড়াশোনা দ্বারা ইনকাম দেখো কত বৃহৎ । অর্ধকল্পের ভাগ্য তুমি নির্মাণ করো। ভারতে গায়ন রয়েছে ২১ প্রজন্ম , এখন তুমি বেহদের বাবার কাছ থেকে ২১ প্রজন্মের বেহদের বর্সা প্রাপ্ত করো। লৌকিক পিতার হল অল্পকালের ক্ষণস্থায়ী বর্সা । এই বাবার কাছে তুমি এমন বর্সা প্রাপ্ত করো যে জন্ম জন্ম তোমার কোনো দুঃখ থাকবেনা । ভারতেই বেহদের সুখ ছিল । এই জ্ঞান আর কারুর বুদ্ধিতে নেই । এইসব জ্ঞানদাতা পিতা জানেন আর যাদের দিয়ে থাকেন তারা জানে, আর অন্য কেউ জানেনা । গ্রন্থাদিতে তাঁর মহিমা বর্ণিত রয়েছে । এক ওংকার , নিরাকার , নিরহংকার। এর অর্থও এখন তুমি বুঝেছো । তারা শুধুমাত্র গান গায় নিরহংকারী । এত বিশাল অথোরিটি হওয়া সত্ত্বেও ওনার কোনো অহংকার নেই । এখানে একটু পোজিশনেরও কত নেশা থাকে । সেই হল অল্পকালের পোজিশনের নেশা যে আমি অমুক ... এখন তোমার এই রুহানী পড়াশোনার নেশা রয়েছে । তোমার আত্মা এখন জানে যে আত্ম অভিমানী হতে হবে তবেই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। বাবার সঙ্গে যোগ ছিল হলে মায়ার গোলা লেগে যায়, মন খারাপ হয়ে যায়। স্মরণ করলে খুশীর পারদ উষ্ণ থাকে । কেউ বড় পরীক্ষা পাশ করলে যেমন খুশীতে থাকে । ভাবে ব্যস এর উপরে আর কোনো পড়াশোনা নেই । তুমিও জানো যে আমাদের এই পড়াশোনার থেকে উঁচু দরের পড়াশোনা আর অন্য কিছু নেই। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ নিশ্চয়ই অতীতে এমন পড়াশোনা করেছিলেন । রাজযোগ শিখেছিলেন তবে মহারাজা মহারানী হয়েছিলেন । রাজযোগ তো প্রসিদ্ধ । পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন স্বর্গের জন্যে । বলাও হয় পূর্বের পুণ্য কর্মের ফল এই স্বরূপ ধারণ করা। তুমি জানো যে এই জন্মে আমরা এমন কর্ম শিখছি যা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের রাজত্বের জন্যে বা স্বর্গে বিরাজ করার জন্যে । যথা রাজা রানী তথা প্রজাও তো হবে কিনা । রাজধানী কিনা । বাবা এসেছেন রাজধানী স্থাপন করতে । তুমি সেখানে ২১ জন্মের জন্যে পালনা করবে। ৬৩ জন্ম তো দুঃখ ভোগ হয়েছে । সেইসব এখন শেষ হয়ে যাবে। ভারতকে স্বর্গ বলা হয়, এখনতো হল নরক । সৃষ্টি কত বদলে গেছে। সেই রাজ্যপাট কোথায় চলে গেছে? রাবণরাজ্যের আরম্ভ হতেই তুমি পতিত রূপে পরিণত হয়েছ। বাবা বলেন তুমি নিজের ৮৪ -র চক্রকে জাননা । এখন তোমাদের বারবার বোঝান হচ্ছে। তুমি ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করেছ। এখন তোমাদের হল অন্তিম জন্ম। পুনরায় নিজের বর্সা নিতে হবে। তোমরা মুক্তিধামে বসতে পারবেনা । তোমাদের অলরাউন্ড পার্ট রয়েছে । এমন অনেকে রয়েছে যারা সত্যযুগ থেকে দ্বাপর কলিযুগ অন্দি মুক্তিধামে থাকে । এমন বলা চলবেনা এখানে আসার চেয়ে মুক্তিধামে থাকা ভাল। সেতো মশাদের সমান হয়ে গেল । এল আর গেল। মানুষের মহিমা গায়ন আছে । এইসব মন্দির হল কাদের ? যারা আদি থেকে পার্ট প্লে করেছে তাঁদেরই স্মারিকা স্বরূপ নির্মিত রয়েছে । যারা শেষের দিকে আসে তাদের কোনো স্মারিকা তৈরী হয়েছে কি? কিছুই না। তোমাদের হল কত বৃহৎ স্মারিকা । সবচেয়ে বেশী পার্ট তুমি প্লে করো। তুমি নিজের প্রালঙ্কার সময় পূর্ণ করে যখন ভক্তি মার্গে প্রবেশ করো তখন তোমার স্মারিকা এবং শিববাবার মন্দির তৈরী হওয়া আরম্ভ হয়, তারপর অন্য ধর্ম আসে। তাদের ধর্ম স্থাপন হয়। তুমি নিজের হিন্দী - জ্যোগ্রাফি জানো আবার সব ধর্মের বিষয়েও জানো। এই হল ৮৪ জন্মের সিঁড়ি । প্রথমে আমরা স্বর্গে আসি তারপর নীচের দিকে কিভাবে নামতে থাকি এইসব কথা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। প্রত্যেক জন্মে ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ যুক্ত মিত্র আত্মীয় স্বজনের সঙ্গ প্রাপ্ত করেছ। এইসব ড্রামায় তোমার পার্ট পূর্বেই রচিত রয়েছে । এই হল বেহদের ড্রামা । যা সবকিছু হবহ রিপোর্ট হয়। তুমি

জানো যে আমরাই সেই দেবী-দেবতা ছিলাম ৮৪ জন্ম নিয়ে শুদ্ধ রূপে পরিণত হয়েছি। পুনরায় আমরাই দেবী-দেবতা স্বরূপে পরিণত হই। মানুষতো বলে আত্মা হল সেই পরমাত্মা। বাস্তবে আমরাই হলাম সেই - এই হল সেই কথার অর্থ । তারা বলে আত্মা সেই পরমাত্মা, পরমাত্মাই হল সেই আত্মা । রাত-দিনের তফাত রয়েছে কিনা । এইসব কথা তুমি এখন জানো। তুমি এখন পান্ডব হয়েছে। কৌরব পান্ডব ভাই-ভাই ছিল কিনা। এখন বাবাকে পেয়ে তুমি কৌরব থেকে পান্ডব হয়েছে। বাবা তোমাকে দুঃখ থেকে লিবরেট করে গাইড রূপে নিয়ে যেতে এসেছেন । নিবাস স্থানের ঠিকানা তো কারুর জানা নেই । তারা বলে আত্মা ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাবে। তাহলে ঘর বা নিবাস স্থান হল কি? ঘরে তো থাকতে হয়। যাকে ইনকরপোরিয়াল ওয়ার্ল্ড বলা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো - আমরা নিরাকারী আত্মা নিরাকারী ওয়ার্ল্ডে বিন্দু স্বরূপে নিবাস করি। সেখানেও নিরাকারী বৃক্ষ রয়েছে । এইরূপে ড্রামা রচিত । বীজ এবং বৃক্ষকে জানতে হবে। যার নামই হল বিবিধ ধর্ম বৃক্ষ , এই হল মনুষ্য সৃষ্টি । বীজরূপ হলেন বাবা , কতখানি বিবিধতা বা ভ্যারাইটি রয়েছে । প্রত্যেক ধর্মের ফিচার্স আলাদা নেয়ারা আর এইখানে একটি চেহারা মেলেনা অন্যের সঙ্গে । এইসব ড্রামাতে রচিত । কল্প বৃক্ষের আয়ু হল ৫ হাজার বর্ষ - এই কথাও বাবা-ই বুদ্ধিয়ে দেন। মানুষেরা সকলেই হল অ্যাক্টর্স , এখানে নিজের পার্ট প্লে করতে আসে । এই হল মঞ্চ স্থল , আলোর জন্যে সূর্য চন্দ্র ইত্যাদি রয়েছে । এইসব কোনো দেবতা নয়, এইসব হল ঝাড়বাতি । কিন্তু নিরন্তর সার্ভিসেবল তাই দেবতা বলা হয়। বাস্তবে দেবতার কোনো সার্ভিস করেনা , সার্ভিস তো তোমরা বাচ্চারা করো। বাবা হলেন ওভিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট আঙুকারী সেবক। বাচ্চাদের দুঃখ হলে বাবারও করুণা হয়। বাবা এসেছেন বুদ্ধিয়ে দিতে। তোমাদের পুনরায় দেবী দেবতা পদ প্রাপ্ত করতে আসি। আরোহী কলা , অবরোহী কলা (নবীন অবস্থা পুরাতন অবস্থা) প্রতিটি বস্তুর হয়। পুরনো দুনিয়াকে তমোপ্রধান , নতুন দুনিয়াকে সতোপ্রধান বলা হয়। প্রতিটি বস্তু নতুন থেকে পুরনো হয়। আত্মা বলে - এই শরীরও হল তমোপ্রধান পতিত । এই আত্মা ও শরীর সত্যযুগে সতোপ্রধান ছিল । বেশী মাথা ঘামানো হত না। আত্মার এখন এইসব জ্ঞান হয়েছে । স্মৃতি এসেছে , আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি। এই রহস্য বেহদের বাবা বোঝাচ্ছেন । দুঃখে বাবাকেই আহ্বান করতে থাকে। দয়া করো হে দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা ... ভারতই সবচেয়ে বেশী সুখী ছিল কিনা। ভারত সম পবিত্র খন্ড অন্য হতে পারেনা। এখন বাবা তোমাদের ঝুলি অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জে ভরে দিচ্ছেন । কখনও এমন পিতা কি দেখেছ? বলেন বাচ্চারা আমি তোমাদের জন্যে বৈকুন্ঠ উপহার এনেছি । তোমরা স্বর্গবাসী ছিলে, এখন পতিত নরকবাসী হয়েছে। পবিত্র তাঁদের বলা হয় যারা বিকারে যায়না । সত্যযুগে হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী । এই সময় হল সম্পূর্ণ বিকারী । বাবা বলেন তুমিও সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে। এখন সম্পূর্ণ বিকারী হয়েছে , এবারে পুনরায় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দেবতা পদ পেতে হবে - বাবাকে স্মরণ করে। অক্ষর দেখা কত সুন্দর - মনমনাভব । আমি পিতা আমারে স্মরণ করে তো তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান স্বরূপে পরিণত হবে। আমি হলাম সর্বশক্তিমান কিনা । আমারে স্মরণ করো। স্মরণকেই যোগ অগ্নি বলা হয়, যার দ্বারা তোমাদের পাপ দহন হবে । তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। আত্মা ।

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলাধে বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১. রুহানী পড়াশোনার নেশায় থাকতে হবে। বাবা সম নিরহংকারী হতে হবে। পোজিশনের অহংকার রাখবেনা ।

২. নিজের ঝুলি জ্ঞান রত্নে ভরপুর করতে হবে। সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে দেবতা পদ প্রাপ্ত করতে হবে। কখনও উদাস হবে না।

বরদান :- সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা নিজের রেজিস্টার পরিষ্কার রাখতে পারে এমন লোকপ্রিয় , প্রভুপ্রিয় ভব।

যেমন সাইন্স এমন আবিষ্কার বা ইনভেনশন করেছে যার দ্বারা লিখিত সবকিছু মেটানো যায় , কেউ বুঝতে পারেনা। তেমনই তুমি সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা নিজের রেজিস্টার নিয়মিত পরিষ্কার করো তাহলেই প্রভুপ্রিয় বা দৈবী লোক প্রিয় হয়ে যাবে। সত্যতা ও স্বচ্ছতা সবাই পছন্দ করে সেইজন্য এক এক দিনের ব্যর্থ সঞ্চল ব্যর্থ কর্ম যা করা হয় তা যেন আগামী দিনে অবশিষ্ট স্বরূপ না থেকে যায়, পাস্টকে পাস্ট করে ফুলস্টপ লাগিয়ে দাও তাহলেই রেজিস্টার পরিষ্কার থাকবে আর সাহেব রাজি হবেন।

স্লোগান :- ব্যর্থ সঞ্চল করা বা অন্যদের ব্যর্থ সঞ্চল চলার নিমিত্ত হওয়াও হল এক প্রকারের অপবিগ্রতা ।

" মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা - অমর বাবা এই ধরায় এসেছেন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করতে , তাই এখন তোমরা তিন কাল আর তিন লোক সম্বন্ধে সবকিছুই জানো । "

প্রশ্ন :- আত্মার বাবা পরমাত্মা কোন্ আধারের উপর আত্মাদের বর্ষা দেন ?

উত্তর :- এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনার আধারের উপর । যে সব বাচ্চারা খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করে, নিজেদের দেহ অভিমানকে ত্যাগ করে দেহী অভিমানী হওয়ার প্রযত্ন করে , তারাই বাবার এই বর্ষা (সম্পত্তি) প্রাপ্ত করতে পারে । লৌকিক বাবা তার সন্তানকে কেবলমাত্র লৌকিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে কিন্তু এই পারলৌকিক শিববাবার সম্বন্ধ আত্মাদের সাথে , তাই তিনি আত্মাদেরই বর্ষা (সম্পত্তি) দিয়ে থাকেন ।

গীত :- ভোলানাথের থেকে নিরালা

ওম্ শান্তি । রুহানি বাচ্চারা (আত্মা) রুহানি বাবার (পরমাত্মা) থেকে এই অমর কথা শুনছে এই মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে যাবার জন্য । নির্বাণধামকে কিন্তু অমরলোক বলা হয় না । অমরলোক হলো সেই দুনিয়া যেখানে তোমাদের অকালে মৃত্যু হয় না , তাই সেই দুনিয়াকে অমরলোক বলা হয় । আত্মার বাবা পরমাত্মা, তাঁকেই তো অমরনাথ বলা হয় । তাহলে অবশ্যই তিনি সেই অমরলোকে নিয়ে যাবার জন্য এই মৃত্যুলোকেই অমরকথা শোনাবেন । তিন ধরনের কথা এই ভারতবর্ষে বিখ্যাত । অমরকথা , সত্যনারায়ণের কথা আর তিজরীর কথা । ভক্তিমার্গে তো এই তিজরীর অর্থ কেউই বোঝে না । জ্ঞানের এই তৃতীয় নয়ন জ্ঞানের সাগর অমর শিববাবা ছাড়া কেউই দিতে পারে না । তাই এই সকল কথাই হলো গল্পকথা । মিষ্টি মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা এখন জেনে গেছে যে তারা এই জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছে, যেই তৃতীয় নয়নের সাহায্যে তারা তিন কাল এবং তিন লোক সম্বন্ধে জানতে পেরেছে । মূলবতন , সুক্ষ্ম বতন এবং স্থূল বতন আর আদি , মধ্য , অন্ত সম্বন্ধেও তোমরা জানতে পেরেছো , তাই তোমরা নিজেদের ত্রিকালদর্শী বলেও মনে করতে পারো । তোমরা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা ছাড়া এই সৃষ্টির আর কেউই ত্রিকালদর্শী হতে পারে না । তিন কাল অর্থাৎ এই সৃষ্টির আদি , মধ্য এবং অন্তের খবর কেউই জানে না । মূলবতন, সুক্ষ্ম বতন, স্থূল বতনকে অনেকেই জানে । কিন্তু এই তিন কালের আদি,মধ্য এবং অন্তকে কেউই জানে না । এখন মিষ্টি মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা রুহানি বাবার থেকে এই কথাই শুনছে । তোমরা সবাই তাঁর সন্তান হয়েছো । এই একবারই তোমরা রুহানি বাচ্চারা তোমাদের এই রুহানি শিববাবাকে পেয়েছো । বাবা তোমাদের আত্মাদের পড়ান ,কিন্তু দেহ অভিমানী হওয়ার কারণে তোমরা বলো যে আমরাই এই পড়া পড়ছি । আমরাই এই কাজ করছি । "আমি " ভাব অর্থাৎ তোমাদের দেহ অভিমান চলে আসে । এখন এই সঙ্গমযুগে রুহানি শিববাবা এসে রুহানি বাচ্চাদের বলেন যে তোমরা খুব ভালোভাবে পড়ো । বাবার থেকে সমস্ত বাচ্চারা এই বর্ষা (সম্পত্তি) নেওয়ার অধিকারী কারণ তোমরা সকলেই হলে রুহানি বাচ্চা । লৌকিক সম্বন্ধে শুধু বাচ্চা তার বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় । আর এই পারলৌকিক সম্বন্ধে সমস্ত আত্মারা তাদের পরমাত্মা বাবার থেকে ঈশ্বরীয় সম্পত্তি অর্থাৎ স্বর্গের বর্ষার অধিকারী হয় । অমরনাথের কথাও প্রচলিত আছে । সেখানে বলা হয় যে শিব পার্বতীকে পাহাড়ের উপর গুহার ভিতরে গিয়ে এই কথা শুনিয়েছিলেন । কিন্তু এ সকলই ভুল কথা ।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক । সত্যি কথা তো একমাত্র সদা সত্য শিববাবাই তোমাদের শোনাবেন । বাবা কেবল একবারই তোমাদের সত্যি কথা শুনিয়ে , সত্যখন্ডের মালিক বানিয়ে দেন । তোমরা জানো যে এই মিথ্যা দুনিয়াতে একদিন আগুন লাগবে । যা কিছু তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছো, এ সব কিছুই একদিন থাকবে না । খুবই অল্প সময় রয়েছে । এ হলো শিববাবার বিশাল জ্ঞান যন্তু । যেমন ভাবে লৌকিক সম্বন্ধে বাবা যন্তু রচনা করেন , কেউ কেউ রুদ্র যন্তু করেন , কেউ আবার গীতা যন্তু । কেউ আবার রামায়ণের যন্তুও রচনা করেন । আর এই যন্তু হলো শিববাবার রুদ্রজ্ঞান যন্তু । এই যন্তুই হলো অস্তিম যন্তু । তোমরা এখন জানো যে তোমরা সকলেই এখন অমরপুরীতে যাবে । তার জন্য খুব অল্প সময়ের রাস্তাই বাকী আছে । এই খবর দুনিয়ার অন্য মানুষেরা কেউই জানে না । তারা বলে যে মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে যাওয়ার জন্য এখনো 40,000 বছর বাকী আছে । সত্যযুগকে অমরলোক বলা হয়। তোমাদের বাচ্চাদের বাবা সামনে বসিয়ে অমরকথা, তিজরীর কথা আর সত্যনারায়ণের কথা শোনাচ্ছেন । ভক্তিমার্গে কি হয় তোমরা সকলেই জানো । ভক্তিমার্গের পূজা পদ্ধতির কতো বিস্তার আছে । যেমন কল্লের ঝাড়ের অনেক বড় বিস্তার দেখানো হয়েছে ঠিক তেমনি ভক্তিমার্গের কর্মকান্ডের অনেক বড় ঝাড় আছে । যন্তু , ব্রত , বিভিন্ন নিয়ম , জপ , তপ ইত্যাদি অনেক কিছুই সেখানে করা হয় । এই জন্মেও অনেক ভক্ত রয়েছে । মানুষের বৃদ্ধি তো হতেই থাকে । যখন তোমরা ভক্তি মার্গে অর্থাৎ ত্রেতা যুগে এলে তখন থেকেই আন্যান্য ধর্ম স্থাপন হতে শুরু করে । প্রত্যেকটি মানুষের তার নিজের ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক জোড়া থাকে । প্রত্যেক ধর্মের নিয়ম বা অনুষ্ঠান আলাদা । একসময় এই ভারত অমরপুরী ছিলো কিন্তু এখন এই ভারত মৃত্যুলোকে পরিণত হয়েছে । তোমরাই ছিলে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের মানুষ । কিন্তু এখন পতিত হওয়ার কারণে তোমরা নিজেদের দেবতা বলতে পারো না । এই কথা তোমরা ভুলে গেছো যে তোমরাই দেবতা ছিলে । যেমন ক্রিষ্টিয়ানরা বলে যে , যেহেতু ক্রাইস্ট আমাদের ধর্ম স্থাপন করেছিলো তাই আমরা সেই ধর্মের সকলেই ক্রিষ্টিয়ান হয়েছি । এমন নয় যে আমরা ইউরোপিয়ান ধর্মের । তেমনি তোমরা হিন্দুস্থান বা ভারতের অধিবাসীরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলে । কিন্তু এখন তোমরা নিজেদের দেবতা বলতে পারো না । তোমরা ভাবো যে তোমরা এখন পাপী , নীচ , কাঙ্গাল এবং বিকারী হয়ে গেছো । ভক্তিমার্গে মানুষ যখন দুঃখী হয় তখন বাবাকেই ডাকতে থাকে । কিন্তু এখন তোমরা বাবার ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানো যে, যেই বাবাকে তোমরা এতদিন ডেকে এসেছো , তিনিই এখন তোমাদের বেহদের বর্ষা দিচ্ছেন এবং এই অমর কথা শোনাচ্ছেন । তোমরাই অমরপুরীর মালিক হবার যোগ্য তৈরী হচ্ছে। এই অমরপুরীকেই স্বর্গ বলা হয় । তোমরা বলবে যে , তোমরা এই অমরপুরী স্বর্গের অধিবাসী হওয়ার জন্যই পুরুষার্থ করছো । এই কলিযুগে মানুষ মারা গেলে বলা হয় যে স্বর্গবাসী হয়েছে । কিন্তু সেই মানুষ স্বর্গে যাবার জন্য কোনো পুরুষার্থ কি করেছে ? তোমরা তো সবাই পুরুষার্থ করছো অমরপুরী বৈকুণ্ঠ লোকে যাবার জন্য । এই পুরুষার্থ তোমাদের কে করাচ্ছেন । অমর শিববাবা , যাকে অমরনাথও বলা হয় । এই যন্তুকে আবার পাঠশালাও বলা হয় । এই দুনিয়ার দ্বিতীয় কোনো পাঠশালাকে কিন্তু যন্তু বলা হয় না । দুনিয়াতে যন্তু আলাদা ভাবে রচনা করা হয় , যেখানে ব্রাহ্মণ লোক বসে মন্ত্র পাঠ করে । বাবা বলেন যে এ তোমাদের কলেজও আবার যন্তুও , দুটোই একসাথোতোমরা জানো যে এই জ্ঞান যন্তুর দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়েছে , এই অগ্নিতেই সারা দুনিয়া স্বাহা হয়ে যাবে । তারপর আবার নতুন দুনিয়া আসবে । এইযে বিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে একেই বলা হয় মহাভারতী মহাভারতের লড়াই । এই লড়াইয়ের মতো লড়াই আর কখনো হয় না । বলা হয় যে মহাভারতের যুদ্ধে মূল দিয়ে লড়াই হয়েছিলো । কিন্তু তোমাদের মধ্যে তো এই ধরনের

লড়াই হয় না । তাহলে একে মহাভারতের লড়াই কেন বলা হয় ? ভারতে তো একই ধর্ম থাকবে । তোমরা আত্মজ্ঞানী হবে । তাই মৃত্যু তো অন্য দেশের মানুষ দেখবে । তোমাদের মধ্যে লরায়ের কোনো কথাই থাকতে পারে না । শিববাবা তোমাদের বোঝান যে তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়ার প্রয়োজন ,তাই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশের দরকার । তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই বিরাট রূপের সমস্ত জ্ঞানই রয়েছে । এটাও তোমরা বুঝতে পেরেছো যারা কল্পের প্রথমে এসেছিলো , তারাই আসবে দেবতা হওয়ার জন্য । এ হলো বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করার কথা । তোমরা যত ব্রাহ্মণ হয়েছেো তারাই আবার দেবতা হবে । প্রজাপিতা ব্রহ্মার গায়ন আছে তাই না ? পরমপিতা পরমাত্মা এই ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেছিলেন , তাই ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হয় । কিন্তু কেমনভাবে এবং কখন এই রচনা করেছিলেন ? এসব কথা কেউই জানে না । শুরুতে যে মানুষ থাকবে তাদের রচনা তো করবেনই । তোমরা তো বাবাকে ডাকতেই থাকো , হে পতিত পাবন এসো । তাহলে মানুষ যখন পতিত হবে , তখনই তো তিনি আসবেন তাই না ? এই দুনিয়ার পরিবর্তন হবেই । বাবাই তোমাদের নতুন দুনিয়ার যোগ্য বানান । এখন তোমরা তমোপ্রধান পুরোনো দুনিয়াতে রয়েছো , এরপর সবকিছুই আবার সতোপ্রধান হয়ে যাবে । বাবা তোমাদের বোঝান যে এই পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ এবং প্রতিটা জিনিস সতো , রজো এবং তমো এই তিন অবস্থাতেই আসে । এই দুনিয়াও নতুন থেকে অবশ্যই পুরোনো হয় । তোমরা যে বস্ত্র পড়ো তাও নতুন থেকে একদিন পুরোনো হয় । তোমরা বাবার এই জ্ঞান পেয়েছো , এবং সত্যি সত্যি সত্যনারায়ণের কথা এখনই শুনছো । এই গীতাই হলো সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণী । বাকী সমস্ত শাস্ত্র এর কাছে ছোটো । যেমন ব্রহ্মার বংশাবলী বলা হয় , তেমনি গীতাকেও মুখ্য বলা হয় । উঁচুর থেকে উঁচু অর্থাৎ সর্বোচ্চ হলেন এই মা - বাবা , বাকী সবাই তাঁদের সন্তান -সন্ততি । এখন তোমরা মা বাবার থেকে বর্ষা পেতেই পারো । বাকী যতোই শাস্ত্র পড়ো বা যা কিছুই করো , তোমরা এই বর্ষা পেতে পারবে না । যারা সকলকে নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ করে শোনায় তাদের অনেক উপার্জন হয় । অবশ্য এগুলো সবই অল্পকালের জন্য । আর এখানে যে তোমরা এই পড়া করছো তাতে তোমাদের প্রাপ্তি ২১ জন্মের জন্য , তাহলে তোমরাই বিচার করো । দুনিয়াতে একজন শাস্ত্র পাঠ করে শোনায় , আর সকলে তাদের পয়সা দেয় । আর এখানে বাবা তোমাদের শোনান আর তোমরা ২১ জন্মের জন্য সাহকার বা ধনী হয়ে যাও । দুনিয়াতে যারা শাস্ত্র শোনায় তাদের পকেট ভর্তি হয় । ভক্তি করা হলো প্রবৃত্তি মার্গের লোকেদের কাজ । তোমরাই হলে প্রবৃত্তি মার্গের । তোমরা জানো যে স্বর্গ লোকে তোমরাই পূজ্য ছিলে । নাহলে ৮৪ জন্মের হিসাব কোথা থেকে আসবে ? এ সবই হলো আত্মিক জ্ঞান , যা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগরের থেকেই পাওয়া যায় । পতিতপাবন শিব বাবাই হলেন সবার সঙ্গতি দাতা । তিনিই তোমাদের বাচ্চাদের এই অমরকথা শোনাচ্ছেন । জন্ম জন্মান্তর তোমরা সব ভুল কথা শুনে এসেছো । এখন সমস্ত সত্যি কথা শুনে তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে । চন্দ্রকে ১৬ কলা সম্পূর্ণ বলা হয় । সূর্যের জন্য কিন্তু এই কথা বলা হয় না । তোমরা জানো যে তোমরা আত্মারা ভবিষ্যতে সর্বগুণ সম্পন্ন , ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে । আবার অর্ধেক কল্পের পরে তোমাদের আত্মার মধ্যে খাদ পড়তে থাকবে । এখন তোমরা জানো যে তোমরা নতুন করে আবার সর্বগুণ সম্পন্ন , ১৬ কলা সম্পূর্ণ সেই দেব পদ আবার নতুন করে লাভ করছো । তোমরা আত্মারা প্রথমে তোমাদের নিজের ঘর শান্তিধামে যাবে তারপর শরীর ধারণ করে আবার দেবতা হবে , তারপর আবার চন্দ্রবংশী ঘরানায় জন্ম নেবে । ৮৪ জন্মের হিসাব তো চাই । কোন্ যুগে , কোন্ বছরে তোমাদের কতবার জন্ম হয়েছে , বাবা তোমাদের এই ৮৪ জন্মের সত্যি সত্যি কথা এখন শোনাচ্ছেন । তোমাদের বাবা বলেন যে তোমরা ভারতবাসীরাই এই ৮৪ জন্মগ্রহণ করো । এক তো তোমরা

নিজেদের এখন ব্রাহ্মণ মনে করো। তোমরা মাঝা , বাবা এই কথা বলা , বর্ষা (সম্পত্তি) কিন্তু তোমরা শিববাবার থেকেই পাও ব্রহ্মা বাবার দ্বারা। ব্রহ্মাও তো শিববাবার সন্তান। তাই ব্রহ্মার থেকে বর্ষা পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা তো তোমাদের ভাই হলো তাই না ? উনিও তো শরীরধারীই হলেন। তোমরা সকলেই বর্ষা (সম্পত্তি) শিববাবার থেকেই নাও , ব্রহ্মা বাবার থেকে নয়। যার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় না তাকে স্মরণ করা উচিত নয়। এক শিব বাবাকেই স্মরণ করো। তাঁর জন্যই বলা হয় তুমি আমাদের মাতা পিতা , আমরা তোমাদের সন্তান। তোমরা যখন ব্রহ্মা বাবার কাছে যাও , তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে আমরা শিব বাবার কাছেই এসেছি। তোমরা সবসময় স্মরণ কিন্তু শিববাবাকেই করবে। আত্মা হলো খুব ছোটো বিন্দু , তাতেই ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। আত্মা ব্রহ্মকুটির মাঝে অবস্থান করে। সে এক সেকেন্ডেই উড়তে পারে, আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করে। এই আত্মা ব্রহ্মকুটির মাঝে গিয়ে অবস্থান করে। তোমরা বুদ্ধি দিয়ে তো বুঝতে পারো তোমাদের আত্মা এইরকম। সত্যযুগে তোমরা এইধরনের কোনো জিনিস দেখার আশাই করতে পারবে না। আত্মাকে কেবল দিব্য দৃষ্টির দ্বারাই দেখা যায়। এই চর্মচক্ষুর দ্বারা একে দেখা যায় না। ভক্তিমার্গেসাফ্যাকার করা যায়। যেমন রামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দ ছিলেন তিনি বলেছিলেন আমি সামনে বসেছিলাম আর ওনার আত্মা বের হয়ে আমার মধ্যে প্রবেশ করেছিলো। কিন্তু এমন তো কিছুই হয় না। আত্মা কেমন করে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে প্রবেশ করে তা বাবা তোমাদের বোঝান। এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে তোমরা অমরলোকে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো , তাহলে তোমরাই অমরলোকে জন্ম নেবে। সেখানে তোমরা গর্ভ মহলে জন্ম নেবে। আর এখানে তো তোমরা গর্ভজেলে গ্রাহি গ্রাহি রবে চিত্তকার করো। এখন বাবা তোমাদের অর্ধেক কল্পের জন্য দুঃখ থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। তাহলে কতো ভালোবাসার সঙ্গে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্মা। মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি(সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১. নিজেকে আত্মা মনে করে , আত্মার পিতা পরমাত্মার থেকে ঈশ্বরীয় পড়া পড়ে পুরো বর্ষা (সম্পত্তি) নিতে হবে। সত্য খন্ডের মালিক হবার জন্য সত্যিকারের অমরকথা শুনতে হবে আর অন্যকে শোনাতে হবে।

২. যেই বাবার থেকে তোমরা বেহদের বর্ষা প্রাপ্ত করো , একমাত্র সেই শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। কোনো দেহধারীকেই স্মরণ করবে না। এই পুরোনো দুনিয়া ধংস হয়ে যাবে তাই একে দেখেও না দেখার অভ্যাস করো।

বরদান :- ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্ব আর ঋমার গুণের দ্বারা বিশ্বের নব নির্মাণ করার জন্য বিশ্ব কল্যাণকারী হও ।

বিশ্বকল্যাণকারী হবার জন্য মুখ্য দুটি ধারণার প্রয়োজন , এক হলো ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্ব আর অন্যটি হলো ঋমা ভাব । যদি ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে ঋমাভাব আর স্বমান রাখতে পারো তাহলে আত্মিক স্থিতিতে সহজেই স্থির হতে পারবে । তাই যখনই কোনো কর্তব্য করবে বা মুখের দ্বারা কোনো ঈশ্বরীয় বাণীর বর্ণনা করবে , তখন নিজেকে পর্যবেক্ষণ করো যে তোমার ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্ব আর ঋমার ভাব সমান পর্যায়ে আছে কিনা ? শক্তির যে চিত্র দেখানো হয় সেখানে এই দুই গুণকে সমানভাবে দেখানো হয় , তাই এই আধারের উপর বিশ্ব নব নির্মাণের নিমিত্ত হতে পারবে ।

স্লোগান :- বাবার ভালোবাসার কাছে নিজের ব্যর্থ সংকল্পকে বিকিয়ে দাও এই হলো সত্যিকারের বলিদান ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন সত্যিকারের রাজযোগী ,তোমাদের এখন রাজঋষি বলা যেতে পারে ,রাজঋষি হল পবিত্র "

প্রশ্ন: - তোমরা বাচ্চারা , মনুষ্যকে মায়ারূপী রাবণের চোরাবালি থেকে কবে উদ্ধার করবে ?

উত্তর: - যখন তোমরা নিজেরা সেই চোরাবালি থেকে বেরিয়ে আসবে । চোরাবালি থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ বাচ্চাদের এইরকম নিদর্শন থাকে -ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা । এক বাবা ছাড়া অন্য কিছুই মনে আসেনা । ভালো কাপড় পরা বা ভালো জিনিস থাওয়া , এসবের কোনও কিছুতেই ইচ্ছে বা লোভ থাকেনা , তোমরা পুরোপুরি বনের জীবন যাপন করছ । এই শরীরকে ভুলে থেকে , কিছুই আমার নয় , আমি আত্মা - এইরকম আত্মা -অভিমানী বাচ্চাই রাবণের চোরাবালি থেকে মনুষ্যকে উদ্ধার করতে পারে ।

গীত :- তুমি ভালোবাসার সাগর . . .

ওম্ শান্তি । একটা সময় ছিল যখন গান বাজালে বাচ্চাদের গানের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হত । এখন বলতো তোমরা কবে থেকে রাস্তা ভুলেছ ? (কেউ বলছে দ্বাপর থেকে তো কেউ বলছে সত্যযুগ থেকে) যারা বলে দ্বাপর থেকে ভুলেছে তারা ভুল বলে । সত্যযুগ থেকেই রাস্তা ভুলেছ । পথপ্রদর্শককে তোমরা এখন পেয়েছ । সত্যযুগে পথ -নির্দেশককে কেউ জানত না । ওখানে বাবাকে কেউই জানত না । একেবারে ভুলে গেছে । ভুলে যাওয়াও ড্রামাতে গাঁথা আছে । তাই তো এখন আবার রাস্তা দেখাতে এসেছেন । বলা হয় যে , প্রভু রাস্তা দেখাও । আমরা সত্যযুগ থেকে বাবাকে ভুলে আছি । বাবা প্রশ্ন করেন বাচ্চাদের বুদ্ধিতে শান দিতে অর্থাৎ বুদ্ধিকে সবসময় কার্যকরী রাখতে । এই জ্ঞান একেবারে অনন্য , জ্ঞানের সাগর হলেন বাবা । সামনাসামনি বাবা বুঝিয়ে দেন -জ্ঞানের সাগর , সুখের সাগর আমিই । তোমরাও জানো অনাদিকাল ধরে এক বাবাই পতিত -পাবন । ভক্তিমার্গেও এই কথা মানা হয় । পবিত্র দুনিয়াই হলো শান্তিধাম আর সুখধাম । সৃষ্টির অর্ধভাগ সুখধাম আর বাকি অর্ধভাগ দুঃখধাম । বাচ্চারা এইসব যথার্থভাবে জানে । বাবা ভালোবাসার সাগর তাইতো সবাই ফাদার বলে ডাকে কিন্তু উঁনি কে , কিভাবে আসেন তা সকলে ভুলে যায় । পাঁচ হাজার বছরের কথা , প্রথম থেকেই এই দেবী -দেবতাদের রাজ্য ছিল । সত্যযুগে সদগতি অর্থাৎ অতিশয় উত্তম অবস্থায় সবকিছু বিদ্যমান থাকে সেখানে দুর্গতি কিভাবে আসতে পারে ? একথা বাবাই এসে বুঝিয়ে দেন , দ্বাপর থেকে তোমাদের দুর্গতির শুরু আর তখন থেকেই আমাকে ডাকতে থাকো । তোমরা জানো যে , এটা নতুন কোনো কথা নয় । বাবা প্রতি কল্পে আসেন । এখন নিরাকার বাবা আত্মাদের বুঝিয়ে দেন । কেউ আত্মরূপ জানেনা । এইভাবে কেউ কখনও বলবে আত্মাতেই সারা পার্ট সাজানো আছে । কখনো বলবেনা আমি অনেকবার এই একই ভূমিকায় আমি আমার ভূমিকা পালন করেছি(পার্ট প্লে) । ড্রামার ব্যাপার ওরা জানেনা । কল্পের আয়ু লাখ লাখ বছরের বলছে কিন্তু এটা তো ড্রামাই সেটা বুঝতে পারেনা । ড্রামা ফিরে ফিরে আসে এটা তো জানতে হবে । সামনাসামনি বসে এই জ্ঞান বাবা বাচ্চাদের দিচ্ছেন । তোমরা জেনেছ যে , শিববাবা আমাদের তাঁর সন্তানের স্বীকৃতি দিয়ে ব্রহ্মাবাবার দ্বারা জ্ঞানদান করে ব্রাহ্মণ উপাধিতে ভূষিত করেছেন । ইনিও শিববাবারই সন্তান । স্ত্রীও আছে । বাচ্চাদের অনেক সামলাতে হয় । একলা পুরুষের পক্ষে বাচ্চাদের সামলানো অসুবিধেজনক

বলে সরস্বতী অর্থাৎ মাম্মাকে সহযোগী বানিয়েছেন। তাঁকে বলা হয়েছে বাচ্চাদের সামলানোর জন্য। এইসব কথা শান্বে নেই। এটাই বাস্তব। বাবা-ই রাজযোগ শেখান, যাঁদের রাজযোগ শিখিয়েছেন তাঁরা রাজা হয়েছেন। পাঁচ হাজার বছর বাদে- বাদে যে কল্পের শুরু হয় সেই আদি সনাতন দেবী - দেবতাদের রাজত্ব এসে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পুরো ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেন। বাইবেল, কোরান, বেদ -শাস্ত্র ইত্যাদি অনেকে পড়ে কিন্তু কিছু সঠিকভাবে বুঝতে পারেনা। এখন তোমরা তত্ত্বযোগী হওনি। তোমাদের বাবার সাথে যোগ অর্থাৎ বাবা-ই সদা স্মরণে আছেন। তোমরা এখন রাজযোগী, রাজস্বয়ি অর্থাৎ যোগীরাজ হচ্ছ। যোগীকে পবিত্র বলা হয়ে থাকে। স্বর্গের রাজত্ব নেওয়ার জন্য তোমরা যোগী হয়েছ। বাবা প্রথমে পবিত্র হতে বলেন। যোগী জীবনই পবিত্র জীবন। তোমরা সবাই রাজযোগী, এইসব তোমাদের -ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদের কথা। তোমাদের রাজযোগ শেখানো হচ্ছে, তোমরা তো তাহলে স্টুডেন্ট হলে! টিচার কখনও স্টুডেন্টদের ভুলতে পারেন? তোমরা তো জেনেছ শিববাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন। কিন্তু মায়া তবুও সব ভুলিয়ে দেয়। তোমরা তোমাদের লেখাপড়া শেখানোর টিচারকে ভুলে যাও। এখানে ভগবান পড়াচ্ছেন - এই কথা বুঝতে পারলে পড়ার নেশায় বঁদু হয়ে থাকবে। স্কুলে আই.সি.এস. পড়তে প্রবল ইচ্ছা থাকে। তোমরা - বাচ্চারা তো ২১ জন্মের জন্য এই রাজযোগের পড়া পড়ছ। এই পড়া তো আবারও পড়তে হবে। রাজবিদ্যাও অর্জন করতে হবে, ভাষা ইত্যাদি যে শিখতে হবে। তোমরা বাচ্চারা জানো সত্যযুগ থেকে আমরা ভুলতে শুরু করি। তারপর একেক জন্মে একেক ধাপ নীচে নামতে থাকি। এখন তোমাদের সব জ্ঞান হয়ে গেছে তোমরা বুঝতে পারো কিভাবে আমরা উঠি আর কিভাবে আমরা আবার নামি। এই সিঁড়ি যথার্থ ভাবে স্মরণ করো। ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে এবার আমাদের ঘরে ফেরার পালা। তাই খুশি হয়, এই হলো বেহদের নাটক। আত্মা অনেক ছোট। পার্ট প্লে করতে করতে কাহিল হয়ে যায় তখনই বলে বাবা বিশ্রাম আর সুখ -শান্তি পাওয়ার রাস্তা দেখাও। তোমরা সুখধামে থাকবে তো তোমাদের জন্য সেখানে সুখ -শান্তিও থাকবে। ওখানে কোনো ঝামেলা বা সংকট থাকেনা। শান্তিই আত্মার স্বভাব। শান্তির দুটো স্থান - শান্তিধাম আর সুখধাম। দুঃখধামে অশান্তি লেগেই থাকে। এসব তো পার্ঠের পড়া, তোমরা জানো বাবা আমাদের শান্তিধাম ঘুরিয়ে সুখধামে নিয়ে যাচ্ছেন। তোমাদের বলতে হবেনা, তোমরা তো জানো আমরা এখানে পার্ট প্লে করতে এসেছি, সম্পূর্ণ হলে আবার ফিরে যাব। এটাই তো খুশি। কিন্তু এই খুশি শান্তিধামের নয়। ঘরে ফেরার আনন্দে আমরা খুশি হই। সব বাচ্চারা জানে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। কেউ কেউ বলে আমার মনের শান্তি হয়েছে। এটা ভুল কথা। আমরা বাবাকে স্মরণ করি এই কারণে যে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। মন তো শান্ত থাকতে পারে না। কর্ম বিনা মন থাকতে পারেনা। তাছাড়া মনে অনুভূত হয় আমি বাবার থেকে পবিত্রতা সুখ -শান্তির সম্পদ নিচ্ছি, খুশিই তো হওয়া উচিত। এখানে তো হচ্ছে দুঃখধাম। এখানে সুখ থাকতে পারেনা। মানুষ সুখধাম - শান্তিধাম ভুলে গেছে। সেইজন্য যাদের প্রচুর পয়সা আছে তারা ভাবে আমরা সুখে আছি, সল্যাসী যাঁরা ঘর -সংসার ছেড়ে বনে চলে যায় তারা ভাবে আমরা সুখে আছি। কোনো সমস্যা নেই। মন শান্ত হয় কিন্তু অল্প সময়ের জন্য। আত্মার স্বধর্ম হলো শান্তি, তাতেই তোমরা শান্তিতে থাক। এখানে ভোগ -বাসনার পথে আসতেই হয়। ভূমিকা তো পালন করতেই হবে, এখানে আসাই কর্ম করতো কর্মের মধ্যে আত্মাকে আসতেই হয়। তোমরা বাচ্চারা তো বুঝতেই পারো এই বোঝানো - শেখানো বেহদের বাবা করছেন। নিরাকার ভগবান উবাচঃ - তোমরা এখন জেনেছ আমরা আত্মা, আমাদের বাবা পরম আত্মা। পরম আত্মা মানেই পরমাত্মা। তাঁকে আত্মারাই ডাকে। তিনি বাবা, সকলের সদগতি দাতা। বাবা এখন সবসময় বলছেন বাচ্চারা দেহী -অভিমানী হও। এটুকুই

অধ্যবসায় । অর্ধ কল্প ধরে যে খাদ পড়ছে তা এই স্মরণেই দূরীভূত হবে । তোমাদের খাঁটি সোনা হতে হবে । এখন তোমরা সেই গহনাতে পরিণত হয়েছ যে গহনা বানাতে খাঁটি সোনায় খাদ মেশাতে হয় , আসলে তোমরা খাঁটি সোনাই ছিলে পরে তোমাদের ওপর খাদ পড়তে থাকে । এখন তোমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো আমরা যে যার পার্ট প্লে করেছি । এবারে আমরা প্রিয়তমের ঘরে ফিরে যাব । বিদেশ থেকে স্বামী ঘরে ফিরে আসলে যেসকল আনন্দ হয় তোমাদের এখন সেসকলই আনন্দ হচ্ছে , তোমরা জেনেছ বাবা আমাদের জন্য স্বর্গের সুখ এনেছেন । এই হচ্ছে বেহদের বাবার উপহার - বেহদের বাদশাহী অর্থাৎ সদগতি । সন্ন্যাসীরা উপহাররূপে মুক্তি চায় । কারো মৃত্যু হলে বলে স্বর্গবাসী হয়েছে । সন্ন্যাসীরা বলে জ্যোতি জ্যোতির সাথে লীন হয়ে গেছে , যেখানে সবাই এসে মিলে যাবে । ওটা তো থাকার জায়গা , যেখানে সব আত্মরা থাকে । বাবাও ওখানে থাকেন , তিনিও বিন্দু কারোর বিন্দু সাক্ষাত্কার হলে বুঝতেই পারবেনা । বাচ্চারা অনেকবার বলেছে বাবা বিন্দুরূপে স্মরণ করতে অসুবিধে হয় । বিন্দুকে কিভাবে স্মরণ করব । অর্ধ কল্প তো বড় শিবলিপ্সের স্মরণ করেছি । সেটাও বাবা বুঝিয়ে দেন । বিন্দুর পূজা তো সম্ভব হয়না , তাহলে বিন্দুর মন্দির কিভাবে বানাবে ? বিন্দু তো দেখাই যাবেনা , সেইজন্য বড় করে শিবলিপ্স বানানো হয় । বাকি আত্মাদের শালিগ্রাম-শিলা সেতো অনেক ছোট ছোট বানানো হয় , ডিম্ব-সদৃশ । তারপরে বলবে প্রথমেই কেন বলা হয়নি পরমাত্মা বিন্দুরূপ । বাবা বলেন সেইসময়ে এই কথা বলার পার্ট ছিলনা । আই . সি . এস . পরীক্ষার আগে কি তোমরা পড়ো ? না। পড়াশোনার তো একটা পদ্ধতি আছে কেউ এই ধরনের কথা জিজ্ঞেস করলে তোমরা বলতে পারো - ঠিক আছে বাবাকে জিজ্ঞেস করে বা আমাদের বড় টিচার দিদি আছেন তাঁকে লিখে জিজ্ঞেস করে বলতে হবে । বাবা যা বলার বুঝিয়ে দেবেন অথবা পরে পরে সময়মতো নিজেরাই বুঝে যাবে । বাবা একবারই তো শোনাবেন না! এই সবকথাই নতুন । তোমাদের বেদ -শাস্ত্রে যা আছে তার সার বাবা ভালো করে বুঝিয়ে দেন । ভক্তি মার্গের এই সকল কথা ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । তবুও তোমাদের পড়তেই হবে । ভক্তির এই পার্ট প্লে করতেই হবে । পতিত হওয়ার ভূমিকাও পালন করতে হবে । বলা হয় ভক্তির চোরাবালিতে আটকে গেছে । বাইরের আড়ম্বর খুব সুন্দর । যেন মরুভূমিতে জল । ভক্তির আকর্ষণও অনেক । বাবা বলেন এ হচ্ছে মরুভূমির জল । (মৃগতৃষ্ণা) মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে চোরাবালিতে পড়ে যায় । তারপর এর থেকে বেরিয়ে আসতে মুশকিল হয় , একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায় । অন্যকে বের করে আনতে গিয়ে নিজেই বন্ধনে জড়িয়ে যায় । এরকম অনেকেরই হয়েছে । আশ্চর্য রকমের শ্রোতা , বক্তা, অন্যের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়ে ভক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে সমর্থ এরকম অনেকে চলতে চলতে নিজেই আটকা পড়ে গেছে । ভালো ভালো পুরুষাথীরাও এই চোরাবালির স্রোতে ভেসে গেছে , তাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনা খুব সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় । বাবাকে ভুলে যায় , সেইজন্য এই চোরাবালি থেকে বেরিয়ে আসতে অনেক পরিশ্রম হয় ! যতই বোঝানো হোক বুদ্ধিতে বসেনা । এখন তোমরা বুঝতে পারো আমরা মায়ারূপী রাবণের চোরাবালি থেকে কতটা বেরিয়ে আসতে পেরেছি । যতখানি বেরিয়ে আসতে পারবে খুশির অনুভবও ততখানিই হবে । যে নিজস্ব বুদ্ধিতে বেরিয়ে আসে তার অন্যকে বার করে আনার শক্তি থাকে । তীর চালনায় (জ্ঞান রূপী তীর) কেউ পারদর্শী হয় , কেউ -বা একটু কমজোর। ভীল আর অর্জুনের উদাহরণ দেওয়া হয় । অর্জুন ছিল সর্বদা তার গুরুর সাথে । অর্জুন একজনকে বলা হয় না, যে বাবার হয়ে বাবার সাথে থাকে, আর অপরজন হল যে বা যারা বাইরে থাকে, উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা করানো হয়। ভীল অর্থাৎ যারা বাইরে (যারা এই ঈশ্বরীয় জ্ঞানের বাইরে রয়েছে তাদের প্রতীক হল ভীল এবং বাবার হয়ে গিয়ে বাবার সাথে যারা থাকে, তাদের প্রতীক হল অর্জুন) যারা থাকে। দৃষ্টান্ত তো একেরই দেওয়া হয় । কিন্তু এই

কথা তো অনেকের । তীরও এই জ্ঞানের । প্রত্যেকে নিজেকে বুঝতে পারে আমরা কে কতটা বাবাকে স্মরণ করি । আবার কারোর তো স্মরণই হয়না । ভালো জিনিস খাওয়ার বা পরার লোভ করা ঠিক নয় । এখানে সব ভালো জিনিসের চাহিদা থাকলে ওখানে (সত্যযুগে) কম হয়ে যাবে । আমাদের তো এখানে বনবাসের জীবন ধারণ করে চলতে হবে । বাবা বলেন তোমরা এই শরীরকে ভুলে যাও । এই শরীর তো পুরানো , তমোপ্রধান । তোমরা স্বর্গের মালিক হতে চলেছ , মনে রাখতে হবে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা । বাবা বলেন - তোমরা এখানে গয়না ইত্যাদি পোরোনা , এরকম কেন বলেন ? এরও অনেক কারণ আছে । কারোর গয়না হারিয়ে গেলে বলবে ওখানে বি. কে. দেব দিয়ে এসেছে আর তাছাড়া রাস্তায় চোর -বাটপারেরাও ছিনিয়ে নিতে পারে । আজকাল মহিলা লুটেরাও অনেক হয়েছে । মেয়েরাও চুরি -ডাকাতি করছে । দুনিয়ার হাল কি হয়েছে । তোমরা বুঝতে পারছ এই দুনিয়া একেবারে গণিকালয় হয়ে উঠেছে । আমরা এখানে শিবালয়ে বসে আছি - শিববাবার সাথে । তিনি সচ্চিদানন্দ -সত্ -চৈতন্য -আনন্দ স্বরূপ । আত্মারই মহিমা , আত্মাই বলে আমি প্রেসিডেন্ট হয়েছি , আমি অমুক হয়েছি । আর তোমাদের আত্মা বলে আমরা ব্রাহ্মণ হয়ে বাবার থেকে বিশ্বের রাজ্যভার নিচ্ছি । আত্ম -অভিমानी হয়ে থাকতে হবে , এতেই যা পরিশ্রম লাগে । এটা আমার অমুক,এটা আমার তমুক -এগুলো মনে থাকে , আমরা আত্মা ভাই -ভাই একথা ভুলে যায় । এখানে এই আমিত্ব বোধ ছাড়তে হবে । আমি আত্মা , একে আত্মাই জানে । বাবা বোঝাচ্ছেন - আমিও শুনে যাচ্ছি । প্রথমে আমি শুনি , যদিও-বা আমিও শোনাতে পারি কিন্তু বাচ্চাদের কল্যাণ হেতু বলি - তোমরা সবসময় জানবে শিববাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন । বিচার সাগর মন্থন করা বাচ্চাদের কাজা যেমন তোমরা করছ তেমন আমিও করছি । তা না হলে প্রথম নম্বরে কিভাবে যাবে কিন্তু নিজেকে গুপ্ত রাখতে হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে)বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাতা রুহানি বাবার (পরমাত্মা পরমপিতা) রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আমার-আমার এই আমিত্বকে ছেড়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে । আত্ম -অভিমानी হওয়ার মেহনত করতে হবে । এখানে একদম বনবাসের জীবনে থাকতে হবে । কোনও প্রকার পরার বা খাওয়ার ইচ্ছা থেকে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হয়ে যাবে ।

২) নিজের পার্ট প্লে করাকালীন কাজ করতে করতে নিজের শান্তি স্বধর্মে স্থিত থাকতে হবে । শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে । এই দুঃখধামকে ভুলে যেতে হবে ।

বরদান :- স্ব -স্থিতির দ্বারা সর্ব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সমর্থ অব্যক্ত স্থিতির অভ্যাসী ভব (হও) !

যখন অব্যক্ত স্থিতির অভ্যাস স্বভাবে পরিবর্তিত হবে তখন স্ব স্থিতির দ্বারা সর্বকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবে । আর এই স্বভাব আদালতে (ধর্মরাজের কাছে) যাওয়া থেকে বাঁচাবে , এইজন্য এই অভ্যাসকে যখন স্বাভাবিক আর নিজের প্রকৃতি বানাবে তখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে কেননা যখন সম্মুখীন হতে সমর্থ স্ব স্থিতির দ্বারা সর্বকম পরিস্থিতিকে পার করার শক্তি ধারণ করতে পারবে তখনই পর্দা উঠবে অর্থাৎ সত্যযুগের দ্বার খুলবে । এইজন্য পুরানো সব অভ্যাস থেকে, পুরানো সংস্কার থেকে , পুরানো কথা থেকে - সম্পূর্ণ বৈরাগ্য চাই ।

স্লোগান :- নিজেকে নিমিত্ত করণহার নিশ্চয় করো তাহলে কোনো রূপ কর্মে বাধা আসতে পারবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সূর্যবংশী রাজ্য পদ প্রাপ্ত করার জন্য নিজস্ব সবকিছু বাবাকে অর্পণ করো ,
সূর্যবংশী রাজ্য পদ অর্থাৎ এয়ারকন্ডিশন টিকিট "

প্রশ্ন :-- এই দুনিয়ায় তোমাদের বাচ্চাদের থেকে অধিক ভাগ্যবান কেউই নয় এবং কেন ?

উত্তর --: তোমাদের বাচ্চাদের সম্মুখে বেহদের বাবা শিববাবা আছেন । ওঁনার দ্বারা তোমাদের বেহদের বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত হচ্ছে । তুমি এই সময়ে বেহদের বাবা , শিক্ষক আর সদগুরু হয়ে গিয়ে ওঁনার দ্বারা বেহদের বর্সা প্রাপ্ত করছো । বিশ্ববাসীরা ওঁনাকে জানেই না তো তোমার মতন ভাগ্যবান কি করে হবে ।

গীত :-- বড়ই ভাগ্যবান.....

ওম শান্তি । ব্রাহ্মণ কুলভূষণ বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের তারপরে দৈবী সম্প্রদায়ের পরিনত হবো । বাচ্চাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন , যখন বেহদের বাবা সম্মুখে আছেন আর ওনার দ্বারা বেহদের অধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে । বাকী আর কি প্রাপ্ত করার থাকে ! ভক্তি মার্গ কবে থেকে চলছে , এইসব কারোর জানা নেই । ভক্তিমার্গধারী ভক্তরা ঈশ্বরকে অথবা ব্রাইডস-ব্রাইডগ্রাম (বর-কনেকে) স্মরণ করে । কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে , ওঁনাকে কেউই চেনে না । এমন কোথাও দেখেছো কি যে সজনী সাজনকে চেনে না । নইলে স্মরণ কিভাবে করবে। ভগবান তো হলেন সকলের বাবা । বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে , কিন্তু বিনা পরিচয়ে স্মরণ করা সব ব্যর্থ হয়ে যায় , এই কারণে স্মরণ করেও কোনো লাভ হয় না । স্মরণ করেও কেউই মূল লক্ষ্যকে(এইম অবজেক্টকে) প্রাপ্ত করতে পারে না । ভগবান কে, ওঁনার দ্বারা কি প্রাপ্ত হবে , কিছুই জানে না । এতো সব ধর্ম ক্রাইস্ট , বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম স্থাপনকারীদের তাদের অনুসরণকারীরা স্মরণ করে কিন্তু তাদের স্মরণ করে আমাদের কি প্রাপ্তি হয় , কিছুই জানে না । এইসব দ্বারা তো শারীরিক পড়াশোনা ভালো হয় । মূল লক্ষ্য (এইম অবজেক্ট) তো বুদ্ধিতে থাকে, তাই না! বাবার দ্বারা কি প্রাপ্ত হয় ? শিক্ষক দ্বারা আর গুরুর দ্বারা কি প্রাপ্ত হবে ? এইসব আর কেউই বুঝবে না । তুমি এখানে বাবার , আবার শিক্ষকের , আবার সদগুরুর হও । বাবা আর শিক্ষকের থেকে গুরু উচ্চ হয় । এবার তোমাদের বাচ্চাদের নিশ্চয় হয়েছে যে আমরা বাবার হয়েছি, বাবা আমাদের পাঁচ হাজার পূর্বের মতন এসে স্বর্গের মালিক বানান অথবা শান্তিধামের মালিক করেন। বাবা বলেন আদরের বাচ্চারা তোমরা আমার থেকে নিজের অধিকার প্রাপ্ত করবে তো ! সকলে বলে হ্যাঁ , বাবা কেন প্রাপ্ত করবো না । আচ্ছা ! চন্দ্রবংশী রামের পদ প্রাপ্ত করতে রাজী হবে? তোমার কি দরকার ? বাবা উপহার এনেছেন । তুমি সূর্যবংশী লক্ষ্মীকে বরণ করবে না চন্দ্রবংশী সীতাকে ? তুমি নিজের চেহারা তো দেখো । শ্রী নারায়ণকে অথবা শ্রী লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছে ? বিনা যোগ্য পরিনত হয়ে বরণ কিভাবে করবে ? এবার বাবা বসে বোঝাচ্ছেন আমাদের , হবহ কল্প পূর্বে যেমন বুঝিয়েছিলেন । আবার বাবা বোঝাচ্ছেন , আবার তুমি এসে অধিকার প্রাপ্ত করছো । তোমার মূল লক্ষ্যই হল বেহদের বাবার দ্বারা বেহদের অধিকার প্রাপ্ত করা । প্রথম গ্রেড হল সূর্যবংশী রাজ্য পদ আর দ্বিতীয় গ্রেড হলো চন্দ্রবংশী । যেমন এয়ারকন্ডিশন ফার্স্টক্লাস , সেকেন্ড ক্লাস হয় , তাই না । তাই সত্যযুগের পুরো রাজধানীকে এয়ারকন্ডিশন মনে

করো। এয়ারকন্ডিশন থেকে উষ্ণ তো আর কিছুই হয় না। তারপর হয় ফার্স্টক্লাস। তাই এবার বাবা বলছেন যে, তুমি এয়ারকন্ডিশনের সূর্যবংশী পদ প্রাপ্ত করবে না চন্দ্রবংশীর ফার্স্টক্লাস? তার থেকে কম তো আবার সেকেন্ড ক্লাসে ক্রমানুসারে ওয়ারিস তৈরী হবে তখন তুমি পেছনে পেছনে এসে রাজস্ব প্রাপ্ত করবে। নয় তো আবার থার্ড ক্লাস প্রজাদের, তার মধ্যেও টিকিট রিজার্ভ থাকে। ফার্স্টক্লাস রিজার্ভ, সেকেন্ডক্লাস রিজার্ভ, ক্রমানুসারে দরজা থাকে, তাই না। বাকী সুখ তো সেখানে আছেই। আলাদা আলাদা কম্পার্টমেন্ট (বগী) তো হয়, তাই না। বিত্তশালীরা (সাহকার)তো এয়ারকন্ডিশন টিকিট নেয়। তোমাদের মধ্যে বিত্তশালীতে (সাহকার) কে পরিনত হবে? যারা সবকিছু বাবাকে দিয়ে দেয়। বাবা এই সবকিছু আপনার। ভারতেই মহিমা গাওয়া আছে যে, সওদাগর, রত্নাগর, জাদুকর এই মহিমা হলো সব বাবার নাকি কৃষ্ণের! কৃষ্ণ তো অধিকার প্রাপ্ত করে, সত্যযুগে প্রালঙ্ক প্রাপ্ত করে, কারণ সেও বাবার হয়েছে। প্রালঙ্ক কোথার থেকে তো প্রাপ্ত হয়েছে হবে, তাই না। লক্ষ্মীনারায়ণ সত্যযুগে প্রালঙ্ক ভোগ করে। এবার তোমরা বাচ্চারা ভালোভাবে জানো যে অবশ্যই তারা অতীতে প্রালঙ্ক তৈরী করেছে। নেহেরুর প্রালঙ্ক কত ভালো ছিল। ভালো কর্ম করেছিল, আর বিনা মুকুটের ভারতের বাদশাহ ছিল। ভারতের মহিমা তো অনেক আছে। ভারতের মতন উষ্ণ দেশ আর কোথাও নেই। ভারত হলো পরমপিতা পরমাত্মার জন্মস্থান। এই রহস্য কারোরও বুদ্ধিতে স্থায়ী হয় না। পরমাত্মাই সকলকে অর্ধকল্পের জন্য সুখশান্তি দিয়ে থাকেন। ভারতই হয় নম্বরওয়ান তীর্থস্থল। কিন্তু ড্রামা অনুসারে এক বাবাকে ভুলে যাওয়ার দরুন সৃষ্টির অবস্থা দেখো কি হয়ে গেছে, এই কারনেই শিববাবা আবার এসেছেন অর্থাৎ শিববাবার অবতরণ হয়েছে। নিমিত্ত তো কাউকে হতে হবে, তাই না। এবার বাবা বলেন যে অশরীরী ভব, নিজেকে আত্মা চিন্তা করো। আমি আত্মা কাঁর সন্তান, এইসব কেউই জানে না। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাই না। এদিকে বলেও তারা ও গড ফাদার, দয়া করো। শিবজয়ন্তীও পালন করে কিন্তু তিনি কবে এসেছেন, এইসব কারোরও জানা নেই আর এইসব হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা। বাবা-ই এসে নতুন দুনিয়া সত্যযুগ স্থাপন করেন। সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বর্ষ তো হয় না। সেই কারণে ঘোর অন্ধকার হলো তো! গীতার উপদেশ কতজন এসে শোনে। কিন্তু যে পড়ান আর যারা পাঠ করে, তারা কিছুই বোঝে না। বাবা কত সহজ করে বোঝাচ্ছেন। শুধু বাবাকে স্মরণ করো। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্মফুলের মতন পরিণত হও। বিষ্ণুকেই সব রকমের অলঙ্কার দেওয়া হয়েছে, শঙ্খও দেওয়া হয়েছে আর ফুলও দেওয়া হয়েছে। বাস্তুবে দেবতাদের থোড়াই দেওয়া হয়। এইসব অনেক গুহ্য গম্ভীর কথা। সবই হয় ব্রাহ্মণদের অলঙ্কার, কিন্তু ব্রাহ্মণদের কি করে দেওয়া হবে, আজ তারা ব্রাহ্মণ হয়, কালই আবার শূদ্র তৈরী হয়। ব্রহ্মাকুমারই শূদ্রকুমারে পরিনত হয়। মায়া দেবী করে না। যদি কোনো গাফিলতি করেছে, বাবার শ্রীমতে না চলেছো, বুদ্ধি খারাপ হয়েছে, তখন মায়া ভালোভাবে চড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। রাগের মাথায় মানুষরা বলে না, যে থাপ্পড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেব, তো মায়া সেকেন্ডে জীবনমুক্তি শেষ করে দেয়। কত ভালো ভালো বাচ্চাদের মায়া গ্রাস করে। দেখতে থাকে কোথায় গাফিলতিতে থাকলে ঝট করে থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। বাবা তো এসে পুরোনো দুনিয়ায় মুখ ঘুরিয়ে থাকেন। লৌকিক বাবা অনেকেই গরীব হয়, পুরোনো ঝোপড়ীতে থাকে, আবার নতুন তৈরী করে তো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে ব্যস এবার নতুন বাড়ী তৈরী হবে, আবার আমরা গিয়ে বসবাস করবো। এই পুরোনোটা ভেঙ্গে দেব। এবার বাবা তোমাদের জন্য হাতের ওপরে স্বর্গ (বহিস্ত) বা বৈকুণ্ঠ এনেছেন। বলছেন আদরের বাচ্চারা, আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। এই নেত্র দ্বারা তোমাদের বাচ্চাদের দেখছি। বাবা বোঝাচ্ছেন আমিও ড্রামার অধীন। এমন নয় যে ড্রামা ব্যতীত কিছু করতে পারি। না, বাচ্চারা অসুস্থ হয়

তো এমন নয় যে আমি (শিববাবা) ঠিক করে দেব , অপারেশনের হাত থেকে মুক্ত করে দেব । না , কর্মভোগ তো সকলকেই ভোগ করতে হবে । তোমার ওপরে তো অনেক চাপ বা দায়িত্ব (বোঝা) আছে , কারণ তুমি হলে সবচেয়ে পুরোনো । সতোপ্রধান থেকে একদম তমোপ্রধান পরিনত হয়েছে । এবার তোমরা বাবাকে প্রাপ্ত করেছে , তো বাবার দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত করা দরকার । তুমি জানো কল্পে কল্পে ড্রামা অনুসারে আমরা বাবার দ্বারা বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করি । যারা সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী ঘরানার হবে , তারা অবশ্যই আসবে । যারা দেবতা ছিল , তারা শূদ্রে পরিণত হয়েছে , আবার তারাই ব্রাহ্মণে পরিণত হয়ে দৈবী সম্প্রদায়ের হবে । এইসব কথা বাবা ব্যতীত কেউই বোঝাতে পারেন না ।

বাবা বলেন তোমরা বাচ্চারা খুবই মিষ্টি । তোমরা হলে সেই কল্প পূর্বের আমার সন্তান । আমি কল্পে কল্পে তোমাকে এসে পাঠ পড়াই । কত আশ্চর্যের কথা! নিরাকার ভগবানুবাচ । শরীর দ্বারা সতর্ক থাকবে , তাই না । শরীর আলাদা হলে তো আত্মা সতর্ক থাকতে পারে না । আত্মা আলাদা (ডিট্যাচ) হয়ে যায় । এবার বাবা বলছেন যে অশরীরী ভব ! এমন নয় যে প্রাণায়াম ইত্যাদি করতে হবে । না , বুঝতে হবে আমি আত্মা হলাম অবিনাশী । আমার আত্মায় চুরাশী জন্মের পাট লিপিবদ্ধ আছে । বাবা নিজে বলেন যে , আমার আত্মাও যা রোল প্লে করে , সেসব পাটও লিপিবদ্ধ আছে । ভক্তিমার্গে সেখানে রোল প্লে করতে হয় আবার জ্ঞানমার্গে এখানে এসে জ্ঞান দিতে হয় । ভক্তিমার্গধারীরা জ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই জানে না । কেউ যদি মদিরা পান না করে তাহলে স্বাদ কি করে জানবে ! সেইরকম জ্ঞানও যখন প্রাপ্ত করে তখনই জানতে পারে । জ্ঞান দ্বারা সঙ্গতি হয় তাহলে অবশ্যই জ্ঞানসাগরই সঙ্গতি করেন । বাবা বলেন আমি হলাম সকলের সঙ্গতিদাতা । সর্বোদয়া লীডার হয় , তাই তো ! কত রকম রকমের হয়ে থাকে । বাস্তবে তো সকলের ওপরে দয়ানীল একমাত্র বাবাই হন । বাবাকে বলা হয় হে ভগবান দয়া করো । তাই তিনি সকলের ওপরে দয়া করেন । বাকী সকলে হলো লৌকিকে (হদে) দয়া করার নিমিত্ত । বাবা তো সারা দুনিয়া বা বিশ্বকে সতোপ্রধানে পরিণত করেন । তার মধ্যে তত্ত্বও সতোপ্রধান হয়ে যায় । এইসব কাজই পরমাত্মার হয় । তাহলে সর্বোদয়ার অর্থ কত বড় হয় । সকলের ওপরে দয়া করেন যিনি। স্বর্গের স্থাপনায় কেউই দুঃখী হয় না । সেখানে নম্বরওয়ান আসবাব পত্র , বৈভব ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়ে থাকে । মশা , মাছি , জানোয়ার ইত্যাদি যারা দুঃখ দেয় , তারা সেখানে হয় না । সেখানেও বড় লোকেদের ঘরবাড়ী অনেক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে । কখনো তুমি মাছি দেখবে না । মশা ইত্যাদিও ঢুকতে পারে না । স্বর্গে কারোর সাহস নেই যে আসতে পারে । অপবিত্র নোংরা করার কোনোও জিনিস সেখানে হয় না । প্রাকৃতিক ফুল ইত্যাদির অনেক সৌরভ থাকে । তোমাকে সূক্ষ্মবতনে বাবা সুবীরস পান করান । এবার সূক্ষ্মবতনে তো কিছুই হয় না । এইসব সাক্ষাৎকার হয় । বৈকুণ্ঠে কত ভালো ভালো ফুলের বাগান হয়ে থাকে । সূক্ষ্মবতনে এইসব খোড়াই থাকে । এইসব হলো সাক্ষাৎকার । এখানে বসে তুমি সাক্ষাৎকার করো ।

গীতও খুব সুন্দর আর ফাস্ট ক্লাস হয় । তুমি জানো যে আমরা বাবাকে পেয়েছি আর কি চাই ? বেহদের বাবার দ্বারা বেহদের অধিকার প্রাপ্ত করি তো বাবাকে স্মরণ করা দরকার । বাবার মত খুবই বিখ্যাত । শ্রীমত দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম হবো । বাকী হলো সকলের অসূরী মত । এইজন্য তারা জানে না যে সত্যযুগে সदैব সুখ ছিল । লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল । শৈশবে

তারাই রাধে-কৃষ্ণ হয় , তাদের আচার আচরণ কখনোই খারাপ হয় না । স্বর্গে তো সব বাচ্চারাই বড় ফার্স্টক্লাস হয় । চঞ্চলতার কোনো কথাই হয় না ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১. যখন এই পুরোনো দুনিয়া থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছো তো আবার এমন কোনো গাফিলতি কোরো না যে মায়া তোমাকে নিজের দিকে ঘোরায় । শ্রীমতের অবজ্ঞা করা উচিত নয় । বাবার দ্বারা পুরো বর্ষা প্রাপ্ত করতে হবে ।

২. বাবাকে নিজের সবকিছু সমর্পণ করে পুরোপুরি উত্তরাধিকারী (ওয়ারিস) হয়ে সত্যযুগী এয়ারকন্ডিশন টিকিট প্রাপ্ত করতে হবে । মূল লক্ষ্যকে বুদ্ধিতে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান :-- শ্রেষ্ঠ মতের আধারে মায়াবী সঙ্গদোষের উর্দ্ধে থাকার জন্য শক্তিস্বরূপ ভব !

বাচ্চাদের একটা অভিযোগ (কমপ্লেইন) থাকে যে , সম্বন্ধীরা শোনে না , সঙ্গ ভালো নয় , এই কারণে শক্তিশালী হতে পারছি না । কিন্তু শ্রেষ্ঠ মতের আধার দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ , শক্তিস্বরূপের বরদানী হয়ে নিজস্ব স্থিতিকে অচল তৈরী করো । সাক্ষী হয়ে প্রত্যেকের রোলকে দেখো । আপন সতোগুনী পার্টে স্থিত থাকো । সর্বদা বাবার সঙ্গে থাকলে তমোগুনী আত্মার সঙ্গে রং-এর প্রভাব পড়বে না ।

স্লোগান :-- কর্মযোগী তারা হয় , যারা কর্মের কল্প বৃক্ষের ডালে বসে কর্ম করেও উপরাম স্থিতিতে স্থিত থাকে ।